ইউরোপের ইতিহাস

(১৬৪৮-১৮১৫)

হেরম্বচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্, এ, ট্রিপল,
ইতিহাস, বাংলা ও সংস্কৃত।
অধ্যাপক, ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশন :
ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক, বগুড়া কলেজ।

ইষ্ট এণ্ড কোং
নেতাজী সুভাষ এভিনিউ, শ্রীরামপুর

প্রাপ্তিস্থান

ইষ্ট এণ্ড কোং
৩৯, নেতাজী সুভাষ এভিনিউ,
শ্রীরামপুর

ছাত্র শিক্ষা নিকেতন
১৭৩-৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীঅম্বিকা পদ বিশ্বাস
ইষ্ট এণ্ড কো
৩৯, নেতাজী [illegible] ভিনিউ শ্রীরামপুর,

মুদ্রাকর :
শ্রীজ্যোতিভূষণ বিশ্বাস
জ্যোতি প্রেস
২৮এ, চক্রবর্ত্তী লেন চাতরা শ্রীরামপুর

বাইণ্ডার্স :
[illegible] এ্যাণ্ড কোং
৬৬, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মূল্য : পাঁচ টাকা মাত্র

মুখবন্ধ

বঙ্গভাষায় 'ইউরোপের ইতিহাস' (১৭৮৯-১৮১৫) প্রকাশিত হইল। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান বিধান অনুযায়ী ছাত্রগণকে ইংরাজীভাষার পরিবর্তে বঙ্গভাষার মাধ্যমে ইতিহাস পরীক্ষা দিবার বিকল্প সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। ছাত্রগণের পক্ষে এই সুযোগ কার্যকরী করার জন্য ইতিপূর্বে 'ইউরোপ ও বিশ্বের সাধারণ ইতিহাস' (১৮১৫-১৯১৯)' প্রকাশিত হইয়াছিল। বর্তমানে 'ইউরোপের ইতিহাস' প্রকাশিত হওয়ায় পরীক্ষার্থিগণকে ভাষার জন্য আর বিমাতার দ্বারস্থ হইতে হইবে না।

ইতিহাসের এই সুদীর্ঘকাল ইউরোপের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনের বহু ঘাত প্রতিঘাত ও পতন অভ্যুদয়ের সঙ্গে বিজড়িত। ইংরাজী ভাষায় এই যুগের স্বল্প পরিসর পুস্তকের অভাব নাই, কিন্তু বঙ্গভাষায় ইহার যথেষ্ট অভাব রহিয়াছে। বঙ্গভাষায় এই শ্রেণীর গ্রন্থ রচনায় বিস্তর অসুবিধা। ইংরাজীভাষার শব্দ সম্পদ অজস্র ও প্রকাশ ক্ষমতা অসামান্য। স্বল্পায়তনের মধ্যে সেই ভাষার ভাব সৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বঙ্গভাষায় রচনা অতি দুরূহ। অধিকন্তু পরীক্ষার্থীদের উপযোগী করিয়া রচিত না হইলে গ্রন্থরচনার অন্যতম উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া পড়ে। যাহা হৌক, যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইয়াছে যাহাতে সমস্ত ঘটনাসংস্থান সহ মূল বিষয়-বস্তুর গতি ও প্রকৃতি সহজবোধ্য হয় এবং ছাত্রগণ ঘটনা প্রবাহের অন্তরালে অবস্থিত মৌলিক ইঙ্গিত লক্ষ্য করিতে পারে। ইংরাজীর অনূদিত বহু শব্দ ও বাক্য প্রথম পরিচয়ে অসুবিধাজনক হইতে পারে, কিন্তু অপরিচয়ের ধাক্কা সামলাইয়া

উঠিলে তাহারা বিশেষ নিন্দনীয় বলিয়া মনে হইবে না। সুষ্ঠুতর করার জন্য বিকল্প মতামত সাদরে গৃহীত হইবে।

সিটি কলেজের অর্থনীতির সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীঅরুণ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ইউরোপ ও বিশ্বের সাধারণ ইতিহাসে (১৮১৫-১৯১৯) প্রনয়ণে আমাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং বর্ত্তমান পুস্তক রচনাতেও উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন এই জন্য তাঁহার নিকট আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ।

সুহৃদ্বর শ্রীহৃষীকেশ চট্টোপাধ্যায়-এর সুপরামর্শ ও আনুকুল্য পুস্তক রচনায় যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। আকস্মিক কাগজের দুষ্প্রাপ্যতার ফলে গ্রন্থ প্রকাশে অনিবার্য্য বিলম্ব হইয়াছে।

সংশ্লিষ্ট মহলে পুস্তকখানি আদৃত হইলে পরিশ্রম সার্থক হইবে বলিয়া মনে করি।

উত্তরপাড়া
হুগলী
মার্চ, ১৯৫১।

বিনীত
শ্রীহেরম্ব চন্দ্র ভট্টাচার্য্য

সূচীপত্র

প্রথম ভাগ

দ্বিতীয় ভাগ

তৃতীয় ভাগ

প্রথম ভাগ

(১৬৪৮-১৭১৫)

ইউরোপের ইতিহাস

প্রথম অধ্যায়

সংক্ষিপ্ত সঙ্কলন

[ত্রিংশবর্ষ যুদ্ধের অবসানের পর ১৬৪৮ খৃঃ ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮১৫ খৃঃ নেপোলিয়নের পতন পর্য্যন্ত অন্তর্ব্বর্ত্তী সময়ে অনুষ্ঠিত ইউরোপের ঘটনাবলী এই পুস্তকের আলোচ্য বিষয়।]

প্রধান রাষ্ট্রশক্তিরূপ ফ্রান্সের উন্মেষ ও ইতিবৃত্ত মুখ্য ঘটনা

এই অন্তর্ব্বর্ত্তী কালের মুখ্য ঘটনা ইউরোপের প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রশক্তিরূপে ফ্রান্সের উন্মেষ, অগ্রগতি, ফরাসী-বিপ্লব ও নেপোলিয়ান শাসিত ফ্রান্সের ইতিহাস। মোট কথা—প্রধানতঃ ফ্রান্সের ইতিবৃত্তকেই কেন্দ্র করিয়া সমকালীন ইউরোপের অধিকাংশ রাষ্ট্রের উত্থান-পতন আবর্ত্তিত হইয়াছে। প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্র হিসাবে সুইডেনের পতন, প্রাশিয়া ও রাশিয়ার আধুনিক ইউরোপীয় শক্তিরূপে অভ্যুদয়, পোলাণ্ড-বিভাগ ইত্যাদি আনুষঙ্গিক ঘটনাও উপেক্ষা করিবার নহে তথাপি সমস্ত ঘটনার মধ্যমণি যেন ফ্রান্স।

ত্রিংশবর্ষ যুদ্ধের পূর্ব্বে ফ্রান্সের রাজনৈতিক অবস্থান অত্যন্ত আশঙ্কাজনক ছিল। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্য্যন্ত ইউরোপের রাজনৈতিক ভারকেন্দ্র রক্ষার ভার ছিল হ্যাপ্‌সবার্গ বংশের হাতে এবং হ্যাপ্‌সবার্গ বংশীয়েরা ফ্রান্সের উত্তরপূর্ব্বে অষ্ট্রীয়-সাম্রাজ্যে ও দক্ষিণাঞ্চলে স্পেনে রাজত্ব করিতেছিল। অষ্ট্রীয়ার অধিপতি 'পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের' সম্রাটরূপে ইউরোপে জার্ম্মাণীর উপর অবাধ কর্ত্তৃত্ব করিতেন এবং দক্ষিণ পশ্চিমে স্পেন ইউরোপের নেদারল্যাণ্ডস্, লাক্সেমবুর্গ, ইটালীর উত্তরাঞ্চল এবং আমেরিকাস্থ বহু ভূখণ্ডের মালিক হওয়াতে ইউরোপের রাষ্ট্রক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। কোনও স্বাভাবিক সীমানা ফ্রান্সের ছিল না—প্রায় সকল দিক হইতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা লইয়া ফ্রান্সকে আশঙ্কিত হইয়া থাকিতে হইত। ফ্রান্সকে এই দুরবস্থা হইতে উন্নীত করিলেন তাহার সুযোগ্য মন্ত্রী রিচলু ও পরে তাহার উত্তরাধিকারী ম্যাজারিন। ত্রিংশবর্ষ যুদ্ধের ধর্ম্ম বিরোধের সুযোগে রিচলু ক্যাথলিক ফ্রান্সকে প্রটেষ্টাণ্ট পক্ষে অবতীর্ণ করান এবং ম্যাজারিনের সময়ে হ্যাপ্‌সবার্গ বংশীয় অষ্ট্রীয়া ও স্পেন ফ্রান্সের হস্তে পরাজয়ের গ্লানি বহন করিতে বাধ্য হয়। ক্যাথলিক রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও ক্যাথলিকদের স্বার্থ অপেক্ষা রাষ্ট্রের স্বার্থকে ঊর্দ্ধে স্থাপিত করার নীতি রিচলু প্রবর্ত্তন করেন এবং এই 'স্বদেশে ক্যাথলিক এবং বিদেশে প্রটেষ্টাণ্ট' নীতি অবলম্বন করার দরুণ ফ্রান্স ত্রিংশবর্ষ যুদ্ধের অবসানে ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধি অনুযায়ী কণ্টিনেণ্টে স্পেন ও অষ্ট্রীয়ার স্থলে স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ প্রাপ্ত হয়। ১৬৪৮ খৃঃ র ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধি ও ১৬৫৯ খৃঃ পিরানিজের সন্ধির পর দেখা গেল, ইউরোপের রাষ্ট্রনৈতিক রাজধানী ভিয়েনা বা মাদ্রিদ হইতে প্যারিসে স্থানান্তরিত হইয়াছে। ইউরোপে হ্যাপসবার্গ বংশের একাধিপত্যের অবসান হইয়া বুরবোঁ (ফ্রান্স) বংশের আধিপত্যের যাত্রা আরম্ভ হইল।

অতঃপর কন্টিনেন্টের রাষ্ট্রমঞ্চে ফ্রান্স সুদীর্ঘ কালের জন্য নাম ভূমিকায় অভিনয় করিয়া চলিল—অষ্ট্রীয়া ও স্পেনের নাম অপ্রধান চরিত্রের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হইয়া রহিল।

অতঃপর আরম্ভ হইল ফরাসী আধিপত্যের যুগ এবং ফ্রান্সের এই একাধিপত্য প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীকাল বজায় রহিল।

ফ্রান্সে চতুর্দ্দশ লুইর শাসন

১৬৬১ খৃঃ ফরাসীরাজ চতুর্দ্দশ লুই ফ্রান্সের শাসনদণ্ড স্বীয় পরিচালনাধীনে গ্রহণ করেন এবং ১৭১৫ খৃঃ মৃত্যু পর্য্যন্ত বহু যুদ্ধ বিগ্রহ, কূটনীতি, সন্ধি ও আপোষের মধ্য দিয়া ফ্রান্সকে ক্রমাগ্রগতির পথে উন্নীত করিয়া যান। চতুর্দ্দশ লুই ব্যক্তিগত বিচার বুদ্ধি, কার্য্যক্ষমতা, রাষ্ট্রনৈতিক বিচক্ষণতা ও স্বীয় বংশের আধিপত্য বিস্তারের দিক দিয়া মোগল সম্রাট আরংজীবের সমগোত্রীয় ছিলেন। উভয় নরপতির রাজত্বকালই স্ব স্ব বংশের গৌরবের চরম সীমা ও পতনের পূর্ব্বাভাস সূচনা করিয়াছিল। চতুর্দ্দশ লুই সমকালীন সদাশয় স্বৈরাচারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইলেও ক্ষমতাগর্ব্বে বিভ্রান্ত হইয়া সমস্ত ইউরোপের উপর ডিক্টেটারি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতে যাইয়া ফ্রান্স ও স্বীয় বংশের ভবিষ্যৎ বিপন্ন করিয়া গেলেন। হ্যাপ্সবার্গ বংশের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে ফ্রান্সের অভ্যুদয় ইউরোপের রাষ্ট্রনৈতিক সমতা আনয়নে সাহায্য করিয়াছিল এবং সর্ব্বত্র ফ্রান্সের বিজয় স্বাগত বাণীদ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইয়াছিল। কিন্তু চতুর্দ্দশ লুইর পররাজ্যলোভী আগ্রাসী-মনোবৃত্তিতে পুনরায় ইউরোপের শক্তি সমতা বিপর্য্যস্ত হইবার উপক্রম হইতেই চতুর্দ্দিকে ফ্রান্সের শত্রুর সৃষ্টি হইল। এই শত্রুপক্ষের মুখপাত্র হইল ইংল্যাণ্ড ও হল্যাণ্ড। দৈবযোগে ইংল্যাণ্ড ও হল্যাণ্ডের সিংহাসন এক নরপতির শাসনাধীন হওয়ায় ফ্রান্সকে দারুণ বৈরিতার সম্মুখীন হইতে হইল। লুইর নিরঙ্কুশ অগ্রগতি একস্থানে স্তব্ধ হইয়া ঈষৎ পশ্চাদ্গমনে বাধ্য হইল। স্পেনের

উত্তরাধিকারের যুদ্ধে ফ্রান্সের প্রতিপক্ষদলের শক্তি বিশেষভাবে দৃষ্ট হইল এবং ১৭১৫ খৃঃ ইউট্রেক্টের সন্ধিতে ফ্রান্সের ক্ষমতা চরম সীমায় পৌঁছিয়া অগ্রগমনে বাধা প্রাপ্ত হইল এবং পূর্ণ অষ্টাদশ শতাব্দী ব্যাপিয়া ফ্রান্সকে স্বদেশে নবাভ্যুদিত প্রাশিয়ার ও বিদেশে ঔপনিবেশিক ক্ষেত্রে ইংলণ্ডের প্রতিপক্ষতার বিরুদ্ধে প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়া আত্মরক্ষা করিতে হইল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপের প্রথমার্দ্ধের অন্যতম উল্লেখ্য ঘটনা আগ্রাসী ফ্রান্সের প্রতিবল হিসাবে প্রাশিয়ার অভ্যুদয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের অভ্যুদয় যেমন স্পেন-অষ্ট্রীয়ার একাধিপত্য হইতে ইউরোপকে রক্ষা করিয়াছিল—তদ্রূপ অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের স্বৈরাচারী মনোবৃত্তি হইতে ইউরোপকে উদ্ধার করিল ক্ষুদ্র ব্রাণ্ডেনবার্গ হইতে সামরিক শক্তিরূপে প্রাশিয়ার উন্মেষ। ফ্রান্সের বর্দ্ধমান রাষ্ট্রলোলুপতাকে সংযত করিয়া প্রাশিয়া ইউরোপের শক্তি সমতা পুনরানয়ন করিল। অতঃপর আত্মরক্ষাপরায়ণ ফ্রান্সকে একক বিরোধিতা সহ্য করিতে হইল প্রতিবেশী রাষ্ট্র অষ্ট্রীয়া-স্পেনের, প্রাশিয়ার এবং সর্ব্বোপরি ইংলণ্ডের। এই সব প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ফ্রান্সের অর্থ ও প্রতিপত্তি ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে লাগিল। ফ্রান্সের শূন্য রাজকোষ পরিপূর্ণ করিবার কোন উপায় রহিল না। চতুর্দ্দশ লুইর পর ফ্রান্সের রাজসিংহাসনে আসিলেন পঞ্চদশ লুই ও ষোড়শ লুই—কেহই ফ্রান্সের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করার মত ক্ষমতা লইয়া আসেন নাই। পঞ্চদশ লুই ফ্রান্সের উপর আসন্ন মহাঝটিকার পদধ্বনি শুনিতে পাইয়াও তাহা প্রতিরোধ করার জন্য সচেষ্ট হন নাই—শুধু এই সতর্ক বাণী উচ্চারণ করিয়া গিয়াছিলেন—আমার পরই মহাপ্লাবন আসিবে। ষোড়শ লুই অপরিণত বয়স ও বুদ্ধি লইয়া রাজত্ব আরম্ভ করিলেন—মহারাণী

ফ্রান্সের সিংহাসনে পঞ্চদশ ও ষোড়শ লুই

এণ্টয়নেট তাহার প্রিয়পাত্র ও ভাগ্যান্বেষীদের সাহায্যে ফ্রান্সের রাষ্ট্রতরণী পরিচালনার দায়িত্ব লইলেন। কিন্তু শিরে সর্পদষ্ট ফ্রান্সকে সঞ্জীবিত করার মত মহামন্ত্র তাহার জানা ছিল না। প্রায় দেড় শতাধিক বর্ষ দায়িত্বহীন রাজ্যশাসনের ফলে ফরাসী জনসাধারণের আর্থিক নাভিশ্বাস উপস্থিত হইয়াছিল। পররাজ্যলোভী ও আড়ম্বরপ্রিয় নরপতিবর্গ স্বীয় স্বেচ্ছাচার চরিতার্থ করার জন্য শাসনের নামে শোষণ চালাইয়া আসিয়াছেন—প্রজাবর্গের উপর কর স্থাপনকেই অর্থ সংস্থানের একমাত্র উৎস বলিয়া জানিয়া আসিয়াছেন—ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষির উন্নতি বা শিল্পের প্রসারকে কোন সময়েই অর্থোৎপাদনের সহায়ক বলিয়া মনে করেন নাই এবং উৎসাহ দেন নাই। ফলে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য অর্থের প্রয়োজন হইলে প্রজাদের কর প্রদানের সামর্থ্য রহিল না। অথচ নব নব করভারে তাহাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হইবার উপক্রম হইল। পক্ষান্তরে ফ্রান্সের অভিজাত সামন্ত-সম্প্রদায় ও চার্চ্চ সামন্ত প্রজাদের উপর যথানির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য সম্পন্ন না করিয়াও সামন্ত প্রথানুযায়ী দাবী দাওয়া করিতে বিস্মৃত হইলেন না। সমস্ত দিক হইতে নিপীড়িত ও শোষিত ফরাসী জনসাধারণ অসন্তোষের বহ্নি হৃদয়ে জ্বালাইয়া সময়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ফ্রান্সের ইন্‌টেলেকচুয়েল শ্রেণী এই সার্ব্বজনীন অশান্তিকে উপজীব্য করিয়া তাহাদের সাহিত্য সমৃদ্ধ করিতে লাগিলেন—রুশো, ভল্‌টেয়ার, মণ্টেস্কু, ডিডেরট প্রভৃতি চিন্তামনীষিবর্গ এই অশান্তির কারণ বিশ্লেষণ করিয়া ফ্রান্সের সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক কাঠামোকে এই অপব্যবস্থার জন্য দায়ী করিলেন। ইহাতে প্রধূমিত অশান্তির বহ্নি আরও ইন্ধন প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বাত্মক বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রশস্ততর করিয়া তুলিল। পঞ্চদশ লুইর সময়ে ঔপনিবেশিক আধিপত্য লইয়া ইংরাজ ফরাসী দ্বন্দ্বে ফ্রান্স আমেরিকায়, ভারতবর্ষে সর্ব্বত্র ইংরাজদের সঙ্গে পশ্চাৎপদ হইয়া পরাজয়ের গ্লানি

বহন করিতে লাগিল। সুদীর্ঘ এক শতাব্দীব্যাপী যুদ্ধ বিগ্রহের ফলে ফ্রান্সের আর্থিক মেরুদণ্ড একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। পঞ্চদশ লুই অর্থের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য বিভিন্ন প্রকারের করবৃদ্ধিদ্বারা কাজ চালাইয়া গেলেন। এই করবৃদ্ধির চাপ হইতে যাহারা করদানে সর্ব্বাপেক্ষা সক্ষম অর্থাৎ অভিজাত শ্রেণী নিস্কৃতি পাইল। দেশে অর্থাভাব, সাধারণ প্রজা রকমারি করভারে পিষ্ট, গভর্ণমেণ্ট শিল্প, বাণিজ্যের উন্নতির প্রতি মারাত্মক-রূপে উদাসীন—অথচ রাজপ্রাসাদের বিলাস বাসনের জন্য যথেচ্ছ ব্যয়ের অঙ্ক অসম্ভাব্যরূপে স্ফীত হইতে স্ফীততর হইতে লাগিল—ভার্সাই প্রাসাদের আনন্দ কলরোল অনশনক্লিষ্ট প্রজাদের আর্ত্তধ্বনিতে বিঘ্নিত হইল না। পঞ্চদশ লুই 'প্রাকার লিপি"র—পাঠোদ্ধারে বোধ হয় সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি শুধু আগামী মহাপ্লাবনের ইঙ্গিতই করিয়া গেলেন। ফ্রান্সের দুর্দ্দশার প্রতিকারের কোন চেষ্টাই করিলেন না।

ষোড়শ লুই ১৭৭৪ খৃঃ ফ্রান্সের রাজা হইলেন। ব্যক্তিগতভাবে প্রজাদের অভাব মোচনের জন্য তাঁহার আন্তরিকতার এবং প্রচেষ্টার অভাব ছিল না। কিন্তু সুদীর্ঘকালের পুঞ্জীভূত অন্যায়ের আবর্জ্জনা দূর করার মত সাধ্য তাঁহার ছিল না। রাজপ্রাসাদের অপব্যয় নিরাকরণ করিতে তিনি সক্ষম হইলেন না—বরঞ্চ বিলাসবতী রাণী এণ্টয়নেটের কল্যাণে ভার্সাইয়ের ব্যয়বহুলতা উপকথার মত লোকের বিস্ময়ের খোরাক জোগাইতে লাগিল। অভিজাতশ্রেণীকে করদানে বাধ্য করিলে হয়তো ফ্রান্সের অর্থক্লেশ লাঘব হইতে পারিত, কিন্তু রাণীর প্রতিবন্ধকতায় তাহা হইল না। শাসন-ব্যবস্থাকে এই অর্থ-সঙ্কটের হাত হইতে নিষ্কৃতি দিবার জন্য বহু সাময়িক প্রচেষ্টা হইল কিন্তু কোনটাই কার্য্যকরী হইল না। চতুর্দ্দশ লুই ফ্রান্সের প্রতিনিধি সভা 'ষ্টেটস্ জেনারেল' আহ্বান করিয়া জনমত লইবার চেষ্টা করিলেন। ১৭৮৯ খৃঃ এ ১৭৮

বৎসর ধরিয়া উপেক্ষিত ষ্টেটস্ জেনারেল আহূত হইল—ফ্রান্সে স্বৈরাচারী শাসনের ব্যর্থতা এই আহ্বান দ্বারা প্রমাণিত হইল। সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতাকে মূলমন্ত্র করিয়া ফ্রান্সের ঐতিহাসিক বিপ্লব আরম্ভ হইল।

তারপর ছায়া ছবির মতনই আরম্ভ হইল ইউরোপের চিত্রপটের উপর ফরাসী বিপ্লবের দ্রুতায়িত দৃশ্য সম্পাত। ষ্টেটস্ জেনারেল মধ্যযুগীয় অভিজাত পরিষদ হইতে জাতীয়-পরিষদে রূপান্তরিত হইল—জাতীয় পরিষদ গঠন সংস্থায় পরিবর্ত্তিত হইয়া নতুন শাসনতন্ত্র প্রণয়নে উদ্যোগী হইল। ইতিমধ্যে ফ্রান্সের এই 'নতুন যুগের ভোরে' জনসাধারণও নিষ্ক্রিয় রহিল না—প্যারিসে জনতা-বিক্ষোভ ব্যাষ্টিলের কারাগার ধ্বংস করিয়া ক্ষান্ত রহিল না— ক্ষুব্ধ মহিলা মিছিল বলপ্রয়োগে রুটিওয়ালা ও রুটিওয়ালার স্ত্রী রাজা ও রাণীকে ভার্সাই হইতে প্যারিসে বলপূর্ব্বক আনয়ন করিয়া নজর বন্দী করিয়া রাখিল। প্যারিসের জনতা বিক্ষোভ ফ্রান্সের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইল এবং প্রত্যেক প্রদেশে কৃষক অভ্যুত্থানের ফলে মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্রের আভিজাত্য ও বিশেষ সুবিধা সমূহ চিরতরে অন্তর্হিত হইল। 'গঠন সংস্থা' আইন প্রণয়ন করিয়া নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রবর্ত্তন করিল—চার্চ্চকে রাষ্ট্রাধীন করিল এবং রাজার স্বৈরাচারকে সংযত করিল। এক কথায় ফ্রান্স হইতে অ-সমান ব্যবস্থা উঠিয়া গেল এবং সামাজিক সাম্য সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হইল।

কিন্তু ষোড়শ লুই নতুন শাসনতন্ত্রকে মনে প্রাণে স্বীকার করিতে পারিলেন না। ফ্রান্স হইতে অষ্ট্রীয়ায় পলায়ন করিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতে যাইয়া তিনি ধৃত হইলেন এবং জনসাধারণের অবিশ্বাসভাজন হইয়া রহিলেন। ফ্রান্স সমগ্র ইউরোপের নিপীড়িত-

জনের 'মুক্তি প্রচেষ্টায়' সহায়ক হইবেন ঘোষণায় সমগ্র স্বৈরাচারী ইউরোপ বিপ্লবী ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হইল। অষ্ট্রীয়ায় আশ্রয়গ্রহণকারী ফ্রান্স হইতে পলাতক অভিজাত সম্প্রদায় (Emigres) ফ্রান্স আক্রমণের জন্য বিদেশী শত্রুদের সাহায্য করিতে লাগিল। অষ্ট্রীয়া ও প্রাসিয়া ফ্রান্স আক্রমণ করিল। ফ্রান্সের অভ্যন্তরেও সর্ব্বত্র এই নতুন ব্যবস্থার বিরোধীদলের রাষ্ট্রদ্রোহী কার্য্যাবলী আরম্ভ হইল। কিন্তু ফ্রান্স ঘরে-বাইরের এই বিপদের দিনে স্থৈর্য্য ও সংযমের পরিচয় দিয়া আত্মরক্ষা করিল। দেশের বিভীষণ শ্রেণীর সন্দেহভাজন ব্যক্তিদিগকে নিষ্করুণভাবে নিহত করা হইল। ডুমার্জ্জের নেতৃত্বে ফরাসীবাহিনী প্রাসিয়ার আক্রমণকে প্রতিহত করিল এবং অষ্ট্রীয়াকে বিভিন্ন রণক্ষেত্রে পরাস্ত করিয়া অষ্ট্রীয়ার নিকট হইতে বেলজিয়াম, নীস ও স্যাভয় কাড়িয়া লইয়া বিপ্লবী ফ্রান্সের সামরিক সামর্থ্যের যথেষ্ট প্রমাণ দিল। ইতিমধ্যে ফ্রান্সের অভ্যন্তরে প্রাচীনপন্থীদের শাসন ও আধিপত্য অন্তর্হিত হইয়া আসিল এবং উগ্রপন্থী জনতাশাসন ফ্রান্সকে ক্রমপরিবর্ত্তনের দিকে অগ্রগামী করিল। ঘটনাচক্র এইরূপ দ্রুত বিস্ময়তার সঙ্গে আবর্ত্তিত হইতে লাগিল যে বিপ্লবের প্রারম্ভ যুগের নেতৃবর্গ এই দ্রুতগতির সঙ্গে চলিতে সমর্থ না হওয়ায় তাঁহারা সক্রিয় রাজনৈতিক জীবন হইতে অপসৃত হইলেন। নূতন যুগের পরিচালকবর্গ রাজতন্ত্রী ফ্রান্সের অবসান ঘোষণা করিয়া সাধারণতন্ত্র ঘোষণা করিল। রাষ্ট্রদ্রোহীরূপে ষোড়শ লুইর বিচার ও প্রাণদণ্ড হইল। লুই ১৭৯৩ খৃঃ ফ্রান্সের বধ্যযন্ত্র গিলোটিনে মস্তক দিয়া তাঁহার পূর্ব্বগামীদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন।

সাধারণতন্ত্রী ফ্রান্স রাজতন্ত্র হইতে নিস্কৃতি লাভ করিলেও উচ্ছৃঙ্খল জনতার আধিপত্য হইতে অব্যাহতি পাইল না। ফ্রান্সের সর্ব্বত্র বিভীষিকা রাজত্ব আরম্ভ হইয়া শোণিতপ্রবাহ বহিয়া যাইতে লাগিল। এই অশান্ত

জনতাকে সংযত হইতে শিক্ষা দিতে অগ্রসর হইলেন নেপোলিয়ান বোনাপার্ট নামে এক তরুণ কর্পোরাল। সূচনায়, এই কৃতিত্বের পুরস্কারস্বরূপ সাধারণতন্ত্রের বিরুদ্ধে সারিবদ্ধ ইউরোপের সহিত যুঝিবার ভারপ্রাপ্ত হইলেন নেপোলিয়ন। অতঃপর ফ্রান্সের ও নেপোলিয়নের ইতিহাস আভিন্ন রহিল না।

প্রকৃত প্রস্তাবে ইউরোপের সমস্ত দেশই তখন চারিদিক হইতে ফরাসীজাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে। কিন্তু নবলব্ধ স্বাধীনতার সঞ্জীবনীমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ ফরাসী জাতি সপ্তরথী বেষ্টিত হইয়া অক্লান্তভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিল এবং সর্বত্র প্রতিপক্ষগণ পরাস্ত হইল এবং ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধে সন্ধি করিয়া যুদ্ধ হইতে বিরত হইল। একমাত্র ইংলণ্ড একাকী অপরাজেয় থাকিয়া যুদ্ধ চালাইতে লাগিল। নেপোলিয়ন বুঝিতে পারিলেন ইংলণ্ডের শক্তি সামর্থ্য তাহার প্রাচ্য সাম্রাজ্যের উপর নির্ভর করে। সুতরাং নেপোলিয়ন মিশর জয়ের পর ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া ইংরাজকে জব্দ করিবেন এই মতলব করিলেন। তদনুসারে নেপোলিয়ন সৈন্যদলসহ জাহাজে চড়িয়া ইজিপ্টে উপস্থিত হইলেন। স্থলযুদ্ধে নেপোলিয়ন সর্বত্র জয়লাভ করিলেও নীলের যুদ্ধে নেলসনের নিকট নৌযুদ্ধে পরাস্ত হওয়ায় নেপোলিয়নের উচ্চাশা পূর্ণ হইল না। নেপোলিয়ন কোন প্রকারে ফ্রান্সে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং ফ্রান্সের নূতন শাসনতন্ত্রে প্রথম কন্সাল নাম গ্রহণ করিয়া ফ্রান্সের সর্বেসর্বা হইলেন এবং ১৮০৪ খৃঃ কন্সাল উপাধি পরিত্যাগ করিয়া ফ্রান্সের সম্রাট উপাধি গ্রহণ করিলেন।

কিন্তু ইউরোপের সকল রাজ্য নেপোলিয়নের আধিপত্য স্বীকার করিলেও ইংলণ্ডের মস্তক কিছুতেই অবনত হইল না। ট্রাফালগারের জলযুদ্ধে ফরাসী নৌবাহিনী শোচনীয়রূপে পরাভূত হওয়ায় নেপোলিয়ন

ইংলণ্ডকে অন্যভাবে পরাভূত করার পরিকল্পনা করিলেন। নেপোলিয়ান বিভিন্ন রণক্ষেত্রে অষ্ট্রীয়া, প্রাশিয়া, রাশিয়া প্রভৃতি কন্টিনেন্টের প্রধান প্রধান ও অন্যান্য অপ্রধান রাষ্ট্রকে পরাস্ত করিয়া এবং ফ্রান্সের সুবিধাজনক সন্ধিসর্ত্ত আরোপ করিয়া, অথবা সিংহাসনে স্ব-মনোনীত রাজা স্থাপন করিয়া ইংলণ্ড ব্যতীত গোটা ইউরোপকে স্বীয় অঙ্গুলা হেলনের অধীনে আনয়ন করিলেন। অতঃপর তিনি বাণিজ্য-নির্ভর ইংলণ্ডের সহিত ইউরোপের ব্যবসা সংযোগ নিষিদ্ধ করিয়া ঘোষণাপত্র জারি করিলেন এবং এই ব্যবস্থার ফলে ইংলণ্ড বাধ্য হইয়া উদরান্নের জন্য ফ্রান্সের বন্দোবস্তের স্বীকৃতিতে বাধ্য হইবে মনে করিলেন। কিন্তু নেপোলিয়নের এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার মত পর্য্যাপ্ত নৌ-বলের অভাবে ইংলণ্ড অপরাজেয় রহিল এবং নেপোলিয়ানের সুখের রাষ্ট্র-কোটে ভাঙ্গন ধরিল। ইংলণ্ডের শিল্পদ্রব্যে বঞ্চিত হইয়া নেপোলিয়ানের আয়ত্তাধীন দেশসমূহ ইংলণ্ডের সহিত সংযোগ বন্ধ করিল না। রাশিয়া প্রকাশ্যে নেপোলিয়নের পরিকল্পনায় বিরোধী হইলেন। নেপোলিয়ন অপরাধী রাশিয়াকে শাস্তি প্রদানের জন্য মস্কো অভিযান করিলেন। কিন্তু মস্কো-অভিযান সার্থক হইলেও রাশিয়া ধরা দিলেন না। বহু দুর্দ্দশার মধ্যে নেপোলিয়ন অসংখ্য সৈন্য হারাইয়া মস্কো হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। দুর্ভাগ্য তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিয়াই ছিল—মস্কো-অভিযানের ব্যর্থতা অসন্তুষ্ট প্রাশিয়া অষ্ট্রীয়াকে উৎসাহিত করিল এবং উভয়ের সম্মিলিত বাহিনীর নিকট নেপোলিয়ন লিপজিগের রণক্ষেত্রে পরাস্ত হইলেন। নেপোলিয়ান ফ্রান্সের সিংহাসন ত্যাগ করিলেন এবং মিত্রশক্তিগণ তাঁহাকে এলবা দ্বীপে নির্ব্বাসিত করিল। 'একশত দিবস' এল্‌বা দ্বীপে নির্ব্বাসন যাপনের পর নেপোলিয়ন ফ্রান্সে আসিলেন এবং সৈন্য সংগ্রহ করিয়া পুনরায় ভাগ্য পরীক্ষার জন্য চেষ্টা করিলেন। ১৮১৫ খৃঃ

১৮ই জুন তারিখে ওয়াটার্লুর রণক্ষেত্রে ওয়েলিংটন ও নেপোলিয়নে সাক্ষাৎকার হইল। ভাগ্যদোষে নেপোলিয়ন পরাজিত হইলেন। তিনি সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসিত হইলেন এবং ফ্রান্সের সিংহাসনে বুরবোঁ বংশীয় অষ্টাদশ লুই আরোহণ করিলেন।

ফ্রান্সের ইতিবৃত্তের সঙ্গে সঙ্গে **ইংলণ্ডের** কাহিনীও ধারাবাহিকতা রক্ষা করিয়া দ্রুতবেগে সমান্তরলতার সঙ্গে চলিয়াছে। টিউডর যুগেই ইংলণ্ড দ্বৈপায়ন মনোবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া ইউরোপের রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য এবং সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু ষ্টুয়ার্ট রাজত্বে প্রথম জেমস্ ও প্রথম চার্লসের স্বৈরাচারী শাসনে প্রজাগণ অতিষ্ঠ হইয়া রাজার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করে এবং সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে ইংলণ্ডের অন্তর্বিরোধ উপস্থিত হয়। প্রথম চার্লস পরাজিত হয় এবং ঘাতকের কুঠারে তাহার অত্যাচারী জীবনের পরিসমাপ্তি হয়। ইংলণ্ডে রাজতন্ত্রের অবসানে কমনওয়েলথ বা সাধারণতন্ত্রের সূচনা হয় এবং ক্রমওয়েল এই নবতন্ত্রের প্রধান পরিচালক নির্বাচিত হন। আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ক্রমওয়েল বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে না পারিলেও পর-রাষ্ট্রনীতিতে প্রতিভার পরিচয় দেন এবং বিদেশে সর্বত্র ইংলণ্ড সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। হ্যাপস্‌বার্গ-বুঁরবো দ্বৈরথে ইংলণ্ড অষ্ট্রীয়া-স্পেনের আধিপত্যের অবসান কামনায় ইউরোপের শক্তি সমতা রক্ষিত হইল মনে করিয়া ইংলণ্ড আনন্দিত হয়।

ইংলণ্ডের ইতিবৃত্ত

কিন্তু চতুর্দ্দশ লুইর আগ্রাসী মনোবৃত্তিতে ইংলণ্ড আশঙ্কিত হয় এবং সপ্তদশ শতাব্দী ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ড ফ্রান্সের পররাজ্যলোলুপতা ও অতিসামুদ্রিক উচ্চাশাকে দমন করিবার জন্য সর্বত্র তাহার

শত্রুপক্ষে যোগদান করে। ইউরোপে, আমেরিকায় এবং ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠাকামী ও উচ্চাশী ফ্রান্স ইংলণ্ডের দ্বৈরথ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে চলে এবং এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সর্ব্বত্র ইংলণ্ডের প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি বজায় থাকে এবং উপনিবেশ ক্ষেত্রে ফ্রান্সের রাজনৈতিক প্রতিপত্তি চিরতরে লুপ্ত হয়। সপ্তবর্ষ যুদ্ধের অবসানে এই দ্বন্দ্বের চরম মীমাংসা ইংলণ্ডের অনুকূলে নির্ণীত হয়।

অতঃপর ফরাসী বিপ্লব ও নেপোলিয়ানিক যুগেও ইংরাজ ফরাসী শক্তি-দ্বন্দ্ব পূর্ব্ববৎ সমভাবে চলিতে থাকে। বিপ্লবের প্রাথমিক অবস্থায় ইংলণ্ড অবশ্য উদাসীন থাকে, কিন্তু ক্রমশঃ ফ্রান্সের আক্রমণাত্মক ও আগ্রাসী মনোবৃত্তিতে ইংলণ্ড সচকিত হয় এবং ফ্রান্সকে সংযত করার জন্য বিভিন্ন প্রকারের কোয়ালিশন বা রাষ্ট্র জোটের সৃষ্টি করিয়া বিভিন্ন সময়ে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান করে। নেপোলিয়ান সর্ব্বত্র স্থলযুদ্ধে বিজয়ী হইয়া সমস্ত রাষ্ট্রজোটকে পরাভূত করিতে সক্ষম হইলেও ইংলণ্ডকে কিছুতেই নতজানু করাইতে সক্ষম হইল না। নৌ-শক্তির প্রাধান্যের জন্য ইংলণ্ড নেপোলিয়ানের সকল পরিকল্পনা ব্যর্থ করিয়া একক নেপোলিয়ানের দম্ভ ও উচ্চাশাকে চূর্ণ করার জন্য দণ্ডায়মান রহিল। চরম বিপদে মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখা ইংরাজের জাতিগত বৈশিষ্ট্য এবং নেপোলিয়নের সহিত দ্বন্দ্বে ইংলণ্ড এই অত্যাশ্চর্য্য মনোবলের জন্যই শেষ পর্য্যন্ত স্থির থাকিয়া নেপোলিয়নকে পরাস্ত করিতে সক্ষম হইল। ইংলণ্ড ও ইউরোপের ভবিষ্যৎ গণতন্ত্র আপাততঃ নিরাপদ হইল।

অটোম্যান সাম্রাজ্য

অটোম্যান বা তুর্কী সাম্রাজ্যের নির্ব্বাপিতপ্রায় শেষ ক্ষীণ-রশ্মিটুকুর পুনর্দীপনের ইতিহাসও এই যুগের অন্যতম কাহিনী। তুর্ক আক্রমণে কিছু সময়ের জন্য

পোলাণ্ড ও অষ্ট্রীয়া বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল সন্দেহ নাই—কিন্তু নবজাগ্রত ক্ষাত্রশক্তির বলে ইউরোপ অর্দ্ধচন্দ্র লাঞ্ছিত পতাকার আধিপত্য হইতে ইউরোপীয় সভ্যতাকে রক্ষা করে। তুর্ক সাম্রাজ্যের এই ভাগ্য-বিপর্যয়ের যুগে নব-জাগ্রত রাশিয়া তুরস্কের ক্ষমতা লুপ্ত করিতে অগ্রণী হয় এবং ক্ষীয়মান তুর্ক শক্তিও রাশিয়ার তুরস্কাধিকৃত অঞ্চলে অনুপ্রবেশের প্রচেষ্টা হইতেই নিকটপ্রাচ্য সমস্যার উৎপত্তি হয়।

প্রাশিয়ার উন্মেষ

ফ্রান্সের অভ্যুত্থান, চরমোৎকর্ষ ও ফরাসী বিপ্লব আলোচ্য সময়ের মুখ্য উপাখ্যান হইলেও আধুনিক রাষ্ট্ররূপে মধ্য ইউরোপে প্রাশিয়া ও পূর্ব্বাঞ্চলে রাশিয়ার অভ্যুদয়ের কথা উল্লেখ না করিলে এই যুগের ইউরোপের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিবে। নগণ্য নগর-রাষ্ট্র ব্রাণ্ডেনবার্গ-প্রাশিয়া স্বীয় রাষ্ট্র-চালকদের সামরিক প্রতিভার সাহায্যে ইউরোপকে সচকিত করিয়া স্বকীয় বিশিষ্ট স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া লয় এবং হ্যাপসবার্গ-বুরবোঁ ক্ষমতাদ্বন্দ্বের মধ্যখানে অনিবার্য্য উপস্থিতি দ্বারা মধ্য ইউরোপের শক্তি সমতায় ধারা-রক্ষীর কর্ত্তব্য করিয়া যায়। সুযোগান্বেষী প্রাশিয়া ক্রমশঃ প্রতিবেশী রাষ্ট্রের দুর্ব্বলতার অবকাশে বলে এবং বুদ্ধি কৌশলে স্বীয় ক্ষীণাঙ্গ স্ফীত হইতে স্ফীততর করিতে থাকে এবং ইউরোপের পরবর্ত্তী সময়ে সর্ব্ববিধ রাষ্ট্রনৈতিক ভাঙ্গা-গড়ায় প্রাশিয়ার প্রাধান্য অবিসংবাদিতরূপে পরিস্ফুট হয়।

রাশিয়ার অভ্যুদয়

ইউরোপের পূর্ব্বাঞ্চলে ও বাল্টিক উপকূলে সুইডিস সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের ভিত্তিরূপে রাশিয়ার আধুনিক পাশ্চাত্য রাষ্ট্ররূপে অভ্যুদয় আলোচ্য সময়ের ইতিহাসকে নব রূপায়নে সাহায্য করিয়াছে। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্ব্বে

রাশিয়া অনগ্রসর ও প্রাচ্য মনোভাবাপন্ন বিচ্ছিন্ন-শক্তি ও অসংহত রাষ্ট্র ছিল। পিটার দি গ্রেটের সময়ে রাশিয়া পশ্চিমী সভ্যতাকে স্বকীয় করণের সার্থক চেষ্টা করে এবং শিক্ষা, সম্পদ, সমর-কৌশল, পররাষ্ট্রের নীতি-চাতুর্য্য সমস্ত দিক দিয়া আধুনিক হয়। বাল্টিক অঞ্চলে সুইডেন-প্রাধান্যের সহিত রাশিয়ার সংঘর্ষ হয় এবং সুদীর্ঘ যুদ্ধ বিগ্রহের পর বাল্টিক অঞ্চলে রাশিয়া পূর্ণশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর রাশিয়া বল্কান অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য ক্ষীয়মান তুরস্কশক্তির সহিত দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হয় এবং জয়-পরাজয়ের মধ্য দিয়া ক্রমশঃ উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। পোলাণ্ডের বিভাগে সিংহের অংশ গ্রাস করিয়া রাশিয়া স্বীয় শক্তি বৃদ্ধি করে এবং নেপোলিয়ানের প্রতিপক্ষদের মধ্যে অন্যতম প্রথমশক্তিরূপে তাহার ক্ষমতা স্বীকৃত হয়। নেপোলিয়ানিক যুদ্ধের সময় রাশিয়ার প্রবল প্রতিপক্ষতাই নেপোলিয়ানের আগ্রাসী-নীতিকে বিপর্য্যস্ত করে এবং নেপোলিয়নের বিফল মস্কো অভিযানই যে তাহার পরাজয়ের অন্যতম কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্ররূপে রাশিয়ার উন্মেষ ও অগ্রগতি আলোচ্য যুগকে মহিমান্বিত করিয়াছে সন্দেহ নাই।

(ক) ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দের বৈশিষ্ট্য

১৬৪৮ খৃষ্টাব্দ ইউরোপের ইতিহাসে এক যুগ সন্ধির সূচনা করিয়াছে।

(ক) ধর্ম্মদ্বন্দ্বের অবসানে বংশ দ্বন্দ্বের সূচনা

অজস্র ঘটনা পরম্পরা ও তাহাদের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া ইতিহাসের উপাদান সন্দেহ নাই—কিন্তু প্রত্যেক যুগেই দেখা যায়, অজস্র ঘটনার মধ্যে এক বা একাধিক ঘটনা মুখ্য হইয়া সেই যুগের রাষ্ট্রনৈতিক বা সামাজিক কাঠামো গঠনে সহায়ক হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং দেশের সর্ব্ববিধ কার্য্যাবলী সেই ঘটনাকে কেন্দ্রবিন্দু করিয়া আবর্ত্তিত হইতেছে। এই হিসাবে ষোড়শ শতাব্দীর মুখ্য ঘটনা পোপের আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রটেষ্ট্যাণ্ট ধর্ম্মের বিদ্রোহ। [illegible]

এই যুগকে ধর্ম সংস্কারের যুগ বলিয়া অভিহিত করা চলে। ষোড়শ শতাব্দীতে ধর্ম সংস্কারের আন্দোলন শুধু ধর্মীয় ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে নাই—ইহা ইউরোপের রাষ্ট্রীক জীবনকেও, শুধু প্রভাবিত নহে, অভিভূত করিয়া সর্ব্বব্যাপ্ত হইয়া পড়ে এবং ক্যাথলিকদের ধর্ম্ম সংস্কারের প্রতি-আন্দোলনের ফলে ক্যাথলিক প্রটেষ্টাণ্ট দ্বৈরথ ইউরোপের রাষ্ট্র-জীবনের নিবিধ হইয়া দাঁড়ায়। এই দ্বন্দ্বের পরিসমাপ্তি হয় ইউরোপের ত্রিংশবর্ষের যুদ্ধে এবং ধর্ম্ম ব্যবস্থার চরম অবসান হয় ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধিতে। প্রত্যেক রাষ্ট্রের ধর্ম্ম ব্যবস্থা কি জাতীয় থাকিবে তাহার মীমাংসা এই যুদ্ধে নির্ণীত হইয়া যায়। সুতরাং ধর্ম্মদ্বন্দ্বের অবসানের পথ নির্দ্দেশক সময় হিসাবে ১৬৪৮ খৃঃ যুগসন্ধি হিসাবে অভিহিত করা যাইতে পারে। অতঃপর ইউরোপের ইতিহাসের কাহিনী হইল বংশদ্বন্দ্বের এবং এই বংশ-দ্বন্দ্ব ১৬৪৮ খৃঃ পর আরম্ভ হইয়া ১৭১৫ খৃঃ পর্য্যন্ত বিভিন্ন সন্ধিবিগ্রহের মধ্য দিয়া চলে এবং এই যুগকে বংশ প্রতিদ্বন্দ্বিতার যুগ বলিয়া অভিহিত করা চলে। উদাহরণ স্বরূপ ফ্রান্সের বুরবোঁ (Bourbon) বংশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য স্পেন অষ্ট্রীয়ার হ্যাপসবার্গ রাজবংশের সঙ্গে ফরাসীরাজ চতুর্দ্দশ লুইর বিভিন্ন সময়ের যুদ্ধ বিগ্রহের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সমস্ত যুদ্ধবিগ্রহের পশ্চাতে কোন প্রকার জাতীয় বা রাষ্ট্রীক আকাঙ্ক্ষার পরিচয় ছিল না—ছিল শুধু অহমিকা চরিতার্থ করা বা বিশেষ কোন বংশের প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা। স্পেনের উত্তরাধিকার যুদ্ধ এবং অষ্ট্রীয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধ সমস্তই এই বংশদ্বন্দ্বের দাবিতেই হইয়াছে।

(খ) ফরাসী শক্তির আধিপত্যের উন্মেষ

১৬৪৮ খৃঃ ইউরোপের রাষ্ট্রক্ষেত্রে ফরাসী শক্তির আধিপত্য উন্মেষের সূচনা করিল। ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপের রাষ্ট্রক্ষেত্রে স্পেন অষ্ট্রীয়ার প্রভাবাধীন ছিল। ত্রিংশবর্ষ যুদ্ধে ফ্রান্স স্পেন

অষ্ট্রীয়ার বিরুদ্ধ ছত্রাবাসে যোগদান করিয়া যুদ্ধে জয়লাভ সম্ভাব্য করিয়া তোলে-এবং যুদ্ধান্তে ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধির ফলে স্পেন ও অষ্ট্রীয়ার স্থলে ফ্রান্স পশ্চিম-ইউরোপের প্রধান শক্তিরূপে পরিগণিত হয়। অতঃপর হ্যাপবর্গ অষ্ট্রীয়া সাম্রাজ্যের সহিত ফ্রান্সের যুদ্ধবিগ্রহ সুদীর্ঘকাল চলিতে থাকে এবং হ্যাপসবার্গ-বুরবোঁ দ্বন্দ্ব সপ্তদশ শতাব্দীর অন্যতম মুখ্য ঘটনা হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং সমস্ত দিক দিয়া বিবেচনা করিলে ১৬৪৮ খৃঃ ইউরোপের ইতিহাসে গতি নিয়ামক বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

(খ) ত্রিংশ বৎসর যুদ্ধ ১৬১৮-১৬৪৮

এই যুদ্ধ ১৬১৮ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হইয়া ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে পরিসমাপ্ত হয়। জার্মানীর একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের স্থানীয় বিরোধ হইতে এই দ্বন্দ্বের সূচনা হয়। ক্রমশঃ স্বার্থের সংঘাত ও প্রতিসংঘাতের ফলে এই সামান্য স্থানীয় বিরোধ ইউরোপীয় সুদীর্ঘকালব্যাপী মহাসমরে পরিণত হয়। ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্র যুধ্যমান পক্ষদ্বয়ে যোগদান করে। এই যুদ্ধ প্রধানতঃ ধর্মযুদ্ধ এবং ধর্ম-সংস্কার ও প্রতিধর্মসংস্কার দলের শক্তি এই যুদ্ধে পরীক্ষিত হয় এবং সুদীর্ঘ-কালের ক্যাথলিক ও প্রটেষ্টান্টের বিরোধ পর্যায়ের ইহাই শেষ উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ।

এই যুদ্ধ বোহেমিয়ান যুগ (১৬১৮-'২৩), ডেনিস যুগ (১৬২৫-'২৯), সুইডিস যুগ (১৬২৯-'৩২) ও ফরাসী যুগ (১৬৩৫-'৪৮) এই চারিটি বিভিন্ন পর্য্যায়ের মধ্য দিয়া অতিক্রান্ত হওয়ার পর পরিসমাপ্ত হয়। জার্মাণীর প্রটেষ্টান্ট রাষ্ট্র বোহেমিয়ার প্রজাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ফার্ডিনাণ্ড নামক এক উগ্র ক্যাথলিককে বোহেমিয়ার অধিপতি হিসাবে তাঁহাদের স্কন্ধে আরোপিত করা হয়। বোহেমিয়ানগণ ফার্ডিনাণ্ডকে বিতাড়িত করিয়া ফ্রেডারিককে রাজা নির্বাচন করে। বিতাড়িত ফার্ডিনাণ্ড ইতিমধ্যে জার্ম্মাণীর সম্রাট পদে

ভিবিক্ত হইয়া বোহেমিয়ার এই ঔদ্ধত্যের প্রতিশোধ লইবার সঙ্কল্প করে এবং স্পেনের সহায়তায় বোহেমিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া ফ্রেডারিককে শুধু বোহেমিয়া নহে, তাহার নিজ রাজ্য প্যালাটিন হইতে বহিষ্কৃত করে। ফলে দক্ষিণ জার্ম্মাণীতে ক্যাথলিক ধর্ম্মের বিজয় ঘোষিত হয়।

অষ্ট্রীয়ার সম্রাটের এই বিজয় লাভে প্রটেষ্টাণ্ট রাষ্ট্রসমূহ শঙ্কিত হয় এবং ডেনমার্কের রাজা প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মের সংরক্ষক রূপে অষ্ট্রীয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। কিন্তু ১৬২৯ খৃষ্টাব্দে ডেনমার্ক পরাজয় স্বীকার করিয়া সরিয়া যাইতে বাধ্য হয়।

তৃতীয় স্তরে সুইডেনের রাজা গাষ্টেভাস এডল্‌ফাস প্রটেষ্টাণ্টদের পক্ষ হইতে অষ্ট্রীয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতরণ করেন। সুইডিস্‌রাজ উত্তর জার্ম্মাণীতে ক্যাথলিক প্রাধান্য বিস্তৃতির আশঙ্কায় সসৈন্যে অষ্ট্রীয়া আক্রমণ করেন এবং ব্রিটেনফেল্ড ও লুটজেনের যুদ্ধে জার্ম্মাণীবাহিনীকে পরাস্ত করেন। সাময়িক-ভাবে প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মপ্রসারের অগ্রগতি স্তব্ধ হয়। কিন্তু ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে গাষ্টেভাস লুটজেনের যুদ্ধে বিজয় লাভ করা সত্ত্বেও নিহত হন এবং ক্যাথলিক-প্রটেষ্টাণ্ট দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তি স্থগিত থাকে।

ত্রিংশবর্ষ যুদ্ধের চতুর্থ এবং শেষ পর্য্যায়ে ফ্রান্স ১৬৩৫ খৃঃ প্রটে-ষ্টাণ্টদের পক্ষ হইতে জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। ফ্রান্স ক্যাথলিক রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও প্রটেষ্টাণ্টদের পক্ষে যোগদানের মূলে কারণ ছিল রাষ্ট্রনৈতিক। ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী রিচ্‌ল্যু বুরবোঁ বংশের আধি-পত্য প্রতিষ্ঠার জন্য অষ্ট্রীয়ার প্রাধান্য খর্ব্ব করিতে বদ্ধপরিকর হন এবং এই যুদ্ধে "স্বদেশে ক্যাথলিক এবং বিদেশে প্রটেষ্টাণ্ট" এই নীতি গ্রহণ করিয়া যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। সুদীর্ঘকাল যুদ্ধের ফলে অষ্ট্রীয়া অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল—সুতরাং ফ্রান্সের তীব্র আঘাতের মুখে,

আত্মরক্ষা করিতে পারিল না। তেরো বৎসর যুদ্ধের পর ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধিতে এই সুদীর্ঘ যুদ্ধের অবসান হয় এবং অষ্ট্রীয়া ফ্রান্সের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। কন্টিনেন্টের প্রতিপত্তি হ্যাপসবার্গ বংশের হস্ত হইতে বুরবোঁ বংশের নিকট স্থানান্তরিত হয়।

ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধি—১৬৪৮

(১) ধর্ম্ম-সমস্যার মীমাংসা

এই সন্ধির বলে ইউরোপের সুদীর্ঘকালের ক্যাথলিক প্রটেষ্টান্ট বিরোধের স্থায়ী মীমাংসা হয়। জার্ম্মানীর পশ্চিম ও দক্ষিণ অঞ্চল ক্যাথলিক ও উত্তর অঞ্চল প্রটেষ্টান্ট থাকিবে বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। চার্চের সম্পত্তি সম্বন্ধে এই মীমাংসা হইল—১৬২০ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিবসে যে ভূসম্পত্তি ক্যাথলিক প্রটেষ্টান্টের অধিকারে ছিল তাহাই স্থায়ীভাবে উভয় সম্প্রদায়ের ভোগদখলে রহিবে। অধিকন্তু ক্যালভিন মত সম্বন্ধে স্থির হয় যে ইহা জার্ম্মান সাম্রাজ্যের অন্যতম ধর্ম্মরূপে সরকার কর্তৃক স্বীকৃত হইবে।

(২) ভৌমিক পরিবর্ত্তন

রাইন-অঞ্চলের বিশপাধিকৃত অঞ্চল মেটজ, টুলে ও ভার্দেন ফরাসীর অধিকারভুক্ত হইল এবং ষ্ট্রাসবুর্গ সহর ব্যতীত সমগ্র আলসেস্ ফ্রান্সের দখলে আসিল। এই

ফ্রান্সের সুবিধা

সব স্থান ফ্রান্সের দখলে আসায় রাইন অঞ্চলে ফরাসীর পাদ-পীঠিকা দৃঢ়তর হইল এবং রাইন অঞ্চলকে কেন্দ্র করিয়া ভবিষ্যৎ জার্ম্মানী-ফ্রান্সের বিরোধের বীজ উপ্ত হইয়া রহিল। অধিকন্তু নিরাপত্তার দিক দিয়া ফ্রান্সের দিক হইতে সুবিধা হইল, পক্ষান্তরে জার্ম্মানী আক্রমণের রাস্তা উন্মুক্ত হইয়া রহিল।

ত্রিংশবর্ষ যুদ্ধের অন্যতম প্রটেষ্টাণ্ট সভ্য হিসাবে সুইডেনও লাভের অংশ হইতে বঞ্চিত হইল না। সুইডেন পমারেনিয়ার পশ্চিমার্দ্ধ এবং ব্রিমেন ও ভার্দুনের বিশপাধিকৃত অঞ্চল লাভ করিল। উত্তর জার্ম্মাণীতে এই সব স্থান সুইডেনের দখলে আসায় জার্ম্মাণীতে সুইডেনের প্রতিপত্তি বর্দ্ধিত হইল এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইউরোপীয় শক্তিরূপে তাহার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। অপরন্তু জার্ম্মাণীতে তাহার ভৌমিক স্বত্ব থাকায় তাঁহাকে জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের প্রতিনিধি পরিষদ ডায়েট এর সভ্য হিসাবে স্বীকার করিয়া দিতে হইল এবং বাল্টিক অঞ্চলে সুইডেনের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল।

সুইডেনের প্রাপ্ত

ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধি অনুযায়ী সুইট্জারল্যাণ্ড ও নেদারল্যাণ্ডের (পরবর্ত্তী সময়ের হল্যাণ্ডের) স্বাধীন অস্তিত্ব স্বীকৃত হইল। অতঃপর ইহারা জার্ম্মাণ-সাম্রাজ্যের আওতা হইতে মুক্ত থাকিবে বলিয়া স্থির হইল।

এই সন্ধি অনুযায়ী সর্ব্বাপেক্ষা পরিবর্ত্তন হইল জার্ম্মাণী সম্বন্ধীয় বিধি-ব্যবস্থায়। ব্যাভেরিয়ার অধিপতি "নির্ব্বাচক"-এর ক্ষমতা সহ উচ্চ-প্যালাটিনেটের অধিকার প্রদত্ত হইল। ব্রাণ্ডেনবার্গের নির্ব্বাচক পমারেনিয়ার এক অংশ ও ম্যাগডেবার্গ সহর সহ অন্য ভৌমিক অঞ্চল প্রাপ্ত হইলেন।

জার্ম্মাণীর ঐক্য ও রাষ্ট্রনৈতিক সংহতি বিনষ্ট

জার্ম্মাণীকে তিনশতাধিক ক্ষুদ্র অঞ্চলে বিভক্ত করা হইল এবং এই সব অঞ্চলের নরপতিদিগকে স্বাধীন শাসকের মর্য্যাদা প্রদান করা হইল এবং জার্ম্মাণ-সম্রাট নিরপেক্ষ হইয়া অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সন্ধি বা সংগ্রাম করায় সম্পূর্ণ স্বাধীনতা তাহাদের রহিল। এই ব্যবস্থায় জার্ম্মাণীর সম্রাটের অধিপত্তি ও ক্ষমতা ন্যূনতম সীমায় পরিণত হইল। তিনি নামমাত্র সম্রাট

উপাধিতে পর্য্যবসিত হইলেন এবং উপাধিদান বা শুল্ক ব্যাপার ব্যতীত কোন বাস্তব ক্ষমতা তাহার হাতে রহিল না। জার্ম্মাণীর কোন আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সম্রাটের প্রকৃত ক্ষমতা না থাকায় তিনি অতঃপর অ-জার্ম্মাণ ব্যাপারে লিপ্ত রহিলেন। এই ব্যবস্থায় জার্ম্মাণীর সমূহ ক্ষতি হইল। অঙ্গরাষ্ট্রের উপর কোন আধিপত্য না থাকায় জার্ম্মাণ-রাষ্ট্র দুর্ব্বল ও সংহতিবিহীন হইয়া পড়িল। ফলে জার্ম্মাণী সুদীর্ঘকাল জাতীয় চেতনা ও রাষ্ট্রীয় সংহতির অভাবে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া রহিল। রাষ্ট্রীয় চেতনার অভাব ব্যতীত জার্ম্মাণীর ভৌমিক ক্ষতিও যথেষ্ট হইল। সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসরের যুদ্ধে শুধু জার্ম্মাণীর অগণিত লোক ক্ষয় হইয়াছে তাহা নহে, জার্ম্মাণীর বহু সমৃদ্ধশালী নগর সম্পদ ও শ্রীভ্রষ্ট হইল এবং একদা বিখ্যাত জনাকীর্ণ সহর সমূহ ধ্বংসাবশেষে পর্য্যবসিত হইল। কৃষিকার্য্য ও শিল্পবাণিজ্য অবহেলিত হওয়ায় জার্ম্মাণীর জীবনে শোচনীয় অর্থনৈতিক দুরবস্থা আসিল।

ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধির গুরুত্ব নিরূপণ

(ক) পূর্ব্ব-যুগের নিঃশেষক ও নবযুগের প্রবর্ত্তক

ফলাফলের দিক হইতে বিচার করিতে গেলে ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধিকে ইউরোপের ইতিহাসের অন্যতম দিক্‌নির্ণায়ক বলিয়া পরিগণনা করা যাইতে পারে। এই সন্ধি দুইটি স্পষ্ট বিভিন্ন যুগাদর্শের মধ্যস্থলে অবস্থিত থাকিয়া উভয়ের সীমারেখা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে। এই সন্ধির পূর্ব্বের যুগে অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্ব্বে ইউরোপের মুখ্য রাষ্ট্রীয় সমস্যা ছিল ধর্ম্ম বিরোধ এবং এই বিরোধকে কেন্দ্র করিয়া ইউরোপের শুধু রাষ্ট্রীয় নহে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাও উত্থানপতনের মধ্য দিয়া আবর্ত্তিত হইয়াছে। ত্রিংশবর্ষ যুদ্ধই এই ধর্ম্ম-বিরোধের

শেষ পর্য্যায়ের কাহিনী এবং ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধিসর্ত্তের মধ্যেই এই ধর্ম্ম-বিরোধের একটা সন্তোষজনক নিষ্পত্তি দেখা দিল এবং পূর্ব্বযুগের ধর্ম্মবিরোধের স্থলে অতঃপর সুদীর্ঘকাল ধরিয়া চলিল বংশবিরোধ এবং ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা। সুতরাং ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দ ষোড়শ শতাব্দীর ধর্ম্ম দ্বন্দ্ব এবং সপ্তদশ শতাব্দীর বংশবিরোধ ও ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সন্ধিরেখার উপর দণ্ডায়মান থাকিয়া উভয় যুগের নির্দ্দেশক হইয়া রহিয়াছে।

(ঘ) ইউরোপের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রব্যবস্থার পত্তন

ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধিসর্ত্তের ফলে গোটা ইউরোপের এত বিভিন্ন ভৌমিক বা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার রদ-বদল হইয়াছে যে এই সন্ধিকে ইউরোপের রাষ্ট্রসত্তার ভিত্তিস্থাপক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বস্তুতঃ, ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধিসর্ত্তানুযায়ী বিধি-ব্যবস্থা প্রায় নানা বিপ্লবের সময় পর্য্যন্ত ইউরোপের রাষ্ট্রতন্ত্র নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে, শুধু তাহাই নহে, এই সন্ধির ফলে ইউরোপের রাষ্ট্র-ব্যবস্থার মধ্যে যে সকল পরিবর্ত্তনের আভাস দেওয়া হইয়াছে তজ্জন্য ইউরোপের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক জটিলতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ দেখা যায় - রাইন অঞ্চলের অধিকার লইয়া জার্ম্মাণী ও ফ্রান্সের দ্বন্দ্বের বীজ এই সন্ধিতেই উপ্ত হইয়াছে। অষ্ট্রিয়া জার্ম্মাণীতে প্রতিপত্তিহীন হইয়া বল্কান অঞ্চলকে তাহার ভবিষ্যৎ প্রসার ও কর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া গ্রহণ করিল এবং ফলে রাশিয়া অষ্ট্রিয়া বিরোধের সূচনা হইল। ব্রাণ্ডেনবার্গের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া মধ্য ইউরোপে সামরিক ক্ষমতায় লব্ধকীর্ত্তি প্রাশিয়ার মত নব-রাষ্ট্রের উন্মেষ হইল—এই প্রাশিয়াকে কেন্দ্র করিয়াই ভবিষ্যতে ঐক্যবদ্ধ জার্ম্মাণরাষ্ট্র রূপ পরিগ্রহ করিল।

ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধি হইতেই ইউরোপের আন্তঃরাষ্ট্রীয় আইন-কানুন প্রতিষ্ঠাব্যবস্থা প্রেরণা লাভ করিল। ইতিপূর্ব্বে ইউরোপের ধর্ম্ম ব্যবস্থার

ও ধর্ম্মাতিরিক্ত বিষয়ের একেশ্বর বিধায়ক বলিয়া যথাক্রমে পোপ এবং জার্ম্মাণীর সম্রাট দাবি করিতেন এবং অংশত তাঁহারা স্বীকৃতিও পাইয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের এই অসঙ্গত দাবি অতঃপর বাধা প্রাপ্ত হইল এবং ইউরোপের আন্তঃরাষ্ট্রীক ব্যবস্থা সমাধিকারের ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রিত হইবে বলিয়া স্থির হইল। এতদ্ব্যতীত ত্রিংশ বর্ষ যুদ্ধের সময় সম্প্রধান পক্ষদ্বয় শত্রুপক্ষের অসামরিক লোকজন ও নগরাদির উপর এত অকারণ নৃশংস ব্যবহার করিয়াছিল যে ভবিষ্যতে যুদ্ধরত রাষ্ট্রসমূহের অসামরিক লোকজনের রক্ষার নিমিত্ত আন্তর্জ্জাতিক বিধি ব্যবস্থা প্রণয়নের সমূহ প্রয়োজন হইয়াছিল। অন্তঃরাষ্ট্রীক নিয়মাদি সম্বন্ধে ইতিমধ্যে বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে লাগিল। হিউগো গ্রোশিয়াসের সুবিখ্যাত আন্তর্জ্জাতিক 'সন্ধি-বিগ্রহের রীতি নীতি বিষয়ক' গ্রন্থের নাম উল্লেখযোগ্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(১) ফ্রান্সের ইতিহাস

কার্ডিনাল রিচল্যুর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার জন্যই ক্যাথলিক ফ্রান্স প্রটেস্টান্ট পক্ষ অবলম্বন করিয়া ত্রিংশবর্ষ যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধের ফলভোগ করিবার পূর্ব্বেই ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে রিচল্যু পরলোকগত হন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি ম্যাজারিন নামক একজন ধর্ম্মযাজককে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রতরণীর কর্ণধার মনোনীত করিয়া যান। রিচল্যুর মৃত্যুর পাঁচ মাস পরে রাজা ত্রয়োদশ লুই ও মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং নাবালক পুত্র চতুর্দ্দশ লুইর পক্ষ হইতে রাণী অ্যান রিজেন্টরূপে রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন। ম্যাজারিন শীঘ্রই রাণীর অন্তরঙ্গতা ও বিশ্বাস লাভ করিতে সমর্থ হওয়ায় সুদীর্ঘ অষ্টাদশ বৎসর ফ্রান্সের ভাগ্যবিধাতা রূপে প্রতিষ্ঠিত রহিলেন।

ম্যাজারিন রিচল্যুর উত্তরাধিকারী হইলেন

ম্যাজারিন রিচল্যুর উপযুক্ত উত্তরপুরুষ ছিলেন এবং গুরুর মৃত্যুর পর তিনি রিচল্যুর অসমাপ্ত কার্য্যভার সম্পন্ন করিবার দায়িত্বভার গ্রহণ করিলেন। ত্রিংশবর্ষ যুদ্ধের ফরাসী-পর্য্যায় তখন চলিতেছিল এবং যথেষ্ট কৃত-কার্য্যতার সহিত ম্যাজারিন হ্যাপস্‌বার্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। অষ্ট্রীয়া পরাজিত

ম্যাজারিনের পররাষ্ট্র-নীতি —জার্ম্মাণী পরাজয় বরণ করেন

হইয়া সন্ধিসর্ত্ত স্বীকার বাধ্য হইল এবং ম্যাজারিনের কৃতিত্ববলেই ফ্রান্স ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধিতে ফ্রান্সের পক্ষে সুবিধাজনক সর্ত্তসমূহ আদায় করিতে সমর্থ হয়।

অষ্ট্রীয়া পরাজয় স্বীকার করিলেও হ্যাপসবার্গ বংশের অন্য শাখা স্পেন অত শীঘ্র ফ্রান্সের সহিত আপোষ মীমাংসা করিতে প্রস্তুত হইল না। সুতরাং আরও একাদশবর্ষ ধরিয়া স্পেনের সহিত ফ্রান্সের যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে হইল। ম্যাজারিন আশ্চর্য্য কূটনীতি কৌশলে স্পেনকে তাহার মিত্র গোষ্ঠী হইতে বিচ্যুত করিয়া একক অবস্থায় কোণঠাসা করিবার সঙ্কল্প করিলেন। অষ্ট্রীয়ার সম্রাট লিওপোল্ড ফ্রান্সের বিপক্ষে স্পেনকে সাহায্য করিতে উৎসুক ছিলেন। কিন্তু ম্যাজারিন সম্রাটকে তাহার সিংহাসনের অন্য প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড় করাইবার ভীতি প্রদর্শন করাতে সম্রাট আত্মরক্ষার ভয়ে নিবস্ত হন। তৎপর ম্যাজারিন ইংলণ্ডের সাহায্যের জন্য হস্তপ্রসারণ করেন। ইংলণ্ডের তৎকালীন অধিকর্তা ক্রমওয়েলের মনস্তুষ্টির জন্য ম্যাজারিন প্রটেষ্টাণ্টদের কিছু সুযোগ সুবিধা দেন এবং স্পেন পরাজিত হইলে ডানকার্ক বন্দর সাহায্যের বিনিময় হিসাবে ইংলণ্ডের হস্তে অর্পণ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন। ক্রমওয়েল অতঃপর ফ্রান্সের সঙ্গে রক্ষাত্মক ও আক্রমণাত্মক সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়। এইরূপে অষ্ট্রীয়া ও ইংলণ্ডের সঙ্গে কূটনৈতিক বন্দোবস্ত করিয়া ম্যাজারিন সম্মিলিত ইঙ্গ-ফরাসীর সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে স্পেনকে ডিউনসের যুদ্ধে চূড়ান্তভাবে পরাস্ত করেন এবং ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে স্পেনকে পিরানিজের সন্ধিতে পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য করেন।

স্পেনের সহিত পিরানিজের সন্ধি

পিরানিজের সন্ধি অনুযায়ী স্পেন ফ্রান্সকে উত্তরে আরটয়েস ও অন্যান্য স্থান এবং পিরানিজ সীমান্তে প্রয়োজনীয় দুইটি স্থান রুসিলন ও সারডেন অর্পণ করেন। অধিকন্তু স্পেন ও ফ্রান্সের সৌহার্দ্দ্য দৃঢ়তর করার জন্য স্পেনের রাজকুমারী মেরিয়া থেরেসার

ফ্রান্সের নরপতি চতুর্দ্দশ লুইর বিবাহ বন্ধন স্থিরীকৃত হয়। অবশ্য এই বিবাহের দরুণ ভবিষ্যতে মেরিয়া থেরেসা স্পেনের সিংহাসনের উত্তরাধিকারের দাবি করিতে পারিবে না এই মর্ম্মে স্বীকৃতি আদায় করিয়া লওয়া হয়। উত্তরাধিকারের দাবি পরিত্যাগের বিনিময়ে উপযুক্ত যৌতুক দান করিতে স্পেন বাধ্য থাকিবে এই মর্ম্মে একটি সর্ত্ত স্পেনরাজের নিকট হইতে লওয়া হয়।

পিরানিজের সন্ধির গুরুত্ব

পিরানিজের সন্ধি ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ উন্নতির পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক হইল। ফ্রান্সকে হ্যাপসবার্গ বংশের প্রতিপত্তি ধ্বংস করিয়া ইউরোপে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে—ইহা রিশল্যু ও তদীয় উপযুক্ত শিষ্য ম্যাজারিনের লক্ষ্য ছিল। ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধিতে হ্যাপসবার্গের অষ্ট্রীয়া শাখা পরাজয় স্বীকার করিয়া ফ্রান্সকে গৌরবের পথ ছাড়িয়া দিয়াছে। কিন্তু এযাবৎকাল হ্যাপসবার্গের স্পেনীয় শাখা অপরাজেয় ছিল। পিরানিজের সন্ধিতে স্পেন ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া ফ্রান্সের দাবিতেই সম্মত হইতে বাধ্য হইল। এই হিসাবে পিরানিজের সন্ধিকে ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধির অনুপূরক বলা যাইতে পারে। এই সন্ধির বলে ফ্রান্স উত্তর-পূর্ব্বাঞ্চলে তাহার সীমান্ত সুদৃঢ় করিবার সুযোগ পাইল এবং কসিলন প্রাপ্তির বলে পিরানিজ পর্ব্বতমালা ফ্রান্সের দক্ষিণ সীমান্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল। স্পেনের রাজকুমারীর সহিত ফ্রান্সের রাজার পরিণয়-বন্ধন ম্যাজারিনের কূটনীতি চাতুর্য্যের অন্যতম পরিচায়ক। এই উদ্বাহ সূত্রের বলে ভবিষ্যতে ফ্রান্স স্পেনের অতুল ভৌমিব সম্পত্তি হইতে কিছুটা নিজের জন্য প্রত্যাশা করিতে পারিল। স্মরণ রাখিতে হইবে যে ভবিষ্যতে স্পেনের সিংহাসনের উত্তরাধিকারের দাবিকেই কেন্দ্র করিয়াই ফরাসীরাজ চতুর্দ্দশ লুইর পররাষ্ট্রনীতি অধিকাংশ সময়েই আবর্ত্তিত হইয়াছে। এই পিরানিজ সন্ধির সমস্ত গৌরব ম্যাজারিনের প্রাপ্য এবং ফ্রান্সকে ইউরোপের শ্রেষ্ঠ

শক্তিতে উন্নীত করার মূলে পিরানিজ সন্ধি যে বহুল পরিমাণে সাহায্য করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। পররাষ্ট্রনীতিতে ম্যাজারিন সর্বাংশে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

ম্যাজারিনের আভ্যন্তরীণ নীতি

দক্ষতার অভাবে পররাষ্ট্রনীতির মত কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই

ম্যাজারিন পররাষ্ট্রনীতিকুশলী রাজনীতিজ্ঞ হইলেও ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যাপারে উপযুক্ত দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেন নাই, বরঞ্চ নানা দিক দিয়া তাহা ব্যর্থতায় পরিপূর্ণ। ফ্রান্সকে ইউরোপীয় রাষ্ট্রচক্রের মধ্যমণি করিতে যাইয়া তিনি কেবল ব্যয়বহুল যুদ্ধই করিয়াছেন, ফ্রান্সের সমৃদ্ধি সম্পদ বৃদ্ধির জন্য কোনই চেষ্টা করেন নাই। ফলে ফ্রান্সের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল; ব্যয়ভার মিটাইবার জন্য ম্যাজারিন নব নব করভার প্রজার স্কন্ধে চাপাইয়া দিলেন। ইহাতে প্রজাদের ক্লেশ ও অসন্তোষের মাত্রা অত্যধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। দ্বিতীয়তঃ ম্যাজারিন বিদেশী ইটালীয় হওয়া সত্ত্বেও রাণীর প্রিয়পাত্র ও আস্থাভাজন হওয়াটা ক্ষমতাচ্যুত রাজবংশীয় অভিজাত সম্প্রদায়ের মনঃপূত হয় নাই। রিচলুর সময়েই এই সব অভিজাত শ্রেণী তাহাদের বিশেষ সুবিধা সমূহ রাজার হস্তে সমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। বর্তমানে ম্যাজারিনের আমলে তাহারা পুনর্গৌরব ও সুবিধা পুনঃপ্রাপ্তির জন্য ম্যাজারিনের শাসনের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিতে লাগিল।

'ফ্রণ্ডি' আন্দোলন সহজেই নিবারিত

ম্যাজারিনের শাসন সময়ে প্রজাবর্গের ও সামন্তচক্রের অসন্তোষ দুইবার বিদ্রোহের আকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল; এই বিদ্রোহ ইতিহাসে 'ফ্রণ্ডি' নামে পরিচিত। প্রথম 'ফ্রণ্ডির' পশ্চাতে

ম্যাজারিনের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে কিছুটা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের আভাস ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বা নব ফ্রণ্ডির আন্দোলনের মূলে ছিল সামন্তদের মধ্যে ক্ষমতা লাভের জন্য ব্যক্তিগত ঈর্ষ্যামূলক বিরোধ। ফ্রণ্ডি-আন্দোলনের পশ্চাতে ম্যাজারিনের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রোশ ব্যতীত অন্য কোন প্রকার ঐক্য বন্ধন বা মহত্তর উদ্দেশ্য ছিল না। সুতরাং এই আন্দোলন সুদৃঢ় হইতে পারে নাই। ম্যাজারিন অবশ্য এই দুই 'ফ্রণ্ডিকেই' অতি সহজে আয়ত্তে আনিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

প্রথম ফ্রণ্ডি

ইংলণ্ডের পিউরিটান আন্দোলনের সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া প্যারিসের পার্লামেণ্ট ম্যাজারিনের এবং রাজশাসনের স্বৈরাচারের অবসান কামনা করিয়া ফ্রান্সের দায়িত্বশীল মন্ত্রীসভা এবং নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের দাবি করিল। ইতিমধ্যে প্যারিসে প্রবেশগামী সমস্ত বিক্রয়দ্রব্যের উপর এক প্রকার 'চুঙ্গী' বসাইতে বিরুদ্ধবাদীরা আন্দোলনের সূত্র পাইল। বিরোধীদলের আন্দোলনের নেতা হইল গোণ্ডি নামক একজন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি। গোণ্ডির উদ্দেশ্য ছিল আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তিনি ম্যাজারিনের স্থলাভিষিক্ত হইবেন। আন্দোলনকারীরা দাবি করিল, নির্বিচারে কারারুদ্ধ করা তুলিয়া দিতে হইবে, করভার লাঘব করিতে হইবে এবং করস্থাপন ও নতুনপদের সৃষ্টির ব্যাপারের সমস্ত ক্ষমতা পার্লামেণ্টের হস্তে অর্পণ করিতে হইবে। ম্যাজারিন প্রথমে তাহাদের দাবি মানিয়া লইবার মতন মনোভাব প্রদর্শন করিয়া তাহাদের বিশ্বাসভাজন হইলেন এবং পরিশেষে সুযোগমত বিরোধীদলের দুইজন নেতাকে কারারুদ্ধ করিলেন। এই ঘটনায় গোণ্ডি প্যারিসের জনতার সাহায্য লইয়া ম্যাজারিনের বিরুদ্ধে একটি সার্ব্বজনীন বিদ্রোহের সৃষ্টি করিলেন। সেনাপতি কণ্ডি গোণ্ডির সহিত যোগ দিতে বিপক্ষতা

উগ্রতর হইয়া উঠিল। ম্যাজারিন স্থির মস্তিষ্কে এই আন্দোলনের প্রকৃতি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন এবং সুকৌশলে সেনাপতি কণ্ডিকে বিরোধীদল হইতে প্রলুব্ধ করিয়া স্বপক্ষে আনয়ন করিলেন। কণ্ডি ম্যাজারিন কর্তৃক প্যারিসের জনতার অভ্যুত্থান দমনের জন্য ভারপ্রাপ্ত হইলেন। মাস তিনেক খণ্ড-যুদ্ধের পর প্রথম ফ্রণ্ডির অবসান হইল। ম্যাজারিন জয়লাভ করিলেন এবং বিদ্রোহীদের প্রতি অনুগ্রহপরবশ হইয়া তাহাদিগকে ক্ষমা করিলেন এবং পার্লামেণ্টের হস্তে অনেক সুবিধা অর্পণ করিলেন।

নব ফ্রণ্ডি :

নব ফ্রণ্ডি

কিন্তু ম্যাজারিন এবং রাজপক্ষীয়দের বিরোধীরা ইহাতে সন্তুষ্ট বা নিরস্ত হইল না। কণ্ডি ক্ষমতাগর্বিত হইয়া দুর্ব্যবহারের দ্বারা পুনরায় আন্দোলন জিয়াইয়া তুলিলেন। ম্যাজারিন কণ্ডি ও তাঁহার দলীয় কয়েকজন সামন্তকে কারারুদ্ধ করিতে পুনরায় বিদ্রোহ আরম্ভ হইল। মোট কথা—অভিজাত সম্প্রদায়ের শাসনতান্ত্রিক দাবি প্রবর্তনের উদ্দেশ্য নহে—তাহাদের লক্ষ্য ম্যাজারিন ও রাণীকে ক্ষমতাচ্যুত করা। ইহাই এই নব ফ্রণ্ডির বিশেষত্ব। সামন্তদের একজোট হওয়ায় সাময়িকভাবে অসুবিধাগ্রস্ত হইয়া ম্যাজারিন রাজপরিবার সহ প্যারিস পরিত্যাগ করিলেন এবং সামন্তপক্ষীয় সেনাপতি টুরেনকে নিজের পক্ষে আনয়ন করিয়া এই নব ফ্রণ্ডি দমন করিবার জন্য নিযুক্ত করিলেন। টুরেনের হস্তে ফ্রণ্ডি পরাস্ত হইয়া ফ্রান্স পরিত্যাগ-

ম্যাজারিনের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আন্দোলন

পূর্বক স্পেনে পলায়ন করিলেন। অন্যতম নেতা গোণ্ডিও ভীত হইয়া রোমে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। নেতার অভাবে নব-ফ্রণ্ডি প্রশমিত হইল এবং ম্যাজারিন ও রাজপরিবার সগৌরবে প্যারিসে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল।

এই আন্দোলনের ফল হইল এই—ম্যাজারিন এক ঘোষণাপত্র দ্বারা পার্লামেণ্টকে প্রদত্ত শাসনকার্যের বিভিন্ন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার কাড়িয়া লইলেন, রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা রাজার হস্তে কেন্দ্রীভূত হইল এবং ফরাসীবিপ্লবের সময় পর্য্যন্ত ফরাসী রাজার ক্ষমতা নিরঙ্কুশ অবস্থায় রহিল।

ফ্রন্ডি আন্দোলন পতনের ফলাফল

ম্যাজারিনের কৃতিত্ব নিরূপণ

সপ্তদশ শতাব্দীতে ফরাসী আধিপত্য প্রতিষ্ঠার মূলে ম্যাজারিনের সুদীর্ঘ ঊনবিংশতিবর্ষ শাসনকালের বিবিধ অবদান উল্লেখযোগ্য। স্পেন ও অষ্ট্রীয়াকে হতমান করিয়া ইউরোপে ফ্রান্সের প্রাধান্য স্থাপন করার মধ্যে ম্যাজারিনের নিজস্ব কোন পরিকল্পনা ছিল না সত্য। এই সম্বন্ধে উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনার জন্য ম্যাজারিন তাঁহার গুরু রিচলুর নিকট ঋণী সন্দেহ নাই এবং ম্যাজারিন শুধু রিচলু পরিকল্পিত পন্থায় অগ্রসর হইয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তথাপি ম্যাজারিন যে অকপটভাবে শুধু ফ্রান্সের স্বার্থরক্ষার জন্য সমস্ত বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হইয়া সর্ব্বত্র বিজয়লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন এবং স্বদেশ ও বিদেশের সমস্ত বাধাবিপত্তি দূর করিয়া ফ্রান্সের নিরাপত্তা বিধান ও গৌরববৃদ্ধি করিয়াছেন তাহা তাঁহার অসামান্য ক্ষমতার পরিচায়ক বলিতে হইবে। ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধিতে ম্যাজারিন অষ্ট্রীয়া সম্রাটকে হতমান করিয়া পূর্ব্বাঞ্চলে রাইন নদী পর্য্যন্ত ফ্রান্সের সীমা প্রসারিত করিয়া দিলেন—ফলে জার্ম্মাণীকে সর্ব্বদা ফ্রান্সের আক্রমণের ভয়ে শঙ্কিত থাকিতে হইল। পিরানিজের সন্ধিতে স্পেন ফ্রান্সের ক্ষমতার নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইল। ম্যাজারিন ফ্রান্সের দক্ষিণ সীমান্ত সুরক্ষিত ও নিরাপদ করিবার মত পর্য্যাপ্ত সুবিধা আদায় করিয়া পিরানিজ পর্ব্বতমালা ফ্রান্সের দক্ষিণ সীমান্ত নির্দ্ধারিত করিয়া

দিলেন। অধিকন্তু স্পেনের সহিত ফ্রান্সের বৈবাহিক বন্ধনের মূলে ম্যাজারিনের রাজনৈতিক দূরদর্শিতার প্রমাণ পাওয়া যায়। ফরাসীরাজ চতুর্দশ লুই ম্যাজারিনের ভ্রাতুষ্পুত্রীর প্রেমাসক্ত হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন। কিন্তু ম্যাজারিন ফ্রান্সের বৃহত্তর স্বার্থের অনুরোধে এই সম্বন্ধ বাতিল করিয়া লুইকে স্পেনের রাজকন্যাকে বিবাহ করিতে বাধ্য করেন। এই বৈবাহিক সম্বন্ধ হইতে স্পেনের অতুল সাম্রাজ্যের কিয়দংশ যে ফ্রান্সের ভোগ-দখলে আসিতে পারে তাহার সম্ভাবনা ম্যাজারিন উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন এবং তাহার প্রত্যাশা যে অমূলক ছিল না তাহা পরবর্তী সময়েই প্রমাণিত হইয়াছে।

কূটকৌশলী হিসাবে ম্যাজারিন প্রথম শ্রেণীর রাজনীতিক ছিলেন। সুযোগান্বেষী হওয়া যে সার্থক রাজনীতিকের প্রধান অঙ্গ তাহা ম্যাজারিন বিভিন্ন সময়ে বহু কৃতকার্যের দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহার গুরু রিচল্যু কখনও সুযোগের অপেক্ষায় থাকিতেন না। কিন্তু ম্যাজারিন কার্যসিদ্ধির জন্য সহজ এবং সরল পন্থা অপেক্ষা বক্র এবং জটিল রাস্তা অনুসরণ করিতে পছন্দ করিতেন এবং এই জন্যই বোধ হয় কূটনৈতিক দিক দিয়া তিনি রিচল্যু অপেক্ষা অধিক সার্থকতা লাভ করিয়াছেন। এক কথায়, তাঁহার নীতিতে সূক্ষ্ম মারপ্যাচ অধিক মাত্রায় ছিল।

ম্যাজারিনের ত্রুটির কথা বলিতে গেলে প্রথমতঃ তাঁহার নৈতিক দোষের কথা উল্লেখ করিতে হয়। তিনি অত্যধিক মাত্রায় বিত্তলোভী ছিলেন এবং চাকুরীব্যপদেশে তাঁহার সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ ইংলণ্ডেশ্বর বা স্পেনরাজ অপেক্ষা অধিক ছিল। দ্বিতীয়তঃ ম্যাজারিনের চরিত্রের মধ্যে মৌলিক সৃজনক্ষমতার অভাব ছিল। স্বয়ং কোনও পরিকল্পনা সৃষ্টি করিয়া কার্যে পরিণত করার মত প্রতিভা তাঁহার মধ্যে ছিল না। অপরের নির্দেশবাহী হইয়া কাজ তিনি করিতে পারিতেন। ফ্রান্সকে বড় করার জন্য যাহা করিয়াছেন

তাহা রিচল্যুর পরিকল্পনানুসারেই করিয়াছেন। সর্ব্বক্ষেত্রেই রিচল্যু বীজ উপ্ত করিয়াছেন এবং ম্যাজারিন শুধু ফসল সংগ্রহ করার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। তৃতীয়তঃ—তিনি ফ্রান্সের জন কল্যাণের প্রতি একেবারে উদাসীন ছিলেন। কৃষিপ্রধান ফ্রান্সের কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য কোন চেষ্টা করেন নাই, বা শিল্প-বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য কোন পন্থা অবলম্বন করেন নাই। আর্থিক অসুবিধা দূর করিবার জন্য শুধু করভার প্রবর্তনের আশ্রয় গ্রহণ করিতেন।

(২) সুইডেনের ইতিহাস

(১৬৬০ খৃষ্টাব্দে অলিভিয়ার সন্ধি পর্য্যন্ত)

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পাদ হইতে ভাসা বংশ সুইডেনে রাজত্ব করিয়া আসিতেছিল এবং ভাসা বংশের শাসনাধীনে সুইডেনের মত প্রজাবিরল এবং স্বাভাবিক সমৃদ্ধিহীন রাষ্ট্র সুদীর্ঘকাল ইউরোপের প্রথমশ্রেণীর রাষ্ট্রের সম-মর্য্যাদায় উন্নীত হইয়াছিল। ভাসা বংশের বিশেষত্ব এই ছিল, এই বংশে ক্রমান্বয়ে কয়েকজন নরপতি উচ্চার মত্ততা স্বল্পস্থায়ী প্রতিভাজাতি লইয়া রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন।

গাস্টেভাস এডলফাস— তিনি ভাসা বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন এবং উত্তর-ইউরোপের মধ্যে সুইডেনকে শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত করেন। তাহাকে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ডেনমার্ক, পোল্যাণ্ড ও রাশিয়ার বিরোধিতার সম্মুখীন হইতে হইলেও তিনি একক এইসব প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হন এবং ক্রমান্বয়ে দশবৎসর ইহাদের বিরুদ্ধে সার্থক যুদ্ধ বিগ্রহ চালাইয়া ইহাদের নিকট হইতে ভূমিখণ্ড অধিকার করিয়া সুইডেনের রাজ্যবৃদ্ধি করেন। পরিশেষে ত্রিংশবৎসর যুদ্ধের তৃতীয় পর্য্যায়ে গাস্টেভাস প্রটেষ্টান্ট স্বার্থরক্ষা ও বাল্টিকসাগরে সুইডিস একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য

ক্যাথলিকদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। সামরিক প্রতিভার ঔজ্জ্বল্যে তিনি ইউরোপকে সচকিত করিয়া প্রটেষ্টাণ্ট পক্ষকে পরাজয়ের হাত হইতে উদ্ধার করেন, কিন্তু যুদ্ধজয়ের মধ্যপথে তিনি স্বয়ং রণক্ষেত্রে হত হন। যাহা হোক, ত্রিংশবর্ষ যুদ্ধাবসানের পর ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধিতে সুইডেনের প্রাপ্তির পরিমাণ কম হইল না। জার্মানীর পমারেনিয়ার অদ্ধাংশ তাহার অংশে পতিত হওয়ায় অতঃপর সুইডেন জার্মাণীর আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কর্তৃত্ব করিবার অবকাশ পাইল। এই সন্ধিকালে সুইডেনের গৌরবসূর্য মধ্যাহ্ন সীমায় উপস্থিত হইল।

রাণী ক্রিষ্টীনা

গাষ্টেভাসের পরে তাহার কন্যা রাণী ক্রিষ্টীনা সুইডেনের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি দশবৎসর কাল অশেষ কৃতিত্বের সহিত রাজ্যভার পরিচালনা করেন। ক্রিষ্টীনা স্বয়ং বিদ্যানুরাগিণী ছিলেন এবং তাঁহার সময়ে রাজধানী ষ্টকহলম্ জ্ঞানবত্তা ও বিদ্যানুশীলনে ইউরোপের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। শাসকরূপে তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে সক্ষম হন নাই। রাষ্ট্রের স্বার্থ অপেক্ষা তিনি তাহার আশ্রিত ও অনুগ্রাহকদের মনোরঞ্জনের জন্য সচেষ্ট ছিলেন এবং ইহাদের জন্য অর্থব্যয় করিতে কার্পণ্য করিতেন না। চিরকুমারী অবস্থায় তিনি তাহার জীবন কাটাইয়া দেন। রাজত্বের শেষভাগে তিনি ক্যাথলিক ধর্মের প্রতি অনুরাগিণী হন, কিন্তু সুইডেনের মত প্রটেষ্টাণ্ট রাজ্যের রাজ্ঞী ক্যাথলিক হইলে রাষ্ট্রের সমূহ ক্ষতির আশঙ্কায় তিনি জ্ঞাতিভ্রাতা চার্লসের অনুকূলে সিংহাসন পরিত্যাগ করিলেন।

রাণী ক্রিষ্টীনা, ১৬৩২-১৬৫৪

দশম চার্লস, ১৬৫৪—১৬৬০

তিনি ভাসা বংশের অন্যতম সামরিক প্রতিভাসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ নরপতি। মাত্র ছয়বৎসর রাজত্বের মধ্যে তাহাকে বহু যুদ্ধ বিগ্রহ করিতে হইয়াছে এবং

তিনি সকল জয়লাভ করেন। বাল্টিক অঞ্চলে সুইডেনের আধিপত্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া ডেনমার্ক, পোল্যাণ্ড, ব্রাণ্ডেনবার্গ ও রাশিয়া চার্লসকে বিপর্যস্ত করিবার চেষ্টা করেন। তিনি প্রথমে পোল্যাণ্ডকে দুইটি যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া পদানত করেন, পরিশেষে ব্রাণ্ডেনবার্গের 'ইলেক্টর'-কে পূর্বপ্রাশিয়ার [illegible] অধিপতিরূপে চার্লসকে স্বীকার করিতে বাধ্য করেন। ইতিমধ্যে সুইডেনের প্রাধান্যের বিরুদ্ধে ডেনমার্ক, ব্রাণ্ডেনবার্গ, পোল্যাণ্ড অষ্ট্রীয়া ও রাশিয়া এই পাঁচ রাজ্যের রাষ্ট্রজোট হয় এবং তাহারা সুইডেনকে হতমান করিবার চেষ্টা করে। অসমসাহসী সমরকুশলী চার্লস নির্ভীকভাবে প্রতিপক্ষদের সম্মুখীন হন এবং অচিরেই ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেন অবরোধ করেন। ডেনমার্কের রাজা নিরুপায় হইয়া শান্তি সন্ধি করিতে বাধ্য হন এবং এই সন্ধির বলে ডেনমার্ক সুইডেন অধিকৃত স্কান্ডিনেভিয়া উপদ্বীপ সুইডেনের হাতে সমর্পণ করে। এই কৃতকার্যতার অল্পকাল পরেই চার্লস মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইংলণ্ড [illegible] হস্তক্ষেপের ফলে বাল্টিক [illegible] যুদ্ধ তিনটি সন্ধির দ্বারা সমাপ্ত হয়।

অলিভার সন্ধি (১৬৬০)—এই সন্ধি অনুসারে সুইডেন লিভোনিয়া প্রাপ্ত হয় এবং পশ্চিম প্রাশিয়া পোল্যাণ্ডের অধিকারে আসে। পূর্বপ্রাশিয়ার সার্বভৌম অধিকার ব্রাণ্ডেনবার্গের হাতে ন্যস্ত হয়।

কোপেনহেগেনের সন্ধি—এই সন্ধি সুইডেন ও ডেনমার্কের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। এই সন্ধির বলে সুইডেন রাষ্ট্রের মধ্যে ডেনমার্ক অধিকৃত সকল স্থান ডেনমার্ককে ছাড়িয়া দিতে হয়। সুইডেনের ভূমি হইতে ডেনরা সম্পূর্ণভাবে বিতাড়িত হইল।

কার্ডিসের সন্ধি—এই সন্ধি সুইডেন ও রাশিয়ার মধ্যে সম্পাদিত হয়। এই সন্ধি অনুযায়ী পূর্ব-বাল্টিকে রাশিয়া অধিকৃত স্থান

সমূহ সুইডেনকে প্রত্যর্পিত হয় এবং রাশিয়াতে সুইডেন বিজিত স্থান সমূহ রাশিয়া সুইডেনের অধিকার বলিয়া অনুমোদন করে।

এই সন্ধি সমূহের গুরুত্ব

অলিভিয়ার সন্ধি ও অপর দুই সন্ধিকে এক অর্থে ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধির পরিপূরক বলা যাইতে পারে। এই সব সন্ধির সিদ্ধান্ত বাল্টিক অঞ্চলের রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে আগামী চল্লিশ বৎসর ধরিয়া নিয়ন্ত্রিত করে।

সুইডেনের উন্নতি সর্বোচ্চ সীমায় উঠিল

ভাসা বংশের সন্তানগণই সুইডেন ও পোলাণ্ড উভয় দেশের নরপতি ছিলেন। সুতরাং পোল্যাণ্ডের নরপতিগণ সুযোগ পাইলেই সুইডেনের সিংহাসনের উপর দাবি করিয়া সুইডেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতেন। দশম চার্লসের পরাক্রমের সম্মুখে পোলাণ্ড তাহার দাবি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল এবং অলিভিয়ার সন্ধিতে পোলাণ্ডের এই দাবি আনুষ্ঠানিক ভাবে পরিত্যক্ত হইল। সুইডেনের রাষ্ট্রভূমি হইতে ডেনমার্ক বিতাড়িত হইল, লিভোনিয়াতে সুইডেনের অধিকার সাব্যস্ত হইল এবং সুইডেন উত্তর জার্মাণীর উপকূল অঞ্চলে স্থানবিশেষের অধিকার প্রাপ্ত হওয়ায় জার্মাণ ব্যাপারে তাহার হস্তক্ষেপ স্বীকৃত হইল। উত্তর সাগরে সুইডেনের আধিপত্য স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল। এক কথায়, এই সব সন্ধির বলে সুইডেন সাম্রাজ্যের চরম ভৌমিক বিস্তৃতি ঘটিল এবং সুইডেনের গৌরব উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে উপনীত হইল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে সুইডেনের ক্ষমতা এতটা খ্যাতি লাভ করিয়াছিল যে চতুর্দ্দশ লুই কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত যুদ্ধবিগ্রহের সময় ইউরোপের অধিকাংশ রাষ্ট্রই সুইডেনের সামরিক সহযোগিতার জন্য উদগ্রীব হইয়াছিল।

[illegible] ক্ষুদ্র [illegible] রাষ্ট্র হইতে [illegible] শক্তিশালী ও [illegible] এবং বাটিককে [illegible] সুইডেনের [illegible] প্রাশিয়ার উদ্ভব হইয়াছে [illegible] উল্লেখযোগ্য [illegible] সন্ধির বলেই [illegible] অধিকার দেওয়ার [illegible] স্বাধীনভাবে বৃহত্তর [illegible] প্রাপ্ত হইল।

[illegible] সন্ধির [illegible] ডেনমার্কের আধিপত্য [illegible] এবং অতঃপর ডেনমার্ক [illegible] অপ্রধান দেশ হিসাবে [illegible]

[illegible] দ্বারা উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ [illegible] করিতেছিল। কিন্তু [illegible] উচ্চাশা পরিত্যাগ করিয়া [illegible] প্রতীক্ষা [illegible]।

(৩) হল্যাণ্ডের ইতিহাস

মর্ম্ম কথা

স্বাধীন [illegible] রাষ্ট্র হিসাবে হল্যাণ্ডের জন্ম ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে ওয়েষ্ট-ফেলিয়ার সন্ধিতে। হল্যাণ্ডবাসীরা ইতিহাসে ডাচ বা ওলন্দাজ নামে সুপরিচিত। ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে বর্ত্তমান হল্যাণ্ড এবং বেলজিয়াম একত্রিত ভাবে নেদারল্যাণ্ডস্ নামে অভিহিত হইত এবং এই দেশ স্পেন

[illegible] রাষ্ট্ররূপে ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে উদ্ভব

সাম্রাজ্যের অধীন ছিল। নেদারল্যাণ্ডস স্পেনের শাসনের বিরুদ্ধে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদে বিদ্রোহ করে, কিন্তু অনতিবিলম্বে দক্ষিণাঞ্চল বেলজিয়াম স্পেনের সমধর্মী ক্যাথলিক বলিয়া স্পেনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিরত হয়। কিন্তু উত্তরদিকের সাতটি প্রটেষ্টাণ্ট প্রদেশ স্বতন্ত্রভাবে একটি যুক্তরাষ্ট্রের সৃষ্টি করিয়া একাকী স্পেনের বিরুদ্ধে স্বাধীনভাবে যুদ্ধ চালাইতে লাগিল। এই সপ্ত-রাজ্যের স্বাধীনতা স্পৃহাকে দমন করিতে অক্ষম হইয়া স্পেনরাজ চতুর্থ ফিলিপ ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে মানষ্টারের সন্ধিতে হল্যাণ্ড নামে পরিচিত এই সম্মিলিত সপ্তরাজ্যের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইলেন। বেলজিয়াম স্পেনের অধীন হইয়া পূর্ববৎ রহিল।

স্বল্পপরিসর হইলেও হল্যাণ্ড মনীষা ক্ষেত্রে অগ্রণী

ক্ষুদ্র রাষ্ট্র হইলেও স্বল্প পরিসর গৌরবময় ডাচ্‌দের ব্যবসা-বাণিজ্য, বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে উপনিবেশ বিস্তার, শিল্প এমন কি শিক্ষাদিও যে অত্যাশ্চর্য প্রতিভার পরিচয় দিয়াছে তাহার সমকক্ষতা প্রাচীন এথেন্স ব্যতীত অন্যত্র দুর্লভ। স্বাধীনতা প্রাপ্তির অনতিবিলম্বেই হল্যাণ্ড বাণিজ্য এবং নৌ-দক্ষতায় পৃথিবীতে প্রায় অদ্বিতীয় হইয়া দাঁড়াইল। হল্যাণ্ডের বাণিজ্য তরী নির্ভয়ে সমুদ্র হইতে সমুদ্রান্তরে বিচরণ করিয়া এশিয়া আফ্রিকা, এমন কি নবাবিষ্কৃত সুদূর আটলান্টিক-পারস্থ দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিল। তাহারা স্বীয় ক্ষমতা দ্বারা তাহাদের পূর্বগামী পর্টুগীজদিগকে পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে বিতাড়িত করিয়া নিজেরা সেই সকল স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইল। আফ্রিকার দক্ষিণ বিন্দুতে উত্তমাশা দ্বীপ দখল করার পর তাহাদের আধিপত্য অধিকতর বিস্তৃত হইল এবং পর্টুগীজদের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ডাচরা সিংহল ও ম্যাকাসার দখলে আনিল। এই প্রকারে বাণিজ্যের সাহায্যে বিশ্বের সমস্ত অঞ্চল হইতে ধনৈশ্বর্য আহরণ করিয়া হল্যাণ্ড সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্র হইয়া দাঁড়াইল।

দর্শন ও চিত্রাঙ্কনে প্রতিভার স্ফুরণ

শুধু শিল্পবাণিজ্যে এবং নৌ-বলে নহে, বিশ্বের জ্ঞানবিজ্ঞানের ভাণ্ডারেও ডাচদের দানের পরিমাণ কম নহে। ফরাসী দার্শনিক দেকার্তে (Descartes) এবং তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য স্পিনোজা হল্যাণ্ডে অবস্থান করিয়াই তাঁহাদের দার্শনিক গ্রন্থরাজি প্রণয়ন করিয়াছেন। হিউগো গ্রোসিয়াস যিনি আন্তর্জাতিক আইন সম্বন্ধে প্রথম পুস্তক রচনা করিয়াছেন জাতিতে ডাচ ছিলেন। ডাচরা সর্ব্বাধিক দক্ষতার পরিচয় দিয়াছে চিত্রাঙ্কনে এবং প্রসিদ্ধ চিত্রকর রেমব্রাণ্ট, হলস ও হগ তাঁহাদের মৌলিক চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি অবলম্বনে চিত্রাবলী অঙ্কিত করিয়া ইউরোপের চিত্রাঙ্কনের ক্ষেত্রে এক নূতন ধারার প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁহাদের ক্ষমতা নিষ্প্রভ হইলেও মনীষার ক্ষেত্রে তাঁহারা যে প্রতিভার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন তাহা চির অম্লান থাকিবে।

ডাচদের মধ্যে অন্তর্বিরোধ

বহু প্রতিভার দান দিলেও তথাপি হল্যাণ্ড ঘরোয়া বিবাদ বিসম্বাদের জন্য তাহার খ্যাতি স্থায়ী করিতে পারে নাই। হল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্র মূলতঃ সাধারণতন্ত্র হইলেও অরেঞ্জ বংশই রাষ্ট্রের অধিনায়কত্ব করিতেন। কিন্তু এই অরেঞ্জ বংশের বিপক্ষে সাধারণতন্ত্রী নামে এক দলের উদ্ভব হইল এবং এই উভয় দলের অন্তর্বিরোধই হল্যাণ্ডের ইতিহাসকে দীর্ঘকাল অশান্তির আগারে পরিণত করিয়া তাহার অগ্রগতিতে প্রতিবন্ধকতা করিয়াছে। অরেঞ্জ দলের পররাষ্ট্রনীতি ছিল স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া যাওয়া এবং ফ্রান্সের সঙ্গে মিত্রতা বজায় রাখা। কিন্তু হল্যাণ্ডের সপ্ত-প্রদেশের মধ্যে হল্যাণ্ড প্রদেশ স্পেনের সঙ্গে শত্রুতার অবসান করিয়া সন্ধির পক্ষপাতী ছিল। হল্যাণ্ডের জনসাধারণ মুখ্যতঃ ব্যবসা বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল ছিল বলিয়া বাণিজ্যিক নিরাপত্তা ও সুবিধার জন্য শান্তিকামী ছিল। কাজেই তাঁহারা স্পেনের সঙ্গে অবিরত বিরোধের পক্ষপাতী ছিল না। এতদ্ব্যতীত এই সাধারণতন্ত্রী দল

অরেঞ্জ বংশের রাজতন্ত্রী অভিলাষকে ও সুনজরে দেখিতে পারে নাই। যাহা হউক, উভয় পক্ষই অনমনীয় থাকায় হল্যাণ্ডের ঘরোয়া শান্তি দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে নাই এবং এই দলগত দ্বন্দ্ব হল্যাণ্ডের ইতিহাসকে কালিমালিপ্ত করিয়া রাখিয়াছে।

ডাচ সমৃদ্ধি পতনের কারণ

হল্যাণ্ডের সমৃদ্ধির যুগ স্বল্প পরিসর হওয়ার জন্য অরেঞ্জ বংশীয় ও সাধারণতন্ত্রীদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব যে প্রধানতঃ দায়ী তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। এই বিরোধের ফলে জাতীয় সংহতি কোনদিনই স্থায়ী দানা বাঁধিতে সক্ষম হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ ডাচদের সমৃদ্ধির ভিত্তি নির্ভরশীল ছিল একচেটিয়া ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের উপরে, কিন্তু আচারে উপনিবেশ ক্ষেত্রে ইংরাজের অভ্যুদয় হইল এবং তাহাদের ধীর অথচ দৃঢ় অগ্রগতির সম্মুখে প্রতিযোগিতায় ডাচরা ক্রমশঃ পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হইল। তৃতীয়তঃ হল্যাণ্ডের মত জনসংখ্যায় ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের পক্ষে দীর্ঘকাল লোক ও অর্থক্ষয়কারী যুদ্ধ চালাইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টিকিয়া থাকা শক্ত। কাজেই পরিশেষে তাহাকে পূর্ব ঐশ্বর্যের অধিকাংশই পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীনতা লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হইয়াছে।

দ্বিতীয় উইলিয়ম, ১৬৪৭-১৬৫০

ইতিহাস—দ্বিতীয় উইলিয়ম ১৬৪৭ খৃষ্টাব্দে হল্যাণ্ডের সাধারণতন্ত্রের ষ্টাডহোল্ডার সামরিক অধিনায়ক (Stadtholder and Captain General) নিযুক্ত হইয়া স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহার বিরোধীপক্ষীয় সাধারণতন্ত্রী দল যুদ্ধ নীতির বিরোধিতা করিলে উইলিয়ম বিপক্ষের নেতাদের কারারুদ্ধ করিয়া প্রতিপক্ষতা দমন করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুতে সাধারণতন্ত্রী দল অরেঞ্জের হাত হইতে শাসন ভার পরিচালনা করার সুযোগ পাইল।

ডি উইটের শাসনকাল—অরেঞ্জবংশীয় দ্বিতীয় উইলিয়মের মৃত্যুর পর অরেঞ্জবংশের প্রতিপত্তি ম্লান হইয়া পড়ে এবং এই সুযোগে সাধারণ-

জনাদল রাষ্ট্রের শাসনভার গ্রহণ করে এবং তাহাদের নেতা ডি উইট ১৬৫২ খ্রীষ্টাব্দে হল্যাণ্ডের গ্র্যাণ্ড পেনসনারি নির্বাচিত হলেন এবং আগামী বিশ বৎসর হল্যাণ্ডের ভাগ্যবিধাতা হইয়া রহিলেন।

ডি উইটের শাসনকালে হল্যাণ্ডের [illegible] ইউরোপের রাষ্ট্র [illegible] বিশেষভাবে জড়িত হয়। হল্যাণ্ডের [illegible] বাণিজ্যিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত [illegible] হইয়া ইংলণ্ড এই প্রতিপত্তি নষ্ট করিবার জন্য হল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে এক বাণিজ্য বিরোধী আইন [illegible] করিবার চেষ্টা করে। এই ব্যাপার উপলক্ষ করিয়াই ডাচ-ইংরাজ বিবাদ আরম্ভ হয় [illegible] ইঙ্গ-ডাচ যুদ্ধের পর [illegible] পরিসমাপ্তি [illegible] ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ [illegible] চতুর্দশ [illegible] পরবর্তী [illegible] হল্যাণ্ড [illegible] পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে [illegible] রাষ্ট্রজোট সৃষ্টি করে। হল্যাণ্ডের এই প্রচেষ্টায় [illegible] অভিপ্রায় ব্যর্থ [illegible] এবং স্পেনিশ নেদারল্যাণ্ডস ফরাসী কবল হইতে রক্ষা পায়। ডি উইটের পররাষ্ট্রনীতির কুশলতার ফলে হল্যাণ্ডের প্রভাব সর্বত্র বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। উইট পর্টুগালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া সিংহল ও মালাবার হল্যাণ্ডের অধিকারভুক্ত করেন এবং সুইডেন কর্তৃক আক্রান্ত ডেনমার্ককে সাহায্য করিয়া ডেনরাজ্য রক্ষা করেন। প্রধানতঃ উইটের হস্তক্ষেপের ফলেই বাল্টিক অঞ্চলে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি হইয়া অলিভিয়া ও কোপেনহেগের সন্ধি অনুষ্ঠিত হয়।

প্রথম ইঙ্গ-ডাচ যুদ্ধ

ডাচদের সহিত ইংরাজদের বিরোধের মূলে রহিয়াছে উপনিবেশ ও বাণিজ্য লইয়া উভয় জাতির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ইংলণ্ডের গৃহযুদ্ধের অবসানে

ক্রমওয়েলের শাসনকালে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্র আকার ধারণ করে। ক্রমওয়েল ইংলণ্ডের বাণিজ্য-স্বার্থের জন্য ১৬৫১ খৃষ্টাব্দে 'নৌসংক্রান্ত আইন' বিধিবদ্ধ করেন। এই আইন প্রত্যক্ষভাবে ডাচদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত না হইলেও ডাচদের বাণিজ্য জাহাজ যাহাতে ইংলণ্ডের বন্দরে প্রবেশাধিকার না পায় এই উদ্দেশ্যেই ঘোষিত হইয়াছিল। ডাচরা স্বার্থরক্ষার খাতিরে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। প্রথমদিকে ডাচরা কিছু সাফল্যলাভ করিলেও পরিশেষে তাহারা পরাস্ত হইয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হয় এবং ইংলিশ চ্যানেলে ইংরাজের আধিপত্য স্বীকার করিয়া লয়। এই সময়ে ক্রমওয়েল ডি, উইটকে দিয়া একটি Seclusion clause বা বিযুক্তি সর্ত স্বীকার করাইয়া লন যাহার ফলে ভবিষ্যতে অরেঞ্জ বংশীয়গণ হল্যাণ্ডের ষ্টাডহোল্ডার বা সেনাপতি পদে নিযুক্ত হইতে পারিবে না বলিয়া স্থির হয়। ডি উইটের উপর এই সর্ত আরোপ করিবার যথেষ্ট কারণও বর্তমান ছিল। কেননা, অরেঞ্জ বংশের তৃতীয় উইলিয়মের সঙ্গে বর্তমানে নির্বাসিত ষ্টুয়ার্ট বংশের দ্বিতীয় জেমসের কন্যার বিবাহ হইয়াছিল। ভবিষ্যতে যাহাতে ষ্টুয়ার্টবংশীয়েরা ইংলণ্ডের সিংহাসনলাভে হল্যাণ্ডের কোন সাহায্য না পায় তজ্জন্য অরেঞ্জ বংশীয়কে হল্যাণ্ডের সর্বপ্রকার ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যেই ক্রমওয়েল এই সর্ত আরোপ করিয়াছিলেন। অবশ্য ক্রমওয়েলের এই উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। ভবিষ্যতে তৃতীয় উইলিয়ম ইংলণ্ড ও হল্যাণ্ড উভয়দেশেরই অধীশ্বর হইয়াছিলেন। যাহা হৌক, ডি উইট অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই সর্তে স্বীকৃত হন এবং এই সর্ত যথাসাধ্য গোপন রাখিবার চেষ্টা করেন। অরেঞ্জ বংশীয়গণ ডাচদের অত্যন্ত অনুরক্ত ছিল এবং ডাচদের গৌরব বৃদ্ধিতে তাহাদের কৃতিত্ব কম নয়। কিন্তু এই বিযুক্তি সর্ত প্রকাশিত হওয়ায় ডি উইট ও সাধারণতন্ত্রীদল দেশবাসীর নিকট অত্যন্ত বিরাগভাজন হইয়া পড়ে।

দ্বিতীয় ইঙ্গ-ডাচ যুদ্ধ

ক্রমওয়েলের জীবিতকালে উভয়দেশ সম্প্রীতি রক্ষা করিয়া চলিয়াছিল। কিন্তু ইংলণ্ডের সিংহাসনে ষ্টুয়ার্টবংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইতে পুনরায় বিরোধ উপস্থিত হইল। ডি উইট কোন প্রকারেই ইংলণ্ডের মনস্তুষ্টি সাধন করিয়া উঠিতে পারিলেন না। বাণিজ্যিক স্বার্থ উপলক্ষ্য করিয়া দ্বিতীয় চার্লস পুনরায় ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে নৌ-সংক্রান্ত আইন পুনরায় বিধিবদ্ধ করেন। ইহাতে ডাচরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়। ইতিমধ্যে ইংরেজরা আফ্রিকায় ডাচদের অধিকৃত স্থান ও উত্তর আমেরিকায় ডাচ উপনিবেশ নিউ আমষ্টারডম অধিকার করে। ডি উইট ইংলণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধ আশঙ্কা করিয়া ফরাসীরাজ চতুর্দ্দশ লুইর সঙ্গে মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হন। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধ আরম্ভ হইলে ডাচদের রণতরী টেমস নদীর মোহনায় প্রবেশ করিয়া চেথাম পোতাশ্রয়ের অনেকগুলি জাহাজ ধ্বংস করে। ডি উইট চতুর্দ্দশ লুইর স্পেনিস নেদারল্যাণ্ড বা বেলজিয়াম আক্রমণের দুরভিসন্ধির পরিচয় পাইয়া ইংলণ্ডের সঙ্গে সন্ধি করিলেন। ১৬৭৭ খৃষ্টাব্দে ব্রেডার সন্ধি অনুসারে ইংলণ্ড ডাচদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত নৌ সংক্রান্ত আইন অনেকটা শিথিল করেন। হল্যাণ্ডও ইংরাজের হস্তে আমেরিকার নিউ আমষ্টারডম সমর্পণ করে। ইহা ভবিষ্যতে নিউ ইয়র্ক নামে খ্যাত হয়।

ব্রেডার সন্ধি ১৬৭৭

অতঃপর ডি উইটের প্রধান কর্ত্তব্য হইল চতুর্দ্দশ লুইর আক্রমণাত্মক অভিসন্ধির বিরুদ্ধে রাষ্ট্র-জোট সৃষ্টি করা। তিনি ইংলণ্ড ও সুইডেনকে সম্মত করাইয়া ইংলণ্ডের যোগে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ত্রিশক্তি সংশ্রয়ের সৃষ্টি করিলেন। দ্বিতীয় চার্লস গোপনে হল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে লুইর সহিত সন্ধি করেন এবং অর্থের বিনিময়ে ফরাসী নৃপতির আনুগত্য স্বীকার

ফ্রান্সের দুরভিসন্ধির বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হওয়া

করিতে সম্মত হন। কিন্তু এই গোপন চুক্তি প্রকাশিত হইতেই পার্লামেন্টের চাপে পড়িয়া চার্লস তাহা প্রত্যাহার করেন। এই ত্রিশক্তি-জোটের চাপে লুইর বেলজিয়াম অধিকারের ইচ্ছা অপূর্ণ থাকে এবং লুই স্পেনের সহিত আইলা-স্যাপেলের সন্ধি করিতে বাধ্য হন।

ফরাসী-ডাচ যুদ্ধ

স্পেনিস নেদারল্যাণ্ড অধিকারে চতুর্দশ লুই ডি উইটের বিরোধিতায় বাধাপ্রাপ্ত হইয়া হল্যাণ্ডের উপর ক্রুদ্ধ হন এবং ডাচদের শক্তি বিনষ্ট করার জন্য কৃতসংকল্প হন। আইলা-স্যাপেলের সন্ধির পর লুই ত্রিশক্তি-জোট ভাঙ্গিতে চেষ্টা করেন। তিনি সুইডেন ও ইংলণ্ডকে প্রলুব্ধ করিয়া হল্যাণ্ডের দল হইতে ভাঙ্গাইয়া আনিলেন এবং মিত্রচ্যুত হল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ১৬৭২ খৃঃ যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ডি উইট এত অপ্রত্যাশিত মিত্রচ্যুতি ও যুদ্ধ ঘোষণায় বিপদে পড়িলেন এবং ফ্রান্সের আক্রমণের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত আত্মরক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া উঠিতে পারিলেন না। ডাচগণ তাহাদের পরাজয়ের গ্লানির জন্য ডি উইটকে দায়ী করিল এবং উন্মত্ত জনতার অভ্যুত্থানের ফলে সাধারণতন্ত্রীদল অপদস্থ হইয়া পড়িল এবং ডি উইট নিহত হইলেন। জনসাধারণ ফরাসী আক্রমণ বাধাদার জন্য অরেঞ্জ বংশীয় উইলিয়মকে ষ্টাড্‌হোল্ডার ও সামরিক অধিনায়ক নিযুক্ত করিল।

অরেঞ্জের উইলিয়ম—ডি উইট নিহত হইবার পর ফরাসী আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য ডাচগণ সমস্ত দায়িত্ব উইলিয়মের স্কন্ধে অর্পণ করিল। উইলিয়ম তাহার হস্তে অর্পিত দেশ রক্ষার দায়িত্ব অরেঞ্জ বংশীয় ঐতিহ্যানুযায়ী সম্পাদন করিবার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন। হল্যাণ্ড ক্ষুদ্র দেশ এবং উইলিয়মও তরুণ যুবক, তথাপি তিনি অসীম সাহসিকতার সহিত ইউরোপের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত সামরিক শক্তির

সহিত যুঝিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। চতুর্দশ লুই হল্যাণ্ডকে শাস্তি দিবার জন্য বিরাট আয়োজন করিলেন এবং ইংলণ্ডের অধিপতি দ্বিতীয় চার্লসের সঙ্গে গোপন চুক্তি দ্বারা তাঁহাকে স্বপক্ষভুক্ত করিলেন এবং বিপুল বিক্রমে হল্যাণ্ড আক্রমণ করিলেন। উইলিয়ম হল্যাণ্ডের সামুদ্রিক বাঁধ সমূহ কাটিয়া দিয়া সমগ্র দেশ জলপ্লাবিত করিয়া ফরাসী অগ্রগতি প্রতিহত করিলেন। ইতিমধ্যে তিনি কূটনৈতিক বন্ধনের দ্বারা সমগ্র ইউরোপকে ফ্রান্সের বিপক্ষে সংঘবদ্ধ করিলেন। অস্ট্রিয়ার সম্রাট লিওপোল্ড, স্পেন, ব্রান্ডেনবার্গের গ্রেট ইলেক্টর, এমন কি পার্লামেন্টের চাপে পড়িয়া ইংলণ্ডরাজ দ্বিতীয় চার্লসও হল্যাণ্ডের পক্ষ সমর্থন করিতে বাধ্য হইলেন। মোটকথা, উইলিয়মের কৌশলে ডাচ যুদ্ধ ইউরোপীয় যুদ্ধে পরিণত হইল। ইহার ফলস্বরূপ নিঃসঙ্গ লুই একাকী যুদ্ধ চালাইতে অসমর্থ হইয়া ১৬৭৮ খৃঃ নিমওয়েগেনের সন্ধিতে ডাচ যুদ্ধ পরিসমাপ্ত করিতে বাধ্য হইলেন। উইলিয়াম রণক্ষেত্রে জয়লাভ করিতে না পারিলেও কূটনীতি ক্ষেত্রে বিজয়ীর গৌরব অর্জন করিলেন। ফরাসী আক্রমণের ফলে হল্যাণ্ডের যথেষ্ট ক্ষতি হইলেও উইলিয়মের দৃঢ় প্রতিরোধের জন্যই চতুর্দশ লুইর কবল হইতে ডাচ স্বাধীনতা রক্ষা পাইল।

১৬৭৭ খৃঃ ইংলণ্ডরাজ দ্বিতীয় জেমসের কন্যা মেরীর সঙ্গে উইলিয়ামের বিবাহ* ইংলণ্ড ও তথা ইউরোপের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিল। এই বৈবাহিক সম্পর্কের বলে উইলিয়াম ১৬৮৮ খৃঃ গৌরবময় বিপ্লবের পর ইংলণ্ডের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইলেন এবং উভয় দেশের এই যোগসূত্র চতুর্দশ লুইর আক্রমণাত্মক মনোবৃত্তিকে প্রতিহত করার পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক হইল এবং অতঃপর উইলিয়ম ফ্রান্সকে সংযত করিয়া ইউরোপের শক্তিসমতা রক্ষা করিতে যত্নবান হইলেন।

*উইলিয়ম সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ চতুর্দশ লুইর রাজত্ব ও ইংলণ্ডের ইতিহাস দ্রষ্টব্য।

(খ) ইংলণ্ডের ইতিহাস, ১৬৪৮–১৭১৪

কমনওয়েলথ্ ও ক্রমওয়েলের রাষ্ট্রপালকত্ব, ১৬৪৯-১৬৬০
দ্বিতীয় চার্লস, ১৬৬০-১৬৮৫
দ্বিতীয় জেমস, ১৬৮৫-১৬৮৮
উইলিয়ম ও মেরী, ১৬৮৯-১৭০২
সম্রাজ্ঞী এ্যান, ১৭০২-১৭১৪

কমনওয়েলথ্ ও ক্রমওয়েলের রাষ্ট্রপালকত্ব, ১৬৪৯-১৬৬০

ইংলণ্ডের ইতিহাস প্রধানতঃ পার্লামেণ্ট বা প্রতিনিধি সভার রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সার্বভৌম ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার ইতিহাস। বহু বিপ্লব ও বিবর্তনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হওয়া পার্লামেণ্ট পরিশেষে রাষ্ট্রের চরম প্রভুত্বের স্বীকৃতি-পত্র লাভ করিয়াছে। ষ্টুয়ার্ট যুগ এই বিবর্তন ইতিহাসেরই অন্যতম অধ্যায়। ষ্টুয়ার্ট বংশের প্রথম দুই নরপতি রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে শাসনকার্য বা বৈদেশিক নীতি পরিচালনায় পার্লামেণ্টের কোন অধিকার স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। ফলে রাজার সঙ্গে পার্লামেণ্টের বিরোধ বাধিল এবং পার্লামেণ্ট স্বাধিকার রক্ষার জন্য রাজার বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। চার্লস পরাস্ত হইয়া পার্লামেণ্ট কর্তৃক বিচারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন এবং ইংলণ্ড কমনওয়েলথ্ বা গণতন্ত্রী রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষিত হইল। ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে সেনানায়ক ক্রমওয়েলের হস্তে রাষ্ট্রভার অর্পণ করা হইল এবং ক্রমওয়েল লর্ড প্রটেক্টর বা রাষ্ট্রপালক উপাধিতে ভূষিত হইলেন। ক্রমওয়েল কিছুকাল পার্লামেণ্টের নির্দেশানুযায়ী চলিয়াছিলেন, কিন্তু অবশেষে তিনি পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিয়া নিজের একনায়কত্বে ইংলণ্ডে বস্তুতঃ সামরিক গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিলেন।

ক্রমওয়েলের পররাষ্ট্রনীতি—টিউডর যুগে ইউরোপের ব্যাপারে ইংলণ্ডের রাষ্ট্রীয় মর্য্যাদা [illegible] স্বীকৃত হইলেও ষ্টুয়ার্ট যুগে অন্তর্বিরোধের ফলে এই [illegible] হইয়াছিল। অন্তর্বিরোধের পরিসমাপ্তির পর ক্রমওয়েলের সময়ে পুনরায় বৈদেশিক ক্ষেত্রে ইংলণ্ড পুনরায় তাহার [illegible] তুলিল। ক্রমওয়েলের পররাষ্ট্রনীতি ছিল সক্রিয় ও নিশ্চয়াত্মক এবং আন্তর্জাতিক ব্যাপারে ইংলণ্ডের প্রতিষ্ঠা যাহাতে স্বীকৃতি পায় তজ্জন্য তাহার চেষ্টার অন্ত ছিল না। ক্রমওয়েলের চেষ্টা নিষ্ফল হয় নাই। ইউরোপীয় [illegible] স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল এবং ইংলণ্ডের গৌরব সম্বন্ধে [illegible] করিয়াছিল। ইংলণ্ডের ১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দের [illegible] বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় [illegible] পরিচালনায় তাহারা ইংলণ্ডের [illegible] বাধ্য হয়। এই সন্ধি ইংলণ্ডের পক্ষে লাভজনক [illegible] ইংলণ্ডের কর্তৃত্ব স্বীকৃত হয়। [illegible] ডেনমার্ক, সুইডেন ও পর্তুগালের [illegible] বাণিজ্য [illegible] হয়।

পররাষ্ট্রনীতি

(ক) প্রটেষ্টান্টদের জন্য স্বীকৃতি আদায়

(খ) ইংলণ্ডে ষ্টুয়ার্ট বংশের পুনঃ প্রতিষ্ঠা প্রতিরোধ করা

ইউরোপের রাষ্ট্রক্ষেত্রে [illegible] পরস্পর বিবদমান তদানীন্তন দুই রাষ্ট্রশক্তি ফ্রান্স ও স্পেন ইংলণ্ডের সহযোগিতা লাভের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে। এই দুই দেশের মধ্যে ক্রমওয়েল ফ্রান্সকে অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া স্পেনের ক্ষমতা খর্ব্বীকরণে ফ্রান্সকে সাহায্য করেন। ক্রমওয়েলের পররাষ্ট্রনীতির মূলসূত্র ছিল দুইটি—প্রটেষ্টান্ট ধর্ম্মকে স্বীকৃত করা এবং ইংলণ্ডে ষ্টুয়ার্ট বংশের পুনঃ প্রতিষ্ঠা নিবিদ্ধ করা। ইহাদের সঙ্গে আর একটি উদ্দেশ্য ছিল বিদেশে ইংলণ্ডের বাণিজ্য সমৃদ্ধির বন্দোবস্ত করা।

ক্যাথলিক দেশ স্পেন ক্রমওয়েলের নীতিকে অস্বীকার করিলে স্পেন-ইংলণ্ড সংঘর্ষ আরম্ভ হইল। ফ্রান্সের তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী ম্যাজারিন এই সুযোগে ক্রমওয়েলের পররাষ্ট্রনীতিতে স্বীকৃত হইয়া ইংলণ্ডের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে অগ্রসর হইলেন। ম্যাজারিন ফ্রান্স ক্যাথলিক রাষ্ট্র হইলেও ফ্রান্সের হিউগিনট বা প্রটেষ্টান্টধর্মাবলম্বীগণকে রাষ্ট্রনীতিক সুযোগ সুবিধা দিতে এবং ষ্টুয়ার্টবংশীয়গণকে ফ্রান্স হইতে বিতাড়িত করিতে স্বীকৃত হইলেন। অধিকন্তু তিনি স্পেনের সঙ্গে যুদ্ধান্তে অধিকারের পর ডানকার্ক ও মারডাইক নামে দুইটি স্থান ইংলণ্ডের হস্তে অর্পণ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। ক্রমওয়েলের অনুরোধে ফ্রান্স ডিউক অফ্ স্যাভয়কে চাপ দিয়া পীডমন্টে অবস্থিত প্রটেষ্টান্টদের উপর যাহাতে আর অত্যাচার না হয় তাহার ব্যবস্থা করিলেন। ইংলণ্ড স্পেনের বিরুদ্ধে ফ্রান্সের সঙ্গে যোগ দিল। স্পেন সম্মিলিত ইঙ্গ-ফরাসীবাহিনীর নিকট পরাস্ত হইয়া ডানকার্ক পরিত্যাগ করিলে ডানকার্ক ইংলণ্ডের হস্তে সমর্পণ করা হইল। অনতিবিলম্বে স্পেন পীরানিজের সন্ধিতে (১৬৫৯ খৃঃ) ফ্রান্সের সঙ্গে সন্ধি করিতে বাধ্য হইল।

পররাষ্ট্রনীতির ত্রুটি

ক্রমওয়েল তাঁহার পররাষ্ট্রনীতির বলে ইংলণ্ডের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি যথেষ্ট বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহার মধ্যে এক মৌলিক ত্রুটি ছিল। স্পেনের বিরুদ্ধে নবাভ্যুদিত ফ্রান্সকে সাহায্য করিয়া ক্রমওয়েল অজ্ঞাতসারে ইউরোপের শক্তিসমতার সামঞ্জস্য নষ্ট করিলেন। ইংলণ্ডের সহযোগিতায় ফ্রান্স স্পেনের ক্ষমতা নষ্ট করিয়া ইউরোপে একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার সুযোগ পাইল এবং ফ্রান্সের অভ্যুদয় ভবিষ্যতে ইউরোপের রাষ্ট্রক্ষেত্রে অশান্তির কারণ হইয়া দাঁড়াইল।

দ্বিতীয় চার্লস, ১৬৬০-১৬৮৫

১৬৫৮ খৃঃ ক্রমওয়েলের মৃত্যু হইলে তাহার পুত্র রিচার্ড ক্রমওয়েল ইংলণ্ডের শাসনভার প্রাপ্ত হন। কিন্তু রিচার্ডের মধ্যে পিতার মত রণপাণ্ডিত্য বা কার্যদক্ষতা কিছুই ছিল না এবং রিচার্ড পার্লামেণ্ট ও সৈন্যদলের মধ্যে বিরোধ দূর করিতে অসমর্থ হওয়ায় ইংলণ্ড পুনরায় অরাজকতার আশঙ্কা উপস্থিত হইল। এই আশঙ্কা দূর করিবার জন্য সেনাপতি মঙ্ক পার্লামেণ্টের অনুরোধে দ্বিতীয় চার্লসকে পিতৃসিংহাসন অধিকার করিতে আহ্বান করেন ১৬৬০ খৃঃ দ্বিতীয় চার্লস ধর্ম্ম সম্বন্ধে নিরপেক্ষতা, ভূমিসত্ত্ব সংরক্ষণ এবং অন্যান্য প্রতিশ্রুতি দানের পর ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিলেন। ইংরেজগণ মহা উৎসাহে তাঁহার মস্তকে পিতৃ পিতামহের মুকুট পরাইয়া দিল।

চরিত্র

দ্বিতীয় চার্লস ষ্টুয়ার্ট বংশের সর্ব্বাপেক্ষা সুচতুর রাজা ছিলেন। তিনি নিজের ক্ষমতার সীমা জানিতেন এবং কদাপি জনপ্রতিনিধিগণকে উত্যক্ত করিতেন না। মনে মনে ক্যাথলিক ধর্ম্মে বিশ্বাসী এবং ক্যাথলিক ধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠার অনুরাগী হইলেও এই চতুর কূটনীতিবিশারদ নরপতি অন্তরের ভাব মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত গোপন রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই নিমিত্তই তাঁহাকে তাঁহার অব্যবস্থিতচিত্ত পিতা এবং অপরিণামদর্শী ভ্রাতার ন্যায় সিংহাসন হারাইতে হয় নাই।

চার্লসের ক্যাথলিক প্রীতি

দ্বিতীয় চার্লস ধর্ম্ম সংক্রান্ত ব্যাপারে অত্যধিক কঠোরতা অবলম্বনের পক্ষপাতী ছিলেন না এবং পার্লামেণ্টও এই ব্যাপারে চার্লসের মতানুবর্ত্তী হইল। সুতরাং তাহার প্রধান মন্ত্রী ক্ল্যারেণ্ডনের আমলে যখন গোঁড়া প্রটেষ্টাণ্ট অর্থাৎ পিউরি-

ট্যানদের বিরুদ্ধে আইন পাশ হইল (ক্ল্যারেণ্ডন কোড) তখন পার্লামেণ্ট তাহাতে আপত্তি করে নাই। কিন্তু পার্লামেণ্ট যেমন প্রটেষ্টাণ্টদের গোঁড়ামি সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিল না তেমনি ক্যাথলিকগণকে কোন সুযোগ দিতেও তাহারা চায় নাই। পার্লামেণ্টের ইচ্ছা ছিল ইংলণ্ডে অ্যাংলিক্যান—চার্চের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা। চার্লস কিন্তু পার্লামেণ্টের এই মনোভাবের বিরোধী ছিলেন। ক্যাথলিক ধর্মের প্রতি তিনি অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন এবং ধর্ম বিষয়ে উদারতার আড়ালে তিনি ইংলণ্ডের সকল প্রকারের ক্যাথলিক বিরোধী আইনের প্রত্যাহার করার জন্য উদ্যোগী হইলেন এবং Declaration of Indulgence বা ক্ষমা ঘোষণা দ্বারা প্রচলিত ধর্মের বিরোধী সম্প্রদায়ের উপর আরোপিত বিধান তুলিয়া দিবার চেষ্টা করিলেন।

পার্লামেণ্টের বিরোধিতা

কিন্তু দেশের জনমত এই অনুগ্রহ ঘোষণার বিরোধী হইয়া ইহাকে কার্য্যকরী হইতে দিল না—বরঞ্চ পার্লামেণ্ট ক্যাথলিক ও গোঁড়া প্রটেষ্টাণ্টদিগের (পিউরিটান দিগের) আরও কঠোর 'প্রতিজ্ঞা আইন' (Test Act) বিধিবদ্ধ করিল। ইহার ফলে অ্যাংলিক্যান চার্চের বিরোধীদিগকে সরকারী পদ ত্যাগ করিতে হইল। ইংলণ্ডের জনসাধারণ চার্লসের ক্যাথলিক প্রীতির মনোভাব অবগত হইয়া দেশময় ঘোর আন্দোলনের সূত্রপাত করিল এবং চার্লসের অবর্তমানে তাঁহার ভ্রাতা ডিউক অব ইয়র্ক (ভবিষ্যতে দ্বিতীয় জেম্‌স্‌) সিংহাসনের উত্তরাধিকারী না হইতে পারে তজ্জন্য পার্লামেণ্ট কোন ক্যাথলিক ইংলণ্ডের রাজা হইতে পারিবে না এই মর্মে 'বহিষ্কার বিল' (Exclusion Bill) পাশ করিলেন। লর্ড সভায় এই বিল পাশ না হওয়ায় ইহা আইনে পরিণত হইতে পারে নাই। এই বিলের সমর্থক ও বিরোধী পক্ষকে কেন্দ্র করিয়া ইংলণ্ডে যথাক্রমে হুইগ ও টোরী দলের সৃষ্টি হয়—ইহারাই পরবর্তী সময়ে

হুইগ ও টোরী দল।

যথাক্রমে লিবারেল ও কনজারভেটিভ দলে পরিণত হয়। চার্লসের সময়েই হুইগদলের চেষ্টায় হেবিয়াস্ কর্পাস আইন বিধিবদ্ধ হয়। বিচারক সমীপে আনয়ন না করিয়া কাহাকেও দীর্ঘকাল কারারুদ্ধ রাখা এই আইন দ্বারা নিষিদ্ধ হইল।

পররাষ্ট্রনীতি—দ্বিতীয় চার্লস অত্যন্ত বিলাসী ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছিলেন এবং পার্লামেন্টের সঙ্গে মতৈক্য না থাকায় তাহার অর্থের প্রয়োজন কখনও দূর হইত না। অর্থ সংগ্রহের জন্য তিনি গোপনে ফরাসীরাজ চতুর্দ্দশ লুইর দ্বারস্থ হইলেন। লুই তাহার রাজনৈতিক প্রয়োজন সিদ্ধ করার জন্য চার্লসকে অর্থ সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। পররাষ্ট্র লোলুপ লুইর পক্ষে প্রতিবেশী রাষ্ট্র সমূহের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সময়ে ইংলণ্ডের সাহায্য অথবা নিরপেক্ষতার প্রয়োজন ছিল। অর্থ সাহায্যের বিনিময়ে চার্লস লুইকে প্রয়োজনীয় সাহায্য বা নিরপেক্ষতা সব কিছুই দিতে প্রস্তুত হইলেন।

কিন্তু ইংলণ্ডের জনসাধারণের বিরোধিতার জন্য চার্লস সকল সময়ে লুইকে সাহায্য করিয়া উঠিতে পারেন নাই। দ্বিতীয় চার্লসের সময়ে প্রথম ইঙ্গ ডাচ যুদ্ধ হয়। দ্বিতীয় চার্লসের সেনানীগণ ক্রমওয়েল বা ব্লেকের প্রতিভার অধিকারী ছিল না, সুতরাং এই যুদ্ধের প্রথম ভাগে ডাচগণ সাফল্য লাভ করে এবং এক সময়ে ডাচদের রণতরী টেমস নদীর মোহানায় প্রবেশ করিয়া অনেক বৃটিশ জাহাজ ধ্বংস করে। পরিশেষে ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দে ব্রেডার সন্ধিতে উভয় দেশের মধ্যে সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইংলণ্ড ক্রমশঃ ফ্রান্সের পক্ষ ত্যাগ করিয়া হল্যাণ্ডের অনুকূলে ঝুঁকিয়া পড়ে। ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে চতুর্দ্দশ লুই স্পেনিশ নেদারল্যাণ্ড আক্রমণ করিলে ইংরাজ, ডাচ ও সুইডিসরা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া ফরাসীরাজ চতুর্দ্দশ লুইর শক্তি খর্ব্ব করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু লুই ডোভারের গোপন সন্ধি দ্বারা দ্বিতীয় চার্লসকে তাহার আনুগত্য

স্বীকার করাইয়া এই যুদ্ধে ইংলণ্ডকে ডাচদের বিপক্ষে যোগ দেওয়াইবার চেষ্টা করেন। এই গোপন সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে চার্লস ক্যাথলিক ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবেন এবং ইহার ফলে ইংলণ্ডে কোন বিদ্রোহ হইলে লুই চার্লসকে সাহায্য করিবেন—এই প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে চার্লস ফ্রান্সের পক্ষে যোগদানের প্রতিশ্রুতি দেন। ইংলণ্ড ডাচদের বিরুদ্ধে ফ্রান্সকে সহায়তা করিলেও ডাচগণ অরেঞ্জের উইলিয়মের অদ্ভুত রণকৌশলে পরাজয়ের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করে এবং গোপন চুক্তির মর্ম্ম প্রকাশিত হইয়া পড়ায় জনসাধারণ চার্লসের উপর বিরক্ত হয় ও জনমত ডাচদের অনুকূলে সহানুভূতিশীল হয়। ফলে চার্লস ডাচদের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন এবং অনতিবিলম্বে লুইও ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে নিমেগুয়েনের সন্ধিতে ডাচদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হন। ইংলণ্ডের জনমতের দাবিকে চার্লস অস্বীকার করিতে পারিলেন না।

দ্বিতীয় জেম্‌স (১৬৮৫-১৬৮৮)

দ্বিতীয় চার্লসের মৃত্যুর পর তাঁহার অনুজ দ্বিতীয় জেম্‌স সিংহাসনে আরোহণ করেন। নূতন রাজা ভ্রাতা অপেক্ষা কর্ম্মঠ, রণকুশল ও সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। কিন্তু তাঁহার বিচক্ষণতার অভাব, ধর্ম্ম সম্বন্ধে গোঁড়ামি ও রাষ্ট্রসংক্রান্ত স্বেচ্ছাচারের ফলে অচিরে ষ্টুয়ার্ট রাজবংশের অধঃ-পতন হইল। জেম্‌স ক্যাথলিক ধর্ম্মে অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন এবং রাজার দৈবস্বত্বে বিশ্বাস করিতেন। রাজত্বের প্রথম হইতেই জেম্‌স ক্যাথলিক ধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগী হইলেন এবং ক্যাথলিকদিগকে ধর্ম্মবিষয়ে সুবিধা দিবার জন্য পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক বিধিবদ্ধ আইন সমূহ উলঙ্ঘন করার প্রয়াস পাইলেন। টেষ্ট অ্যাক্ট লঙ্ঘন করিয়া তিনি ক্যাথলিকগণকে সরকারী উচ্চপদে নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। অবশেষে দ্বিতীয় চার্লসের মত তিনিও ক্যাথলিক ও ডিসেণ্টারদের বিরুদ্ধে সমস্ত আইন রদ করিয়া আবার ক্ষমা-

ঘোষণা প্রচার করিলেন। তিনি আদেশ করিলেন, প্রত্যেক গির্জ্জায় পাদ্রিগণকে ইহা পড়িয়া শুনাইতে হইবে। কেণ্টারবারির প্রধান বিশপ প্রমুখ সাতজন বিশপ জেম্‌সের এই আজ্ঞার বিরুদ্ধে জেম্‌সের নিকট আবেদন করিলেন। রাজাজ্ঞা অমান্যের জন্য রাজদ্রোহের অপরাধে তাহারা অভিযুক্ত হইলেন, কিন্তু আদালতের বিচারে তাহারা মুক্তি পাইলেন। ইতিমধ্যে রাজমহিষী একটি পুত্র প্রসব করেন। এইবার ইংলণ্ডবাসীর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। স্বেচ্ছাচারী জেম্‌সের পরে তাঁহার প্রটেষ্টাণ্ট কন্যা-জামাতা রাজ্যাধিকারী হইবেন এই ভরসায় ইংরেজেরা বুক বাঁধিয়াছিল। রাজকুমারের জন্মে তাহাদের সে আশা নির্ম্মূল হইল। তাহারা বুঝিল যে নবজাত শিশু অবশ্যই ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া পিতৃপদাঙ্ক অনুসরণ করিবে। তজ্জন্য সাতজন নেতা রাজ জামাতা অরেঞ্জের উইলিয়মকে হল্যাণ্ড হইতে সসৈন্যে আগমন পূর্ব্বক অত্যাচারী নৃপতির কবল হইতে দেশবাসীকে পরিত্রাণ করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দের ৫ই নভেম্বর উইলিয়ম ইংলণ্ডে পদার্পণ করিলেন। জেম্‌স ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া ফরাসী দেশে পলায়ন করিলেন।

অতঃপর জনপ্রতিনিধিবর্গ এক মহাসভায় (Convention) মিলিত হইয়া শূন্য সিংহাসন উইলিয়ম ও মেরীকে অর্পণ করেন। এতৎসহ পার্লামেণ্ট স্ব ক্ষমতা ও প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম অব্যাহত রাখিবার জন্য এক অধিকার-বিধি ঘোষণা করেন (Declaration of Rights) করেন। এই ঘোষণায় দ্বিতীয় জেমসের স্বৈরাচারী কার্য্যাবলীর নিন্দা করা হয় এবং ভবিষ্যতে ইংলণ্ডের রাজার পক্ষে প্রতিপাল্য শাসনতান্ত্রিক নীতি সমূহ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। এইরূপে দীর্ঘকালব্যাপী রাজা-প্রজা বিরোধের অবসান হইয়া রাজার উপর পার্লামেণ্টের অধিকার সুনির্দ্দিষ্টভাবে স্থিরীকৃত হয় এবং ইংলণ্ডে শাসনতান্ত্রিক যুগ আরম্ভ হয়। নব-নৃপতি ইংলণ্ডের ইতিহাসে তৃতীয় উইলিয়ম বলিয়া

অভিহিত। দেশের প্রতিনিধি সভার ক্ষমতা বলে যে নৃপ পরিবর্তন সম্পাদিত হইল ইহা ১৬৬৮ খৃঃ 'যশস্কর বিপ্লব' বলিয়া কীর্তিত হয়। এই ঘটনার বিশেষত্ব এই যে ইহা একরূপ বিনা রক্তপাতে সংঘটিত হয়।

১৬৮৮ খৃঃ যশস্কর বিপ্লবের গুরুত্ব ?—এই বিপ্লবের ফল ইংলণ্ড ও ইউরোপের ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহার ফলে এই নীতিই স্বীকৃতি প্রাপ্ত হইল যে রাষ্ট্রের সার্বভৌম অধিকার (Sovereignty) পার্লামেণ্ট মহাসভার হস্তেই রহিয়াছে—নৃপতির হস্তে নহে। রাজাধিকার দৈবস্বত্বের বলে বা কুলক্রমাগত দাবীর উপর নির্ভরশীল নহে—তাহাদের নৃপ-পদবী সর্বোতোভাবে পার্লামেণ্ট প্রদত্ত। পার্লামেণ্টের অনুমোদন ভিন্ন রাজ সরকারের অর্থ সংগ্রহের কোন উপায় রহিল না। সুতরাং বাধ্য হইয়া রাজাকে প্রতি বৎসর পার্লামেণ্ট আহ্বান করিতে হইত। রাজস্ব অনুমোদন কার্য্যের উপক্রম কমনস্ মহাসভাতেই হইত। অতঃপর রাজা যাহাতে স্বৈরাচারী না হইতে পারে তজ্জন্য শাসনতান্ত্রিক গণ্ডীর মধ্যে তাহার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ রাখা হইল।

ইউরোপের পক্ষে এই বিপ্লব কল্যাণকর হইল। ষ্টুয়ার্ট রাজ দ্বিতীয় চার্লস ও দ্বিতীয় জেম্‌সের সময়ে ফরাসী রাজ চতুর্দশ লুই উভয় নৃপতিকে অর্থের প্রলোভনের দ্বারা তাহার পররাজ্যগ্রাসী যুদ্ধ ব্যাপারে নিরপেক্ষ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু অতঃপর ইংলণ্ডের সিংহাসনে লুইর প্রবল প্রতিপক্ষ হল্যাণ্ডরাজ উইলিয়ম উপবিষ্ট হওয়াতে এবং তদ্দ্বারা ইংলণ্ড ও হল্যাণ্ডের শক্তি এক হস্তে কেন্দ্রীভূত হওয়ার জন্য লুইর উচ্চাশায় প্রতিবন্ধকতা আসিল। লুই তাহার উচ্চাশা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন এবং ইউরোপ সম্ভাব্য ফরাসী একনায়কত্বের বিভীষিকা হইতে নিষ্কৃতি পাইল।

১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দের যশস্কর বিপ্লবের সমালোচনা

দুইজন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক বার্ক ও মেকলে ১৬৮৮ খৃঃ বিপ্লবকে তত গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া স্বীকার করেন না। তাহারা এই ঘটনাকে বিপ্লবের পরিবর্তে সাধারণ পরিবর্তন বলিয়া বর্ণনা করেন এবং ঘটনাকে অতীতের ভুল ত্রুটী সংশোধন ও প্রাচীন রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রবর্তন ব্যতীত অন্য কিছু স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। এই বিপ্লবের মূলে এই স্বীকৃতিই প্রমাণিত হইয়াছে যে তৎকালীন ইংলণ্ডের পক্ষে রাজতন্ত্র অত্যাবশ্যক ছিল। এই বিপ্লবের পশ্চাতে ধর্মীয় স্বার্থই প্রবল ছিল এবং ইংলণ্ডীয় চার্চের ধর্মবিশ্বাস অব্যাহত রাখার জন্যই দ্বিতীয় জেমসকে ইংলণ্ডের সিংহাসন পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। রাষ্ট্র শাসনভার এই বিপ্লবের পূর্বে যেমন অভিজাত সম্প্রদায়ের হাতে ছিল তদ্রূপ বিপ্লবোত্তর সময়েও ইহাদের হস্ত হইতে এই ক্ষমতা স্খলিত হইয়া জনসাধারণের হস্তে আসে নাই। বিপ্লবের ফলে যে সব উদার মতবাদ ও রীতিনীতি দেশে প্রবর্তিত হয় সেই সকল কিছুই এই বিপ্লবের পরে ঘোষিত হয় নাই। ধর্মের স্বাধীনতা, জাতীয় শিক্ষা, দাস মুক্তি, বাণিজ্য স্বাধীনতা, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা বা মত প্রকাশের স্বাতন্ত্র্য ইত্যাদি কোন উদার মতবাদই মহাসভায় (Convention) বা অধিকার সংক্রান্ত ব্যবস্থায় (Bill of Rights) উল্লিখিত হয় নাই। সুতরাং এই অসুবার পরিবর্তনকে বিপ্লব আখ্যা দেওয়া সমীচিন হয় না।

উপরোক্ত বিরূপ সমালোচনা সত্ত্বেও যশস্কর বিপ্লব ইংলণ্ডের নিয়মতান্ত্রিক ইতিহাসে অগ্রগতির সূচনা করিয়াছে। এই বিপ্লবের দ্বারা প্রমাণিত হইল যে ইংলণ্ডের রাজ-সিংহাসন দৈবশক্তির উপর নহে—পার্লামেণ্টের উপর নির্ভরশীল। সিংহাসনে রাজস্বত্ব প্রজার সঙ্গে সর্তাধীন। সুশাসনের সর্তে রাজা শাসন করিবেন এবং কুশাসন হইলেই পার্লামেণ্টের পক্ষে রাজাকে অপসারিত করিবার অধিকার রহিল। রাজার প্রতি নিষ্ক্রিয় আনুগত্য

এতাবৎকাল প্রজার পক্ষে অবশ্যপাল্য ছিল—তৎস্থলে অতঃপর সর্ত্তাধীন আনুগত্য ও কুশাসনে আনুগত্য প্রত্যাহার এই রীতি প্রবর্ত্তিত হইল। রাজার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ ও সুনিয়ন্ত্রিত হইল। এই বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য হইল বিনা রক্তপাতে, বিনা প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থায় ও কোনও রাজনীতিক দলকে বহিষ্কৃত না করিয়া রাষ্ট্র ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্ত্তন সংসাধিত করা। সাধারণ প্রজার জীবনে কোনই পরিবর্ত্তন এখন পর্য্যন্ত আসে নাই। পূর্ব্ববৎ রাষ্ট্রের মাধ্যমে এক শ্রেণী দ্বারা অপর শ্রেণীর শোষণ অব্যাহত ভাবেই চলিল।

উইলিয়ম ও মেরী (১৬৮৯-১৭০২)

শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতি

তৃতীয় উইলিয়মের রাজত্বের প্রারম্ভে ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে অধিকার সংক্রান্ত একটি ব্যবস্থা (Bill of Rights) বিধিবদ্ধ হয়। এতদ্বারা ক্যাথলিকগণ সিংহাসনের অধিকার হারাইল এবং রাজশক্তির সীমা অনেকটা সীমাবদ্ধ করা হইল। কোনও আইনের প্রচলন সম্পূর্ণ স্থগিত রাখা (Suspending Power) বা বাতিল করা (dispensing power , হাই কমিশন ও তৎসদৃশ অত্যাচারী আদালত পুনঃপ্রতিষ্ঠা— এ সমস্তই নিষিদ্ধ হইল। স্থির হইল, পার্লামেন্টের সদস্য নির্ব্বাচন অবাধে সাধিত হইবে, পার্লামেন্টের সদস্যগণ নির্ভয়ে স্বাধীন মত ব্যক্ত করিতে পারিবেন, পার্লামেন্ট নিয়মিতভাবে আহূত হইবে এবং পার্লামেন্টের অনুমোদন ব্যতীত কর ধার্য্য হইবে না। স্থায়ী বেতনভোগী সৈন্যদল সংগঠন এবং রক্ষণও রাজার পক্ষে অবৈধ বলিয়া বর্ণিত হইল। ১৭০১ খৃষ্টাব্দে উত্তরাধিকার নির্দ্দেশক আইন (Act of Settlement) বিধিবদ্ধ হয়। ইহাতে ভাবী সিংহাসনাধিকার নির্ণয়ের সঙ্গে সঙ্গে রাজার ক্ষমতা আরও হ্রাস করা হইল। রাজার হস্তে আর বিচারকদের পদচ্যুত

করিবার ক্ষমতা রহিল না। কমন্স্ সভা লর্ডদের দরবারে কোন অমাত্যকে অভিযুক্ত করিলে তাঁহাকে ক্ষমা করিবার অধিকারও রাজার রহিল না। প্রথমে রাণী মেরীর ভগিণী অ্যান এবং তাহার পরে প্রথম জেমসের দৌহিত্রী প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মাবলম্বিনী রাজপুত্রী সোফিয়া ও তদ্বংশীয়গন ইংলণ্ডের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইবেন বলিয়া স্থির করা হইল।

পররাষ্ট্রনীতির পরিবর্তন

উইলিয়মের ইংলণ্ডের সিংহাসনারোহণের ফলে ইংলণ্ডের পররাষ্ট্রনীতিতে এক পরিবর্ত্তন আসিল। এতাবৎকাল হল্যাণ্ড বাণিজ্যক্ষেত্রে প্রবল নৌশক্তি হিসাবে ইংলণ্ডের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছিল এবং ফ্রান্স ইংলণ্ডের শত্রু বলিয়া ইংলণ্ডের নিকট মিত্ররূপে আদৃত হইত। বর্ত্তমানে হল্যাণ্ড ও ইংলণ্ড এক নরপতির শাসনাধীনে আসায় ইংলণ্ড-হল্যাণ্ড বৈরিভাব অবসান হইল এবং ফ্রান্স ইংলণ্ডের শত্রু বলিয়া পরিগণিত হইতে লাগিল। হল্যাণ্ড ও ইংলণ্ডের সম্মিলিত শক্তি ফ্রান্সের স্বৈরাচারিতা হইতে ইউরোপকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইল।

সিংহাসনারোহণের পর দ্বিতীয় জেমসকে ইংলণ্ডের সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য স্কটল্যাণ্ড ও আয়র্ল্যাণ্ড ষ্টুয়ার্ট বংশীয়গণের পক্ষে বিদ্রোহ করে। কিন্তু সর্ব্বত্র বিদ্রোহীরা পরাস্ত হইয়া বিফল মনোরথ হয়। দ্বিতীয় জেম্স চতুর্দ্দশ লুইর সাহায্যে আয়র্ল্যাণ্ডে পদার্পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে বয়েনের যুদ্ধে উইলিয়ম কর্ত্তৃক পরাস্ত হন।

উইলিয়মের পররাষ্ট্রনীতি

উইলিয়মের পররাষ্ট্রনীতির মূলসূত্র ছিল চতুর্দ্দশ লুইর আগ্রাসী মনোবৃত্তিকে প্রতিহত করিয়া ইউরোপের শক্তি সমতা প্রতিষ্ঠিত করা। দ্বিতীয় চার্লস ও দ্বিতীয় জেম্সের সময়ে ইংলণ্ড পররাষ্ট্রনীতিতে চতুর্দ্দশ লুইর উচ্চা-

শাকে সাহায্য করিয়া আসিয়াছে এবং ইউরোপের রাষ্ট্রক্ষেত্রে ইংলণ্ডের স্বাধীন সত্তার কোন প্রভাব বিস্তৃত হইতে পারে নাই। উইলিয়ম ইংলণ্ডের রাজা হইয়া চতুর্দ্দশ লুইর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রসংঘ সৃষ্টি করিয়া তাহার উচ্চাশাকে প্রশমিত করিতে বাধ্য করেন। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে লীগ অফ্ অগ্সবার্গ ও গ্রাণ্ড এলায়েন্স সৃষ্টি করার কৃতিত্বও উইলিয়মের প্রাপ্য। অতঃপর ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মধ্যে যে দীর্ঘকালব্যাপী বৈরিতা আরম্ভ হইল তাহাকে দ্বিতীয় শতবর্ষ যুদ্ধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই বৈরিতার কার্য্যক্ষেত্র শুধু ইউরোপখণ্ডে সীমাবদ্ধ থাকে নাই—বাণিজ্যিক ও উপনিবেশিক স্বার্থ লইয়া সমগ্র বিশ্বে এই উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতে থাকে। এই দ্বন্দ্বের অবসানে ইংলণ্ড এই উভয় ক্ষেত্রেই ফ্রান্স অপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করে।

রাজ্ঞী অ্যান, ১৭০২-১৭১৪

উইলিয়মের মৃত্যুর পর ১৭০১ খৃষ্টাব্দের উত্তরাধিকারী নির্দ্দেশক আইন অনুযায়ী জেমসের অন্যতমা কন্যা অ্যান ইংলণ্ডের রাজ্ঞী হন। তাঁহার সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা স্পেনের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যুদ্ধ (War of the Spanish Succession)। বিখ্যাত সেনাপতি মার্লবরোর অপূর্ব্ব রণকৌশলে ফরাসী সৈন্য ব্লেনহিম, রামিলিজ, ওডেনার্ডে ও মালপ্লাকেটের যুদ্ধে পরাভূত হয় এবং ইউরোপের সর্ব্বত্র ইংলণ্ডের আধিপত্য পরিস্ফুট হয়। এই যুদ্ধের সময়ে ইংরাজ সৈন্য জিব্রাল্টার ও মিনর্কা দ্বীপ দখল করিয়া লয়। কিন্তু ইংলণ্ডের রাজনীতি ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে হুইগ দলের স্থলে টোরীদলের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং টোরীদল যুদ্ধবিরোধী হওয়ায় অনতিবিলম্বে যুদ্ধ সমাপ্ত করিতে হয়। অবশেষে ইউট্রেক্ট নামক স্থানে সন্ধি হইয়া (১৭১৩ খৃঃ) স্পেনের উত্তরাধিকারের যুদ্ধ সমাপ্ত হয়।

অ্যানের সময়ের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা স্কটল্যাণ্ডের স্বতন্ত্র পার্লামেণ্ট বিলুপ্ত করা এবং সমগ্র গ্রেট ব্রিটেন এক পার্লামেণ্টের অধীনে আনয়ন করা। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দের সম্মিলন আইনের বলে (Act of Union) এই একত্রীকরণ সম্পাদিত হয়। এই মিলন ইংল্যাণ্ডের পক্ষে পরিণামে শুভপ্রদ হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

ফ্রান্সের ইতিহাস

চতুর্দ্দশ লুই, ১৬৪৩-১৭১৫

সংক্ষিপ্ত সঙ্কলন

প্রায় পৌনে এক শতাব্দী চতুর্দ্দশ লুই ফ্রান্সের রাজ সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। এত দীর্ঘকাল রাজত্ব সম্ভবতঃ আমাদের পরিচিত কোন রাজার অদৃষ্টে ঘটে নাই, অন্ততঃপক্ষে লিপিবদ্ধ ইতিহাসে কোথায়ও এ রকম দৃষ্টান্ত নাই। এই ৭২ বৎসর রাজত্বকালের মধ্যে ৫৪ বৎসর চতুর্দ্দশ লুই স্বয়ং রাজ্যের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। এই একক শাসন সময়ে ফ্রান্স ইউরোপের রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্ব্ববিধ ক্ষেত্রে একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছে—এই সুদীর্ঘকাল ফ্রান্স ছিল ইউরোপের শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-ব্যবহার, ও রাষ্ট্রনীতির পথপ্রদর্শক। ফ্রান্সের শিল্পকলা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, পোষাক সমস্তই ইউরোপের অনুকরণের আদর্শ ছিল। এমন কি ফরাসী ভাষা ইউরোপের শিক্ষিত শ্রেণীর উপযুক্ত কথাভাষা বলিয়া বিবেচিত হইত। কূট-নীতিতেও ফরাসীভাষা ভাবের উপযুক্ত প্রকাশযোগ্য বাহন বলিয়া সর্ব্বজন-স্বীকৃত হইয়াছিল। এক কথায়, ফ্রান্স আজ যাহা চিন্তা করিত ইউরোপের পক্ষে আগামীকল্য তাহা চিন্তার বিষয় বলিয়া গৃহীত হইত। এই সর্ব্বাত্মক আধিপত্যের মূলে ছিল চতুর্দ্দশ লুইর অসামান্য প্রতিভা। এই জন্যই চতুর্দ্দশ লুইর রাজত্বকাল 'চতুর্দ্দশ লুইর যুগ' বলিয়া অভিহিত হয়।

চতুর্দ্দশ লুইর ৭২ বৎসর রাজত্বকালের প্রথম ১৮ বৎসর রিচল্যুর সুযোগ্য

শিষ্য ও উত্তরাধিকারী ম্যাজারিন ফ্রান্সের ভাগ্যনিয়ামক ছিলেন। ম্যাজারিনের মৃত্যুর পর ১৬৬১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭১৫ খৃষ্টাব্দ পর্যান্ত লুই একক রাজশাসন করেন এবং এই সময় কোলবার্ট, লুভয়, লিয়ন, টুরেন, ভবান ও কণ্ডির মত সুযোগ্য সচিবদের সাহায্যে ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ শান্তি, সমৃদ্ধি বিধান ও বিদেশে মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়া ফ্রান্সকে ইউরোপের মধ্যমণিতে উন্নীত করেন। তাঁহার একক রাজত্বের সুদীর্ঘকাল (১৬৬১-১৬৮৮) ফ্রান্সের সর্ব্ববিধ আভ্যন্তরীণ শান্তিশৃঙ্খলা বিধান ও আর্থিক সমৃদ্ধির যুগ। কোলবার্টের আর্থিক সুবন্দোবস্তের জন্য ফ্রান্সের শূন্য রাজ-কোষাগার পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল— প্রদেশের শাসন শৃঙ্খলা ফ্রান্সের অভিজাত সম্প্রদায়ের খেয়াল খুশীর স্তর হইতে বিধিবদ্ধ অবস্থায় রাজার নিয়ন্ত্রণাধীনে আসিল রাজস্ব-নীতি সংশোধিত হওয়ায় দেশের আর্থিক ক্ষমতা দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হইল, দেশীয় শিল্প-উৎপাদন রাষ্ট্র কর্ত্তৃক উৎসাহিত হওয়ায় আশাতীত মাত্রায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল এবং ব্যবসা বাণিজ্যের দ্বারা আর্থিক সম্পদশালী এক মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সৃষ্টির ফলে ফ্রান্স ফিউডাল যুগ হইতে আধুনিক যুগের দিকে অগ্রসর হইল।

এই প্রকার সর্ব্ববিধ শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সের পররাষ্ট্রনীতিও ফ্রান্সের পক্ষে পরম গৌরব ও সার্থকতার সঙ্গে পরিচালিত হইয়া উঠিল। লুই চাহিতে ছিলেন ইউরোপের রাষ্ট্রক্ষেত্রে ফ্রান্সকে অগ্রগণ্য করিয়া তুলিতে। ইউরোপের রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থাও সেই সময়ে লুইর উচ্চাশার অনুকূল ছিল। পিরানিজের সন্ধির পর স্পেনের ক্ষমতা অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। দ্বিতীয় চার্লস বা দ্বিতীয় জেম্‌সের শাসনাধীনে ইংলণ্ড লুইর উচ্চাশায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা দূরে থাকুক বরঞ্চ সহায়কই হইয়াছিল। জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের সেই পূর্ব্বতন সংহতিশক্তি ছিল না—অধিকন্তু জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের নৃপতিবর্গ সম্রাটের আধিপত্যের পরিবর্ত্তে ফ্রান্সের অভ্যুদয়ই অধিকতর কামনা করিতেছিল। অষ্ট্রীয়ার সম্রাটের বিরোধিতা করার বাসনা থাকিলেও সাম্প্রতিক তুর্ক আক্রমণের

বিভীষিকা ও আঘাত সম্পূর্ণ সামলাইয়া ফরাসী শক্তিকে বাধা দিয়া উঠিতে পারে নাই। চতুর্দশ লুই প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের এই দুর্বলতার সুযোগে নিজের আগ্রাসী মনোবৃত্তি চরিতার্থ করার চেষ্টা করিলেন। তাহার আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য হইল স্পেন এবং স্পেনাধিকৃত বিভিন্ন অঞ্চল সমূহ। ফ্রান্সের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত বেলজিয়াম (স্পেনিস নেদারল্যাণ্ডস), লাক্সেমবুর্গ ও ফ্রান্স কমতে স্পেনের অধিকারে থাকিলেও দুর্বল স্পেন তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে অপারগ ছিল। লুই সুযোগ বুঝিয়া একের পর অন্য অজুহাত সৃষ্টি করিয়া স্পেনের উপর আঘাত হানিতে লাগিলেন। প্রথমে লুই তাহার স্ত্রী স্পেনীয় রাজকন্যা মেরিয়া থেরেসার স্বত্বে স্পেনের সিংহাসন দাবি করিয়া স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। এই যুদ্ধ উত্তরাধিকার সূত্রের যুদ্ধ (War of Devolution) নামে খ্যাত। আয়লা স্যাপেলের সন্ধিতে এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি হয় এবং স্পেনের সিংহাসন না পাইলেও লুই নেদারল্যাণ্ডস অঞ্চলে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দুর্গ পাইয়াই সন্তুষ্ট হইতে বাধ্য হন। এই যুদ্ধে এবং তাহার পরবর্তী আক্রমণাত্মক সাম্রাজ্যিক সকল উচ্চাশায় তাহার প্রধানতম প্রতিবাদী ছিল হল্যাণ্ড এবং ইংলণ্ড। সুতরাং হল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে তাহার দ্বিতীয় যুদ্ধাভিযান আরম্ভ হইল। কিন্তু ইতিমধ্যে হল্যাণ্ড লুইর বিরুদ্ধে এমন উগ্র জনমত সৃষ্টি করিয়া তুলিল যে কয়েকটি ইউরোপীয় শক্তি লুইর উচ্চাকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রজোটের সৃষ্টি করিল। অধিকন্তু ডাচদের দৃঢ় স্বদেশ প্রেমের বিরুদ্ধে লুইর বাহিনী তেমন সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিল না। এ যাত্রাও হল্যাণ্ডের বিরোধিতায় লুইকে তাহার স্পেনীয় নেদারল্যাণ্ডস্ অধিকারের আশায় জলাঞ্জলি দিতে হইল এবং নিমোজেনের সন্ধিতে (১৬৭৮ খৃঃ) উভয় পক্ষ যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। লুইর মুখ্য উদ্দেশ্য সাধিত না হইলেও স্পেনের অধিকৃত বহু অঞ্চল ফ্রান্সের আয়ত্তে আসিল; ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অঞ্চল ফ্রান্স কম্‌তে ও আলসেস। ইহার পরও লুই অষ্ট্রিয়া

সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত এবং ফ্রান্স সংলগ্ন বহু অঞ্চল অধিকার করিয়া পূর্বাঞ্চলে ফ্রান্সের পরিধি বহুদূর প্রসারিত করিলেন। হাঙ্গারীর বিদ্রোহ ব্যাপারে অষ্ট্রীয়া ব্যাপৃত থাকায় কোন সক্রিয় প্রতিবাদ উত্থিত হইল না। অন্য কোন রাষ্ট্র ফ্রান্সের সামরিক ক্ষমতার সম্মুখীন হইয়া এ অন্যায়ের প্রতিকার করিতে পারিল না।

কিন্তু লুইর পররাষ্ট্রনীতিতে ব্যর্থতা আসিল তাহার তৃতীয় সংখ্যক অগস্‌বার্গ লীগের যুদ্ধে। ইতিমধ্যেই লুইর মনোবৃত্তির স্বরূপ ইউরোপের রাষ্ট্রসমূহে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল এবং প্রায় হল্যাণ্ড, স্পেন, সুইডেন ও অষ্ট্রীয়ার সম্রাট লুইর সম্ভাব্য আক্রমণের আশঙ্কায় লীগ অব্ অগস্‌বার্গ নামে এক রাষ্ট্রজোট সৃষ্ট করিয়া লুইর অবৈধ অধিকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। ইতিমধ্যে হল্যাণ্ডের অধিপতি অরেঞ্জের উইলিয়ম ইংল্যাণ্ডের গৌরবময় বিপ্লবের ফলে ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনেরও উত্তরাধিকারী হওয়ায় লুইর প্রতিপক্ষদল অধিকতর সুবিধাপ্রাপ্ত হইল। এই যুদ্ধেই লুই প্রথম তাহার উচ্চাশায় দৃঢ় বিরোধিতার সম্মুখীন হইয়া পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হইলেন এবং রাইসুইকের সন্ধিতে ১৬৯৭ খৃঃ) ইতিপূর্বে যাহা অবৈধভাবে অধিকার করিয়াছিলেন তাহা উদগীরণ করিয়া দিলেন। সুদীর্ঘ কালের মধ্যে এই প্রথম দেখা গেল যুদ্ধের পর ফ্রান্সের অদৃষ্টে কোন প্রাপ্তিযোগ নাই। ফ্রান্সের জীবনে ফসল তোলার যুগ শেষ হইয়া আসিয়াছে—অতঃপর শুধু সঞ্চিত সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের পালা। তাঁহার রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বাঙ্গে ক্লান্তির ছায়া পরিস্ফুট হইল।

অতঃপর লুই তাহার অবশিষ্ট রাজত্বকালে কোন দিকেই কোন সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই—না স্বরাষ্ট্রনীতিতে, না বৈদেশিক ব্যাপারে। ইতিপূর্বেই ফ্রান্স ধর্মের ব্যাপারে রিচল্যু ও ম্যাজারিন অনুষ্ঠিত উদারনীতিকে

অশ্রদ্ধা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ফরাসী প্রটেষ্টান্ট বা হিউগিনোট সম্প্রদায় বহুকাল হইতে রাজআনুকূল্য পাইয়া বিনা বাধায় ধর্ম্মাচরণ করিয়া আসিয়াছে এবং প্রধানতঃ শিল্পাগ্রণী ও উদ্যোগী বলিয়া ফ্রান্সের শ্রীসম্পদ বৃদ্ধির ব্যাপারে হিউগিনোট সম্প্রদায়ের অবদান উল্লেখযোগ্য। কিন্তু লুই অকস্মাৎ ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া হিউগিনোট সম্প্রদায়কে প্রদত্ত নান্টিসের নির্দ্দেশ প্রত্যাহার করিলেন (Revocation of the Edict of Nantes) এবং এই সম্প্রদায় সরকারী চাকুরী, অবাধ ধর্ম্মাচরণ ইত্যাদি হইতে বঞ্চিত হইয়া দলে দলে ফ্রান্স হইতে অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণ করিল। ফ্রান্স ইহাদের শিল্প দক্ষতা হইতে বঞ্চিত হইয়া যেমন একাধারে শিল্প সামর্থ্যে দরিদ্র হইল, অন্যদিকে ইংলণ্ড, হল্যাণ্ড বা জার্ম্মাণীর যে সকল প্রটেষ্টান্ট রাষ্ট্র লুইর আচরণকে এতকাল প্রশ্রয়ের দৃষ্টিতে দেখিয়া আসিয়াছে তাঁহারা এই নির্দ্দেশ প্রত্যাহারের দরুণ লুইর প্রতি তাঁহাদের সমস্ত সমর্থন প্রত্যাহার করিল।

লুইর রাজত্বের শেষ যুদ্ধ স্পেনীয় উত্তরাধিকারের সমস্যা লইয়া। ১৭০১ হইতে ১৭১৪ খৃষ্টাব্দের এই সুদীর্ঘ যুদ্ধে ফ্রান্সকে সম্মিলিত ইউরোপীয় রাষ্ট্র-জোটের সম্মুখীন হইয়া অগণিত অর্থ ও লোকক্ষয় করিতে হইয়াছে। কিন্তু লুইর ফ্রান্স ও স্পেনের সিংহাসনকে একীকরণ করার স্বপ্ন সফল হয় নাই। সন্ততি বিয়োগ, অপূর্ণ উচ্চাশা ও হতাশাক্লিষ্ট মন ও দেহ লইয়া ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে লুই শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগ করেন—উত্তরাধিকারী পঞ্চবর্ষী প্রপৌত্রের জন্য রাখিয়া গেলেন দারিদ্র্যাগ্নির ক্ষুব্ধ প্রজা ও ঋণগ্রস্ত রাজ্য। রিচল্যু ও ম্যাজারিনের প্রচেষ্টা লুইর অদূরদর্শিতা ও অসংযত দুরাকাঙ্ক্ষার ফলে সার্থকতার ফলে ফুলে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতে পারিল না।

চতুর্দ্দশ লুইর রাষ্ট্রশাসন, ১৬৬১-১৭১৫

ম্যাজারিনের মৃত্যুর পর যখন চতুর্দ্দশ লুই ফ্রান্সের শাসনভার স্বীয় হস্তে গ্রহণ করিলেন তখন ফ্রান্স ঘরের এবং বাইরের সকল প্রকার বিপদ হইতে

মুক্ত হইয়া স্বীয় ক্ষমতায় নির্ভরশীল হইবার মত উপযুক্ত হইয়াছে। বাহিরে ইউরোপের সকল রাষ্ট্রের নিকট হইতে যেমন ফ্রান্স স্বীকৃতি আদায় করিয়াছে তেমনি স্বরাষ্ট্রে রাজার আধিপত্য সকল শ্রেণীর নিকট হইতে ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়া রাজসিংহাসনে কেন্দ্রীভূত করিতে সমর্থ হইয়াছে। ফ্রণ্ডি আন্দোলনের ফলে জনসাধারণ ফ্রান্সের পার্লামেন্ট ও অভিজাত শ্রেণীর স্বরূপ চিনিতে পারিল এবং একমাত্র সবল রাজশক্তিই দেশের শান্তি শৃঙ্খলা বিধান করিতে ও শ্রীসম্পদ বৃদ্ধি করিতে সমর্থ, এই প্রত্যাশা করিয়া তাহারা তাহাদের সাগ্রহ দৃষ্টি ফ্রান্সের রাজার প্রতি একাগ্রনিবদ্ধ করিল।

চতুর্দ্দশ লুইর চরিত্র

চতুর্দশ লুই অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। লর্ড অ্যাক্টন তাহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে তিনি আধুনিক যুগের সিংহাসনে উপবিষ্ট মানবদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তি। তিনি ইউরোপের অন্যতম প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্র পঞ্চপঞ্চাশৎ বৎসরকাল একক শাসন করিয়া গিয়াছেন, বহু সময়ে বিজয়ী হইয়াছেন, বিপদের বা পরাজয়ের সম্মুখীন হওয়া স্থৈর্য্য হারান নাই, তাঁহার প্রতিভাকে লোকোত্তর না বলিলে অবিচার করা হইবে। তাঁহার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট ছিল স্থৈর্য্য, শ্রমশীলতা ও অপূর্ব্ব কর্ম্মপদ্ধতি। লুই স্বয়ং লিখিয়া গিয়াছেন রাজত্ব করিতে গেলে কঠোর পরিশ্রমী হওয়া প্রয়োজন; বিনা পরিশ্রমে রাজত্ব করার অর্থ ভগবানের প্রতি অকৃতজ্ঞতা ও স্পর্দ্ধা প্রকাশ করা ও মানুষের প্রতি অবিচারী ও স্বৈরাচারী হওয়া। ব্যক্তিগত সুখসম্ভোগ বা পারিবারিক কোন অসুবিধা তাহাকে তাহার নির্দ্দিষ্ট রাজ-কর্ত্তব্য পালনে শ্রমবিমুখ করিতে পারে নাই। বুদ্ধিমত্তা অপেক্ষা চরিত্রগুণই যে অধিকতর দৃষ্টি আকর্ষণের যোগ্য মণ্টেস্কুর এই উক্তি ফ্রান্সের এই মহান নরপতি (Grand Monarque) সম্বন্ধে যথাযথভাবেই প্রয়োগ করিয়াছেন। পররাষ্ট্রনীতি এবং কেন্দ্রীয় শাসন পদ্ধতি সম্বন্ধে তিনি সত্যই কুশলী ছিলেন,

কিন্তু ফ্রান্সের সামাজিক, ধর্ম্মনৈতিক বা প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থার ব্যাপারে তিনি তেমন বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে পারেন নাই। তিনি ছিলেন রাজার দৈবস্বত্বে বিশ্বাসী। রাজা ভগবানের প্রতিনিধি; সুতরাং তিনি কোন ভুল করিতে পারেন না। তাহার এই ধারণা দৃঢ় ছিল। রাষ্ট্র সত্তার স্থিতির জন্য সমস্ত অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে রাষ্ট্র ও জাতির মুখপাত্র হওয়া রাজার উচিত ছিল। তিনি অভিজাত সম্প্রদায়ের কবল হইতে প্রজাবর্গকে রক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন নাই: সুতরাং প্রজার আনুগত্য কোনও দিন রাজশক্তির পশ্চাতে শক্তি সঞ্চার করে নাই। তাহার রাজত্বে রাষ্ট্রের সংহতি-শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য এই নীতির অভাব হওয়াতেই পরবর্ত্তী সময়ে ফরাসী বিপ্লব সম্ভবপর হইয়াছিল।

চরিত্রের ত্রুটি

চতুর্দ্দশ লুইর রাষ্ট্রশাসন নীতি

ইতিপূর্ব্বেই রিচল্যু ও ম্যাজারিনের শাসন সময়ে রাজশক্তি যথেষ্ট বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং রাষ্ট্রের সমস্ত প্রতিপক্ষ শক্তির হস্ত হইতে ক্ষমতা অপসারিত করিয়া রাজসিংহাসনে কেন্দ্রীভূত করা হয়। চতুর্দ্দশ লুই ব্যক্তিগত শাসনবিধি প্রবর্ত্তন করিয়া রাজার ক্ষমতা ও প্রতিপত্তিকে আরও দৃঢ় করেন। বাহ্যতঃ ফ্রান্সের পূর্ব্বতন কোন প্রতিষ্ঠানকেই বিলুপ্ত করা হয় নাই। পার্লামেণ্ট, স্থানীয় প্রতিষ্ঠান সমূহ (Estates) বা মিউনিসিপ্যালিটি সমূহ ঠিকমত কাজ করিয়া যাইতেছিল। চার্চ্চের অধিবেশনও যথারীতি চলিতেছিল। কিন্তু সকল প্রতিষ্ঠানের কার্য্যকারিতার পশ্চাতে ছিল রাজার ইচ্ছাশক্তি। রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা নরপতির নিকট হইতে উদ্ভূত, এই নীতি তিনি সকল প্রতিষ্ঠান ও রাজকর্ম্মচারীকে স্মরণ রাখিতে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন এবং যত উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীই হউক না কেন, কাহারও কোন ব্যাপারে চূড়ান্ত মীমাংসা করার অধিকার ছিল না। নরপতি স্বয়ং সকলকে কর্ম্মের নির্দ্দেশ প্রদান করিবেন এবং

তাহারাও রাজার ব্যক্তিগত ভৃত্যের মত আজ্ঞাপালন করিয়া যাইবেন মাত্র।

লুই শাসনকার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করার জন্য কয়েকটি ক্ষুদ্র পরিষদের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। স্বাধীনভাবে লুই ব্যক্তিগত ভাবে এই সব পরিষদের সভ্য নির্ব্বাচন করিতেন। জন্মসূত্রে বা পদমর্য্যাদার বলে কেহ এই সভ্যপদের অধিকারী হইতে পারিতেন না। লুই সাধারণতঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণী হইতেই এই সব সভ্য সংগ্রহ করিয়া নিযুক্ত করিতেন। অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণকে সযত্নে এই সব পরিষদের সভাপদ হইতে বঞ্চিত করা হইত। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক হওয়ার জন্যই সভ্যগণ সাধারণতঃ অনুগত ও রাজমুখাপেক্ষী থাকিত।

ফ্রান্সে প্রধানতঃ এই শ্রেণীর চারিটি পরিষদ ছিল—স্বরাষ্ট্র পরিষদ, আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা পরিষদ, অর্থ পরিষদ ও বিচার পরিষদ। প্রত্যেকটি পরিষদের অধিবেশন রাজার উপস্থিতিতে হইত এবং নির্দিষ্ট বিষয়ের আলোচনার পর রাজার ইচ্ছানুসারে চূড়ান্ত নির্দেশ গ্রহণ করা হইত। তদ্ব্যতীত ধর্ম, হিউগিনোট ও বাণিজ্য সম্বন্ধীয় অপ্রধান পরিষদ সৃষ্টি হইয়াছিল। লুই সকল পরিষদের উপরই কর্তৃত্ব করিতেন এবং পরিষদের সভ্যদের মতামত শ্রবণ করিয়া স্বীয় বিচার বুদ্ধি অনুযায়ী নির্দেশ দিতেন।

প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থাতেও লুই নূতন রীতি প্রবর্ত্তিত করিয়া স্বীয় আধিপত্য বিস্তারের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। পুরাতন পদ্ধতি অনুযায়ী ফ্রান্সের বিভিন্ন প্রদেশে পার্লামেন্ট, স্থানীয় 'এষ্টেট' ও মিউনিসিপ্যালিটি ছিল এবং প্রত্যেক প্রদেশেই অভিজাত বংশীয় এক একজন গভর্ণর বা শাসনকর্ত্তা থাকিতেন। প্রদেশের এই সব প্রতিষ্ঠান দীর্ঘকাল কেন্দ্রীয় অধিকারের বহির্ভূত বহু সুযোগ সুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে প্রদেশ সমূহ অনেকাংশে কেন্দ্রীয় শাসন নিরপেক্ষ হওয়ায় ফ্রান্সের রাজশক্তি ইহাদের প্রভাব প্রতিপত্তিকে গ্রাহ্য করিয়া চলিতেন। লুই প্রদেশের উপর

রাজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত প্রত্যেক প্রদেশের জন্য ইন্টেণ্ডাণ্ট (Intendant) নামীয় এক উচ্চ রাজকর্মচারী নিযুক্ত করিলেন। প্রদেশের সকল বিষয়ে ইহাদের অব্যাহত ক্ষমতা দেওয়া হইল এবং ইহাদের কর্তব্য হইল প্রদেশকে রাজানুগত ও রাজমুখাপেক্ষী করিয়া তোলা। সমাজের অতি সাধারণ শ্রেণী হইতে এই সকল রাজপুরুষ নির্বাচিত হইত, সুতরাং ইহারা প্রদেশের অভিজাত সম্প্রদায়ের একাধিপত্য খর্ব করিবার জন্য বিশেষ যত্ন লইতেন।

চতুর্দশ লুই পুরাতন যুগের বিধি ব্যবস্থা একেবারে অচল করিয়া নূতন পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই ব্যবস্থায় অভিজাত সম্প্রদায়ের হাত হইতে সমস্ত শাসনাধিকার কাড়িয়া লওয়া হইল, প্রাদেশিক পরিষদ বা পৌরসভার আয়ত্তাধীন সকল বিশেষ অধিকার প্রত্যাহৃত হইল, ফ্রান্সের রাষ্ট্র-সভা ষ্টেটস্ জেনারেলকে একেবারে উপেক্ষা করা হইল এবং সর্বত্র রাজক্ষমতা ও আধিপত্য সুষ্ঠুভাবে বিস্তারের বন্দোবস্ত হইল। অতঃপর অভিজাত সম্প্রদায় সকল শাসনক্ষমতা হইতে বঞ্চিত হইয়া রাজ পারিষদরূপে ভার্সাই প্রাসাদের জাঁকজমকের মধ্যে নিমগ্ন রহিলেন। এই সব পরিবর্তন ফ্রান্সের পক্ষে শুভপ্রদই হইল। রাজ শাসনে প্রজার কোন অধিকার না থাকিলেও সর্বত্র কর্মকুশলতার চিহ্ন পরিস্ফুট হইল। স্বয়ং নরপতি অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেন এবং রাজপুরুষগণও যাহাতে কর্মঠ ও তৎপর হয় তৎপ্রতি তাঁহার সজাগ দৃষ্টি থাকিত। লুইর কর্মচারী নির্বাচনের অসাধারণ দক্ষতা ছিল। প্রতি কার্যের জন্য তিনি উপযুক্ত লোক নির্বাচন করিতেন এবং তাঁহার নির্বাচন যে অসঙ্গত হয় নাই তাহা ফলাফলের দ্বারাই প্রমাণিত হইয়াছে। কোলবার্ট রাজস্ব বা আর্থিক ব্যাপারে এবং লুভয় সৈন্য গঠনে অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন।

রাষ্ট্রশাসন ব্যাপারে সচিববর্গ লুইর সহকারী পরামর্শদাতা ছিলেন। অধিকাংশ ব্যাপারেই তিনি স্বয়ং পরিচালনার ভার গ্রহণ করিতেন। 'আমি

স্বয়ং রাষ্ট্র' লুইর এই উক্তি সম্ভবতঃ ভলতেয়ারের আবিষ্কার। ইহা লুইর সম্মুখ হইতে নিঃসৃত না হইলেও বাস্তবক্ষেত্রে এই নীতি অনুযায়ী ফ্রান্সের রাষ্ট্রশাসন অনুসৃত হইত। তৎকালীন ফ্রান্সের পক্ষে এই নীতিরই প্রয়োজন ছিল এবং এই নীতি কার্য্যকরী করার পক্ষে লুইর মত দ্বিতীয় লোক ফ্রান্সে ছিল না বলিলেও হয়।

কোলবার্ট ও ফ্রান্সের আর্থিক সংবিধান

আভ্যন্তরীণ সংস্কার ব্যাপারে চতুর্দশ লুই জিন কোলবার্ট নামক এক ব্যক্তির সাহায্য গ্রহণ করেন এবং পরিশেষে আর্থিক সংস্কার ব্যাপারে তাঁহার গুণের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে অর্থসচিব পদে নিযুক্ত করেন। ১৬৬১ খৃষ্টাব্দ হইতে সুদীর্ঘ বাইশ বৎসর কাল কোলবার্ট এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্প বিষয়ক বিশেষ উন্নতি বিধান করিয়া ফ্রান্সকে সম্পদশালী করার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব কোলবার্টের।

কোলবার্টের কর-নীতি

ফ্রান্সের সরকারের করনির্দ্ধারণ ও কর আদায় পদ্ধতি ভয়ানক অব্যবস্থার দশা ছিল। কোন বিশেষকে সুবিধা প্রদান, নিরবচ্ছিন্ন ধার্য্য করা এবং উৎপীড়ন করিয়া আদায় করা ইহাই এই বিভাগের বিশেষত্ব ছিল। কর ধার্য্য করা সম্বন্ধে যথেষ্ট পক্ষপাতিত্ব ছিল। অভিজাত সম্প্রদায়, ধর্ম্মযাজক, বিচার বিভাগীয় ও সরকারী কর্ম্মচারীদের কর প্রদান করিতে হইত না। দরিদ্র কৃষকদের উপর নির্বিচারে করভার চাপান হইত এবং করপ্রদানে অক্ষম হইলে তাহাদের উপর অকথ্য অত্যাচার করিয়া আদায় করা হইত। আদায়কারিগণ তাহাদের প্রত্যেকের জন্য নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ কর আদায় করিতে না পারিলে তাহাদিগকে নিজস্ব রোজগার হইতে তাহা পূরণ করিতে হইত, অন্যথায় তাহারা কারারুদ্ধ হইত। এই সকল অসুবিধার জন্য যেমন কর আদায়ের ব্যাপারে নিষ্ঠুরতা অবলম্বন করিতে হইত তেমনি দুর্নীতিরও [illegible]

সুযোগ ছিল। কোলবার্ট অবশ্য করদান হইতে নিষ্কৃতির বিশেষ সুবিধা প্রত্যাহার করিলেন না। তিনি প্রথমতঃ যাহারা নানা অজুহাতে করদান এড়াইয়াছিল তাহাদের অধিকাংশকে করদানে বাধ্য করিলেন। দ্বিতীয়তঃ—দুর্নীতি বন্ধ করার জন্য তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিলেন এবং তৃতীয়তঃ আদায়কারিগণকে আদায় সম্বন্ধে উৎসাহ প্রদানের জন্য পুরস্কার দেওয়ার বন্দোবস্ত করিলেন। বিবিধ পণ্য-শুল্ক ও আবগারী শুল্ক আদায় ব্যাপারেও বহুবিধ অব্যবস্থা, দুর্নীতি ও উৎপীড়ন ছিল। এই সব শুল্ক সরকার হইতে প্রত্যক্ষ ভাবে আদায়ের বন্দোবস্ত না থাকায় সরকারের সহিত চুক্তিবদ্ধ তহশীলদার শ্রেণী স্বেচ্ছামত শুল্ক আদায় করিতেন। তাহাদের আদায়কৃত শুল্কের অল্প পরিমাণই সরকারী কোষাগারে জমা হইত, অথচ করদাতাগণের নিগ্রহের অন্ত ছিল না। কোলবার্ট এ বিষয়েও মনোনিবেশ করিয়া দুর্নীতি ও অব্যবস্থার অবসান করেন।

কোলবার্টের শিল্প ও বাণিজ্য নীতি

ফ্রান্সের শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি করার প্রতি তাহার প্রখর লক্ষ্য ছিল। তাহার কামনা ছিল ফ্রান্সের সর্ববিষয়ক শিল্পের এত উন্নতি করিতে হইবে যাহাতে ফ্রান্স বিদেশী পণ্যের উপর নির্ভর না করিয়া স্বয়ংসম্পূর্ণ হইবে। এই উদ্দেশ্য সফল করিতে হইলে সরকারী সাহায্য প্রদান করিয়া শিল্পকে উৎসাহ দিতে হইবে, এবং উৎকৃষ্টতর বিদেশী পণ্যের প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষার জন্য বিদেশী পণ্যের উপর আমদানী শুল্ক যথেষ্ট পরিমাণে বর্দ্ধিত করিতে হইবে, ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করিতে হইবে এবং বহির্বাণিজ্য প্রসারের জন্য উপনিবেশ স্থাপন, নৌবাহিনীর বৃদ্ধিসাধন ইত্যাদি ব্যাপারে তৎপর হইতে হইবে। ইহাই ছিল কোলবার্টের শিল্প ও বাণিজ্য নীতির মূল কথা।

শিল্পের প্রসারের জন্য কোলবার্ট বহু বিদেশী পণ্যের আমদানী বন্ধ করিয়া দিলেন এবং সেই সব দ্রব্য ফ্রান্সে প্রস্তুতের জন্য সচেষ্ট হইলেন। বিদেশ হইতে শিল্পী আনাইয়া তিনি বহু নূতন পণ্যের কারখানা সৃষ্টি করিলেন। বহু শিল্প সরকারী তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইতে লাগিল এবং সরকারী কারখানার আদর্শে যাহাতে অন্যান্য শিল্প উৎসাহিত হয় তজ্জন্য বিবিধ উপায়ে সরকারের তরফ হইতে প্রচেষ্টা চলিল।

ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ শুল্কবিধিও শিল্পবাণিজ্যের উন্নতির অন্তরায় ছিল। কোন পণ্য দ্রব্য দেশের অভ্যন্তরে এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে চলাচল করিতে গেলে ইহাকে প্রত্যেক প্রদেশের জন্য নির্দিষ্ট আঞ্চলিক শুল্ক প্রদান করিতে হইত। ফলে সকল পণ্যের মূল্য অসম্ভবরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইত। কোলবার্ট এই সমস্ত আঞ্চলিক শুল্ক তুলিয়া দিয়া পণ্য দ্রব্যের উপর মাত্র একবার শুল্ক দেওয়া হইবে বলিয়া নির্দিষ্ট করিলেন। ইহাতে আভ্যন্তরীণ ব্যবসার যথেষ্ট প্রসার হইল।

বাহির্বাণিজ্যের বিস্তৃতির জন্য ফ্রান্সের নিজস্ব উপনিবেশ থাকার প্রয়োজন অনুভব করিয়া কোলবার্ট ফ্রান্সের বিদেশের ব্যবসাকেন্দ্র সমূহের সুব্যবস্থা করার জন্য যত্নবান হইলেন। কানাডা, লুসিয়ানা, মাদাগাস্কার, সিংহল, ভারতবর্ষ প্রভৃতি স্থান সমূহে যাহাতে শুধু বাণিজ্যকেন্দ্র না থাকিয়া ফ্রান্সের উপনিবেশ স্থাপিত হয় তাহার জন্য চেষ্টা করিলেন। কিন্তু এই বিষয়ে তাঁহার সদিচ্ছা বিশেষ কার্য্যকরী হইতে পারে নাই। কোলবার্ট বিদেশস্থিত বাণিজ্য কোম্পানীর আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অত্যধিক হস্তক্ষেপ করায় ইংলণ্ড বা হল্যাণ্ডের কোম্পানী সমূহের মত ইহারা স্বাধীন ও স্বতস্ফূর্তভাবে উন্নতি করিতে পারে নাই।

কোলবার্টের শিল্প ও বাণিজ্যনীতির সমালোচনা

ত্রুটি

কোলবার্টের বাণিজ্যনীতি ভ্রান্ত মতবাদের দ্বারা পরিচালিত হওয়ার তাহা ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ উন্নতির পক্ষে আশানুরূপ কার্যকরী হয় নাই। প্রথমতঃ কোলবার্টের ধারণা ছিল, প্রতিবেশী রাষ্ট্রের আর্থিক প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ণ না করিলে ফ্রান্সের আর্থিক সম্পদ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে না। অতএব ইংলণ্ড ও হল্যাণ্ড যে সকল শিল্পে অগ্রসর হইয়াছে ফ্রান্সের সেই সকল শিল্পের উন্নতি করা প্রয়োজন এবং দেশীয় শিল্পবাণিজ্যকে বিদেশীয় উৎকৃষ্টতর পণ্যের প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষার জন্য উচ্চহারে আমদানী শুল্ক ধার্য করা উচিত। কোলবার্ট হল্যাণ্ডের দ্রব্যের উপর অত্যধিক শুল্ক স্থাপন করাতে হল্যাণ্ড অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইল, ফলে এই শুল্কনীতিকে কেন্দ্র করিয়াই ১৬৭২ খ্রীষ্টাব্দে ডাচদের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দ্বিতীয়তঃ, শিল্পবাণিজ্যকে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে আনয়ন করার ফলে দেশীয় শিল্প বা বাণিজ্য স্বাধীনভাবে প্রসার লাভ করে নাই। স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত প্রেরণা সাধারণতঃ বাণিজ্য ও শিল্পের শ্রীবৃদ্ধির মূল কিন্তু কোলবার্টের ব্যবস্থানুযায়ী ফ্রান্স এই দুইটি গুণ হইতে বঞ্চিত হওয়ায় ইংলণ্ড বা হল্যাণ্ডের মত ব্যবসা ও শিল্পে অগ্রসর হইতে পারে নাই। তৃতীয়তঃ, স্বভাবতঃ কৃষি-প্রধান ফ্রান্সকে শিল্পপ্রধান দেশে পরিণত করিতে গিয়া কোলবার্ট ফ্রান্সের কৃষির উন্নতিতে অবহেলা করিলেন। শিল্প প্রসারে একদল মধ্যবিত্ত শ্রেণী আর্থিক উন্নতি লাভ করিল, কিন্তু কৃষককুলের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া পড়িল। কৃষকদের এই দুরবস্থার কোনও প্রতিকার না হওয়ায় তাহারা উচ্চশ্রেণীর উপর বিদ্বিষ্ট হইয়া রহিল এবং কৃষকদের এই অসন্তুষ্ট মনোভাব যে ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই।

কোলবার্টের রাজস্ব বা শিল্পবাণিজ্য-নীতির পশ্চাতে কোন সার্বজনীন আদর্শ ছিল না এবং তাঁহার প্রচেষ্টার মধ্যে অধস্তন সম্প্রদায়ের আর্থিক উন্নয়নের

কথা উল্লিখিত থাকিলেও তিনি বাস্তবপক্ষে তাহাদের জন্য কিছুই করিয়া যান নাই। ফ্রান্সকে ভবিষ্যৎ আর্থিক দুর্গতি হইতে রক্ষা করার জন্যই তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তাহাতে যথেষ্ট কৃতকার্যও হইয়াছিলেন। নানারূপ দেউলিয়া হইতে রক্ষা করিয়া তিনি ফ্রান্সের শূন্য রাজকোষ পূর্ণ করেন। ফ্রান্সের [illegible] তাহা তাঁহার ধারণার ছিল না এবং এ সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থাও তিনি করেন নাই। তাহার আমলে নানা [illegible] স্বর্ণ[illegible] হইতে চতুর্দশ লুইর মনে এই ভ্রান্ত ধারণার উদয় হইয়াছিল যে ফ্রান্সের অর্থভাণ্ডার চিরকাল অফুরন্ত থাকিবে। এই [illegible] তৃপ্তির জন্য বহু অর্থক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন এবং অযথা বিলাসিতাতেও প্রচুর অর্থ অপব্যয় করিয়াছিলেন। ইহার ফল ফ্রান্সের পক্ষে মোটেই শুভকর হয় নাই, বরঞ্চ সর্বনাশাত্মক হইয়াছিল। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে কোলবার্ট না থাকিলে আমাদের পরিচিত চতুর্দশ লুইকে জানা অসম্ভব হইত।

চতুর্দ্দশ লুইর পররাষ্ট্র-নীতি

ইউরোপের তদানীন্তন রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা লুইর উচ্চাশা পরিপূর্তির সহায়ক ছিল। ত্রিশবর্ষ যুদ্ধের অবসানে জার্মাণ রাষ্ট্রের সংহতি সম্পূর্ণ বিনষ্ট হওয়ায় জার্মাণী আত্মরক্ষায় অক্ষম কতকগুলি খণ্ড রাষ্ট্রের সমষ্টিতে পরিণত হইয়াছিল। এই সব ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের মধ্যে বেলজিয়াম, লীজ, লাক্সেমবুর্গ, আল্‌সাস, লোরেন ও ফ্রাঁস কমতে উল্লেখযোগ্য। ফ্রান্সের পূর্ব্বপ্রান্তিক এই সমস্ত রাষ্ট্রকে রক্ষা করিবার মত ক্ষমতা জার্মাণ সম্রাটের আয়ত্তাধীন ছিল না। রাষ্ট্র ও জাতি হিসাবে স্পেনও অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। স্পেনের এই দুর্ব্বলতার সুযোগ চতুর্দ্দশ লুই ষোলআনা ফ্রান্সের অনুকূলে প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করিলেন এবং স্পেনের অধিকারভুক্ত বেলজিয়াম (স্পেনিশ

নেদারল্যাণ্ডস,) লাক্সেমবুর্গ ও ফ্রান্স-কমতের উপর লুব্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। জার্মাণ সম্রাট এই সময়ে ঘরে হাঙ্গারীর বিদ্রোহ ও বাহিরে তুরস্কের আক্রমণের ফলে ব্যতিব্যস্ত হওয়ায় চতুর্দশ লুইকে প্রতিরোধ করিবার জন্য সচেষ্ট হইতে পারেন নাই। এতদ্ব্যতীত ইংলণ্ড ও হল্যাণ্ড বাণিজ্য ও সামুদ্রিক আধিপত্য লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ব্যস্ত থাকায় লুই এই দুই রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ হইতে নিশ্চিন্ত ছিলেন। প্রতিবেশী রাষ্ট্র বেলজিয়াম ফ্রান্সের কুক্ষিগত হইতে দেখিলে হল্যাণ্ড হয়তো বাধা দিতে পারে, কিন্তু এই প্রতিবন্ধকতাকে লুই মোটেই গ্রাহ্য করিলেন না। আর অপব্যয়ী ও ধনলোভী দ্বিতীয় চার্লস কিঞ্চিৎ কাঞ্চন-দক্ষিণার বিনিময়ে ইংলণ্ডকে লুইর অনুকূলে নিরপেক্ষ রাখিবেন এই ভরসা চতুর্দ্দশ লুইর বরাবর ছিল। স্পেনের বিরুদ্ধে ফ্রান্সের অভিযানে যাহাতে স্পেন ঘরোয়া ব্যাপারে বিব্রত থাকিতে পারে তজ্জন্য লুই স্পেনের অধীন পর্টুগালকে স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য উৎসাহ দিলেন ও সাহায্য করিলেন। লুইর পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধার ব্যাপার হইল যে, যে স্পেন পঞ্চম চার্লস ও তাহার বংশধরগণের সময়ে ইউরোপে একদা প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল সেই স্পেন সাম্রাজ্যের হঠাৎ অবনতি। সুতরাং ইউরোপে বিলীয়মান হ্যাপসবার্গ প্রতি-পত্তির স্থলে বুরবোঁ প্রতিপত্তির অভ্যুদয়কে সংযত করার মত কোন শক্তি ইউরোপে ছিল না। লুইর পররাষ্ট্রনীতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ইহাই এবং স্পেন রাজকুমারীর সঙ্গে লুইর পরিণয় সম্পাদন করিয়া ম্যাজারিন বহুপূর্ব্বেই স্পেনের সম্পত্তিতে ফ্রান্সের দাবির বীজ উপ্ত করিয়া গিয়াছিলেন। শুধু স্পেনের বহি-সাম্রাজ্য অধিকারের উচ্চাশা লইয়াই লুই সন্তুষ্ট থাকেন নাই; স্পেনের সিংহাসনে একজন বুরবোঁ বংশীয়কে উপস্থাপিত করাও তাহার কাম্য ছিল। লুইর যুদ্ধ বিগ্রহ এই স্পেনীয় সাম্রাজ্য অধিকারের উচ্চাশাকে কেন্দ্র করিয়া সংঘটিত হইয়াছে। হল্যাণ্ড স্ব-রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য লুইকে

স্পেনের আধিপত্যের স্থলে ফ্রান্সের প্রতিষ্ঠা

বাধা দিয়াছে এবং তাহার উচ্চাশাকে ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করিয়াছে বলিয়াই লুইকে ডাচদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হইয়াছে। লুই প্রথম দিকে শুধু স্পেনের বহির্সাম্রাজ্যের উপর দাবি করিয়া যুদ্ধ করিলেন। পরিশেষে সুযোগ বুঝিয়া স্পেনের সিংহাসনই দাবি করিয়া বসিলেন। এই পররাষ্ট্রনীতি কার্য্যকরী করার জন্য লুইকে চারিটি যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হইয়াছিল।

চতুর্দ্দশ লুইর যুদ্ধ বিগ্রহ

(ক) ডিভল্যুশানের যুদ্ধঃ—১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে স্পেনরাজ চতুর্থ ফিলিপ মৃত হইলে তাহার দ্বিতীয় স্ত্রীর শিশুপুত্র দ্বিতীয় চার্লসকে স্পেনের সিংহাসনে উপবিষ্ট করানো হইল। লুই ফিলিপের প্রথমা স্ত্রীর কন্যা মেরিয়া থেরেসাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। প্রথমা স্ত্রী মৃতা হইলে তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন এবং দ্বিতীয় চার্লস এই দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র। চতুর্থ ফিলিপের মৃত্যুর পর লুই ডিভল্যুশান বা উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইনের বলে স্পেনিস নেদারল্যাণ্ড (বেলজিয়াম) তাহার স্ত্রী মেরিয়া থেরেসার স্বত্ব হিসাবে দাবি করিলেন। নেদারল্যাণ্ডে প্রচলিত ডিভল্যুশান আইনের মর্ম্ম হইতেছে এই যে কোন ব্যক্তি দ্বিতীয়বার বিবাহ করিলে প্রথমা স্ত্রীর সন্তান সন্ততি সেই ব্যক্তির সম্পত্তিতে স্বত্ববান হইবে এবং দ্বিতীয় স্ত্রীর বংশধরগণ সেই সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইবে। এই আইন প্রধানতঃ ব্যক্তিগত সম্পত্তির ক্ষেত্রে সামন্ত-প্রথা অনুসারে প্রযুক্ত হইত, কিন্তু রাজসম্পত্তির বেলা প্রযোজ্য ছিল না। লুই প্রচলিত বিধি অগ্রাহ্য করিয়া চতুর্থ ফিলিপের দ্বিতীয়া স্ত্রীর পুত্র দ্বিতীয় চার্লসের দাবি অস্বীকার করিলেন এবং প্রথমা স্ত্রীর কন্যা ফরাসী মহিষী মেরিয়া থেরেসার স্বত্ব সাব্যস্ত করিবার জন্য স্পেনের উপর চাপ দিলেন। স্পেন অস্বীকার করিতেই লুই স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া নেদারল্যাণ্ডস দখল করিতে অগ্রসর হইলেন। ফরাসী সেনাপতি কণ্ডি ফ্লাণ্ডার্স

আক্রমণ করিয়া কতিপয় দুর্গ ও ফ্রান্স-কম্‌তে অধিকার করিলেন।

ফরাসীবাহিনীর এই অগ্রগতিতে হল্যাণ্ড আশঙ্কিত বোধ করিল এবং স্বরাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য ইংলণ্ড ও সুইডেনের সঙ্গে ত্রিশক্তির রাষ্ট্রজোট সৃষ্টি করিল এবং ফরাসী বাহিনীর অগ্রগতিতে বাধা দিল। লুইর পরাক্রম প্রতিরুদ্ধ করা তদানীন্তন কোন ইউরোপীয় রাষ্ট্রের একক সামর্থ্যে ছিল না এবং ভবিষ্যতে প্রয়োজনানুসারে বিভিন্ন রাষ্ট্রজোটই লুইর আক্রমণাত্মক শক্তিকে প্রতিহত করিতে সমর্থ হইল। এই রাষ্ট্রজোট যাহাতে তাহার ভবিষ্যৎ উচ্চাশার পথে কণ্টক না হইয়া দাঁড়ায় তজ্জন্য লুই অগোণে আপোষে রাজি হইয়া আইলা স্যাপেলের সন্ধিতে সম্মত হইলেন। তাঁহার আশঙ্কা ছিল বিলম্ব করিলে এই রাষ্ট্রজোট দানা বাঁধিতে পারে। এই জোট ভাঙ্গিবার মানসেই তিনি এই সন্ধিতে সম্মত হইলেন। অধিকন্তু তিনি অষ্ট্রিয়ার লিওপোল্ডের সঙ্গে যে গোপন চুক্তিবদ্ধ হইয়াছিলেন তাহার ফলে ভবিষ্যতে নেদারল্যাণ্ডস এবং ফ্রান্স-কম্‌তে ফ্রান্সের অধিকারে আনার কথা ছিল। কাজেই ভবিষ্যতের আশায় লুই বর্তমানে একটু নত হইলেন। সন্ধি অনুসারে লুই ফ্রান্সের উত্তরপূর্ব সীমানায় স্পেনীস নেদারল্যাণ্ডের কতকগুলি সুদৃঢ় দুর্গ লাভ করিলেন। অবশ্য ফ্রান্সকে ফ্রান্স-কম্‌তে ক্যামব্রে সেণ্ট ওমের ইত্যাদি সম্প্রতি যুদ্ধে অধিকৃত স্থান ছাড়িয়া দিতে হইল।

(খ) হল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

একমাত্র হল্যাণ্ডের দৃঢ় বিরোধিতার জন্যই লুই স্পেনীয় নেদারল্যাণ্ড অধিকারে ব্যর্থমনোরথ হন। সুতরাং অনতিবিলম্বে লুই ডাচদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ডাচদের বিরুদ্ধে অভিযান করার অন্যবিধ কারণও ছিল। প্রথমতঃ ডাচরা ছিল ধর্মে প্রটেষ্টাণ্ট ও রাষ্ট্রনীতিতে সাধারণতন্ত্রী—এই উভয় ব্যাপারেই লুইর আন্তরিক বিতৃষ্ণা ছিল। দ্বিতীয়তঃ লুই কর্তৃক নির্য্যাতিত হিউগিনোট বা ফরাসী প্রটেষ্টাণ্ট

সম্প্রদায় হল্যাণ্ডে সাদরে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই হিউগিনোটরা হল্যাণ্ডে বসিয়া লুইর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করিয়া ফ্রান্সকে ইউরোপের দৃষ্টিতে হেয় করিয়া তুলিতেছিল। তৃতীয়তঃ বহির্বাণিজ্য ও উপনিবেশ প্রতিষ্ঠাকামী ফ্রান্সের পক্ষে উক্ত উভয় বিষয়ে অগ্রগামী হল্যাণ্ডের শক্তি নষ্ট করাও লুইর কাম্য ছিল।

ডাচদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা: [illegible]

ডাচদের বিরুদ্ধে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে লুই কূটনীতি দ্বারা হল্যাণ্ডকে মিত্রচ্যুত ও একক অবস্থায় রাখিবার কার্য সম্পন্ন করিলেন। ত্রিশক্তির রাষ্ট্রজোটের অন্যতম সদস্য সুইডেনকে প্রচুর অর্থদ্বারা ডাচদের সাহায্য করা সম্বন্ধে বিরত ও নিরপেক্ষ করা হইল। ডোভারের গোপন চুক্তির ফলে ইংলণ্ডরাজ দ্বিতীয় চার্লস ডাচদের বিপক্ষে অবতীর্ণ হইতে সম্মত হইলেন। এইরূপে রাষ্ট্রজোট বিচ্ছিন্ন করা ব্যতীত লুই জার্মান সম্রাট লিওপোল্ডকে আসন্ন স্পেন সাম্রাজ্যের বাটোয়ারা বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অংশের প্রতিশ্রুতি দিয়া সম্ভাব্য যুদ্ধে সম্রাটের সাহায্য ডাচদের পক্ষে অসম্ভব করিয়া তোলিলেন। এতদ্ব্যতীত লুই কয়েকটি জার্মান রাষ্ট্রের সঙ্গে বিভিন্ন সন্ধিবন্ধনের দ্বারা সম্রাটকে স্ব-রাষ্ট্রের রক্ষা সম্বন্ধে এমনভাবে ব্যাপৃত রাখিবার বন্দোবস্ত করিলেন যাহাতে সম্রাট ইচ্ছুক হইলেও লুইর ডাচ আক্রমণের প্রচেষ্টাকে বাধা প্রদান না করিতে পারেন। এইরূপ চারিবৎসর কূটনীতিক আয়োজন ও প্রয়োজনীয় রণসজ্জার সম্পূর্ণ করিয়া লুই ডাচদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন।

প্রধান ঘটনা

সেনাপতি টুরেন ও কণ্ডির ফরাসী বাহিনী ডাচদিগকে স্থল যুদ্ধে বিপর্যস্ত করিয়া তুলিলেও ফরাসী নৌ-বাহিনী নৌ-যুদ্ধে তেমন সুবিধা করিতে পারিল না। ফরাসী বাহিনী হল্যাণ্ডের বহু প্রদেশ অধিকার করিয়া প্রধান সহর আমষ্টারডম বিপন্ন করিয়া

ফেলিল। এই বিপর্যায়ে ডাচগণ সাধারণতন্ত্রী নেতা ডি উইটকে সমস্ত দুর্গতির জন্য দায়ী করিয়া তাহাকে হত্যা করিল এবং তাহার স্থলে অরেঞ্জবংশীয় তৃতীয় উইলিয়মকে হল্যাণ্ডের ষ্টাডট-হোল্ডার নিযুক্ত করিল। তৃতীয় উইলিয়ম দেশ রক্ষার জন্য উপায়ান্তর না দেখিয়া সমুদ্রের বাঁধ কাটিয়া দেশ জলমগ্ন করিলেন এবং এই উপায়ে ফরাসী বাহিনীর অগ্রগতি মন্দীভূত হইল।

হল্যাণ্ড বাঁধ কাটিয়া আত্ম রক্ষা করিল

ইতিমধ্যে লুইর রাজ্যগ্রাসী মনোবৃত্তির পরিচয় পাইয়া সমস্ত ইউরোপ সচকিত হইল এবং লুইকে বাধা প্রদান করিবার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হইবার চেষ্টা করিলেন। সম্রাট স্বয়ং অগ্রণী হইয়া লুইর বিরুদ্ধে ইউরোপের জনমত সৃষ্টি করিলেন এবং জার্মান রাষ্ট্রসমূহকে লুইর বিপক্ষে একত্রিত করিলেন। ইংলণ্ডের জনসাধারণও দ্বিতীয় চার্লসের গোপন চুক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন করাতে চার্লস ফ্রান্সের বিপক্ষে ডাচদের সঙ্গে সন্ধি করিলেন। ডাচরাও হতোদ্যম না হইয়া বীরবিক্রমে যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে লাগিল। এত বিপক্ষতা সত্ত্বেও ফরাসী বাহিনী একাকী সমস্ত রণাঙ্গনে বিজয়ী হইল ও পুনর্বার ফ্রান্স-কম্‌তে ফরাসীর দখলে আসিল। ভূমধ্যসাগরের নৌযুদ্ধে মোটামুটি ফরাসীরাই জয়লাভ করিল। স্পেনিস নেদারল্যাণ্ডের বহু দুর্গ ফরাসীর অধিকারে আসিল। যাহা হোক, দীর্ঘ ছয়বৎসরের যুদ্ধের পর উভয় পক্ষ ক্লান্ত হইয়া পড়িলে ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দের নিমেজেনের সন্ধিতে উভয় পক্ষ রণনিবৃত্ত হইল। এই সন্ধিতে ফ্রান্স-কম্‌তে পাকাপাকি ভাবে ফ্রান্সের অধিকারে আসিল এবং স্পেনের নিকট হইতে নেদারল্যাণ্ডের কয়েকটি দুর্গ ফ্রান্স প্রাপ্ত হইল। ফ্রান্স আলসেস ব্যতীত সম্রাটের অধিকারভুক্ত কয়েকটি স্থান নিজ দখল হইতে প্রত্যর্পণ করিল। হল্যাণ্ডের রাষ্ট্রভূমি অটুট রাখা হইল, কিন্তু হল্যাণ্ডকে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত শুল্ক-নীতি কিয়দংশ শিথিল করিতে হইল। এই যুদ্ধের

লুইর বিপক্ষে ইউরোপ সারিবদ্ধ হইল

প্রাথমিক উদ্দেশ্য 'হল্যাণ্ডের শক্তি খর্ব্ব করা' সাধিত না হইলেও ফ্রান্সের বিশেষ ক্ষতি হয় নাই, বরঞ্চ স্পেন ও অষ্ট্রীয়ার সম্রাটের নিকট হইতে উল্লেখযোগ্য অঞ্চল ফ্রান্সের অধিকারে আসায় ফ্রান্স লাভবান হইল।

ডাচ যুদ্ধের ফল

লুই ডাচদের বিপক্ষে যুদ্ধ করিয়া মারাত্মক ভুল করেন। কেননা এই যুদ্ধে হল্যাণ্ডের সাধারণতন্ত্রীদল লুইর বিপক্ষে তেমন সুবিধা করিতে না পারায় সাধারণতন্ত্রীদল দেশে অত্যন্ত নিন্দিত হয় এবং রাষ্ট্রের আধিপত্য হইতে বিতাড়িত হয়। সাধারণতন্ত্রীদলের নেতা ডি উইট জনগণের হস্তে নিহত হন। অথচ এই দল বরাবর লুইর উচ্চাশাকে সমর্থন করিয়া আসিতেছিল এবং এই দলের অভাবে লুইর বিরোধী উইলিয়মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উইলিয়মের প্রচেষ্টার ফলেই লুইর বিরুদ্ধে বিভিন্ন রাষ্ট্রজোটের গঠন হইয়াছিল। অধিকন্তু হল্যাণ্ডের প্রটেষ্টাণ্ট রাষ্ট্র আক্রমণ করিয়া লুই জার্মানীর প্রটেষ্টাণ্ট রাজন্যবর্গের সহানুভূতি ও সমর্থন হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন এবং সমধর্মী প্রটেষ্টাণ্ট রাষ্ট্র হল্যাণ্ডের বিপদে এই প্রটেষ্টাণ্ট রাজন্যবর্গ সমবেত ভাবে লুইর বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন।

চতুর্দ্দশ লুইর 'রি-ইউনিয়ান' নীতি

নিমেজেনের সন্ধির পর লুইর প্রতিপত্তি ইউরোপের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী হইল। স্পেনিস নেদারল্যাণ্ডের সবখান ফ্রান্সের আয়ত্তাধীন না হইলেও, বা ডাচ-সাধারণতন্ত্রের ধ্বংস সাধন না হইলেও ফ্রান্সের সীমানা রাইন নদীর দিকে যথেষ্ট সম্প্রসারিত হইল, স্পেনিস নেদারল্যাণ্ডের ষোলটা দুর্গ ফ্রান্সের দখলে আসিল এবং ফ্রান্স-কমতের উপর ফরাসী অধিকার পাকাপাকি ভাবে স্বীকৃত হইল। লুইর উচ্চাশাকে প্রতিরোধ করার মত কোন শক্তি ইউরোপে দেখা গেল না। ইউরোপে হ্যাপসবার্গ প্রাধান্যের স্থলে বুরবোঁ প্রাধান্য অবিসংবাদিত ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল

চলিল। আভ্যন্তরীণ গোলযোগের ফলে ইউরোপের রাষ্ট্রক্ষেত্রে ইংলণ্ড তাহার শক্তি ও প্রভাব সাময়িক ভাবে বিস্তার করিতে পারিল না। নিমেজেনের সন্ধির পর স্পেন কোনরূপেই মস্তক উন্নত করিতে পারিল না। জার্ম্মাণীর রাজন্যগণ পুনরায় তাঁহাদের সংহতি হারাইয়া ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধির সুযোগের জন্য তৎপর হইয়া রহিল। জার্ম্মাণ সম্রাট তুর্কীর আক্রমণের ফলে বিব্রত থাকায় ফ্রান্সের বিরুদ্ধে কোন কিছু পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার সুযোগ পাইল না। "ভূমধ্যসাগর বলিতে গেলে ফরাসী সাগরে পরিণত হইল, দ্বিতীয় চার্লস ও দ্বিতীয় জেমসের শাসনাধীন ইংলণ্ড লুইর উচ্চাশার বিরুদ্ধে হস্ত উত্তোলন করিবেননা তাহা এক প্রকার প্রত্যাশিত, মধ্য ইউরোপ বিভক্ত ও দ্বিধাগ্রস্ত; সম্রাট লিওপোল্ডের কোন কিছু করার মত সামর্থ্য অভাব; এদিকে তুর্কী বাহিনীর দ্বারা ভিয়েনা আক্রমণ আসন্ন।"

ইউরোপের এই সার্ব্বজনীন অস্থাবস্থার মধ্যে লুই স্বীয় উচ্চাশাকে কার্য্যকরী করার সঙ্কল্প করিলেন। তাঁহার কামনা ছিল লিওপোল্ডের মৃত্যুর পর ফরাসী রাজাকে সম্রাটরূপে নির্ব্বাচিত করা। এই উদ্দেশ্যে তিনি ব্যাভেরিয়া, ব্রাণ্ডেনবার্গ প্রভৃতি প্রধান নির্ব্বাচকবর্গকে সম্রাট পদের জন্য ফরাসী রাজবংশীয়ের অনুকূলে হাত করিলেন। অতঃপর তিনি এক অজুহাতের সৃষ্টি করিয়া ফ্রান্স সংলগ্ন জার্ম্মাণীর কিয়দংশ হস্তগত করার উদ্যোগ করিলেন। ওয়েষ্টফেলিয়া ও নিমেজেনের সন্ধি অনুযায়ী রাইন সংলগ্ন কয়েকটি অঞ্চল তাহাদের অধীনস্থ স্থানসহ ফ্রান্সের অধিকারে অর্পিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে লুই উপরোক্ত অধীনস্থ স্থান স্থির করিবার জন্য কয়েকটি নিষ্পত্তি আদালতের সৃষ্টি করিলেন এবং এই সব আদালত 'চেম্বার্স অফ্ রিইউনিয়ান" নাম পরিগ্রহ করিয়া লুইর দাবি যুক্তিসঙ্গত কতটা তাহা বিচারের ভাণ করিল। এই

সব আদালতের বিচারক ও প্রার্থী উভয়েই ফ্রান্স হওয়ায় বিচারকের রায় ফ্রান্সের অনুকূলে থাকিবে ইহা পূর্বপ্রত্যাশিত ছিল। উপরোক্ত দুইটির বিভিন্ন সন্ধি সর্তের অপব্যাখ্যার ফলে জার্মাণ সাম্রাজ্যের অন্যান কয়টি সহর ফ্রান্সের অন্তর্ভুক্ত হইল। ইহাদের মধ্যে লাক্সেমবুর্গ ও ষ্ট্রাসবুর্গ অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় চারিটি নির্বাচকের সহর ফ্রান্সের অধিকারে আসিল এবং ফ্রান্সের স্বাভাবিক সীমানা নির্ণয়ের উপক্রম হইল। পরিশেষে অবশ্য ইংলণ্ড ও হল্যাণ্ডের সক্রিয় প্রতিবাদে এই লাক্সেমবুর্গ অধিকার না করিয়া ইউরোপের জনমতকে সন্তুষ্ট করিল।

অগ্‌স্‌বার্গের লীগের যুদ্ধ, ১৬৮৮-১৬৯৭

চতুর্দশ লুইর স্বেরাচারী আচরণে সমগ্র ইউরোপে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইল। (১)রেশ্বা অব্‌ রিইউনিয়নের মাধ্যমে এই ষ্ট্রাসবুর্গসহ জার্মাণীর অংশবিশেষ অবৈধভাবে অধিকার করায় সমস্ত রাষ্ট্র তাহার প্রতি বিরূপ হইল। (২) প্রটেষ্টাণ্টদের সুবিধাজনক নান্টিসের অনুশাসন প্রত্যাহার করায় (পরে দ্রষ্টব্য) প্রটেষ্টাণ্ট রাষ্ট্রবর্গ ক্ষুণ্ণ হইল—(৩)অন্যদিকে ধর্মযাজক নির্বাচন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করায় পোপ ও তৎসহ ক্যাথলিক রাষ্ট্র সমূহ ফ্রান্সের বিপক্ষে গেল। (৪)কোলন ও প্যালাটিনেটের 'নির্বাচক' পদের প্রার্থী বিষয়ে লুই অত্যধিক আগ্রহশীল হওয়াতে সম্রাট লিওপোল্ড লুইর প্রতি বিরক্ত হইলেন। (৫)সর্বোপরি হল্যাণ্ডের নেতা উইলিয়ম লুইর স্বৈরাচারী আচরণ প্রধানতঃ ডাচদের পক্ষে ক্ষতিকর হইবে জানিয়া লুইর বিপক্ষে লীগ অফ্‌ অগস্‌বার্গ নামে এক রাষ্ট্র জোটের সৃষ্টি করিলেন (১৬৮৬ খৃঃ)। স্পেন, সুইডেন, হল্যাণ্ড ও সম্রাট এই লীগের সভ্য হইল এবং ইহার উদ্দেশ্য হইল ওয়েষ্টফেলিয়া ও

লুইর অবৈধ আচরণে ইউরোপে প্রতিক্রিয়া ও রাষ্ট্রজোটের সৃষ্টি

নিমেজেনের সন্ধি সর্তকে অক্ষুন্ন রাখা। ১৬৮৮ খৃঃ গৌরবময় বিপ্লবের অবসানে যখন অরেঞ্জের তৃতীয় উইলিয়ম ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন তখন হইতে এই লীগের বিরোধিতার শক্তি বহু গুণে বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইল।

সুদীর্ঘ নয় বৎসর যাবৎ এই লীগের যুদ্ধ চলিল। প্রধানতঃ নেদারল্যাণ্ডেই এই যুদ্ধ কেন্দ্রীভূত হয় এবং ফরাসী বাহিনী সমগ্র ইউরোপের সম্মিলিত বিপক্ষতা সত্ত্বেও স্থলে এবং জলপথে শত্রুবাহিনীকে বহু যুদ্ধে পরাজয় করিতে সমর্থ হয়। লীগের পক্ষে দুইটি উল্লেখযোগ্য বিজয়লাভ হইয়াছিল—প্রথমতঃ উইলিয়ম কর্তৃক মিলিত আইরিশ ও ফরাসী বাহিনীকে বয়েনের যুদ্ধে পরাজিত করা এবং দ্বিতীয়তঃ ইংরাজ নৌ-বাহিনী কর্তৃক লা-হগের নৌযুদ্ধে ফরাসী বাহিনীর উপর বিজয়লাভ করা। যুদ্ধে কোন চূড়ান্ত মীমাংসা না হওয়ায় উভয় পক্ষই রণক্লান্ত হইয়া পড়িল। ইতিমধ্যে স্পেনের সিংহাসনের উত্তরাধিকারের সমস্যা আসন্ন হওয়ায় লুই সত্বর সন্ধি করিতে ব্যগ্রতা প্রকাশ করিল। অবশেষে ১৬৯৭ খৃঃ রাইসুইকের সন্ধিতে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটিল। এই সন্ধির সর্তানুযায়ী লুই নিমেজেনের সন্ধির পর 'রিইউনিয়ান' আদালতের নামে যে সকল স্থান অধিকার করিয়াছিলেন ষ্ট্রাসবুর্গ ব্যতীত সেই সকল স্থান প্রত্যর্পণ করিলেন। ডাচগণ নেদারল্যাণ্ডের সীমান্তিক প্রধান দুর্গ সমূহ সুরক্ষিত করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইল। ফ্রান্স অরেঞ্জের উইলিয়ামকে ইংলণ্ডের রাজা বলিয়া স্বীকার করিল।

রাইসুইকের সন্ধির ফলাফল

রাইসুইকের সন্ধি চতুর্দশ লুইর অসংযত উচ্চাশার উপর প্রথম সীমারেখা টানিয়া দিল। এই সন্ধিতেই দেখা গেল ইতিপূর্বে অবৈধ উপায়ে তিনি যে সমস্ত স্থান ফ্রান্সের কুক্ষিভুক্ত করিয়াছেন তাহার অধিকাংশই

প্রত্যার্পণ করিতে হইল এবং তাঁহার উচ্চাশা পরিপূর্তির প্রধান শত্রু উইলিয়মকে ইংলণ্ডের রাজা রূপে স্বীকৃতি দিতে হইল।[১] বিগত দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে ফ্রান্সের রাজকোষ নিঃশেষিতপ্রায় হইয়াছে—[৪]ফরাসী নৌ-বাহিনী বিনষ্ট হইয়াছে, অথচ [৫]প্রাপ্তিযোগের বেলা একেবারে শূন্যাঙ্কে নামিয়া আসিয়াছে। [৬]এতকাল চতুর্দ্দশ লুই সর্ব্বত্র লাভের কড়ি গণিয়া আসিয়াছেন, অতঃপর তাঁহার লোকসানের পালা আরম্ভ হইল।

স্পেনের উত্তরাধিকারের যুদ্ধ, ১৭০১-১৭১৪

স্পেনরাজ দ্বিতীয় চার্লস স্বাস্থ্যবান ছিলেন না এবং তাঁহার শেষের দিন যে আসন্ন হইয়া আসিতেছে তাহা অজ্ঞাত ছিল না। চার্লস নিঃসন্তান ছিলেন, সুতরাং তাঁহার অবর্তমানে স্পেনের সিংহাসন ও ইউরোপে ও আমেরিকায় স্পেনের অধিকারভুক্ত বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী কে হইবে তাহা লইয়া বিরাট সমস্যা উপস্থিত হইল।

চার্লসের অবর্তমানে স্পেনের উত্তরাধিকারী হিসাবে চারজন প্রার্থীর দাবী উল্লেখযোগ্য।

(১) ডফিন বা ফ্রান্সের যুবরাজ। ডফিন স্পেনরাজ দ্বিতীয় চার্লসের জ্যেষ্ঠা ভগ্নী মেরিয়া থেরেসা ও চতুর্দ্দশ লুইর পুত্র। বিবাহের সময় চতুর্দ্দশ লুই উপযুক্ত যৌতুকের বিনিময়ে তাঁহার স্ত্রীর স্পেনের সিংহাসনের উপর স্বত্ব ত্যাগ করেন। কিন্তু সম্প্রতি লুই প্রকাশ করিলেন যে প্রতিশ্রুত যৌতুক না দেওয়াতে তাঁহার স্ত্রীর স্বত্ব প্রত্যাহৃত হইতে পারে না। অতএব চার্লসের জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর পুত্র ডফিনই স্পেনের সিংহাসনের বৈধ উত্তরাধিকারী।

(২) ব্যাভেরিয়ার 'নির্ব্বাচক' যুবরাজ যোসেফ ফার্ডিনাণ্ড। স্পেনের রাজা চার্লসের কনিষ্ঠা ভগ্নী মার্গারেট থেরেসার জার্ম্মাণ সম্রাট

লিওপোল্ডের সহিত বিবাহ হইয়াছিল। যোসেফ ফার্দিনাণ্ড মার্গারেট থেরেসার কন্যা মেরিয়া এন্টোনিয়ার পুত্র।

(৩, ৭।৪) জার্মান সম্রাট প্রথম লিওপোল্ড অথবা তাহার পুত্র আর্চ ডিউক চার্লস। লিওপোল্ড তাঁহার প্রথমা স্ত্রী মার্গারেট থেরেসার সূত্রে স্পেনের সিংহাসন দাবি করেন নাই, অধিকন্তু মার্গারেট থেরেসার গর্ভজাত কন্যা মেরিয়া এন্টোনিয়া বা তাঁহার পুত্র বাভেরিয়ার যুবরাজ যোসেফ ফার্দিনাণ্ডের দাবি পরিত্যাগ করার জন্য চেষ্টান্বিত হইলেন, কিন্তু তাঁহার সেই চেষ্টা সফল হয় নাই। লিওপোল্ডের মাতা মেরিয়া ছিলেন স্পেনরাজ দ্বিতীয় চার্লসের পিতৃষ্বসা। লিওপোল্ড তাঁহার মাতার সূত্রে স্বয়ং নিজের অথবা পুত্র আর্চডিউক চার্লসের জন্য স্পেনের সিংহাসন দাবি করিয়াছিলেন।

উত্তরাধিকার সমস্যার গুরুত্ব

স্পেনের সিংহাসনের প্রধান তিন দাবিদারের মধ্যে ফ্রান্স বা জার্মানী কাহারও বিশাল সাম্রাজ্যসহ স্পেনের সিংহাসন অর্জন করা অসুবিধাজনক। অষ্ট্রিয়ার পক্ষে স্পেনের সিংহাসন যুক্ত করিলে পুনরায় পঞ্চম চার্লসের যুগের মত ইউরোপে হ্যাপসবার্গ আধিপত্য আসিবার সৃষ্টি করিবে। পক্ষান্তরে ফ্রান্স ও স্পেনের সিংহাসন একীকৃত হইলে বুর্বোঁ শক্তি ইউরোপে দুর্দ্ধর্ষ হইয়া পড়িবে। এই উভয় ক্ষেত্রেই ইউরোপের শক্তি-সাম্য পুনরায় বিপন্ন হইয়া পড়িবে। ইংলণ্ড বা হল্যাণ্ড উভয় রাষ্ট্রই স্পেনের সিংহাসনের সঙ্গে ফ্রান্স বা জার্মানীর রাষ্ট্র যুক্ত করিতে চাহে নাই। কেননা, উভয় রাষ্ট্রই আমেরিকাস্থ স্পেনের উপনিবেশে ব্যবসা বাণিজ্য চালাইয়া যাইতেছিল এবং যদি স্পেন জার্মানী বা ফ্রান্সের মত শক্তিশালী রাষ্ট্রের অঙ্গীভূত হয় তাহা হইলে এই সব অঞ্চলে ইংরাজ ও ডাচদের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি বহুলাংশে ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা। বস্তুত অস্ত

শক্তি সমতা ও বাণিজ্য স্বার্থ

কোন দুর্বলতর রাষ্ট্রের হস্তে আমেরিকার উপনিবেশ থাকিলে শিথিল কেন্দ্রীয় শাসনের সুযোগে ডাচ ও ইংরাজরা অবাধভাবে সেখানে ব্যবসা চালাইয়া যাইতে পারিবে। ইউরোপের শক্তিসমতা রক্ষা ও বাণিজ্যিক স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখা এই উভয় কারণেই স্পেনের উত্তরাধিকারের সমস্যা বিশেষ কোন রাষ্ট্রের সমস্যা না হইয়া ইউরোপের সাধারণ সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল।

বাঁটোয়ারা সন্ধি

উপরোক্ত পরিস্থিতিতে বিনা যুদ্ধে যাহাতে উত্তরাধিকার সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হয় তজ্জন্য স্পেনরাজ দ্বিতীয় চার্লসের মৃত্যুর পূর্বেই লুই ও উইলিয়ম বিভিন্ন পক্ষীদের মধ্যে স্পেন ও তাহার অধীনস্থ অঞ্চলগুলি বণ্টন করার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য যে যুদ্ধের উদ্দেশ্য ছিল যাহাতে স্পেন ও অষ্ট্রীয়ার সিংহাসন পুনরায় এক হস্তে পড়িয়া পূর্বতন হ্যাপস্‌বার্গ প্রতিপত্তি ইউরোপে প্রবর্তিত না হয়। পক্ষান্তরে ফ্রান্স ও স্পেন যুক্ত হওয়া ইংলণ্ড ও হল্যাণ্ডের স্বার্থবিরোধী—সেজন্য উইলিয়মের কাম্য হইল না। যাহা হোক, প্রথম বাঁটোয়ারা সন্ধিতে স্থির হইল যে নেদারল্যাণ্ডস ও আমেরিকার উপনিবেশ সহ স্পেনের সিংহাসন দ্বিতীয় চার্লসের অবর্তমানে বাভেরিয়ার যোসেফ ফার্ডিনাণ্ড পাইবে—অবশিষ্ট সম্পত্তির মধ্যে অষ্ট্রীয়ার যুবরাজ আর্চডিউক পাইবেন মিলান এবং ইটালীর অবশিষ্ট স্পেনিশ সম্পত্তির মালিক হইবে ফরাসী যুবরাজ ডফিন।

প্রথম বাঁটোয়ারা সন্ধি

স্পেনরাজ দ্বিতীয় চার্লস এবং স্পেনবাসীদের নিকট এই বণ্টন ব্যাপার মোটেই মনঃপূত হইল না। প্রথমতঃ তাহারা এই ভাবিয়া রুষ্ট হইল যে তাহাদের সম্মতি নিরপেক্ষতায় ও তাহাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে স্পেন সাম্রাজ্যের ভাগ্য নির্ণীত হইতে চলিতেছে। দ্বিতীয়তঃ বর্তমানে হৃতগৌরব স্পেন কামনা করিতেছিল যে স্পেন সাম্রাজ্য সমস্ত অধিকারভুক্ত দেশ সহ অবিভক্ত

অবস্থায় যেন একক কোন ব্যক্তির হস্তে পতিত হয়; সেই ক্ষেত্রে স্পেনের পূর্ব গৌরব উজ্জীবনের সম্ভাবনা থাকিতে পারে। ইতাবস্থায় দ্বিতীয় চার্লস প্রথম বাঁটোয়ারা সন্ধির সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন এবং এক উইল সম্পাদন করিয়া সমগ্র স্পেন সাম্রাজ্য তাঁহার মৃত্যুর পর ব্যাভেরিয়ার যুবরাজ যোসেফ ফার্ডিনাণ্ডের উত্তরাধিকারত্বে সমর্পণ করিলেন। ইতিমধ্যে যোসেফ ফার্ডিনাণ্ড অপ্রত্যাশিতভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় পুনরায় গোলযোগের সৃষ্টি হইল।

দ্বিতীয় বাঁটোয়ারা

পুনরায় দ্বিতীয় বাঁটোয়ারা সন্ধি সম্পাদিত হইল। এই সন্ধিতে স্পেনের সিংহাসন, নেদারল্যাণ্ডস আমেরিকার উপনিবেশ ও সার্ডিনিয়া অষ্ট্রীয়ার যুবরাজকে প্রদত্ত হইল এবং সার্ডিনিয়া ব্যতীত ইটালীস্থ স্পেনের অন্যান্য ভূসম্পত্তি ফরাসী যুবরাজ ডফিনকে অর্পণ করা হইল। স্পেনরাজ এই দ্বিতীয় বাঁটোয়ারা সংবাদেও সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তিনি মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া প্রথম উইল বাতিল করিয়া দ্বিতীয় এবং শেষ উইলে স্পেনের সমগ্র সাম্রাজ্য চতুর্দশ লুইর পৌত্র এবং ডফিনের দ্বিতীয় পুত্র আঞ্জুর ফিলিপকে সমর্পণ করিলেন। অষ্ট্রীয়া অপেক্ষা ফ্রান্স ক্ষমতাশালী বেশী, সুতরাং চার্লস

দ্বিতীয় চার্লস কর্তৃক লুইর পৌত্রকে স্পেন সাম্রাজ্য অর্পণ

এই ভাবিয়া স্পেনের সিংহাসন ফরাসীর হস্তে সমর্পণ করিলেন যে ফ্রান্সের হাতে থাকিলে স্পেনের বণ্টনকার্য্য হয়তো সম্ভব হইবে না। যাহাতে স্পেন ও ফ্রান্সের সিংহাসন এক নরপতির অধীনে না আসিতে পারে তজ্জন্য উইলে এই সর্ত্ত ছিল যে ফিলিপ যদি ফ্রান্সের সিংহাসনে বসেন তাহা হইলে তিনি স্পেনের সিংহাসন হইতে বঞ্চিত হইবেন, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্পেন সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হইবে। মোট কথা, স্পেনের জন্য একজন অন্যরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ হইতে মুক্ত একজন স্বাধীন নরপতি হওয়া চাই। এই উভয়- ফরাসী প্রার্থী

অনুপযুক্ত বা অসম্মত হইলে আর্চডিউক চার্লস স্পেনের সিংহাসন পাইবেন ইহাও চার্লসের চরমপত্রে নির্দ্দিষ্ট ছিল।

স্পেনের উত্তরাধিকারের যুদ্ধের কারণ

স্পেনরাজের সর্ব্বশেষ চরমপত্রানুযায়ী লুইর পৌত্রের হস্তে স্পেন সাম্রাজ্য অর্পণের সংবাদ লুইর কর্ণগোচর হইলে লুই বাটো(১) যারা সন্ধি অগ্রাহ্য করিয়া তাহার পৌত্রের স্পেন এবং ফ্রান্সের উভয় দেশের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইবার অধিকার আছে ইহা ঘোষণা করিলেন। ফ্রান্স ও

লুই তাহার পৌত্রের জন্য স্পেন ও ফ্রান্সের সিংহাসন দাবি করিলেন

স্পেনের সিংহাসন একীকরণ স্পেনরাজের অনিচ্ছা ছিল, অধিকন্তু ইহা ইউরোপের শক্তিসমতা বিপর্য্যস্ত করিবে এই আশঙ্কা সর্ব্বত্র অনুভূত হইল। লুই সত্বর নিজের অভিপ্রায় কার্য্যকরী করার জন্য স্পেনিশ নেদারল্যাণ্ড সীমান্তের দুর্গ সমূহ হইতে ডাচ সৈন্যদল বিতাড়িত করিয়া ফরাসী সৈন্যদ্বারা তাহা সুরক্ষিত করিলেন এবং(২) ঘোষণাপত্র দ্বারা স্পেনিস আমেরিকায় ইংলণ্ড ও ডাচদের ব্যবসাবাণিজ্য নিষিদ্ধ করিলেন। অতঃপর লুই আর একটি রাজনৈতিক বিরাট ভুল করিয়া বসিলেন। রাইসুইকের সন্ধি অনুযায়ী ইংলণ্ডের সিংহাসনে উইলিয়মকে রাজা বলিয়া লুইর স্বীকার করার কথা। তিনি সম্প্রতি

তদনুযায়ী কার্য আরম্ভ করিলেন

উইলিয়মকে অস্বীকার করিয়া তৎস্থলে ষ্টুয়ার্টরাজ দ্বিতীয় জেমসের পুত্রকে ইংলণ্ডের বৈধ রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এই সকল স্বৈরাচারী ব্যাপারে সমগ্র ইউরোপ লুইর দুরভিসন্ধির পরিচয় পাইয়া সন্ত্রস্ত হইল এবং তৃতীয় উইলিয়ামের উদ্যোগে জার্ম্মাণ সম্রাট, হল্যাণ্ড ও ইংলণ্ডের এক বিরাট রাষ্ট্রজোটের সৃষ্টি হইল। এই রাষ্ট্রজোটের উদ্দেশ্য হইল(১) স্পেন ও ফ্রান্সের একীকরণ রুদ্ধ করা, (২) স্পেনিশ নেদারল্যাণ্ডের সীমান্ত সন্নিহিত দুর্গসমূহের

তাহার বিরুদ্ধে বিরাট রাষ্ট্র-জোট

অধিকার ডাচদের প্রত্যর্পণ করা এবং স্পেনিশ আমেরিকায় ডাচ ও ইংরাজের বাণিজ্য প্রতিষ্ঠিত করা।

লুইর ত্রুটিপূর্ণ কার্যের ফলে ইংলণ্ড ও হল্যাণ্ডের জনমত তাহার বিপক্ষে গেল

লুইর স্বৈরাচারী মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে ইংলণ্ড ও হল্যাণ্ডের জনমত পক্ষভুক্ত করিতে উইলিয়ামকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল। দ্বিতীয় বাঁটোয়ারা সন্ধি ইংরাজদের মনঃপূত হয় নাই। কেননা, ইহার ফলে ভূমধ্যসাগরের একাধিপত্য ফ্রান্সের হস্তে সমর্পিত হইয়াছিল—ইহা ইংরাজদের স্বার্থবিরোধী ছিল। অধিকন্তু ইহাতে রাষ্ট্রগত স্বার্থ কিছু না থাকায় ইংলণ্ড ডাচদের স্বার্থ রক্ষার জন্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে প্রস্তুত হয় নাই। বরঞ্চ স্পেনরাজের চরমপত্রানুযায়ী স্পেন সাম্রাজ্যের বিভাগব্যবস্থায় ইংরাজরা অধিকতর সন্তুষ্ট হইয়াছিল। এদিকে হল্যাণ্ডের সাধারণতন্ত্রী দল অরেঞ্জ বংশের প্রতি বিরূপ থাকায় স্পেনরাজের চরমপত্রে সন্তুষ্ট হইয়াছিল। কেননা, এই চরমপত্রে উইলিয়মের প্রতিপত্তি অনেকটা বাধাপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু লুই দুইটি ভুল করিয়া ইংলণ্ড ও হল্যাণ্ডকে তাঁহার বিরুদ্ধে সক্রিয় করিলেন। তাঁহার প্রথম ভুল, দ্বিতীয় জেম্‌সের পুত্রকে ইংলণ্ডের রাজা বলিয়া ঘোষণা করা। ইহার ফলে ইংলণ্ডের জনসাধারণ তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিতাড়িত রাজবংশকে তাহাদের স্কন্ধে আরোপ করায় উত্তেজিত হইল। দ্বিতীয় ভুল, নেদারল্যাণ্ডস সীমান্তের দুর্গগুলি ডাচদের নিকট হইতে বলপূর্বক অধিকার করা। এই ঘটনায় ডাচগণ মাতৃভূমির বিপদ আশঙ্কা করিয়া তাহারা লুইর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। লুইর এই দুই ভুলের সুযোগে উইলিয়াম তাঁহার বিরাট রাষ্ট্রজোট লুইর বিপক্ষে কার্যকরী করিতে সমর্থ হইলেন।

লুইর কার্যের সমালোচনা

দ্বিতীয় বাঁটোয়ারা সন্ধি অগ্রাহ্য করিয়া চার্লসের চরমপত্রানুযায়ী তাঁহার পৌত্রকে স্পেনের উত্তরাধিকারী ঘোষণা করা অবশ্য লুইর পক্ষে অন্যায়

হইয়াছে। প্রথমতঃ তিনি স্বয়ং [illegible] অন্যতম স্বত্বদাবী [illegible] সেই পত্রকে [illegible] করা [illegible]। [illegible] স্পেন ও ফ্রান্সের [illegible] মিলিত [illegible] ইউরোপের [illegible] সমগ্র ইউরোপ [illegible] হওয়ার [illegible] আশঙ্কা [illegible]। [illegible] চার্লসের [illegible] কবিয়া তাঁহারা [illegible] স্পেনের সিংহাসন। জার্মানীর যুবরাজ আর্চডিউক [illegible] এবং [illegible] ব্যবস্থায় স্পেন [illegible] না। সে ক্ষেত্রে স্পেন ও [illegible] তাহারা সন্ধি কার্য্যকরী করার জন্য ইংলণ্ড ও হল্যাণ্ড ফ্রান্সের সমর্থন [illegible] সন্দেহ। এই উভয় দেশের জনসাধারণ [illegible] দেখা [illegible]। বিশেষতঃ ইংলণ্ডের জনসাধারণ [illegible] দেশ আন্দোলন ও ভূমধ্যসাগরের [illegible] আধিপত্যচ্যুত হইতে চলিয়াছে সেই বন্দোবস্তকে বাতিল করার জন্য জন ও ধনক্ষয়কারী যুদ্ধে নমত হইত না। মোট কথা, বর্তমান পরিস্থিতিতে লুই-এর দৃষ্টিভঙ্গী একেবারে অযৌক্তিক ছিল না।

উভয় পক্ষের শক্তি সামর্থ্য

লুইর পৌত্র ফিলিপ স্পেনের সিংহাসনে উপবিষ্ট হওয়াতে লুই উভয় রাজ্যের অর্থ ও জনবলের অধিকারী হইলেন। সমস্ত যুদ্ধ পরিচালনার ভার একক তাহার হস্তে থাকার জন্য যুদ্ধ ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণকার্য্য সম্মিলিত পক্ষ অপেক্ষা সুবিধাজনক হইয়াছিল। ব্যাভেরিয়া লুইর পক্ষভুক্ত হওয়ায় অস্ট্রিয়া আক্রমণ লুইর পক্ষে সহজ হইতে পারিয়াছিল। নেদারল্যাণ্ডের সীমান্তবর্তী

দুর্গসমূহ তাঁহার অধিকারভুক্ত হওয়াতেও হল্যাণ্ড আক্রমণ ফ্রান্সের সহজ আয়ত্তাধীন ছিল। সমস্ত দিক দিয়া সুবিধা হইলেও লুইর এক মহা অসুবিধা ছিল। স্পেন সাম্রাজ্যের সম্পদ যেমন লুইর সাহায্যে আসিয়াছিল অন্যদিকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত স্পেন সাম্রাজ্য শত্রুপক্ষের আক্রমণের লক্ষ্য হইতে রক্ষা করাও সর্ব্বত্র সহজসাধ্য ছিল না। তজ্জন্য লুইকে বিভিন্ন রণাঙ্গণে বহু সৈন্য সমাবেশ করিতে হইয়াছিল। মিত্রপক্ষের দুই বিখ্যাত সেনাপতি মার্লবরো ও প্রিন্স ইউজেনের জন্য মিত্রসৈন্য সমরচালনার দিক দিয়া ফ্রান্স অপেক্ষা অধিক সুবিধা ভোগ করিয়াছিল। ফ্রান্সের পক্ষে যেমন উল্লেখযোগ্য কোন সেনাপতি ছিল না বলিলেই হয়।

যুদ্ধ, ১৭০১-১৭১৩

১৭০১ খৃষ্টাব্দে স্পেনিশ উত্তরাধিকারের যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ইটালী, স্পেন অষ্ট্রীয়া প্রভৃতি স্থানে বহু রণক্ষেত্রে যুদ্ধ হয়। তৃতীয় উইলিয়ম ইংলণ্ডের সৈন্যপত্যের ভার মার্লবোরোর হাতে অর্পণ করিয়া ১৭০২ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় উইলিয়ম পরলোকে গমন করেন। সমরবিশারদ মার্লবরোর অপূর্ব্ব রণ কৌশলে ফরাসী সেনা ব্লেনাইম (১৭০৪ খৃঃ, রামিলাজ (১৭০৬ খৃঃ, ওডেনার্ডে (১৭০৮ খৃঃ) ও মালপ্লাকেটের (১৭০৯ খৃঃ) যুদ্ধে পরাভূত হয়। এই সমস্ত যুদ্ধে ফরাসীদিগকে পরাজিত করিয়া মার্লবোরো অদ্বিতীয় সেনাপতি বলিয়া খ্যাত হইলেন। চতুর্দশ লুই অজেয়—এই ধারণা মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইল।

স্পেনের রণাঙ্গণে মিত্রপক্ষীয় সৈন্যবাহিনী তেমন সুবিধা করিতে পারে নাই। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে আলমাঞ্জায় এবং ১৭১০ খৃষ্টাব্দে ব্রিহুয়েগা ও ভিলাভিসিওসায় মিত্রসৈন্য পরাভূত হয় এবং ফিলিপ নিরুপদ্রবে স্পেনের সিংহাসনে আসীন হয়। যুদ্ধের শেষভাগে ফরাসীবাহিনী কয়েকটা রণক্ষেত্রে পরাজয় বরণ করিতেই লুই সন্ধির জন্য ব্যাকুল হন, এমন কি স্পেনের সিংহাসন হইতে পৌত্রের

দাবি প্রত্যাহার করিতে সম্মত হন। কিন্তু বিজয়মত্ত মিত্রপক্ষ এতদপেক্ষা এমন কঠোর সর্তে সন্ধি করিবার প্রস্তাব করে যে নিরুপায় হইয়া লুই যুদ্ধ চালাইয়া যান এবং অতঃপর [illegible] কয়েকটি যুদ্ধে [illegible] সুবিধা করিতে সক্ষম হন।

ইতিমধ্যে কয়েকটি অপ্রত্যাশিত [illegible] যুদ্ধ অবসান হইবার মত অবস্থা হয়। ১৭১০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাজনীতিতে [illegible] পরিবর্তন হয় এবং হুইগ অধিনায়কদের স্থলে টোরী [illegible] প্রতিষ্ঠিত হন। টোরীদল [illegible] যুদ্ধবিরোধী ছিল [illegible] প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর টোরীপক্ষের [illegible] মার্লবরো সেনাপতিত্ব [illegible] হন। [illegible] মৃত্যুতে [illegible] আর্চডিউক [illegible] হন। মিত্রপক্ষ এতকাল [illegible] [illegible] [illegible] অতঃপর [illegible] ইউরোপের [illegible] [illegible] [illegible] স্বীকৃত হন। [illegible] খৃষ্টাব্দে [illegible] স্বাক্ষরিত হইল।

ইউট্রেক্টের সন্ধি, ১৭১৩

(ক) লুইর পৌত্র পঞ্চম ফিলিপ [illegible] উপনিবেশ সহ অখণ্ড [illegible] সাম্রাজ্যের নরপতি বলিয়া স্বীকৃত হইল। তবে ভবিষ্যতে কখনও স্পেন ও ফ্রান্সের সিংহাসন একীকৃত হইবে না বলিয়া স্থিরীকৃত হইল।

(খ) অষ্ট্রীয়ার হস্তে স্পেনের অধীন ইটালীয় মিলান, নেপল্‌স ও স্পেনিশ নেদারল্যাণ্ডস (বেলজিয়াম) অর্পিত হইল।

(গ) ফ্রান্সকে আলসেস প্রদেশের অধিকার প্রদত্ত হইল এবং ষ্ট্রাসবুর্গও তাহার আয়ত্তে আসিল। কিন্তু রাইন নদীর দাক্ষিণ তীরস্থিত পূর্বে অধিকৃত কয়েকটি দুর্গ ফ্রান্সকে ছাড়িয়া দিতে হইল। অধিকন্তু ফ্রান্সকে

ইংলণ্ডের সিংহাসনে দ্বিতীয় জেমসের বংশধরগণের পরিবর্তে হ্যানোভারিয়ান বংশের উত্তরাধিকার মানিয়া লইতে হইল।

(ঘ) হল্যাণ্ড নেদারল্যাণ্ডের কয়েকটি সীমান্ত দুর্গ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে রক্ষাপ্রাচীর রূপে সংরক্ষিত করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইল।

(ঙ) স্যাভয়ের ডিউক রাজ উপাধি ও সিসিলি ও [illegible] প্রাপ্ত হইল।

(চ) প্রাশিয়া একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি প্রাপ্ত হইল।

(ছ) ইংলণ্ড পাইল স্পেনের নিকট হইতে জিব্রাল্টার ও মিনর্কা দ্বীপ, ফ্রান্সের নিকট হইতে আমেরিকায় নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড, নোভা স্কোশিয়া ও হাডসন উপসাগরের অঞ্চলসমূহ। অধিকন্তু ইংলণ্ড স্পেনীয় আমেরিকায় কিছু ব্যবসা করিবার অনুমতি পাইল [illegible] দাস ব্যবসায় করিবার অধিকারও [illegible] হইল।

সম্রাট [illegible] শত্রু আরও কিছুকাল [illegible] করিতে বাধ্য হন এবং [illegible] এই সন্ধি [illegible]।

ইউট্রেক্টের সন্ধির ফলাফল

(১) ইউট্রেক্টের সন্ধি ইউরোপের ইতিহাসে এক নূতন নীতির সূচনা করিল। ইতিপূর্বে ইউরোপের রাষ্ট্রনীতিতে উত্তরাধিকারের স্বত্বে বা রাজন্যবর্গের ব্যক্তিগত ইচ্ছানুসারে যে কোন রাষ্ট্রের অধিপতি নির্বাচন হইতে পারিত, বা ভৌমিক হ্রাসবৃদ্ধি হওয়া সম্ভব ছিল। আইনতঃ এই শ্রেণীর রদবদলের ব্যাপারে কোনও তৃতীয় রাষ্ট্রের করণীয় কিছু ছিল না, কিন্তু কার্য্যতঃ ইহাতে ইউরোপের শক্তি সমতা অনেক সময় বিপর্য্যস্ত হইয়া

পড়িত। ইউট্রেক্টের সন্ধিতে এই সর্বপ্রথম প্রচলিত রাষ্ট্রনীতির ব্যতিক্রমরূপে প্রমাণিত হইল যে ইউরোপের কোন রাষ্ট্রের ভৌমিক পরিবর্তন বা নরপতি নির্বাচন প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্টপক্ষ ব্যতীত অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহের সম্মিলিত সম্মতিসাপেক্ষ হইতে হইবে। প্রধানতঃ ইউরোপীয় রাষ্ট্রভেদে শক্তি সমতা রক্ষার জন্যই এই সম্মিলিত স্বীকৃতির প্রয়োজন হইল। পূর্ব অষ্টাদশ শতাব্দী এই নীতি অনুসারেই ইউরোপীয় রাষ্ট্রনীতি পরিচালিত হইয়াছিল।

ইউরোপের কোন রাষ্ট্রের ভৌমিক পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট পক্ষের ইচ্ছাধীন নহে

সম্মিলিত রাষ্ট্রসমূহের সম্মতি সাপেক্ষ

২। ইউট্রেক্টের সন্ধিতে ফ্রান্সের পররাজ্যলোভী মনোবৃত্তির উপর সীমারেখা টানিয়া দেওয়া হইল। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে হ্যাপসবার্গ একাধিপত্য ইউরোপের শক্তিসমতা বিঘ্নিত করিয়া তুলিয়াছিল এবং ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধিতে হ্যাপ্সবার্গ ক্ষমতা সঙ্কুচিত করিয়া দেওয়া হয়। অনুরূপ বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে বুরবোঁ বংশের ইউরোপে একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিয়া সর্বত্র কর্তৃত্ব করিবার প্রচেষ্টা চলিতেছিল। ইউট্রেক্টের সন্ধি ইউরোপকে এই বুরবোঁ বংশের স্বৈরাচার হইতে রক্ষা করিল। সন্ধির সর্ত্ত সমূহ এমনভাবে স্থিরীকৃত হইল যাহাতে ভবিষ্যতে ফ্রান্স নির্বিবাদে আক্রমণাত্মক ভূমিকা গ্রহণ না করিতে পারে। ফ্রান্সের উত্তরাঞ্চলে নেদারল্যাণ্ডস (বেলজিয়াম) অষ্ট্রীয়ার হস্তে অর্পণ করা হইল এবং ডাচগণকে সীমান্ত-দুর্গ সুরক্ষিত করার অধিকার প্রদত্ত হইল। পূর্বাঞ্চলে রাইন নদী ফ্রান্সের সীমারেখারূপে নির্দ্দিষ্ট হইলেও রাইনের পূর্ব্বতীরস্থ কয়েকটি সুবিধাজনক অঞ্চল সম্রাটের হস্তে সমর্পণ করিতে হইল।

ফ্রান্সের আগ্রাসী মনোবৃত্তির পরিপ্রেক্ষিতে বন্দোবস্ত

ফলে এইদিক দিয়া আক্রমণের কয়েকটি সহজ সুবিধা হইতে ফ্রান্স বঞ্চিত হইল। ফ্রান্সের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে স্যাভয়কে সুদৃঢ় রাষ্ট্ররূপে পরিণত করা হইল এবং মিলানকে অষ্ট্রীয়ার হস্তে অর্পণ করায় ফ্রান্সের বিরুদ্ধে দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের প্রহরা দ্বিগুণিত হইল। মোট কথা, ফ্রান্সের চতুষ্পার্শ্বে এমন রক্ষাবন্দোবস্তের বিধান করা হইল যাহাতে ফ্রান্স ভবিষ্যতে অনায়াসে আক্রমণাত্মক মনোভাব প্রকাশ করিবার কোন সুযোগ না পায়। এই বন্দোবস্তের ফলে ইউরোপের শক্তিসমতা পুনরায় স্বাভাবিক হইল এবং রাষ্ট্রনৈতিক প্রশান্তি ফিরিয়া আসিল।

ইউরোপের শক্তিসমতা ও রাষ্ট্রনৈতিক প্রশান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা

(৩) বাস্তবদিক হইতে এই সন্ধি অত্যন্ত স্বাভাবিক হইয়াছিল। এই সন্ধির ফলে ফ্রান্সের কোন অঙ্গহানি হয় নাই, বা স্বাভাবিক সীমানা হইতে ফ্রান্সকে বঞ্চিত করা হয় নাই সত্য, কিন্তু গৌরবের দিক দিয়া উল্লেখযোগ্য কিছু না থাকায় ইউরোপে তাহার প্রতিপত্তি অনেকটা ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। বিগত যুদ্ধের পরিণামে ফ্রান্স শক্তি ও অর্থের দিক দিয়া একেবারে নিঃশেষিত হইয়া পড়ে এবং সরকারী ঋণ অত্যধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। জনসাধারণ দেশের এই গ্লানিকর অবস্থার জন্য সিংহাসনকে দায়ী করিয়া রাজনীতিতে সন্দিহান হয়। রাজানুগত্যের প্রতি জনসাধারণের এই বিচলিত মনোভাব ভবিষ্যতে মারাত্মক হইয়াছিল সন্দেহ নাই।

ফ্রান্সের ক্ষোভ ও নৈরাশ্য

রাজানুগত্যে বিচলিত মনোভাব

(৪) ইউট্রেক্টের সন্ধি ইংলণ্ডের পক্ষে বাণিজ্য ও উপনিবেশিক সমৃদ্ধির সূচনা করিল। জিব্রাল্টার ও মিনর্কা দ্বীপ হস্তগত হওয়াতে ভূমধ্যসাগরে ইংলণ্ডের পূর্ণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল এবং আমেরিকায় কয়েকটি ভূখণ্ড প্রাপ্ত হওয়ায় ভবিষ্যতে আমেরিকা মহাদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া সূচিত হইল।

পূর্বশতাব্দীতে যেমন ওয়েস্টফেলিয়ার সন্ধিতে হ্যাপসবার্গের স্থলে বুরবোঁ আধিপত্য সূচিত হইয়াছিল অনুরূপ ইউট্রেক্টের সন্ধিতে বাণিজ্য ও উপনিবেশিক ক্ষেত্রে ফ্রান্সের অবনতির পর ইংলণ্ডের উন্নতি সূচিত হইল।

(৫) পরিশেষে ইউট্রেক্টের সন্ধি সপ্তদশ শতাব্দীর সমাপ্তির সূচনা করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর [illegible] কারণ। ইউরোপের রাষ্ট্রক্ষেত্রে [illegible] স্থলে [illegible] রাষ্ট্রনৈতিক [illegible] ভিত্তিতে নব নব [illegible] পরিচয় দেখা গেল। রাশিয়ার অভ্যুদয়, প্রাশিয়ার [illegible], তুর্কের শক্তিহ্রাস, ইংলণ্ডের বিশ্বব্যাপী [illegible] ইউরোপের চিন্তনীয় বিষয় হইল। এই [illegible] হইয়া পড়িল। এক্ষেত্রে [illegible] ও উপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে [illegible] গ্রহণ করিল।

ইউট্রেক্টের সন্ধি ও ইংলণ্ড

[illegible] ইংলণ্ড কেবলমাত্র ইউরোপের শক্তি [illegible] হয় নাই, তাহার ব্যক্তিগত স্বার্থ ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা রক্ষার জন্যও সে ফ্রান্সের বিপক্ষে বিরাট রাষ্ট্রজোটের সৃষ্টি করিয়া অগ্রসর হইয়াছিল। প্রথমতঃ স্পেন ও ফ্রান্সের একীকরণ হইলে ফ্রান্সের উপকূলরেখা বিস্তৃত হইয়া ইংলণ্ডের নৌশক্তিকে প্রতিস্পর্ধা করিত। দ্বিতীয়তঃ স্পেনিস নেদারল্যাণ্ডস বা বেলজিয়াম ফ্রান্সের করতলগত হওয়া ইংলণ্ডের নিরাপত্তার প্রতিকূল। নেদারল্যাণ্ডস সন্নিহিত স্থান সমূহ ফ্রান্সের আয়ত্তাধীন থাকিলে হল্যাণ্ড ও বেলজিয়াম ফ্রান্স কর্তৃক বিজিত হওয়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। এই উভয় রাষ্ট্র ফ্রান্সের অধিকারে থাকিলে শুধু উত্তর সাগরে ইংলণ্ডের প্রতিপত্তি নহে ইংলণ্ডের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তাও বিঘ্নিত হইত। তৃতীয়তঃ আমেরিকাস্থ স্পেনীয় উপনিবেশ ফ্রান্সের

দখলে থাকিলে উক্ত অঞ্চলে ইংলণ্ডের ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। উত্তর আমেরিকাস্থ কতিপয় উপনিবেশ অঞ্চল ইংলণ্ডের অধিকারভুক্ত হওয়ায় ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধা ব্যতীত ভবিষ্যতে কানাডায় ইংলণ্ডের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার গোড়াপত্তন হইয়া রহিল। চতুর্থতঃ ইংলণ্ডের সিংহাসনে হ্যানোভার বংশের উত্তরাধিকার স্বীকৃত হওয়ায় ইংলণ্ডের রাষ্ট্রীয় সার্ব্বভৌমত্ব নীতির দিক দিয়া ইউরোপের নিকট স্বীকৃতি পাইল এবং এতদ্বারা ফ্রান্সের স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র নীতির মর্য্যাদা বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হইল। সুতরাং বাণিজ্যিক স্বার্থ, সামুদ্রিক প্রতিপত্তি, উপনিবেশিক মর্য্যাদা ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা সকল দিক দিয়া বিবেচনা করিলে স্পেনীয় উত্তরাধিকারের যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া ইংলণ্ডের পক্ষে অত্যাবশ্যক ছিল এবং যুদ্ধান্তে ইউট্রেক্টের সন্ধিতে ইংলণ্ডই সর্ব্বাধিক লাভবান হইয়াছিল।

চতুর্দ্দশ লুইর ধর্ম্মনীতি

রাষ্ট্রব্যবস্থার অনুরূপ লুই ধর্ম্মবিষয়েও রাজার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। তাহার উদ্দেশ্য ছিল ফ্রান্সে পোপের ক্ষমতা খর্ব্ব করিয়া চার্চ্চকে রাজার প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে আনয়ন করা এবং এই উদ্দেশ্যে লুই গ্যালিকান বা ফরাসী চার্চ্চের বিশপ মনোনয়ন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে স্বাধীনতা দাবী করেন। এই ব্যাপারে লুই পোপের বিরাগভাজন হন। এতদপেক্ষা গুরুতর বিষয়ে পোপের সঙ্গে লুইর মনান্তরের সৃষ্টি হয়। ফ্রান্সের রাজার নিজস্ব জমিদারীতে সমস্ত বিশপ নির্ব্বাচনে রাজার অধিকার বহুপূর্ব্ব হইতেই স্বীকৃত ছিল এবং এই ব্যবস্থায় সাময়িকভাবে বিশপহীন এলাকার সমস্ত উপস্বত্ব রাজা নির্ব্বিবাদে ভোগ-দখলও করিতে পারিতেন। লুই দাবি করিলেন যে উপরোক্ত রাজার অধিকার রাজ্যের সর্ব্বত্র প্রযোজ্য। অর্থাৎ ফ্রান্সের যে কোন অঞ্চলের

পোপের কর্তৃত্বে হস্তক্ষেপ ও পোপের সঙ্গে বিরোধ

বিশপ নির্ব্বাচনে পোপের কোন অধিকার নাই, রাজা সমস্ত নির্ব্বাচন করিবেন এবং কোন স্থান বিশপশূন্য হইলে নূতন বিশপ নির্ব্বাচিত না হওয়া পর্য্যন্ত অন্তর্ব্বর্ত্তী সময়ে রাজা সেই বিশপ এলাকার উপস্বত্ব ভোগ করিবেন। পোপ এ সম্বন্ধে দৃঢ় প্রতিবাদ জানাইয়া কোন ফল পাইলেন না। লুইর নিজস্ব নীতিই ফ্রান্সে কার্য্যকরী হইল।

ইতিমধ্যে লুই ম্যাডাম ডি মেন্টিনন নামে এক ক্যাথলিক ধর্ম্মপ্রাণা ও গুণবতী মহিলার প্রতি বিশেষভাবে আসক্ত হন এবং রাণী মেরিয়া থেরেসার মৃত্যুর পর গোপনে তাঁহাকে বিবাহ করেন। এই ধর্ম্মবতী মহিলার দ্বারা প্রভাবিত হইয়া লুই হঠাৎ অত্যন্ত ধার্ম্মিক হইয়া পড়েন ও ফ্রান্সের ধর্ম্মসংস্কারে মনোনিবেশ করেন। লুইর ক্যাথলিক ধর্ম্মের প্রতি অত্যধিক প্রীতির পরিচয় পাইয়া জেস্যুট সম্প্রদায় বিশেষ কর্ম্মতৎপর হয় এবং এই জেস্যুটরা রাজার সম্মতিক্রমে ক্যাথলিক বিরোধী সম্প্রদায়ের উপর নির্য্যাতন আরম্ভ করে। প্রথমতঃ জেন্‌সেনিষ্টগণ এই জেস্যুটদের নির্য্যাতনের লক্ষ্য হয়। জেনসেনিষ্টগণ ধর্ম্মে ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত এক উগ্রপন্থী দল ছিল। তাহারা ধর্ম্মে এবং আচার ব্যবহারে ক্যাথলিক অপেক্ষা বেশী গোড়ামির পক্ষপাতী ছিল বলিয়া তাহাদিগকে ক্যাথলিক ধর্ম্মের পিউরিট্যান বলা হইত। ইহাদের ধর্ম্মবিশ্বাস ফ্রান্সে নিষিদ্ধ হয় এবং ১৭১০ খৃষ্টাব্দে ইহাদের প্রধান আশ্রয়কেন্দ্র পোর্টরয়েল ধ্বংস করা হয়।

লুই ধর্ম্ম সম্বন্ধে অসহিষ্ণুতার প্রধান পরিচয় দিলেন 'নান্টিসের ঘোষণা'র প্রত্যাহারের দ্বারা (Revocation of the Edict of Nantes)। 'নান্টিসের ঘোষণার' বলে হিউগিনোট বা ফরাসী প্রটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায় দীর্ঘকাল যাবৎ ধর্ম্মাচরণ সম্বন্ধে স্বাধীনতা ভোগ করিয়া আসিতেছিল এবং উক্ত ঘোষণার বলেই তাহারা কয়েকটি ব্যাপারে বিশেষ সুবিধা পাইতেছিল। হিউগিনোটরা দীর্ঘকাল ফ্রান্সের রাজনীতিতে কোন সক্রিয় অংশগ্রহণ

করে নাই বা গ্রহণ করিবার কামনা প্রকাশ করে নাই। বরঞ্চ 'ফ্রণ্ডি' বিদ্রোহের সময় বিদ্রোহ দমনে গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিয়া প্রশংসাভাজন হইয়াছে। কোলবার্টের বাণিজ্য নীতিকে ইহারা উগ্রভাবে সমর্থন করিয়া শিল্প বাণিজ্যে ফ্রান্সের শ্রীবৃদ্ধিতে সহায়তা করিয়াছে। ধর্ম্মবিষয়ে ফ্রান্সে ঐক্যনীতি অনুসরণ করিতে গিয়া লুইর দৃষ্টি হিউগিনোটদিগের উপর পতিত হইল। ইহাদের বিশেষ সুবিধাকে লুই তাহার স্বৈরাচারীনীতি প্রতিষ্ঠার প্রতিবন্ধক বলিয়া মনে করিলেন। এতদ্ব্যতীত সাম্প্রতিক ধর্ম্মানুরক্তি ও অন্য ধর্ম্ম সম্বন্ধে অসহিষ্ণুতা লুইকে হিউগিনোট উৎসাদনে উৎসাহী করিয়া তুলিল। ক্রমশঃ হিউগিনোট বিরোধী আইন প্রযুক্ত হইতে লাগিল। হিউগিনোটরা সরকারী চাকুরী হইতে বহিষ্কৃত হইল এবং তাহাদের সন্তান সন্ততিরা ক্যাথলিক ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে আদিষ্ট হইল। হিউগিনোটদের অধিকাংশ উপাসনাগৃহ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল এবং তাহাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-সমূহ সরকারী আদেশে দ্বারবন্ধ করিতে বাধ্য হইল। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন প্রকার পরোক্ষ নির্যাতন দ্বারাও হিউগিনোটদিগকে উৎপীড়িত করা হইল। পরিশেষে অত্যাচার চরমে উঠিল যখন গভর্ণমেণ্ট হইতে বাছিয়া বাছিয়া হিউগিনোটদের গৃহে সরকারী সৈন্যদলের আবাসস্থল নির্দিষ্ট হইতে লাগিল এবং সৈন্যদলকে আভাসে জানাইয়া রাখা হইল যে প্রটেষ্টাণ্টদের উপর মৃদু নির্য্যাতন উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীরা উপেক্ষা করিবে। ইহাতেও হিউগি-নোট নির্য্যাতন শেষ হইল না। পরিশেষে ১৬৮৫ খৃষ্টাব্দে লুই নান্টিসের ঘোষণা প্রত্যাহার করিয়া ফ্রান্সে প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম অনুশীলন সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া দিলেন।

নান্টিস-এর ঘোষণা প্রত্যাহার লুইর রাজনীতিক ভুলের অন্যতম। রিচলু ও ম্যাজারিনের আমল হইতে ফ্রান্স ধর্ম্মসম্বন্ধে স্বদেশে সহিষ্ণুনীতি অনুসরণ

নান্টিস ঘোষণা প্রত্যাহারের ফল

করিয়া আসিতেছিল। এই উদারনীতির ফলে ফ্রান্স এতকাল তাহার সঙ্কট-কালে ইউরোপীয় প্রটেষ্টাণ্ট রাষ্ট্রসমূহের সহানুভূতি ও সমর্থন পাইয়া আসিতেছিল। বিশেষতঃ জার্মানীর প্রটেষ্টাণ্ট রাজন্যগণ ফ্রান্সকে পররাষ্ট্র নীতিতে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া আসিতেছিলেন। এই ধর্মনীতির উদারতা [illegible] প্রতিপত্তিতে যথেষ্ট সহায়ক হইয়াছিল। শিল্পক্ষেত্রেও নান্টিস-এর রাজাজ্ঞা প্রত্যাহারের ফলে ফ্রান্স রাষ্ট্র ক্ষতিগ্রস্ত হইল। কেননা, ফ্রান্সের হিউগিনোট সম্প্রদায় শিল্পকুশলী সম্প্রদায়রূপে ইউরোপে পরিচিত ছিল। [illegible] নব নব শিল্প উদ্যোগ ও শিল্পবৃদ্ধিতে হিউগিনোটদের অবদান কম নহে। নান্টিসের ঘোষণার পর হিউগিনোটরা তাহাদের শিল্প প্রতিভা ও মূলধন লইয়া ইউরোপের বিভিন্ন প্রটেষ্টাণ্ট রাষ্ট্রে আশ্রয় গ্রহণ করিল। ইংলণ্ড, হল্যাণ্ড ও ব্রাণ্ডেনবার্গ প্রভৃতি ফ্রান্সের শত্রুরাষ্ট্র এই সমস্ত অত্যাচারিত উদ্বাস্তু হিউগিনোটদের সাদরে আশ্রয় দিল। লুইর [illegible] ক্যাথলিক ধর্মে উৎসাহী নরপতি দ্বিতীয় জেমস পর্যন্ত ইংলণ্ডে আশ্রয়প্রার্থী হিউগিনোটদের জন্য প্রকাশ্যে সাহায্যভাণ্ডার খুলিয়াছিলেন। বস্তুতঃ লুই এই মহা ভুলের জন্য ইউরোপে তাহার শত্রুসংখ্যা বৃদ্ধি করিলেন। সমস্ত প্রটেষ্টাণ্ট জগৎ এই অন্যায় ঘোষণার প্রতিবাদী হইল এবং লুইর পশ্চাতে তাহারা সম্মিলিত বিরুদ্ধ শিবিরের সৃষ্টি করিল। এমন কি তাহারা হ্যাপসবার্গদের সঙ্গে মিলিত হইয়া লুইর অসংযত উচ্চাশাকে দমন করিতে উদ্যত হইল। ব্যবসাবাণিজ্য ও শিল্পক্ষেত্রে ফ্রান্স হিউগিনোটদের প্রতিভা এবং মূলধন হইতে বঞ্চিত হইল এবং ফ্রান্সের শত্রুরাষ্ট্রসমূহ এই সব প্রতিভা ও মূলধনকে উৎসাহ দিয়া লাভবান হইল। এই আশ্রয়প্রার্থী হিউগিনোটদের

[illegible]

([illegible] প্রতিভা ও মূলধন হইতে বঞ্চিত [illegible])

প্রতিভা যে ইংলণ্ডের শিল্প বিপ্লবের অন্যতম কারণ তাহা নিঃসন্দেহেই বলা যাইতে পারে।

চতুর্দ্দশ লুইর ব্যক্তিগত চরিত্র

আধুনিক যুগের নরপতিগণের মধ্যে লুইকে সকল দিক দিয়া শ্রেষ্ঠ বলা হয়। তাঁহার অসামান্য শ্রমশীলতা ছিল—দৈনিক নয় ঘণ্টা তিনি রাজকার্য্যে ব্যয় করিতেন এবং প্রখর স্মৃতিশক্তি ও নবোন্মেষশালিনী প্রতিভার সাহায্যে বহুবিধ জটিল রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যার সমাধান করিতে অদ্বিতীয় ছিলেন। অধীরতা ও শ্রমক্লান্তি তাঁহার অভিধানে লেখা ছিল না। রাষ্ট্রনীতিতে তিনি খেয়াল-খুসীমত অগ্রসর হইতেন না, নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য স্থির করিয়া ধীর পাদক্ষেপে ইউরোপের রাষ্ট্রজীবনের অন্তর্নিহিত স্থায়ী গতিধারার অনুসরণে কার্য্যক্রম স্থির করিতেন এবং তাহার এই হিসাবে কোন ভুলচুক থাকিত না। রণকৌশল অপেক্ষা কূটনীতির দ্বারাই তিনি অর্দ্ধেক বিজয় সম্পন্ন করিয়া ফেলিতেন এবং তাহার উদ্দেশ্য পরিপূরণে ইউরোপের প্রত্যেকটি রাষ্ট্রেরও কিছু না কিছু করণীয় থাকিত এবং তাহার পরিকল্পনায় সকল রাষ্ট্রেরই স্থান ছিল। লুই সুইডেনের দ্বাদশ চার্লসের বা প্রাশিয়ার ফ্রেডারিকের মত সমর নায়কের প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করেন নাই এবং কোন রণক্ষেত্রে কোনদিন সেনাপতির ভারও গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু সময়ে সময়ে তিনি রণাঙ্গনে অবরোধ অবস্থার মনস্তাত্ত্বিক মুহূর্ত্তে গোলাবর্ষণের মধ্যে উপস্থিত হইতেন। রাষ্ট্রনীতিতে কুশলী হওয়ার জন্যই যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী না হইলেও তাহার সেনাপতিত্বের জনশ্রুতিতে লোক বিশ্বাস করিত এবং স্বয়ং লুইও এই বিশ্বাস পোষণ করিতেন। বহুক্ষেত্রে লুই পরোপকারী বান্ধব বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। সুইজারল্যাণ্ড, পর্টুগাল, ডেনমার্ক, সুইডেন, পোল্যাণ্ড, হাঙ্গারী, জার্ম্মাণী ও ইটালীর বহু রাষ্ট্র তাহার প্রদত্ত অর্থ গ্রহণ করিয়া উপকৃত হইয়াছিল। এই সমস্ত দেশের রাজপুরুষগণ

বিত্তশালী না হওয়ায় লুইর প্রদত্ত অর্থ গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইতেন এবং স্বর্ণোপচারের দ্বারা লুই তাহার শত্রুদ্বয় অষ্ট্রীয়া ও নেদারল্যাণ্ডসকে মিত্রহীন ও বিচ্যুত অবস্থায় রাখিতে চেষ্টা করিতেন।

তাঁহার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ রাজোচিত ছিল। তাঁহার আচরণের মধ্যে আভিজাত্য, সৌজন্য, শৌর্য্য ও সংস্কৃত মনের পরিচয় সর্ব্বদা পাওয়া যাইত। এই দিক দিয়া চতুর্দ্দশ লুই সমকালীন নৃপতিবর্গের আদর্শ ছিলেন এবং সমগ্র ইউরোপ ফ্রান্সের রাজসভা, ভাষা ও আচার-ব্যবহার অনুকরণ করিত। রাষ্ট্রশাসন ব্যাপারে লুই ছিলেন অক্লান্ত কর্ম্মী। রাজার দৈবস্বত্বে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন এবং নিজের কৃতকর্ম্মের জন্য তিনি একমাত্র ভগবানের নিকট ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট জবাবদিহি করিতে বাধ্য নহেন এই নীতি অনুসরণ করিতেন। ফলে তিনি স্বৈরাচারী নরপতিতে পরিণত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার কার্য্যাবলীর বিরুদ্ধতা বা সমালোচনা সহ্য করিতেন না।

চতুর্দ্দশ লুইর গুণাগুণ নিরূপণ

চতুর্দ্দশ লুই যখন ফ্রান্সের শাসনভার গ্রহণ করেন তখন ফ্রান্সের অবস্থা সমস্ত দিক দিয়াই অনুকূল ছিল। রিচলু ও ম্যাজারিণের সুদক্ষ রাষ্ট্রপরিচালন ব্যবস্থায় দেশের আভ্যন্তরীণ গোলযোগ অন্তর্হিত হইয়া রাজার ক্ষমতা সুদৃঢ় হইয়াছিল। ওয়েষ্টফেলিয়া ও পীরানিজের সন্ধিদ্বারা ফ্রান্সের স্বাভাবিক রাজ্যসীমা আয়ত্তাধীন হইয়াছিল এবং বিদেশে ফ্রান্সের প্রতিপত্তি যথেষ্ট বর্দ্ধিত হইয়াছিল। সুযোগ্য অর্থসচিব কোলবার্টের অর্থনৈতিক সংস্কারের ফলে দেশের আর্থিক সমৃদ্ধি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল—শূন্য কোষাগার পরিপূর্ণ হইল। দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের সমৃদ্ধি ফিরিয়া আসিল।

রাজত্বের প্রারম্ভে ফ্রান্স গৌরব সীমায় উপনীত, কিন্তু শেষভাগে লুইর উচ্চাশার ফলে দুরবস্থার চিহ্ন পরিস্ফুট

রাজকার্য্য সম্পাদনে লুই যেমন কোলবার্ট, লুভয়, লিয়োন ও ভবান প্রভৃতি সুদক্ষ রাজপুরুষের সহযোগিতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তদ্রূপ কর্ণেল, রেসিন, মলিয়ার প্রভৃতি নাট্যকার ও ডেকার্টে, প্যাস্কাল, বোসেট ও ফেনেলিয়ান প্রভৃতি দার্শনিকবর্গ লুইর রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়া তাহার রাজত্ব গৌরবান্বিত করিয়াছিল। এবম্বিধ সুযোগ সুবিধা সত্ত্বেও চতুর্দ্দশ লুই অপরিমেয় উচ্চাশার জন্যই ফ্রান্সের কোন স্থায়ী উন্নতির ব্যবস্থা করিয়া যাইতে পারেন নাই। প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের দুর্বলতার সুযোগে লুই পররাষ্ট্রগ্রাসী যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন এবং সমগ্র ইউরোপ অপ্রস্তুত থাকার জন্য প্রথম দিকে বিজয়লাভের দ্বারা কৃতকার্য্য হইলেও পরিশেষে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া ফ্রান্সের সমূহ ক্ষতি আনয়ন করিলেন। এই সব আক্রমণাত্মক অভিযানের ফলে কোলবার্টের চেষ্টায় পরিপূর্ণ রাজকোষ অর্থশূন্য হইল এবং প্রয়োজনীয় অর্থের জন্য বিবিধ কর প্রবর্ত্তনের জন্য জনসাধারণ উত্যক্ত ও উৎপীড়িত হইয়া পড়িল।

উচ্চাকাঙ্ক্ষী হওয়ার জন্যই লুই ফ্রান্সের পক্ষে এই সব সর্ব্বনাশা যুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন। কিন্তু এই উচ্চাশার পশ্চাতে লুইর কামনা ছিল তাহার মাতৃভূমি ফরাসীদেশকে ইউরোপের সকল রাষ্ট্রের ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধরা। ব্যক্তিগত অহমিকা থাকা সত্ত্বেও চতুর্দ্দশ লুই ফ্রান্সের সর্ব্বাঙ্গীন অগ্রগতির জন্য যাহা করিয়া গিয়াছেন তাহাতে তাহাকে সমকালীন সদাশয় স্বৈরাচারী নৃপতিবর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া চলে। তাহার সুদীর্ঘ অর্দ্ধশতাধিক রাজত্বকালে তিনি যাহা কিছু করিয়াছেন বা করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন তাহার মূলে ছিল ফ্রান্সের মঙ্গল সাধন ও গৌরব বর্দ্ধন। এই দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করিলে চতুর্দ্দশ লুইর চরিত্র তাঁহার উচ্চাশা ও আক্রমণাত্মক অভিযান সমূহ সত্ত্বেও এক গৌরবময় মহিমায় প্রোজ্জ্বল হইয়াছে বলা যাইতে পারে।

চতুর্থ অধ্যায়

অটোম্যান শক্তির পুনরভ্যুত্থান

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে সোলেমান দি ম্যাগনিফিসেন্ট এর রাজত্বকালে অটোম্যান শক্তি গৌরবের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। কিন্তু ১৫৬৬ খৃষ্টাব্দে সোলেমানের মৃত্যুর পর পুনরায় তুরস্ক সাম্রাজ্যের অধঃপতন আরম্ভ হইল। অটোম্যান শক্তির অধঃপতনের কারণ প্রধানতঃ অযোগ্য উত্তরাধিকারীর সিংহাসনারোহণ ও ক্ষমতা লইয়া আভ্যন্তরীণ বিবাদবিসম্বাদ। তুরস্কের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দুর্ব্বল রাজশক্তি থাকাতে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের 'পাশা' বা প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণ কেন্দ্রীয় ক্ষমতাকে অস্বীকার করিয়া স্ব স্ব শাসনাধীন অঞ্চলকে বস্তুতঃ স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তদুপরি জ্যানিসারি নামধেয় তুরস্কের সৈন্যবাহিনীর যে উৎকৃষ্ট অংশ ছিল এবং যাহাদের সাহায্যে তুরস্ক বহু অভিযানে বিজয়লাভে সমর্থ হইয়াছিল সেই জ্যানিসারীরা সাম্রাজ্যের দুর্ব্বলতার সুযোগে প্রকৃত প্রস্তাবে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া স্বেচ্ছাচারের সহিত রাষ্ট্রের শাসনব্যাপার নিয়ন্ত্রিত করিতে লাগিল। এই জ্যানিসারীরা রোমান সাম্রাজ্যের শেষভাগে প্রিটোরিয়ান গার্ডের মত তাহাদের মতানুবর্ত্তী প্রার্থীকে সিংহাসনে উপবিষ্ট করাইতে লাগিল, বা খুসীমত সিংহাসন হইতে বিচ্যুত করিতে আরম্ভ করিল। ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দে সুলতান ইব্রাহিম ভিনিস অধিকৃত ক্রীট দ্বীপ আক্রমণ করিয়া তুর্কী-সাম্রাজ্য প্রসারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ভিনিসিয়ানদের প্রবল বাধার জন্য তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

অনতিবিলম্বে ইব্রাহিম আভ্যন্তরীণ গোলযোগের ফলে পদচ্যুত ও নিহত হন। ইব্রাহিমের মৃত্যুর পর দীর্ঘকাল তুরস্ক সাম্রাজ্যে সুলতান পদ লইয়া গোলমাল চলিতে থাকে। পরিশেষে ইব্রাহিমের স্ত্রী তাহার পুত্র চতুর্থ মহম্মদকে সুলতানপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হন এবং মহম্মদ কিউপ্রিলি নামে একজন আলবেনিয়ানকে 'গ্র্যাণ্ড ভিজির' বা প্রধান উজিরের পদে নিযুক্ত করেন (১৬৫৬ খৃঃ)। এই কিউপ্রিলির শাসনের যুগ হইতে তুরস্ক সাম্রাজ্যের ইতিহাসে নব অধ্যায়ের সৃষ্টি হয় এবং কিউপ্রিলিদের নেতৃত্বে তুরস্ক পুনরায় আক্রমণাত্মক অভিযান আরম্ভ করে।

কিউপ্রিলিদের বিজয় অভিযান

মহম্মদ কিউপ্রিলি ও তাহার পুত্র আহম্মদ কিউপ্রিলি (১৬৬১-১৬৭৬)র সময়ে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে কিছুকালের জন্য পুনরায় অটোম্যান শক্তির প্রাধান্য পারস্ফুট হয়। মহম্মদ কিউপ্রিলি গ্র্যাণ্ড ভিজির হওয়ার পর সাম্রাজ্যের দুর্ব্বলতা দূর করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। প্রথমে তিনি জ্যানিসারীদের উচ্ছৃঙ্খলতা দমন করিয়া তাহাদিগকে স্ববশে আনিলেন। 'পাশা' বা প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদিগের উপর চাপ দিয়া তাহাদিগকে সুলতানের আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য করিলেন। শাসনবিভাগের সর্ব্বত্র শৃঙ্খলা ও কঠোর নিয়মানুবর্ত্তিতা প্রবর্ত্তন করিয়া মহম্মদ ভগ্নপ্রায় তুরস্ক শক্তিকে পুনরুদ্বোধিত করিলেন। মহম্মদের কঠোর প্রচেষ্টার ফলে তুরস্ক সাম্রাজ্যে অতীত গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য আগ্রহ সঞ্চারিত হইল এবং মধ্যযুগের ন্যায় পুনরায় ইসলামের অর্দ্ধচন্দ্রলাঞ্ছিত পতাকা সর্ব্বত্র অভিযানের দ্বারা আধিপত্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ হইল। মহম্মদ প্রথমে ভিনিসিয়ানদিগকে দার্দ্দানেলিশ প্রণালীর অধিকার হইতে চ্যুত করিলেন, লেমনস্ ও টেনেডস দ্বীপ হইতে তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া তথায় ইসলামের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিলেন। পরিশেষে ক্রীট দ্বীপ হইতে ভিনিসিয়ান

আধিপত্য লোপ করার জন্য কাণ্ডিয়া অবরোধ করিলেন। অতঃপর তুর্কীয়া হাঙ্গারীর অংশভুক্ত ট্রানসিল্‌ভানিয়া খাস তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য হাঙ্গারী আক্রমণ করিল। ট্রানসিলভানিয়া তুরস্কের করদরাজ্য ছিল এবং উহার শাসনকর্তা রাজোকজি সুলতানের বিনানুমতিতে পোলাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সুইডেনের পক্ষে যোগদান করিয়াছিলেন। এই অপরাধে রাজোকজি সুলতান কর্তৃক পদচ্যুত হন এবং তৎস্থলে সুলতানের মনোনীত এক ব্যক্তি নিযুক্ত হন্। পদচ্যুত রাজোকজি সম্রাট লিওপোল্ডের নিকট আবেদন করাতে সম্রাট খৃষ্টশক্তির পক্ষ হইয়া ইসলামের বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এইরূপে অষ্ট্রীয়া ও তুরস্কের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ইতিমধ্যে মহম্মদ কিউপ্রিলি মারা গেলেন (১৬৬১ খৃঃ) এবং তাঁহার পুত্র আহম্মদ কিউপ্রিলি তাহার স্থলাভিষিক্ত হইলেন।

আহম্মদ কিউপ্রিলি সুদক্ষ সমরনায়ক ছিলেন এবং অনতিবিলম্বে হাঙ্গারীর বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন। আহম্মদ ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে ডানিয়ুব অতিক্রম করিয়া মোরোভিয়া বিধ্বস্ত করার পর সাইলেসিয়ায় প্রবেশ করিতেই সমগ্র ইউরোপে আতঙ্ক উপস্থিত হইল। ইউরোপের সমস্ত অঞ্চল হইতে স্বেচ্ছাসৈনিকগণ ইসলামের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য লিওপোল্ডের পতাকাতলে সমবেত হইল। চতুর্দ্দশ লুই পর্য্যন্ত সম্রাটের সাহায্যার্থ সৈন্য প্রেরণ করিতে ত্রুটি করিলেন না, যদিও তিনি তুরস্কের সঙ্গে ইতিপূর্ব্বে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। অষ্ট্রীয়াবাহিনী সেনাপতি মণ্টিকুকুলির নেতৃত্বে আহম্মদের সৈন্যদলকে সেণ্ট গডার্ডের যুদ্ধে (১৬৬৪ খৃঃ) পরাস্ত করিল। ভাসভারের সন্ধিতে তুরস্ক ট্রানসিলভেনিয়া ও নববিজিত হাঙ্গারীর কয়েকটি অঞ্চল প্রাপ্ত হইল এবং বিনিময়ে বিংশতিবর্ষের জন্য যুদ্ধবিরতিতে স্বীকৃত হইল। অতঃপর আহম্মদ কাণ্ডিয়ার অবরোধে কৃতকার্য্য হইয়া ক্রীট দ্বীপ দখল করিলেন (১৬৬৯ খৃঃ)।

হাঙ্গারীর সহিত যুদ্ধ

ক্রীট অধিকার

অতঃপর আহ্মদ পোলাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। সম্প্রতি বিজিত ইউক্রেনের কসাকগণ পোলাণ্ডের অধীনতা অস্বীকার করিল এবং পোলাণ্ডের শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে তুরস্কের সাহায্য প্রার্থনা করিল। আহ্মদ কসাকদের পক্ষ হইয়া পোলাণ্ডের রাজা মাইকেলের উপর চাপ দিতেই মাইকেল ইউক্রেন ও পোডোলিয়ার উপর স্বত্বত্যাগ করিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু মাইকেলের এই আত্মসমর্পণে পোলিশদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হইল এবং জন সোবিস্কির নেতৃত্বে পোলিশগণ তুরস্কের বাহিনীকে পুনরাক্রমণ করিয়া পরাজিত করিল। জুরাওনা। তুরস্কের সঙ্গে নূতন করিয়া সন্ধি হইল। এই সন্ধি অনুযায়ী পোলাণ্ড ইউক্রেন পুনঃপ্রাপ্ত হইল এবং তুরস্ক সম্প্রতি বিজিত অংশের অধিকাংশ পাইল। জন সোবিস্কি তুরস্কবাহিনীর আক্রমণ হইতে পোলাণ্ড রক্ষা করার পুরস্কার স্বরূপ পোলাণ্ডের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এই সন্ধির অল্পকাল পর আহ্মদ মারা যান। তাঁহার কৃতিত্বের ফলে তুরস্ক নিউহাইসেল, ক্রীট ও পোডোলিয়া সাম্রাজ্যভুক্ত করিতে সমর্থ হয়। অটোম্যান সাম্রাজ্যের সীমা ইউরোপের অভ্যন্তরে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

আহ্মদের মৃত্যুর পর কারা মুস্তাফা তাঁহার পদাভিষিক্ত হইয়া ইউরোপের বিরুদ্ধে তুরস্কের অভিযান চালাইয়া যান। এই সময়ে সম্রাট লিওপোল্ড চতুর্দশ লুইর আগ্রাসী যুদ্ধ বিগ্রহ ও হাঙ্গারীর বিদ্রোহের জন্য ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। এই সুযোগে কারা মুস্তাফা সোজাসুজি ভিয়েনা আক্রমণ করিয়া বসিলেন এবং তুরস্কবাহিনী ভিয়েনার সন্নিহিত হইতেই অপ্রস্তুত সম্রাট পলায়ন করিলেন। পুনরায় ইউরোপে চাঞ্চল্যের সাড়া পড়িয়া গেল এবং পোপ একাদশ ইনোসেন্টের আগ্রহাতিশয্যে ইউরোপের ক্যাথলিক নরপতিগণ ভিয়েনা রক্ষার জন্য অগ্রসর হইলেন। ভিনিস ও জার্মানীর কতিপয় নরপতি সম্রাটের সাহায্যার্থ আসিলেন। এই আক্রমণের বিরুদ্ধে

সর্ব্বাধিক সাহায্য করিল পোলাণ্ডের নরপতি সোবিস্কি এবং সোবিস্কির জন্যই এই যাত্রায় ভিয়েনা নিষ্কৃতি পাইল। কারা মুস্তাফা পূর্ব্ববর্ত্তী কিউপ্রিলিদের ন্যায় সুচতুর ছিলেন না; সুতরাং তিনি সোবিস্কির বিপক্ষতার জন্য মোটেই প্রস্তুত হন নাই। তিনি ভাবিয়াছিলেন তাঁহাকে তেমন কোন বিপক্ষতার সম্মুখীন হইতে হইবে না। সুতরাং ধীরে ধীরে অবরোধ সম্পূর্ণ করিয়া ভিয়েনা অধিকার করিতে সমর্থ হইবেন। ইতিমধ্যে সোবিস্কির নেতৃত্বে পোলিস বাহিনীর আক্রমণে কারা মুস্তাফা বিপন্ন হইয়া পড়িলেন এবং তুরস্কের বাহিনী পরাজিত হইয়া ছত্রভঙ্গ হইল। ভিয়েনা তুরস্কের কবল হইতে মুক্ত হইল।

১৬৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ভিয়েনায় তুরস্ক শক্তির পরাজয়ের ফলাফল

ভিয়েনায় তুরস্ক শক্তির পরাজয় ইউরোপের ইতিহাসে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। প্রথমতঃ চতুর্দ্দশ লুই প্রত্যাশা করিয়াছিলেন যে ভিয়েনার পতন হইলে সমগ্র পশ্চিম ইউরোপ ফ্রান্সের নেতৃত্বে সমবেত হইতে বাধ্য হইবে, চতুর্দ্দশ লুই অষ্ট্রীয়ার সম্রাটের স্থলে ইউরোপের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিবেন এবং সার্লেমানের মতন তাঁহার আধিপত্য অবিসংবাদিতভাবে ইউরোপে প্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু তুরস্কের পশ্চাদপসরণে চতুর্দ্দশ লুইর সেই আশা পূর্ণ হইল না। ইউরোপ চতুর্দ্দশ লুইর একাধিপত্য হইতে নিষ্কৃতি পাইল। দ্বিতীয়তঃ এই পরাজয়ের ফলে কিউপ্রিলিদের সময়ে অটোম্যান সাম্রাজ্যের ক্ষমতা সাময়িকভাবে যাহা পুনরুজ্জীবিত হইয়াছিল তাহার চির অবসান ঘটিল এবং অটোম্যান শক্তি ধীর ও নিশ্চিত গতিতে অধোগতির দিকে অগ্রসর হইল।

অবক্ষয়ঃ ক্ষয়িষ্ণু অটোম্যান শক্তি

ভিয়েনায় তুরস্কবাহিনীর [illegible]

ভিনিস ও গোলাণ্ডের সমবায়ে ইউরোপ রক্ষার জন্ম হোলি লীগের সৃষ্টি হইল। গোলাণ্ড ঘরোয়া বিবাদের জন্ম সক্রিয়ভাবে কিছু করিতে পারিল না। কিন্তু অষ্ট্রীয়া ও ভিনিস তুরস্কের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইতে লাগিল। লোরেনের চার্লসের নেতৃত্বে অষ্ট্রীয়া তুরস্কের দখলীকৃত হাঙ্গারীর রাজধানী বুদা অধিকার করিল এবং মোহাক্‌স্-এর যুদ্ধে (১৬৮৭) তুরস্ক বাহিনীকে পরাস্ত করিল। ইতিমধ্যে ভিনিস তুরস্কের কবল হইতে মোরিয়া, করিন্থ ও এথেন্স উদ্ধার করিল এবং সার্বিয়ার রাজধানী বেলগ্রেড অধিকার করিয়া অটোম্যান সাম্রাজ্যের রাজধানী কনষ্টান্টিনোপলে অগ্রগতির রাস্তা উন্মুক্ত করিয়া ফেলিল। কিন্তু অনতিবিলম্বে তুরস্ক নব নির্ব্বাচিত গ্রাণ্ড ভিজির আহম্মদ কিউপ্রিলির ভ্রাতা মুস্তাফা কিউপ্রিলির নেতৃত্বে অবস্থার একটু উন্নতি করিল। মুস্তাফা অমিতবিক্রমে সার্বিয়া হইতে অষ্ট্রীয়ানদিগকে বিতাড়িত করিয়া বেলগ্রেড পুনরধিকার করিল এবং হাঙ্গারী আক্রমণে উদ্যত হইল। সম্রাট লিওপোল্ড চতুর্দ্দশ লুইর বিরুদ্ধে লীগ অফ্ অগসবার্গের যুদ্ধে বিব্রত থাকায় পূর্ব্বাঞ্চলে তুরস্কের বিশেষ সুবিধা হইতেছিল। কিন্তু অচিরে মুস্তাফা কিউপ্রিলি সংকালানকেমেন-এর যুদ্ধে নিহত হইলে অটোম্যান শক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। সুলতান দ্বিতীয় মুস্তাফার সময়ে তুরস্ক পুনরায় যুদ্ধোদ্যম করিয়া হাঙ্গারীতে কয়েকটী যুদ্ধে বিজয়লাভ করিলেও হৃতশক্তি আর কখনও পুনরুদ্ধার করিতে পারে নাই। ইতিমধ্যে পিটার দি গ্রেটের রাজত্বে রাশিয়া অটোম্যান শক্তির প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়ায় এবং পিটার তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া কৃষ্ণসাগরের উপকূলে আজভ অধিকার করেন। অবশেষে প্রিন্স ইউজেন জেন্টার যুদ্ধে (১৬৯৭) তুরস্কের বাহিনীকে ভীষণভাবে পরাজিত করায় তুরস্কের নব জাগরণের অধ্যায় পরিসমাপ্ত হইল। কার্লোউইজ-এর সন্ধিতে (১৬৯৯) তুরস্কের নবোদ্যমের উপর পূর্ণ যবনিকাপাত হইল। এই সন্ধির ফলে অষ্ট্রীয়াকে হাঙ্গারী ও ট্রান্সিলভানিয়া (তাবেসভার ব্যতীত)

পুনপ্রত্যার্পিত হইল, ভিনিস মোরিয়া ও ডালমেসিয়া অঞ্চলের বিজিত অঞ্চল প্রাপ্ত হইল, রাশিয়ার অধিকারে আজভ রহিল এবং পোলাণ্ড পোডোলিয়া ফিরিয়া পাইল। অতঃপর তুরস্কের আক্রমণের আশঙ্কা দূরীভূত হওয়ায় প্রতিবেশী রাষ্ট্রদ্বয় রাশিয়া ও পোলাণ্ড উত্তরাঞ্চলে সুইডেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া সুইডেনকে একাধিপত্য হইতে বঞ্চিত করার সুযোগ পাইল।

পঞ্চম অধ্যায়

সুইডেনের ইতিহাস, ১৬৩২-১৭১৪

ভূমিকা

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সুইডেন বাল্টিক অঞ্চলের রাষ্ট্র সমূহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী হইয়া পড়িয়াছিল। ইউরোপের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চল যেমন হ্যাপসবার্গ বংশের আধিপত্যাধীন ছিল, তদ্রূপ ভাসা (Vasa) বংশও স্বীয় কৃতিত্ববলে উত্তরাঞ্চলে সুদীর্ঘকাল প্রতিপত্তি বজায় রাখিয়াছিল। পোলাণ্ড ও সুইডেনের নরপতিগণ ভাসা বংশ হইতেই উদ্ভূত, কিন্তু কালক্রমে উভয় রাষ্ট্র বাল্টিক অঞ্চলে স্ব স্ব আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়া দীর্ঘ দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হয় এবং এই দ্বন্দ্বে সুইডেন তাহার সমরকুশল নরপতি পরম্পরার জন্যই শুধু পোলাণ্ডকে নহে, এই অঞ্চলের ক্ষমতাস্পর্দ্ধী ডেনমার্ককেও সম্পূর্ণরূপে হৃতবল করিয়া কিয়ৎকালের জন্য ইউরোপের প্রথম শ্রেণী রাষ্ট্ররূপে পরিগণিত হয়। এই সামরিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার যুগে সুইডেনকে অনবরত পোলাণ্ড, ডেনমার্ক, ব্রাণ্ডেনবার্গ, রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়ার সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছে এবং পরিশেষে ত্রিংশবর্ষ যুদ্ধে যোগদান করিয়া সুইডেন সামরিক সাফল্য অর্জন করে ও ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধিতে যথেষ্ট অঞ্চল প্রাপ্ত হয়। দক্ষিণ-পশ্চিম ইউরোপে ফ্রান্সের মত উত্তর ইউরোপে সুইডেনও সামরিক ভাবে অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্র সমূহের উপর স্বীয় আধিপত্য

বিস্তার করে। পরিশেষে রাশিয়ার অভ্যুদয়ে সুইডেনের ক্ষমতা রশ্মি নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে ও বাল্‌টিক অঞ্চলের একাধিপত্য সুইডেনের হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া রাশিয়ার আয়ত্তাধীন হয়। বুরবোঁ ও রোমানফ্‌ বংশ যথাক্রমে হ্যাপ্‌সবার্গ ও ভাসা বংশের স্থলাভিষিক্ত হয়।

ক্রিষ্টিনা — (১৬৩২—১৬৫৪)
দশম চার্লস — (১৬৫৪—১৬৬০)
একাদশ চার্লস — (১৬৬০—১৬৯৭)
দ্বাদশ চার্লস — (১৬৯৭—১৭১৪)

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সুইডেন ডেনমার্কের অধীনে ছিল এবং ধর্ম্মব্যবস্থায়ও পোপের কর্ত্তৃত্ব মানিয়া লইতে হইত। গাষ্টেভাস ভাসা (১৫২৩-৬০) সুইডেনকে উভয়বিধ পরাধীনতা হইতে মুক্ত করিয়া রাষ্ট্রকে দৃঢ় ভিত্তিভূমির উপর প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর ত্রিংশ বর্ষ যুদ্ধের প্রাক্কালে ভাসা বংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নরপতি গাষ্টেভাস্‌ এডলফাস বহু রণক্ষেত্রে সামরিক প্রতিভার পরিচয় দিয়া সুইডেনকে উন্নীত করেন। ত্রিংশ বর্ষ যুদ্ধে যোগদানের পূর্ব্বে গাষ্টেভাস ক্রমান্বয়ে দশবৎসর কাল প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্র ডেনমার্ক, পোলাণ্ড ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে সাফল্যের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহ করেন এবং রাশিয়াকে পরাভূত করিয়া ইন্‌গ্রিয়া ও কেরেলিয়া রাশিয়ার নিকট হইতে এবং লিভোনিয়া পোলাণ্ডের অধিকার হইতে সুইডেনের সাম্রাজ্য-ভুক্ত করেন। গাষ্টেভাস ত্রিংশ বর্ষের যুদ্ধে প্রোটেষ্টাণ্টদের পক্ষে যোগদান করিয়া সাম্রাজ্য বাহিনীকে ব্রেইটেনফেল্ড ও লুটজেনের যুদ্ধে ভীষণরূপে পরাজিত করেন, কিন্তু স্বয়ং লুটজেনের রণক্ষেত্রে নিহত হওয়ায় (১৬৩২) সুইডেন এই যুদ্ধ হইতে স্বতঃনিবৃত্ত হয়। যুদ্ধান্তে ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধিতে সুইডেন জার্ম্মানীর পশ্চিম পমারেনিয়া এবং বিশপ-এলাকা ব্রিমেন ও ভার্দুন প্রাপ্ত হয়। ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধিতে এই প্রাপ্তিযোগ সুইডেনকে

প্রভাব প্রতিপত্তিবিস্তারে যথেষ্ট সাহায্য করিল এবং জার্মাণীতে পদসঞ্চারণের সুযোগ পাইয়া সুইডেন ইউরোপের নানাবিধ রাজনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপের সুবিধা পাইল।

গাষ্টেভাসের মৃত্যুর পর তাহার কন্যা ক্রিষ্টিনা সুইডেনের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং দশ বৎসর বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে রাজত্ব করেন। ক্রিষ্টিনা অতিশয় গুণবতী রমণী ছিলেন এবং সাহিত্য ও শিল্পকলায় বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন এবং ইহাদের অকুণ্ঠ পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। রাষ্ট্রশাসন ব্যাপারে ক্রিষ্টিনা কোনদিনই বিশেষ আগ্রহ প্রদর্শন না করায় তাহার রাজত্বকালে সুইডেনের অগ্রগতি সাময়িক ভাবে স্থগিত ছিল। ক্রিষ্টিনা চিরকুমারী ছিলেন এবং রাজত্বের শেষভাগে ক্যাথলিক ধর্ম্ম গ্রহণ করার জন্ত তাহার ইচ্ছা হয়। কিন্তু সুইডেন প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মাবলম্বী রাষ্ট্র হওয়ায় স্বদেশের কল্যাণের জন্ত তিনি স্বেচ্ছায় সিংহাসন পরিত্যাগ করেন এবং সম্পৃকিত ভ্রাতা চার্লস গাষ্টেভাস (দশম চার্লস) সুইডেনের সিংহাসনে অধিরূঢ় হন্।

দশম চার্লস, ১৬৫৪-১৬৬০

ক্রিষ্টিনার পরবর্ত্তী নরপতি দশম চার্লস ভাসা বংশের উপযুক্ত প্রতিনিধি ছিলেন। একাধারে তিনি সমরকুশলী ও শিক্ষা-সংস্কৃতির উপর শ্রদ্ধাবান ছিলেন। সুইডেনকে ইউরোপের উত্তরাঞ্চলের একচ্ছত্র রাষ্ট্র করার জন্ত তাঁহার আগ্রহের অন্ত ছিল না। প্রথমতঃ তিনি ক্রিষ্টিনার আমলে অনুসৃত অপব্যয় বন্ধ করিয়া দিয়া আয়ব্যয়ের সমতা স্থির করার চেষ্টা করেন। তাহার চাপে অভিজাত সম্প্রদায় দীর্ঘকাল যে রাজকীয় সম্পত্তি ভোগ-দখল করিতেছিল তাহা আংশিকভাবে প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হয়। অতঃপর তিনি ক্রিষ্টিনার সময়ে আরব্ধ ব্রিমেন শহরের যুদ্ধ সাফল্যের সহিত সমাপ্ত করেন।

দশম চার্লসের শত্রুর অভাব ছিল না। নবাভ্যুদিত সুইডেনকে বাধা দিবার জন্য রাশিয়া, পোলাণ্ড ও ব্রাণ্ডেনবার্গ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল। রাশিয়ার উদ্দেশ্য ছিল সুইডেনকে বাল্‌টিক সাগরের উপকূল হইতে বিতাড়িত করা, আর ব্রাণ্ডেনবার্গ চাহিতেছিল সুইডেন যাহাতে পূর্ব্ব পমারেনিয়া হইতে উৎসাদিত হয়। পোলাণ্ডের নরপতি ভাসাবংশীয় বলিয়াই সুইডেনের রাজ-সিংহাসনের প্রতি দীর্ঘ দিবস ধরিয়া তাহার দাবি ছিল। সুতরাং সুইডেনের সঙ্গে পোলাণ্ডেরও মনোমালিন্যের যথেষ্ট কারণ উপস্থিত হইল। ফলে মাত্র ছয় বৎসরের রাজত্বকালের অধিকাংশ সময়ই দশম চার্লসকে পোলাণ্ড, রাশিয়া, ব্রাণ্ডেনবার্গ, ডেনমার্ক, ও অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইয়াছে। চার্লস প্রথমে পোলাণ্ডের নরপতি জন কাসিমীরকে দুইটি যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া চার্লসকে সুইডেনের বৈধ নরপতি বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য করেন। অতঃপর ব্রাণ্ডেনবার্গ যাহাতে পোলাণ্ডের স্থলে সুইডেনকে পূর্ব্ব প্রাসিয়ার অধিপতি বলিয়া স্বীকার করে তজ্জন্য চার্লস ব্রাণ্ডেনবার্গের প্রধান নির্ব্বাচককে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ করান। ইতিমধ্যে সুইডেনের আধিপত্য বিস্তৃতির আশঙ্কায় উপরোক্ত পাঁচটি দেশ সুইডেনের বিপক্ষে এক রাষ্ট্রজোটের সৃষ্টি করে। চার্লস ইহাতে ভীত না হইয়া অনতিবিলম্বে এই রাষ্ট্রজোটের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিবার উদ্যোগ করেন। প্রথমেই চার্লস ডেনমার্ক আক্রমণ করেন। রাজধানী কোপেনহেগেন অবরুদ্ধ হইতেই ডেনমার্কের রাজা তৃতীয় ফ্রেডারিক চার্লসের ইচ্ছানুযায়ী রোসেকিলডের সন্ধি স্বীকার করিতে বাধ্য হন। এই সন্ধিতে সুইডেন পূর্বপ্রণষ্ট স্কাণ্ডিনেভিয়ান উপদ্বীপের সমগ্র দক্ষিণাঞ্চল ডেনমার্কের নিকট হইতে পুনরধিকার করিতে সমর্থ হয়। অধিকন্তু ডেনমার্ক সাউণ্ড নদীতে অন্য কোন বিদেশী রাষ্ট্রের রণতরীর প্রবেশাধিকার বন্ধ করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হয়। ইতিমধ্যে হল্যাণ্ডের প্ররোচনায় ফ্রেডারিক রোসেকিল্ডের

সন্ধিসর্ত্ত অমান্য করিলে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং রণতরীর সাহায্যে ডেনমার্ক দশম চার্লসের কোপেনহেগেন অবরোধ প্রতিহত করিয়া আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয়। চার্লস এই ব্যর্থতায় হতোদ্যম হইয়া ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। অতঃপর ইংলণ্ড ও হল্যাণ্ড স্ব স্ব বাণিজ্যিক প্রতিপত্তি নষ্ট হইবার আশঙ্কায় ফ্রান্সকে দলভুক্ত করিয়া উত্তরাঞ্চলের সমরানল নির্ব্বাপিত করার জন্য যুক্তভাবে সন্ধির জন্য মধ্যস্থতা করে। ইহাদের মধ্যস্থতার ফলে তিনটি বিভিন্ন সন্ধির দ্বারা উত্তরাঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

(১) **অলিভিয়ার সন্ধি (১৬৬০)**—সুইডেন, পোলাণ্ড ও ব্রাণ্ডেনবার্গের মধ্যে অনুষ্ঠিত এই সন্ধিতে লিভোনিয়ায় সুইডেনের এবং পশ্চিম প্রাসিয়ায় পোলাণ্ডের অধিকার স্বীকৃত হয়। বিনিময়ে পোলাণ্ডের রাজা সুইডেনের রাজ সিংহাসনের দাবি পরিত্যাগ করেন। ব্রাণ্ডেনবার্গকে পূর্ব্ব-প্রাসিয়ার পূর্ণ আধিপত্য প্রদান করা হয়।

(২) ডেনমার্ক ও সুইডেনের মধ্যে অনুষ্ঠিত কোপেনহেগেনের সন্ধিতে ডেনমার্ক মূল সুইডেন রাষ্ট্রে অধিকৃত সমস্ত স্থান পরিত্যাগ করিতে স্বীকৃত হয়। সুইডেন এইরূপে ডেনদের কবলমুক্ত হয়।

(৩) সুইডেন ও রাশিয়ার মধ্যে অনুষ্ঠিত কাডিসের সন্ধিতে (১৬৬১) রাশিয়া পূর্ব্ব বাল্‌টিকে সুইডেনের যে সমস্ত অঞ্চল অধিকার করিয়াছিল তাহা প্রত্যর্পণ করে এবং রাশিয়ায় সুইডেন কর্ত্তৃক পূর্ব্বে বিজিত সমস্ত স্থানে সুইডেনের অধিকার অনুমোদন করে।

অলিভিয়ার সন্ধির গুরুত্ব

(ক) অলিভিয়ার সন্ধিকে ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধির পরিপূরক হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে। ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধি যেমন ইউরোপের দক্ষিণ-

পশ্চিমের রাষ্ট্রবৃন্দের সন্তোষজনক সমাধান করিয়াছিল, তদ্রূপ অলিভিয়ার সন্ধি বাল্টিক অঞ্চলের আধিপত্য সম্বন্ধে এক নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হইল। এই সন্ধির ফলে সুইডেনের রাষ্ট্রভূমি হইতে ডেনরা বিতাড়িত হইল, পোলাণ্ডের ভাসা বংশ সুইডিস সিংহাসনের উপর দাবি চিরতরে পরিত্যাগ করিল, এবং লিভোনিয়ায় সুইডিস অধিকার সাব্যস্ত হওয়ায় পূর্ব্ব-বাল্টিক উপকূলে সুইডেনের ক্ষমতা দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইল। অপরন্তু, জার্ম্মাণীর ওয়েসার, এলব ও ওডার নদীমুখের উপর আধিপত্য থাকার ফলে সুইডেন উত্তর জার্ম্মাণীতেও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইল। এক কথায়, বাল্টিক সাগর সুইডিস হ্রদে পরিণত হইল। এই সন্ধি সুইডেনের অধিকারভুক্ত সর্ব্বোচ্চ রাজ্যসীমা সূচিত করিল।

(খ) এই সন্ধি দ্বারা বাল্টিক অঞ্চলে সুইডেনের অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে ব্রাণ্ডেনবার্গের অভ্যুদয় সূচিত হইল এবং পূর্ব্ব প্রাসিয়ায় পূর্ণ অধিকার প্রাপ্ত হইয়া ব্রাণ্ডেনবার্গ তাহার ভবিষ্যৎ বিস্তৃতির জীবন আরম্ভ করিল।

(গ) অলিভিয়ার সন্ধির ফলে উত্তর ইউরোপের আধিপত্য হইতে ডেনমার্ক বঞ্চিত হইল এবং তৎস্থলে সুইডেন প্রতিষ্ঠিত হইল। সাউণ্ড নদীতে একাধিপত্য থাকার জন্যই ইউরোপের রাষ্ট্রক্ষেত্রে ডেনমার্কের বিশেষ মূল্য ছিল। এই সন্ধিতে সাউণ্ড নদী সকল রাষ্ট্রের অর্ণবযানের চলাচলের জন্য উন্মুক্ত রাখিতে ডেনমার্ক স্বীকৃত হইল। সুতরাং তাহার প্রতিপত্তি একেবারে অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়িল।

(ঘ) সাময়িকভাবে রাশিয়া বাল্টিক সাগরের উপকূল হইতে অপসৃত হইতে বাধ্য হইল।

একাদশ চার্লস, ১৬৬০-১৬৯৭

দশম চার্লসের মৃত্যুর (১৬৬০) পর তাহার পুত্র একাদশ চার্লস সুইডেনের অধিপতি বলিয়া ঘোষিত হইলেন, কিন্তু তাহার মাত্র চারি বৎসর

বয়স থাকাতে সামন্তবর্গ রাজ্যের পরিচালনার ভার গ্রহণ করিলেন। এই সমস্ত সামন্তের সুশাসনের প্রতি মোটেই লক্ষ্য ছিলনা এবং লোভের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা অর্থের বিনিময়ে অন্য রাষ্ট্রের নিকট সুইডেনের সপক্ষতা বিক্রয় করিতে কুণ্ঠিত হইলনা। প্রথমে ইংলণ্ডের কাঞ্চনের লোভে সুইডেন চতুর্দ্দশ লুইর বিরুদ্ধে ত্রি-রাষ্ট্রজোটে যোগদান করিল। অত্যল্পকাল মধ্যে চতুর্দ্দশ লুই অর্থদ্বারা সুইডেনকে প্রলুব্ধ করিয়া ডাচদের বিরুদ্ধে ফ্রান্সের সঙ্গে যোগদান করিতে স্বীকৃত করাইল। ইতিমধ্যে সুইডেনের প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রদ্বয় ডেনমার্ক ও ব্রাণ্ডেনবার্গ ফ্রান্সের বিপক্ষভুক্ত হওয়ায় একাদশ চার্লস চতুর্দ্দশ লুইর প্ররোচনায় ইহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। ডাচদের সঙ্গে যুদ্ধে সাফল্য লাভ করিলেও একাদশ চার্লস ব্রাণ্ডেনবার্গের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না এবং 'প্রধান নির্ব্বাচক'-এর সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। পূর্ব্ব পমারেনিয়া সুইডেনের হস্তচ্যুত হইয়া গেল। নিমওয়েজেন-এর (১৬৭৮) সন্ধিতে অবশ্য সুইডেন চতুর্দ্দশ লুইর সাহায্যে ব্রাণ্ডেনবার্গের নিকট হইতে পূর্ব্ব-পমারেনিয়া পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন কিন্তু সুইডেনের সামরিক খ্যাতি যে বহুলাংশে ক্ষুন্ন হইয়াছে তাহা প্রমানিত হইল।

ব্রাণ্ডেনবার্গের সহিত পরাজয়ের পর সামন্ত শাসনের অযোগ্যতার বিরুদ্ধে জনসাধারণ আন্দোলন করাতে রিজেন্সী শাসন সমাপ্ত হইল এবং একাদশ চার্লস স্বয়ং রাজ্যভার প্রাপ্ত হইলেন। চার্লস সামন্ত চক্রের অত্যধিক ক্ষমতা নষ্ট করার জন্য তাঁহারা চার্লসের নাবালক অবস্থায় অবৈধভাবে যে রাজকীয় ভূমি অধিকার করিয়াছিল সেই সমস্ত তাহাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লইলেন, এবং তাহাদের অন্যান্য অধিকার বিলুপ্ত করিয়া রাষ্ট্রে রাজার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিলেন। অতঃপর চার্লস মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত (১৬৯৭) সুইডেনের শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারের দ্বারা দেশের সম্পদ বৃদ্ধির কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন।

দ্বাদশ চার্লস (১৬৯৭—১৭১৮)

দ্বাদশ চার্লস যখন পিতা একাদশ চার্লসের মৃত্যুর পর সুইডেনের সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন তাঁহার বয়স পনেরো বৎসর মাত্র। মাত্র সাতমাস 'রিজেন্সী' বা অভিভাবকাধীন থাকার পর চার্লস স্বয়ং রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন। অল্পবয়স্ক হইলেও চার্লস বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। কি রাজ্যশাসনে, কি সমর কৌশলে, কি বিদ্যানুরাগে তিনি তাঁহার আশ্চর্য্য ক্ষমতা 'দ্বারা তাঁহার সংস্পর্শে আগত সকল ব্যক্তির বিস্ময় উৎপাদন করিয়া ছিলেন। সামরিক ব্যাপারে তাহার প্রতিভা সহজাত ছিল বলিয়া মনে হয় কেননা তিনি অল্প বয়স হইতেই বিভিন্ন রণক্ষেত্রে যে রণকৌশলের পরিচয় প্রদান করিয়া বিজয়গৌরবের অধিকারী হইয়াছিলেন তাহা সাধারণতঃ ভূয়োদর্শিতা ব্যতীত সম্ভব ছিলনা। চার্লসের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল মিথ্যাচার বা দ্বৈধীভাবকে প্রশ্রয় না দেওয়া। কূটনীতির এই দুইটি অপরিহার্য্য অঙ্গ পরিহার করার জন্য চার্লস সমরে বিজয়ী হইয়াও তাহার ফলভোগ করিতে পারেন নাই।

সিংহাসনারোহণের পর মাত্র তিন বৎসর চার্লস আভ্যন্তরীন শাসন-কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে সমর্থ হইয়া ছিলেন। অতঃপর আজীবন তাঁহাকে বিভিন্ন শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া কাটাইতে হয়। সুইডেনের সিংহাসনে অপরিণত বয়স্ক রাজাকে উপবিষ্ট হইতে দেখিয়া সুইডেনের শত্রুমণ্ডলী দলবদ্ধ হয় এবং সুইডেনকে বাল্টিকাধিকৃত অঞ্চল হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য উদ্যোগী হয়। প্রতিবেশী রাষ্ট্র ডেনমার্ক, জার্ম্মাণী, পোলাণ্ড এবং রাশিয়ার অঞ্চল বিশেষ স্বীয় অধিকারভুক্ত করিয়া সুইডেন তাহার আয়তন বর্দ্ধিত করিয়াছিল। বর্ত্তমানে বালকের শাসনাধীন সুইডেনকে আক্রমণ করিয়া নষ্ট অঞ্চল সমূহ পুনরাধিকার করার

সুইডেনের বিরুদ্ধে দলবদ্ধ প্রতিবেশী রাষ্ট্র সমূহ

সুবর্ণসুযোগ এই সব রাষ্ট্রের উপস্থিত হইল। তাঁহার শত্রুর মধ্যে রাশিয়া ছিল সর্ব্বপ্রধান। কেননা রাশিয়ার জার পিটার বাল্‌টিক অঞ্চল দিয়া সমুদ্রে নিষ্ক্রমণের পথ পাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহার সমুদ্রে নিষ্ক্রমণ পথের একমাত্র কণ্টক ছিল সুইডেন। কারণ বাল্‌টিক উপকূলের সমস্ত অঞ্চল সুইডেনের অধিকারভুক্ত ছিল। কাজেই চার্লসের সঙ্গে পিটারের সংঘর্ষ হইয়াছিল সর্ব্বাধিক এবং দীর্ঘস্থায়ী।

রাশিয়া প্রধানতম শত্রু

পাটকুল নামে সুইডেনের শাসনাধীন লিভোনিয়ার এক দেশ প্রেমিক সুইস শাসনে অসন্তুষ্ট হইয়া সুইডেনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রাষ্ট্রজোটের জন্য চেষ্টা করেন এবং স্ব স্ব স্বার্থ প্রণোদিত রাশিয়া, পোলাণ্ড ও ডেনমার্ক সুইডেনের বিরুদ্ধে সমবেত হন। চার্লস এই রাষ্ট্রজোটের সংবাদ অবগত হইয়া ত্রিশক্তি সম্মিলিত হইবার পূর্ব্বেই চার্লস দ্রুতগতিতে ডেনমার্ক আক্রমণ করিয়া ডেনরাজের বশ্যতা আদায় করিলেন। অতঃপর তড়িৎগতিতে তিনি রাশিয়ার আক্রমন প্রতিহত করার জন্য বাল্‌টিক উপকূলে হর্নগ্রিয়ায় উপস্থিত হয় এবং নার্ভায় পিটারের সৈন্যবাহিনীর সম্মুখীন হয়। ১৭০০ খৃঃ ২০শে নভেম্বর চার্লস মাত্র ৮,০০০ সৈন্য লইয়া রুশ সৈন্যের সম্মুখীন হন এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে পিটারের সৈন্যদলকে শোচনীয় ভাবে পরাস্ত করেন। এত সহজে জয়লাভ করার ফলে চার্লস রাশিয়ার প্রকৃত ক্ষমতা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। রণক্ষেত্রের বিজয়কে সম্পূর্ণ কার্য্যকরী করার জন্য চার্লসের উচিত ছিল নার্ভার পর রাশিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া কিছু কাল অবস্থান করা এবং পিটার-বিরোধী জনমতের সুযোগ গ্রহণ করিয়া পিটার ভবিষ্যতে যাহাতে শত্রুতা সাধন না করিতে পারে তাহার সম্যক প্রতিবিধান করা। কিন্তু রাশিয়ার 'ব্যবস্থা' যে কোন সময়েই করা যাইবে

নার্ভার যুদ্ধে পিটার পরাজিত ১৭০০ খৃঃ

এই ভুল ধারনার বশে চার্লস আপাততঃ রাশিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করা স্থগিত রাখিলেন এবং অনতিবিলম্বে পোলাণ্ডকে শাস্তি প্রদান করার জন্য অগ্রসর হইলেন। পোলাণ্ডের রাজা স্যাক্সনির অগাষ্টাস চার্লসের সৈন্য-দলের সম্মুখে আত্মরক্ষা করিতে না পারিয়া রাজধানী ও সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া স্যাকসনিতে পলায়ন করিলেন। পোলাণ্ডের রাজধানী ওয়ারস চার্লস কর্তৃক অধিকৃত হইল। এইরূপে চার্লস অল্প সময়ের মধ্যে তাহার বিপক্ষদলের প্রত্যেককে পরাজিত করিয়া ইউরোপের বিস্ময় উৎপাদন করিলেন।

পোলাণ্ড পরাস্ত

কিন্তু পোলাণ্ডকে পরাজিত করিয়াও চার্লস ক্ষান্ত হইলেন না। পোলাণ্ডের অধিপতি স্যাকসনির অগাষ্টাস পাটকুলকে আশ্রয় দিয়াছিলেন বলিয়া তাহার প্রতি চার্লসের ব্যক্তিগত আক্রোশ ছিল। পোলাণ্ডের সিংহাসন হইতে অগাষ্টাসকে অপসৃত করিয়া তৎস্থলে চার্লসের মনোনীত ষ্টানিস্লাউস-কে উপবিষ্ট করানো তাহার অভিপ্রায় ছিল। পশ্চাদ্ধাবিত অগাষ্টাস স্যাক্সনিতে আশ্রয় গ্রহণ করিলে চার্লস স্যাকসনি আক্রমণ করিলেন। নার্ভায় পরাজিত পিটার ইতিমধ্যে অগাষ্টাসের রক্ষার নিমিত্ত একদল সৈন্য চার্লসের বিরুদ্ধে পোলাণ্ডে প্রেরণ করিলেন এবং পিটারের সৈন্যদল এইবারও চার্লসের হস্তে ফ্রাউসডাটের যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় অগাষ্টাসের আত্মরক্ষার কোন উপায় রহিলনা। চার্লস কর্তৃক আক্রান্ত স্যাকসনি আত্মসমর্পন করিল এবং অগাষ্টাস পোলাণ্ডের সিংহাসন পরিত্যাগ ও তৎস্থলে ষ্টানিস্লাউস-এর নির্ব্বাচন-এর স্বীকৃতিতে চার্লসের সহিত সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হইতে বাধ্য হইলেন। অধিকন্তু অগাষ্টাস সুইডেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার সহিত মিত্রতাবদ্ধ না হইতে স্বীকৃত হইলেন এবং পাটকুলকে চার্লসের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

চার্লসের অপ্রতিহত ক্ষমতা ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে

১৭০৭ খৃষ্টাব্দে চার্লস ক্ষমতার সর্ব্বোচ্চ সীমায় উপনীত হইলেন। পোলাণ্ড ও ডেনমার্ক তাঁহার ক্ষমতা স্বীকার করিয়া সন্ধিসর্ত্তে বাধ্য হইল। রাশিয়া নার্ভা ও ফ্রাউসডাটের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া চার্লসের সঙ্গে আপোষ-মীমাংসায় আসিবার জন্য উদগ্রীব হইল। ইতিমধ্যে স্পেনিস উত্তরাধিকারের যুদ্ধ চলিতেছিল এবং চতুর্দ্দশ লুই চার্লসের সঙ্গে ফ্রাঙ্কো সুইডিস মৈত্রীবন্ধনের জন্য হস্ত প্রসারন করিল। এই মৈত্রীবন্ধনের সম্ভাবনায় চতুর্দ্দশ লুইর বিপক্ষ রাষ্ট্র ইংলণ্ড ও অষ্ট্রিয়ার সম্রাট লিওপোল্ড নিশ্চিত পরাজয়ের আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত হইল। এক কথায়, চার্লসের অত্যাশ্চর্য্য সাফল্য তদানীন্তন ইউরোপের রাষ্ট্রবর্গকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিল।

কিন্তু চার্লস কোনও রাষ্ট্রের সহিত মৈত্রীবন্ধনে সম্মত না হইয়া অবি-মৃষ্যকারিতার পরিচয় দিলেন। অধিকন্তু সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ ব্যতীত রাশিয়ার সহিত কোনও প্রকার আপোষে সম্মত হইতে প্রস্তুত হইলেন না। পিটার সেণ্ট পিটারস্‌বার্গ ব্যতীত বাল্‌টিক উপকূলের সুইডেন অধিকৃত সমস্ত অঞ্চল পরিত্যাগ করিতে চাহিলেন। কিন্তু চার্লসের মনোগত অভিপ্রায় ছিল মস্কো অভিযান করিয়া রাশিয়ার বুকে বসিয়া চূড়ান্ত মীমাংসা করা। ইউক্রেন অঞ্চলের কসাক নেতা মাজেপা চার্লসকে এই অভিযানে উৎসাহিত করিলেন এবং জারের বিপক্ষে মাজেপা সুইডিস বাহিনীকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য প্রদান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। এইরূপে প্রলুব্ধ হইয়া চার্লস রাশিয়া অভ্যন্তরে অভিযান করিতে যাইয়া বিষম ভুল করিয়া বসিলেন। পিটার অনন্যোপায় হইয়া আত্মরক্ষার্থ চার্লসের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধ পরিহার করিয়া অতর্কিত আক্রমণ ও পশ্চাদপসরনের নীতি অবলম্বন করিলেন। রাশিয়ার অভ্যন্তরে অগ্রগতির মুখে সমস্ত যুদ্ধে চার্লস জয়লাভ করিলেও চার্লস সুবিধা করিতে পারিলেননা। পরবর্ত্তী সময়ের

নেপোলিয়নের মত রসদাদির অভাবে চার্লস বিষম অসুবিধার সম্মুখীন হইলেন। অধিকন্তু পিটারের সৈন্যদলের অতর্কিত আক্রমনে চার্লসের সৈন্যদল ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল এবং ক্রমশঃ সৈন্যক্ষয় হইতে লাগিল। ১৭০৮ খৃঃ চার্লস পিটারের সৈন্যদলকে হলোউইজিনের যুদ্ধে (Battle of Holowezyn, 1708) ভীষণভাবে পরাজিত করিলেও চূড়ান্ত সাফল্য তখনও বহুদূরে রহিল। ইতিমধ্যে শীত ও তুষারের প্রকোপে চার্লসের সৈন্যদল ক্রমশঃ ক্ষীনবল হইয়া পড়িল। চার্লস ইত্যবস্থায় উত্তরদিকে অগ্রসর না হইয়া মাজেপার সাহায্য লাভের জন্য দক্ষিণে ইউক্রেনের দিকে চলিলেন। বহুবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ইউক্রেনে উপনীত হইলেও চার্লস কোনও সুবিধা পাইলেন না। কেননা ইতিপূর্ব্বেই পিটারের সৈন্যদল মাজেপার অধিকারভুক্ত সমস্ত অঞ্চল দখল করিয়া সমস্ত খাদ্যশস্য ও বাসগৃহ ধ্বংস করিয়া দিয়া পশ্চাদপসৃত হইয়া গিয়াছিল। পলায়িত মাজেপা মাত্র সামান্য সংখ্যক সৈন্যসহ চার্লসের সঙ্গে যোগ দিতে সক্ষম হইলেন।

চার্লসের রাশিয়া অভিযান অন্যতম রাজনৈতিক ভ্রান্তি

নার্ভার যুদ্ধে পরাজয়ের পর পিটার রাশিয়ার সামরিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন। চার্লস যখন পোলাণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত তখন পিটার এক ফরাসী যন্ত্রবিদের সাহায্যে আধুনিক ধরণের এক উন্নত শ্রেণীর বন্দুক দ্বারা সৈন্যদলকে সজ্জিত করিয়া শক্তিশালী করিয়াছিলেন। চার্লসের এই দুরবস্থার সুযোগে পিটার পুনরায় চার্লসের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় প্রস্তুত হইলেন এবং ১৭০৯ খৃঃ পালটাভার রণক্ষেত্রে চার্লসকে আক্রমন করিলেন। চার্লস আহত থাকায় এই যুদ্ধ স্বয়ং পরিচালনা করিতে পারেন নাই। পিটারের উন্নত আগ্নেয়াস্ত্র তাহার বিজয়লাভে সাহায্য করিল। চার্লসের সৈন্যদল শোচনীয় ভাবে পরাস্ত হইল। পিটার নার্ভার পরাজয়ের

পালটাভার যুদ্ধ ১৭০৯ পিটারের জয়

প্রতিশোধ গ্রহণ করিলেন। চার্লস তুরস্কে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পিটার বাল্টিক অঞ্চলে সুইডেনের স্থলে রাশিয়ার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিলেন।

চার্লস তুরস্কে অবস্থান করিয়া সুলতানকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বে পিটার যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া তুরস্কের নিকট হইতে আজভ অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। চার্লসের প্ররোচনায় সুলতান রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। পিটার যুদ্ধে জয়ের সম্ভাবনা না দেখিয়া সুলতানের সঙ্গে সন্ধি করিলেন। সন্ধির ফলে আজভ তুরস্ককে প্রত্যর্পিত হইল এবং চার্লস যাহাতে নিরাপদে স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারে তাহার প্রতিশ্রুতি প্রদান করিতে হইল।

সুইডেন শত্রুদ্বারা পরিবেষ্টিত

চার্লস স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াও দুর্ভাগ্যের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেননা। তাঁহার অনুপস্থিতির সুযোগে ডেনমার্ক, রাশিয়া ও পোলাণ্ড সুইডেনকে তাহার সাম্রাজ্য হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল। চার্লসের মনোনীত ষ্টানিশ্লাউস্ পোলাণ্ডের সিংহাসন হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল এবং তৎস্থলে অগাষ্টাস পুনরায় উপবিষ্ট হইল। পিটার রিগা অধিকার করিয়া ফিনল্যাণ্ড হইতে সুইডেনকে বিতাড়িত করিল (১৭১৪)। জার্ম্মাণীতে অবস্থিত সুইডেনের অধিকারভুক্ত ব্রিমেন ও ভার্ডেন সুইডেনের অধিকারচ্যুত হইল। অধিকন্তু হেনোভারের নির্ব্বাচক প্রথম জর্জ্জ ইংলণ্ডের নরপতি নির্ব্বাচিত হওয়ার পর হেনোভারও সুইডেনের বিপক্ষদল পুষ্ট করিল। চার্লস চতুর্দ্দিক হইতে শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াও ধৈর্য্যচ্যুত হইলেননা বরঞ্চ সাতবছর যাবৎ একাকী অমিত পরাক্রমে শত্রুদলের চক্রান্ত ব্যর্থ করিয়া সুইডেনকে নিরাপদে রাখিলেন। কিন্তু সুইডেনের আর দীর্ঘকাল একক আত্মরক্ষা করার মত শক্তি অবশিষ্ট ছিলনা। ১৭১৮ খৃঃ নরওয়েতে এক অবরোধ যুদ্ধে চার্লস নিহত হইলে সুইডেন বিপক্ষদলের সহিত সন্ধি

করিতে বাধ্য হইল। নিস্‌টাডের সন্ধি (১৭২১) দ্বারা উত্তরাঞ্চলের ক্ষমতা দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিল। এই সন্ধির ফলে হ্যানোভার ব্রিমেন ও ভার্ডেন প্রাপ্ত হইল, প্রাশিয়াকে সুইডিস-পমারেনিয়া অর্পন করা হইল, ডেনমার্ক চেলেসউইগের অধিকার প্রাপ্ত হইলেন, স্যাকসনির অগাষ্টাস পোল্যাণ্ডের অধিপতি বলিয়া স্বীকৃত হইল, এবং রাশিয়া বাল্টিক উপকূলে ফিনল্যাণ্ড ব্যতীত কেরেলিয়া, ইনগ্রিয়া, এস্থোনিয়া এবং লিভোনিয়া প্রভৃতি সমস্ত সুইডিস অধিকৃত অঞ্চল প্রাপ্ত হইলেন। এই সন্ধির বলে উত্তরাঞ্চলে সুইডেনের একাধিপত্য চিরতরে লুপ্ত হইল এবং রাশিয়া তাহার স্থলাভিষিক্ত হইল। সুইডেন অতঃপর প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্র হইতে তৃতীয় শ্রেণীর রাষ্ট্রে পরিণত হইল।

দ্বাদশ চার্লসের চরিত্র নিরূপণ

দ্বাদশ চার্লস সুইডেনের সিংহাসনে অধিরূঢ় শেষ বিখ্যাত সমরনায়ক নরপতি। তিনি সহজাত সমরপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন এবং ক্ষিপ্রতা ও সৈন্যপরিচালনার কুশলতার বলেই তিনি বিভিন্ন রণাঙ্গনে বিপক্ষকে সহজে পরাভূত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সমূহ বিপদের সম্মুখীন হইয়াও তিনি অদ্ভুত স্থৈর্য্য ও মনোবলের পরিচয় দিতে সক্ষম হইয়াছেন। কিন্তু সেনাপতিরূপে এত গুণের অধিকারী হইয়াও যুদ্ধ বিজয়ের দ্বারা কোন স্থায়ী ফল লাভ করিতে পারেন নাই। তাহার একমাত্র কারণ ছিল—তাহার চরিত্রে রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাব ও অকারণ হঠকারিতার প্রাবল্য। রণাঙ্গনে জয় লাভের পর যে কূটনীতির দ্বারা সেই জয় লাভকে সার্থক ও কার্য্যকরী করিয়া তুলিতে হয় তাহা চার্লসের অভিধানে অলিখিত ছিল। এই ভবিষ্যৎ দৃষ্টির অভাবে চার্লসের সমস্ত যুদ্ধজয় সুইডেনের পক্ষে নিষ্ফল হইয়াছে। নার্ভার যুদ্ধে পিটারকে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করার পর চার্লসের কর্তব্য ছিল বাল্টিক উপ-

কূলের ভূখণ্ডসমূহ সম্বন্ধে কোন স্থায়ী বন্দোবস্ত করা যাহাতে রাশিয়া ভবিষ্যতে কোন অসুবিধার সৃষ্টি না করিতে পারে। এক্ষেত্রে চার্লস রাশিয়াকে সহজে পরাজিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন বলিয়া রাশিয়ার মৌলিক ক্ষমতা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। রাশিয়ার প্রকৃত শক্তিকে উপেক্ষা করিয়া চার্লস পোলাণ্ড অভিযানে অগ্রসর হইলেন এবং দীর্ঘকাল পোলাণ্ডে ব্যাপৃত থাকার সুযোগে পিটার শক্তি সঞ্চয়ের অবকাশ পাইয়া পরিণামে দুর্দ্ধর্ষ হইলেন। পোলাণ্ড সম্বন্ধীয় সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করার পর চার্লস যখন পুনরায় রাশিয়ার সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় অগ্রসর হইলেন তখন যথেষ্ট বিলম্ব হইয়া গিয়াছে, পালটাভার যুদ্ধে পিটারের হস্তে পরাজয়ের দ্বারা চার্লসের অবিমৃষ্যভাব প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইল। চার্লসের দ্বিতীয় ত্রুটি—চতুর্দ্দশ লুইর সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনের সাদর আহ্বান উপেক্ষা করা। ফ্রান্সের সঙ্গে সহযোগিতায় সুইডেন যথেষ্ট শক্তিশালী হইত এবং তদবস্থায় পিটার সুইডেনকে বাল্টিক উপকূল হইতে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হইতেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু চার্লসের ফরাসী বিতৃষ্ণা এই সম্ভাব্য মিলন হইতে দূরে সরাইয়া রাখিল। চার্লসের এই অ-রাজনৈতিক ও ঝুঁকিগ্রাহী পাদক্ষেপের জন্যই সুইডেনের পতন ত্বরান্বিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই।

সুইডেনের পতনের কারণ

রাষ্ট্রশক্তি হিসাবে সুইডেনের পতনের পশ্চাতে সুইডেনের অভিজাত সম্প্রদায়ের স্বার্থপর মনোবৃত্তি বা দ্বাদশ চার্লসের রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা কিয়ৎপরিমানে বিদ্যমান ছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সব কারণ ব্যতীত অন্য আরও মৌলিক ত্রুটি ছিল। প্রথমতঃ, সুইডেনের আধিপত্যের মূলে ছিল সুইডেনের রাজসিংহাসনে সমরনায়ক নরপতিসমূহের অভ্যুদয় এবং

গাষ্টেভাস এডলফাস হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ চার্লস পর্য্যন্ত সুইডেনের কতিপয় নরপতি সুদক্ষ এবং সমরকুশলী সেনাপতি ছিলেন বলিয়া বাহুবলের সাহায্যে সুইডেনে তাহার সাম্রাজ্যের মধ্যে রুশ, ফিন, পোল, জার্ম্মান এবং ডেন প্রভৃতি বিভিন্ন জাতিকে ধরিয়া রাখিতে সমর্থ হইয়া ছিল। সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত এই সমস্ত বিভিন্ন জাতির মধ্যে কোন মূলগত ঐক্য-বন্ধন না থাকায় সাম্রাজ্য শক্তি সংহত হইয়া স্থায়ী রূপ ধারণ করিতে পারে নাই। সংখ্যাল্প ও বিরলবসতি সুইডেনের পক্ষে দীর্ঘকাল শুদ্ধ সমর-শক্তির বলে সাম্রাজ্য বজায় রাখা সম্ভব ছিল না। সুইডেনের সিংহাসনে সেনানায়ক নরপতির অভাব আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যের ভগ্ন অবস্থা আরম্ভ হইল।

(ক) সমর-নায়ক নরপতি হইতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা, ঐক্যসূত্রের অভাব

দ্বিতীয়তঃ, সুইডেনের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সুইডেনকে ঈর্ষ্যান্বিত প্রতিবেশীদের সঙ্গে আত্মরক্ষার্থ ধন ও জনক্ষয়করী যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হইতে হইয়াছে। এই সব যুদ্ধে যেমন তাহার পরিমিত ধনের ও লোকের অপচয় হইয়াছে অপরদিকে যুদ্ধ বিগ্রহে ব্যাপৃত হওয়ার জন্য সুইডেন দেশের সমৃদ্ধি সাধনের অঙ্গ হিসাবে শিল্প-বাণিজ্যে মনোনিবেশ করিতে পারে নাই। এই সমৃদ্ধির অভাব তাহার অধঃপতনকে বহুলাংশে সাহায্য করিয়াছে।

(খ) জন সংখ্যার স্বল্পতা অথচ দীর্ঘবিস্তৃত সাম্রাজ্যের জন্য যুদ্ধে লোকক্ষয়

তৃতীয়তঃ, সুইডেনের সাম্রাজ্যের উল্লেখযোগ্য অংশ বাল্টিক উপকূল অঞ্চলে অবস্থিত ছিল এবং এই সব অঞ্চল রক্ষার জন্য সুদৃঢ় নৌবাহিনীর প্রয়োজন অত্যাবশ্যক ছিল। কিন্তু প্রয়োজনানুরূপ নৌশক্তি সুইডেন কোন দিন সৃষ্টি করিতে পারে নাই বা নৌশক্তিতে কোন পারদর্শিতা প্রদর্শন করে নাই। ফলে প্রাশিয়া এবং রাশিয়ার অভ্যুদয়ে বাল্টিক বা জার্ম্মান উপকূলস্থিত সমুদয় সাম্রাজ্য সুইডেনের হস্তচ্যুত হইয়া গেল।

(গ) নৌ-শক্তির দুর্ব্বলতা ও প্রয়োজনানুরূপ ছিল না।

ষষ্ঠ অধ্যায়

রাশিয়ার ইতিহাস

পিটার দি গ্রেট পর্য্যন্ত

পূর্ব্বকথা

অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইউরোপে অবজ্ঞাত ছিল

ধর্ম্ম বা ভৌগোলিক অবস্থান উভয় দিক দিয়া রাশিয়া ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্র হইতে অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও রাশিয়া ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমাজে দীর্ঘকাল অপাংক্তেয় হইয়াছিল। প্রাচ্য দেশোচিত ধর্ম্মান্ধতা কুসংস্কার, অশিক্ষা, বর্ব্বর আচার অনুষ্ঠান ও স্বৈর শাসনপ্রণালী লইয়া ব্যস্ত থাকায় রাশিয়া কোনদিন পাশ্চাত্য রাষ্ট্রের মর্য্যাদা পায় নাই, বা রাশিয়া ইউরোপীয় কোন সমস্যার বিষয়ীভূত হয় নাই। অকস্মাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর সূচনায় রাশিয়া নানা কারণে ইউরোপীয় রাষ্ট্রনীতির অপরিহার্য্য অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইল।

রুরিক বংশ ও মধ্যযুগে মোঙ্গলদের শাসনাধীন

রুশরা জাতিতে শ্লাভ পোল বা সার্বদের সমগোত্রীয়। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে রুরিক বংশ সমগ্র রাশিয়াকে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করিতে সক্ষম হয় এবং দশম শতাব্দীতে রাশিয়া খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হয়—যদিও রুশরা কনষ্টান্টিনোপলের গ্রীক-চার্চ্চের আনুগত্যাধীন ছিল। এই গ্রীক চার্চ্চ রোমীয় চার্চ্চ হইতে স্বতন্ত্র। মধ্যযুগে রাশিয়া সুদীর্ঘ আড়াই শতাব্দী কাল মোঙ্গলদের দ্বারা বিজিত হইয়া

তাহাদের শাসনাধীনে ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে আইভান দি গ্রেট (১৫৩৩-১৫৮৪) মোঙ্গলের অধীনতা পাশ ছিন্ন করিয়া রাশিয়াকে স্বাধীন করেন এবং তাতারদিগকে পরাস্ত করিয়া কাস্পিয়ান সাগর পর্যান্ত রাশিয়ার সীমা প্রসারিত করেন।

আইভান দি গ্রেট (১৫৩৩-৮৪) ও মোঙ্গল শাসন মুক্তি

ষোড়শ শতাব্দীর সমাপ্তিকালে রুরিক বংশের অবসানে রাশিয়ায় অরাজকতা আরম্ভ হয় এবং এই গোলযোগে রাশিয়ার প্রতিবেশী রাষ্ট্রদ্বয় সুইডেন ও পোলাণ্ড রাশিয়ার অঞ্চলবিশেষ অধিকার করিয়া বসে। পরিশেষে ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে মাইকেল রোমানফ্ রাশিয়ার নরপতি নির্ব্বাচিত হইয়া রোমানফ্ বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। রোমানফ্ বংশের শাসনকালে রাশিয়া সকল দিক দিয়া উন্নত হয় এবং পররাষ্ট্রক্ষেত্রেও সাফল্যলাভ করে। পিটার দি গ্রেটের শাসনকাল রাশিয়ার ইতিহাসে সর্বাঙ্গীন সাফল্যের সূচনা করে এবং রাশিয়া মধ্যযুগ হইতে আধুনিক যুগে উন্নীত হয়। আধুনিক রাষ্ট্র হিসাবে রাশিয়ার অভ্যুদয় নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। পশ্চিম ইউরোপে যেমন হ্যাপস্‌বার্গ প্রাধান্যের স্থলে বুরবোঁ বংশের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় তদ্রূপ বাল্টিক অঞ্চলে পোলাণ্ড বা সুইডেনের ভাসা বংশের স্থলে রোমানফ্ বংশীয়েরা প্রাধান্যে অধিষ্ঠিত হয়। বাল্টিক অঞ্চলে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য রাশিয়াকে দীর্ঘকাল সুইডেন ও পোলাণ্ডের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইয়াছে।

১৬১৩ খৃঃ রুরিক বংশের অবসানে রোমানফ্ বংশ

বাল্টিক অঞ্চলে ভাসা বংশের স্থলে রোমানফ্ বংশের আধিপত্য

নবাভ্যুদিত রাশিয়ার সমুদ্রে নির্গমনের জন্য কোন বরফশূন্য জলপথ না থাকায় রাশিয়াকে মহাসঙ্কটের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। এই নির্গমন পথের জন্য রাশিয়াকে দক্ষিণে অটোম্যান শক্তির সঙ্গে অনবরত

রাশিয়ার প্রধান সমস্যা—জলপথে নির্গমন

প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া উক্ত অঞ্চলে স্ব প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টিত হইতে হয়। অটোম্যান শক্তিকে পরাভূত করিয়া দার্দ্দানেলিস প্রণালী বাহিয়া রাশিয়ার জলপথে নির্গমনের প্রচেষ্টা হইতেই পরবর্ত্তী কালের নিকট-প্রাচ্য সমস্যার (Near Eastern Question) উদ্ভব হইয়াছে। পিটার দি গ্রেট, দ্বিতীয় ক্যাথারিন সকলেই তুরস্কের দুর্ব্বলতার সুযোগে এই পথের উপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করিয়াছেন।

পিটার দি গ্রেটের সিংহাসনারোহণের প্রাক্কালে রাশিয়ায় স্বৈর শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু জারের ক্ষমতা আইনতঃ নিরঙ্কুশ থাকিলেও তাহার শাসন প্রকৃত প্রস্তাবে দুইটা প্রতিষ্ঠানের প্রভাবাধীনে ছিল। প্রথমটী ছিল রাশিয়ার চার্চ্চ এবং তাহার অধিনায়ক পশ্চিম ইউরোপের পোপের সমতুল্য প্যাট্রিয়ার্ক। ধর্ম্মীয় ব্যাপারে এই প্যাট্রিয়ার্কের সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতা থাকার জন্য রাশিয়াতে ইহার প্রভাব অপরিসীম ছিল। দ্বিতীয়টি ষ্ট্রেল্টসী বা জারের দেহরক্ষীর দল। ইহাদের প্রভাব ও ক্ষমতা রোমের প্রিটোরিয়ান রক্ষীদের মতই অপরিসীম ছিল এবং প্রয়োজনে ইহারা যেমন জারের রক্ষার জন্য আত্মোৎসর্গ করিত তেমনি অসুবিধা হইলে ইহারা জারের ক্ষমতা উচ্ছেদ করিতে কুণ্ঠিত হইত না।

পিটার দি গ্রেট, ১৬৮২-১৭২৫

ভ্রাতা আইভানের সহিত যুগ্ম জার হিসাবে পিটার ১৬৮২ খৃঃ রাশিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাহাদের নাবালক অবস্থায় জ্যেষ্ঠা ভগ্নী সোফিয়া তাহাদের অভিভাবকরূপে রাশিয়ার শাসনভার পরিচালনা করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া পিটার ১৬৮৯ খৃঃ ভগ্নীকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া স্বয়ং শাসনভার গ্রহণ করেন।

অনতিকাল পরে পিটার মস্কোতে অবস্থানকারী জার্মাণ ডাচ ইত্যাদি বৈদেশিকদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসার পর ইউরোপীয় অপর অগ্রসর রাষ্ট্রের তুলনায় রাশিয়ার হীনাবস্থা উপলব্ধি করিতে পারিলেন এবং শিক্ষা ও সভ্যতায় রাশিয়াকে পশ্চিম ইউরোপের সভ্যতার সমতুল্য করিয়া রাশিয়ার দুরবস্থার অবসান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। পিটার উপলব্ধি করিলেন, বর্ত্তমানে রাশিয়াকে প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রে পরিণত করিতে হইলে রাশিয়ার পক্ষে প্রয়োজন---প্রথমতঃ রাশিয়ার ইউরোপের উন্নত দেশসমূহের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসা; দ্বিতীয়তঃ দক্ষিণে এবং পশ্চিমে রাশিয়ার সীমা প্রসারিত করিয়া কৃষ্ণসাগরে ও বাল্টিক সাগরে রাশিয়ার আধিপত্য বিস্তার করা; তৃতীয়তঃ প্যাট্রিয়ার্ক ও ষ্ট্রেল্টসির ক্ষমতা খর্ব্ব করিয়া জারের নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

পিটারের লক্ষ্য

ইউরোপের সভ্যতায় রাশিয়াকে দীক্ষিত করার জন্য সচেষ্ট হইয়া পিটার প্রথমে রাশিয়ার সম্ভ্রান্তবংশীয় কয়েকটি যুবককে ইউরোপের বহু রাষ্ট্রে শিক্ষানবীশ রূপে প্রেরণ করিতে চেষ্টা করিলেন। সর্ব্বপ্রথম পিটার স্বয়ং শিক্ষার্থীরূপে দীর্ঘকাল ইংলণ্ড ও হল্যাণ্ডে আত্মপরিচয় গোপন করিয়া অবস্থান করিলেন। এই প্রবাসকালে পিটার বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানলাভ করার জন্য অপরিসীম দৈহিক ক্লেশ স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। জাহাজ নির্ম্মাণ ব্যাপারে তাঁহার আগ্রহ এত বেশী ছিল যে তিনি সাধারণ সূত্রধররূপে ইংলণ্ড ও হল্যাণ্ডের পোত নির্ম্মাণের কারখানায় কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। পশ্চিম ইউরোপের অগ্রগতির প্রতিটি উপকরণের সঙ্গে হাতে কলমে পরিচিত হইবার আগ্রহে তিনি কল-কারখানা, মুদ্রাযন্ত্র, হাঁসপাতাল, মিউজিয়াম ইত্যাদি সমস্ত মহা ঔৎসুক্যের সহিত পরিদর্শন করেন এবং ইহাদের উপযোগিতা ও নির্ম্মাণ কৌশল জ্ঞাত হন। পিটারের ইউরোপ ভ্রমণের ফলে রাশিয়া ইউরোপের সভ্যতার সমস্তরে উন্নীত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইল।

বিদেশ পর্য্যটন

পিটারের আভ্যন্তরীণ নীতি

চার্চ ও রাষ্ট্রের সর্ব্ববিধ ব্যাপারে জারের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা পিটারের আভ্যন্তরীণ নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রথমতঃ ষ্ট্রেল্টসী বা জারের শরীর রক্ষী দলের ক্ষমতা বিনষ্ট করিতে অগ্রসর হইলেন। নামে জারের শরীর রক্ষী হইলেও ষ্ট্রেল্টসীকে অগ্রাহ্য করা জারের পক্ষে অসম্ভব ছিল। পিটারের বিদেশ ভ্রমণের সময়ে ষ্ট্রেল্টসী পিটারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বিদ্রোহের সংবাদ অবগত হইয়া পিটার রাশিয়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং কঠোর হস্তে বিদ্রোহ দমন করিয়া বিদ্রোহীদের প্রতি নিষ্ঠুর শাস্তি বিধান করেন। এই বিদ্রোহের সুযোগে পিটার ষ্ট্রেল্টসীর পরিবর্ত্তে ইউরোপীয় পদ্ধতিতে সামরিক শিক্ষাপ্রাপ্ত একদল সৈন্য নিযুক্ত করেন। এই সৈন্যদল সর্ব্বতোভাবে জারের অধীন হওয়ায় জার ষ্ট্রেল্টসী-র প্রভাবাধীন অবস্থা হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হইলেন।

ষ্ট্রেল্টসী দমন ও তৎস্থলে স্থায়ী সৈন্য নিয়োগ

দ্বিতীয়তঃ জারের ক্ষমতা সর্ব্বাত্মক করার জন্য চার্চের শক্তি হ্রাস করারও প্রয়োজন ছিল। এই উদ্দেশ্যে পিটার ১৭০০ খৃঃ প্যাট্রিয়ার্কের মৃত্যুর পর নূতন প্যাট্রিয়ার্ক নিযুক্ত না করিয়া তৎপরিবর্ত্তে 'পবিত্র সংসদ' (Holy Synod) নামে একটি কমিশনের সৃষ্টি করিলেন এবং এই সংসদের সভাপতি পদে চার্চের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নহেন এমন একজন লোককে স্বয়ং নিযুক্ত করিলেন। এই সংসদের সভ্যবৃন্দ জার কর্ত্তৃক নির্ব্বাচন-সাপেক্ষ হওয়াতে অতঃপর রাশিয়ার চার্চ জারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে আসিল।

প্যাট্রিয়ার্ক পদ বিলুপ্ত, তৎস্থলে পবিত্র-সংসদ

জারের উপর নির্ভরশীল নূতন শ্রেণীর সৃষ্টি

তৃতীয়তঃ পিটার পুরাতন অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রভাব প্রতিপত্তি বিলুপ্ত করার জন্য জন্ম-কৌলিন্যের পরিবর্তে সরকারী কর্ম্মের উপর নির্ভরশীল এক নূতন অভিজাত শ্রেণীর প্রবর্ত্তন করিলেন। ইহার ফলে রাশিয়ার পুরাতন ভূম্যধিকারী সম্প্রদায়ের আধিপত্য হ্রাস প্রাপ্ত হইল এবং অতঃপর জারের দরবারে প্রতিপত্তি লাভের জন্য তাহাদিগকে সরকারী কর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইল। পিটার উত্তরাধিকারের নূতন আইন প্রবর্ত্তন করিলেন যাহার ফলে ভূম্যধিকারীর পক্ষে মূল জমিদারীর ভাগ-বাটোয়ারা নিষিদ্ধ হইল এবং পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ পুত্র অখণ্ডিত জমিদারীর উত্তরাধিকারী হইবেন বলিয়া স্থিরীকৃত হইল।

চতুর্থতঃ পিটার রাশিয়ার অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্কার প্রবর্ত্তনে মনোনিবেশ করিলেন। এই সমস্ত সংস্কার কার্য্যে তাহার বিদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা যথেষ্ট সাহায্য করিল। তিনি রাশিয়ায় ইউরোপের পশ্চিম অঞ্চলের পোষাক পরিচ্ছদ, আচার ব্যবহার এমন কি পাশ্চিম ইউরোপের ক্ষৌর কার্য্য পর্য্যন্ত রাশিয়ায় প্রবর্ত্তন করিলেন। পিটার দাড়ি রাখার বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করিলেন। তিনি শ্মশ্রুধারীর উপর কর বসাইলেন, ও স্ত্রীলোকের অবরোধ প্রথা তুলিয়া দিলেন। তাঁহার এই সকল সংস্কার প্রবর্ত্তনের ফলে দেশময় বিরোধী আন্দোলনের সৃষ্টি হইল। এই বিরোধী আন্দোলনের পক্ষপাতী ছিল বলিয়া পিটার তাহার ভগ্নী সোফিয়াকে সন্ন্যাসিনী করিয়া মঠে প্রেরণ করিলেন, স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিলেন এবং জ্যেষ্ঠ পুত্র আলেক্সিসকে রাজদ্রোহী বলিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। তাহার ইচ্ছার বিপক্ষাচরণ করিয়া ভগ্নী, স্ত্রী, এমন কি পুত্রও নিষ্কৃতি লাভ করিল না। সকলের প্রতি তিনি নির্ম্মম দণ্ড বিধান করিলেন। এই দিক দিয়া তাহার আচরণ সত্যই বর্ব্বরোচিত ছিল।

অর্থনৈতিক দিক দিয়া যাহাতে রাশিয়ার উন্নতি হয় তজ্জন্য তিনি পাশ্চাত্য দেশীয় আধুনিক নানাবিধ পদ্ধতি রাশিয়ায় প্রবর্তন করিলেন এবং কৃষিপ্রধান রাশিয়াকে শিল্পে উন্নত করিবার চেষ্টা করিলেন। রাশিয়ায় বহু কল কারখানা নির্মিত হইতে লাগিল, বহু রাজপথ নির্মিত হইল, জলপ্রণালী খনিত হইল এবং খনিজ দ্রব্যের আবিষ্কারের জন্য সরকারী প্রচেষ্টা চলিতে লাগিল।

এতদ্ব্যতীত রাশিয়ার স্বাস্থ্যবিধির উন্নতির জন্য ১৭০৬ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ায় প্রথম হাসপাতাল নির্মিত হইল এবং চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় খোলা হইল। মস্কোতে প্রতি দশটি গৃহের জন্য একজন করিয়া স্যানিটারী ইনস্পেক্টর নিযুক্ত হইল। শিক্ষার প্রসারের জন্যও পিটার যত্নবান হইলেন। বহু সাধারণ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল এবং রাশিয়ার পুরাতন অক্ষরের সংস্কার সাধন করিয়া রাশিয়ার ভাষাকে লেখনোপযোগী করিয়া তুলিলেন। তাঁহারই আগ্রহে রাশিয়ার প্রাচীন পুস্তক সমূহের অনুবাদ হইল এবং তাঁহার রাজত্বকাল পর্যন্ত রাশিয়ার ইতিহাস রচিত হইল। বিজ্ঞান ও অঙ্কশাস্ত্র শিক্ষার জন্য যাহাতে লোকের আগ্রহ হয় তজ্জন্য তিনি নানাভাবে সহযোগী হইলেন এবং সেণ্ট পিটার্সবার্গে এই উদ্দেশ্যে বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠা করিলেন। রাশিয়াকে পাশ্চাত্য দেশের সহিত সমতালে চালাইবার জন্য পিটার ঘোষণা করিলেন যে অতঃপর রাশিয়ার নববর্ষ ১লা সেপ্টেম্বরের পরিবর্তে ১লা জানুয়ারী হইতে গণিত হইবে।

পিটার রাশিয়ার শাসনবিধিতেও যথেষ্ট পরিবর্তন আনয়ন করিলেন। রাশিয়ার প্রাচীন পরিষদ 'ডুমা' প্রকারান্তরে তুলিয়া দেওয়া হইল, তৎস্থলে তিনি Administrative Senate নামে এক উচ্চতর শাসন পরিষদের সৃষ্টি করিলেন। এই পরামর্শ পরিষদের সভ্যবৃন্দ পিটার কর্তৃক মনোনীত হইত এবং এই পরিষদ কার্য্যাবলীর জন্য জারের নিকট দায়ী রহিল। পিটারের

অনুপস্থিতিতে এই পরিষদ শাসনকার্য্য পরিচালনা করিবেন তাহা স্থিরীকৃত হইল। পাশ্চাত্য দেশের মন্ত্রিসভার অনুকরণে তিনি নয়জন উচ্চ কর্ম্মচারীর পদও সৃষ্টি করিলেন। প্রাচীন ভাবধারার সহিত অচ্ছেদ্যভাবে সংশ্লিষ্ট বলিয়া তিনি মস্কো হইতে রাজধানী নবনির্মিত সেন্ট পিটার্সবার্গ সহরে স্থানান্তরিত করিলেন। নেভা নদীর তীরে নির্মিত এই নব রাজধানী হইতে বাল্টিক সাগর মারফৎ ইউরোপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের যথেষ্ট সুবিধা হইল। এক কথায়, রাশিয়া যাহাতে শিক্ষাদীক্ষা আচার ব্যবহার, শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি দিক দিয়া ইউরোপীয় সভ্যতাকে গ্রহণ করিতে পারে তজ্জন্য কোন ব্যবস্থাই তিনি বাকি রাখিলেন না। পিটারের সর্ব্বাঙ্গীন সংস্কার প্রচেষ্টার ফলে রাশিয়ায় আধুনিক যুগের সূত্রপাত হইল।

পিটারের পররাষ্ট্র নীতি

পিটারের পররাষ্ট্র নীতির মূল সূত্র ছিল রাশিয়ার জন্য সমুদ্র পথে নির্গমনের পথ অনুসন্ধান করা। চতুর্দ্দিকে স্থলবেষ্টিত হওয়ার জন্য রাশিয়ার পক্ষে জলপথে যাতায়াত করিবার কোন সুযোগ ছিল না। পশ্চিমে বাল্টিক অঞ্চল সুইডেনের অধিকারে থাকায় রাশিয়ার নির্গমন পথ পশ্চিম দিক দিয়া অবরুদ্ধ ছিল এবং দক্ষিণে কৃষ্ণসাগর তুরস্কের আয়ত্তে থাকায় সেই দিক দিয়াও রাশিয়ার বহির্গত হওয়ার কোন উপায় ছিলনা। অথচ রাশিয়াকে বাণিজ্য-প্রধান বা নৌশক্তিসম্পন্ন রাষ্ট্রে পরিণত করিতে হইলে রাশিয়ার পক্ষে এই অবরোধ হইতে মুক্তির পথ আবিষ্কার করা অত্যাবশ্যক। পিটার রাশিয়ার এই দুরবস্থার প্রতিকারের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই রাশিয়ার পররাষ্ট্র নীতি পরিচালনা করিয়াছিলেন। রাশিয়াকে জলপথে বহির্গত হইতে হইলে সুইডেন বা তুরস্ককে পরাজিত করিতে হইবে। সুতরাং পিটারকে তাহার রাজত্বের সুদীর্ঘকাল এই দুই প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। এক কথায়,

পিটারের পর রাষ্ট্র নীতিকে 'উষ্ণ-জল নীতি' বলা যাইতে পারে। উষ্ণজলের অর্থ হইতেছে বরফ-মুক্ত কোন বন্দর রাশিয়ার অধিকারভুক্ত করা।

পিটার প্রথমে তুরস্কের হস্ত হইতে বলপূর্ব্বক কৃষ্ণসাগরের উপকূলে অবস্থিত আজভ অধিকার করিলেন। কিন্তু দার্দ্দানেলিশ প্রণালী তুরস্কের আয়ত্তে থাকায় আজভ অধিকার করিয়াও রাশিয়া ভূমধ্যসাগরে প্রবেশ করিবার সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইল। সুতরাং পিটার বাল্টিক অঞ্চলের দিকে কিছু সুবিধা পাইবার জন্য আগ্রহশীল হইলেন। কিন্তু ইউরোপের উত্তরাঞ্চলে সুইডেনের মত প্রথম শ্রেণীর শক্তিশালী রাষ্ট্রের আধিপত্য ছিল এবং সুইডেনকে সহজে পরাস্ত করার মত ক্ষমতা পিটারের ছিল না। ইতিমধ্যে ১৬৯৭ খৃঃ সুইডেনের সিংহাসনে পঞ্চাদশবর্ষীয় দ্বাদশ চার্লস আরোহণ করেন। এই নাবালক রাজাকে সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখিয়া পিটার আশান্বিত হন এবং ডেনমার্ক ও পোলাণ্ডের সঙ্গে যোগ দিয়া সুইডেনের কবল হইতে স্ব স্ব রাষ্ট্রের অপহৃত অঞ্চল পুনরুদ্ধার করিবার উদ্যোগ করেন। সুইডেনের বিরুদ্ধে এই রাষ্ট্রজোট সৃষ্টি করার উদ্যোগী ছিল পাটকুল নামীয় একজন স্বদেশপ্রেমিক লিভোনিয়ান যুবক।

দ্বিতীয় চার্লসের সহিত পিটারের যুদ্ধ

দ্বাদশ চার্লস বয়সে নাবালক হইলেও অত্যাশ্চর্য্য সমর প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি এই ত্রিশক্তির রাষ্ট্রজোটের সংবাদে একটুও ভীত না হইয়া অমিত সাহসের সহিত প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হইলেন। চার্লস প্রথমে ডেনমার্ককে পরাস্ত করিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য করিলেন। অতঃপর তিনি বিদ্যুৎগতিতে পিটারকে আক্রমণ করিলেন। চার্লসের সৈন্য তুলনায় সংখ্যাল্প হইলেও পিটার তাঁহার সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না এবং নার্ভার রণক্ষেত্রে (১৭০০ খৃঃ) চার্লসের নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইলেন।

নার্ভার যুদ্ধে পিটারের পরাজয় (১৭০০)

বাল্টিক অঞ্চলে আধিপত্য লাভের আশা পিটার আপাততঃ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। †

অতঃপর চার্লস পোলাণ্ডের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। প্রথমে তিনি পোলাণ্ডের রাজা অগাষ্টাসকে পরাজিত করিয়া তাহাকে সিংহাসন পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিলেন। পোলাণ্ডের সিংহাসনে চার্লসের মনোনীত এক ব্যক্তি উপবিষ্ট হইল। চার্লস সর্ব্বত্র বিজয়লাভ করিয়া ইউরোপকে চমকিত করিলেন এবং সকল রাষ্ট্রের সপ্রশংস দৃষ্টি আকৃষ্ট করিলেন। ফরাসীরাজ চতুর্দ্দশ লুই পর্য্যন্ত স্পেনের উত্তরাধিকারের যুদ্ধে চার্লসের মিত্রতা কামনা করিয়া আমন্ত্রণ করিলেন। কিন্তু বিজয়োন্মত্ত চার্লস উহা প্রত্যাখ্যান করিয়া স্বেচ্ছানির্দ্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইলেন।

নার্ভার যুদ্ধে পরাস্ত হওয়ার পর পিটার সুইডেনের সঙ্গে চূড়ান্তভাবে যুদ্ধের জন্য সমর প্রস্তুতির দিকে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। চার্লস যখন পোলাণ্ডের ব্যাপারে ব্যস্ত ছিলেন সেই অবসরে পিটার রাশিয়ার সৈন্যবাহিনীকে নূতন করিয়া সংগঠিত করিলেন এবং আধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত করিয়া শক্তিশালী করিয়া লইলেন। অধিকন্তু তিনি চার্লসের বিপক্ষে অগাষ্টাসকে সাহায্য করিলেন এবং এক সুযোগে বাল্টিক উপকূলে সুইডেন অধিকৃত প্রদেশ সমূহের অর্দ্ধাংশ পুনরাধিকার করিলেন। চার্লস পোলাণ্ডের সর্ব্ববিধ ব্যবস্থা করার পর পিটারের এই ঔদ্ধত্যের সমুচিত শিক্ষা দিবার জন্য স্থির করিলেন। চার্লস বিপুল সৈন্যবাহিনী সহ মস্কো অভিযান করিলেন এবং এই অভিযান তাহার সর্ব্বনাশের কারণ হইল। পিটার চার্লসের সহিত কোন প্রত্যক্ষ সংগ্রাম না করিয়া খণ্ড যুদ্ধের দ্বারা চার্লসকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন এবং এই অভিযানের পথে চার্লস যাহাতে বিশেষ অসুবিধাগ্রস্ত হয় তজ্জন্য সর্ব্বত্র 'পোড়ামাটি' নীতি অনুসরণ করিয়া কৌশলের সহিত পশ্চাদগমন করিতে

চার্লসের মস্কো অভিযান

† (বিস্তৃত বিবরণ "সুইডেনের ইতিহাসে" দ্রষ্টব্য)

লাগিলেন। ফলে অভিযানের পথে খাদ্যরসদাদির অভাবে চার্লসের সৈন্যদল ক্রমশঃ হীনবল ও সংখ্যায় হ্রাস হইয়া পড়িল। পরিশেষে ১৭০৯ খৃঃ পালটাভার রণক্ষেত্রে চার্লসের সৈন্যদলের সঙ্গে পিটারের সৈন্যবাহিনীর শক্তি পরীক্ষা হইল।

পালটাভার যুদ্ধে পিটারের জয়লাভ

পরিশ্রান্ত ও ক্ষীণবল চার্লস পরাজিত হইয়া তুরস্কে পলায়ন করিলেন এবং সুলতানের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পিটারের কামনা পূর্ণ হইল—বাল্টিক অঞ্চলের সুইডেনাধিকৃত স্থান সমূহ রাশিয়ার অধিকারে আসিল। ইউরোপের উত্তরাঞ্চলের আধিপত্য সুইডেনের হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া রাশিয়ার হস্তে আসিল।

চার্লস তুরস্ক হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া নষ্ট স্থানসমূহ পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পিটারকে পরাস্ত করিতে পারিলেন না। ১৭১৮ খৃঃ নরওয়ের বিরুদ্ধে এক দুর্গ অবরোধ করিতে যাইয়া চার্লস সম্মুখযুদ্ধে পতিত হন। ১৭২১ খৃঃ নিসটাডের সন্ধিতে উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধ স্থায়ীভাবে পরিসমাপ্ত হয়।

নিসটাড-এর সন্ধি

এই সন্ধির ফলে রাশিয়া বাল্টিক উপকূলস্থিত ফিনল্যাণ্ড ব্যতীত ক্যারেলিয়া, ইনগ্রিয়া, এস্থোনিয়া এবং লিভোনিয়া প্রভৃতি সমগ্র প্রদেশ প্রাপ্ত হইল। পিটারের পররাষ্ট্রনীতি সফল হইল। রাশিয়া সুদীর্ঘ অবরোধ হইতে মুক্তি পাইল।

পিটারের চরিত্র

পিটারের চরিত্রে স্ববিরোধীগুণের সমাবেশ ছিল। একদিকে যেমন তিনি অশিক্ষিত বর্বরের মত ক্রোধান্ধ ও নির্মম ছিলেন এবং প্রতিপক্ষকে অমানুষিক নিষ্ঠুরতার সঙ্গে উচ্ছেদ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না, অপরপক্ষে প্রাচীনপন্থী ও কুসংস্কারপূর্ণ পরিবেশে জন্মগ্রহণ

'প্রতিভাশালী বর্বর' ও চরিত্রের স্ববিরোধিতা

করিয়া আধুনিক সভ্যতার সকল উপকরণকে স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই এবং সু-পরামর্শদাতা সুহৃদবর্গের প্রতি তিনি আদর্শ ব্যবহার করিতেন। তিনি যাহা দেশের পক্ষে কল্যাণকর বলিয়া বিবেচনা করিতেন তাহা প্রবর্ত্তন করিতে কোন প্রতিবন্ধকতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাহার মতের পরিপন্থী হওয়াতে তিনি স্ত্রী, ভগ্নীকে পর্য্যন্ত ক্ষমা করেন নাই, জ্যেষ্ঠ পুত্রকে এই অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। কথিত আছে, স্বীয় পুত্রের প্রতি দণ্ডাদেশ স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন। হিংস্র বর্ব্বরতার সঙ্গে আধুনিকতার এই সমাবেশ ইতিহাসে অপূর্ব্ব। এই জন্য তাহাকে 'প্রতিভা-শালী বর্ব্বর' (Barbarian of Genius) বলা হইয়া থাকে। তাহার চরিত্রের অন্যতম গুণ ছিল বর্ব্বরসুলভ অকপটতা ও দ্বৈধীভাবের অভাব এবং লক্ষ্যকে কার্য্যে পরিণত করার জন্য অদম্য কর্ম্মশক্তি ও একনিষ্ঠতা। কঠোর শাসনের দ্বারা তিনি রাশিয়াকে স্বীয় মতানুবর্ত্তি করিয়াছেন সত্য, কিন্তু সেই আচরণের পশ্চাতে কোন স্বার্থ বুদ্ধি ছিল না। পালটাভার রণক্ষেত্রে রাশিয়ার সৈন্যগণকে এই বলিয়া উৎসাহিত করিয়াছিলেন যে সৈন্যদল তাহাদের মাতৃভূমির জন্যই যুদ্ধ করিতেছে—জারের জন্য নহে। রাশিয়ার শাসন ব্যবস্থাতেও তিনি যে পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছিলেন তাহাও তাহার প্রতিভার অন্যতম পরিচয়। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করার মধ্যেও পিটারের নব ভাবগ্রাহী মস্তিষ্কের পরিচয় পাওয়া যায়।

সদগুণের অভাব ছিল না—চরিত্রে সরলতা ও অকপটতা

পিটারের কৃতিত্ব নিরূপণ

পিটার সদাশয় স্বৈরাচারী নরপতিদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি

ছিলেন। তাঁহাকে আধুনিক রাশিয়ার জনক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

(১) শ্রেষ্ঠ সদাশয় স্বৈরাচারীদের অন্যতম

লেখাপড়া তিনি অতি সামান্যই জানিতেন এবং চরিত্র সংযম তাহার মোটেই ছিল না। তথাপি তিনি রাশিয়ার উন্নতির জন্য যাহা অপরিহার্য্য তাহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন এবং সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর শাসন কালের মধ্যে আভ্যন্তরীণ সংস্কার ও কুশলী পর-রাষ্ট্র নীতি পরিচালনা দ্বারা রাশিয়াকে আধুনিক যুগে উন্নীত করিয়া যান। পিটারের সিংহাসনা রোহণের প্রাক্কালে রাশিয়ার ঘরে এবং বাহিরে অব্যবস্থা ও বিপদের অন্ত ছিল না। আভ্যন্তরীণ বিবাদের ফলে রাষ্ট্র শাসনে কোন শৃঙ্খলা

(২) রাশিয়াকে পশ্চিম-পন্থী করা

ছিল না এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণের জন্য রাশিয়াকে সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকিতে হইত। ইউরোপের রাষ্ট্র ক্ষেত্রে রাশিয়ার পরিচয় অন্ত্যজের মতই ছিল এবং কোনরূপ স্বীকৃতি ছিল না। ১৭২৫ খৃঃ পিটারের মৃত্যুর সময়ে রাশিয়া ইউরোপের অন্যতম প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্ররূপে পরিগণিত হইল। স্বদেশে রাষ্ট্র বিরোধী সকল শক্তি নিঃশেষিত, সৈন্য বাহিনী সুগঠিত, রাজকোষ পরিপূর্ণ এবং শাসন ব্যবস্থা সুনিয়ন্ত্রিত, বিদেশে বাল্টিক উপকূল রাশিয়ার অধিকারে আসায় উত্তর ইউরোপে রাশিয়াকে অগ্রাহ্য করিবার কোন উপায় রহিল না, অধিকন্তু বাল্টিকের দ্বার উন্মুক্ত হওয়ায় পশ্চিমী সভ্যতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগের সুযোগ পাইয়া রাশিয়া ইউরোপের রাষ্ট্র সমাজে সমপাংক্তেয় হইল। স্বেচ্ছাচারিতা তাহার শাসনের অঙ্গ ছিল, কিন্তু চতুর্দ্দশ লুইর মত ক্ষমতাপ্রিয় হইয়া তিনি স্বেচ্ছাচার শাসনের প্রবর্ত্তন করেন নাই। তিনি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, অর্দ্ধ-সভ্য রাশিয়ার জনমতকে পশ্চিমপন্থী না করিতে পারিলে রাশিয়ার উন্নতি অসম্ভব এবং এই পশ্চিমী করণ সেই অবস্থায়

রাজ শক্তির অবাধ প্রয়োগ ব্যতীত কার্য্যকরী করা যাইবে না। প্রাচীন কুসংস্কারাপন্ন জাতির মানসিক পরিবর্ত্তনের জন্যই তিনি রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা স্বীয় হস্তে কেন্দ্রীভূত করিয়াছিলেন এবং স্বেচ্ছাচারী রাজশক্তি দ্বারাই তিনি রাশিয়ার পুরাতন প্রথার উচ্ছেদ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। পিটারের কৃতিত্ব সম্বন্ধে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে পিটার অনুসৃত সমস্ত নীতি পরবর্ত্তী সময়ের দীর্ঘকাল রাশিয়ার অগ্রগতিকে সাহায্য করিয়াছে।

(১) পরবর্ত্তী যুগের রাশিয়ার ইতিহাসে কোন অবনতি দেখা যায় নাই

পিটারের পরবর্ত্তী সত্তর বৎসর কাল রাশিয়া নারী দ্বারা শাসিত হইয়াছে। কিন্তু পিটার শাসনসম্পর্ককে এমন সবল ও দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছিলেন যে নারী শাসনেও কোন বিশৃঙ্খলা দেখা যায় নাই, বরঞ্চ ক্যাথারিণ দ্বিতীয় ক্যাথারিণের শাসন সময়ে রাশিয়া অধিকতর ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছে। ইহা বলিলে অসঙ্গত হইবে না যে "পিটার দি গ্রেটের সাম্রাজ্যই নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যকে বিনাশ করিয়াছে"। ("It was the empire of Peter the Great that destroyed the empire of Napoleon."— Acton.)

উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধের ফলাফল

নিস্টাডের সন্ধি ইউরোপের উত্তরাঞ্চলে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিল। এই সন্ধির ফলে বাল্টিক সাগরের আধিপত্য সুইডেনের হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া পড়িল এবং সেই স্থান রাশিয়া ও প্রাশিয়া অধিকার করিল।

(১) সুইডেনের ক্ষমতা লুপ্ত

সুইডিস্ সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে উত্তরাঞ্চলের শক্তি সমতা রক্ষিত হইল। সুইডিস্ শক্তির অনুপস্থিতিতে প্রাশিয়া প্রসারিত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইল এবং অনতিবিলম্বে প্রসারণ নীতির দ্বারা প্রাশিয়া জার্ম্মাণীতে

অষ্ট্রীয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইল। পক্ষান্তরে রাশিয়াও বাল্টিক অঞ্চলে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর কৃষ্ণ সাগর অঞ্চল দিয়া নির্গমন পথের দিকে দৃষ্টিপাত করিল এবং তুরস্ককে পরাভূত করিয়া কৃষ্ণ সাগরে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিল। কৃষ্ণ সাগর দিয়া ভূমধ্য-সাগরে রাশিয়ার বহির্গত হইবার প্রচেষ্টা হইতেই পরবর্ত্তী যুগের অন্যতম সমস্যা নিকট-প্রাচ্য নীতির উদ্ভব হইল। ক্রম প্রসরমাণ প্রাশিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে অবস্থিত হীনবল পোলাণ্ড সমূহ বিনাশের সম্মুখীন হইল। নিস্টাডের সন্ধির ফলেই প্রাশিয়া ও রাশিয়া বাল্টিক অঞ্চলে অবাধ সঞ্চরণের সুযোগ প্রাপ্ত হইল এবং এই উভয় রাষ্ট্রের অনুসৃত নীতির ফলেই ইউরোপে নব নব সমস্যার উদ্ভব হইল। এই দিক দিয়া নিস্টাডের সন্ধিকে পূর্ব্বতন যুগ সমাপ্তির পরিচায়ক ও আগামী যুগের উদ্বোধক বলা যাইতে পারে।

বিশিষ্ট শক্তিরূপে রাশিয়া ও প্রাশিয়ার উদ্ভব

দ্বিতীয় ভাগ

(১৭১৫-১৭৮৯)

সঙ্কলন

পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে ইউরোপের মুখ্য ঘটনা ছিল পশ্চিম ইউরোপের হ্যাপ্‌স বার্গ-বুরবোঁ দ্বন্দ্ব ও উত্তর-পূর্ব্ব ইউরোপে ভাসা বংশের পারস্পরিক বিরোধ। সপ্তদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের প্রচেষ্টা ছিল মূলতঃ হ্যাপ্‌সবার্গ বংশের শাখাদ্বয় অষ্ট্রীয়া ও স্পেনকে পরাভূত করিয়া পশ্চিম ইউরোপে ফ্রান্সের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা। আর ভাসা বংশীয় সুইডেনের আকাঙ্ক্ষা ছিল উক্ত বংশের অন্যতম প্রতিনিধি পোলাণ্ড ও অন্যান্য বাল্টিক অঞ্চলের রাষ্ট্র সমূহকে পরাভূত করিয়া সুইডেনের আধিপত্য উত্তর-পূর্ব্ব ইউরোপে প্রতিষ্ঠা করা। ওয়েষ্টফেলিয়া ও পিরানিজের সন্ধি দ্বারা ফ্রান্সের মনোবাসনা পূর্ণ হইয়াছিল— ফ্রান্স ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দের পর পশ্চিম ইউরোপে প্রাধান্য লাভ করিল। অলিভিয়ার সন্ধিতে সুইডেনের উচ্চাশা ফলবতী হইল। অতঃপর ইউরোপের প্রচেষ্টা হইল নবাভ্যুদিত রাষ্ট্রদ্বয় ফ্রান্স ও সুইডেনের সাম্রাজ্যলোভী ক্ষমতাকে সংযত রাখিয়া ইউরোপের শক্তি সমতা রক্ষা করা। ১৬৪৮ হইতে ১৭২১ খৃঃ পর্য্যন্ত ফ্রান্স ও সুইডেন ক্ষমতার সর্ব্বোচ্চ সীমায় প্রতিষ্ঠিত ছিল।

১৭১৫ খৃঃ ইউরোপের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য সময়ের পরিচায়ক। এই সময়ে ক্রমপ্রসরমাণ উপরোক্ত ফ্রান্স ও সুইডেনের শক্তিকে নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে সংযত রাখিয়া ইউরোপের শক্তি-সামঞ্জস্য রাখার বন্দোবস্ত হইল। ইউট্রেক্টের সন্ধির ফলে প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীব্যাপী ফ্রান্সের পররাজ্যলোভী

উচ্চাশা প্রতিহত হইয়া গেল এবং ১৭১৫ খৃঃ চতুর্দশ লুইর মৃত্যুর পর ফ্রান্স তাহার পূর্ব মর্য্যাদা রক্ষা করিতে অক্ষম হইল। অতঃপর ফ্রান্সের প্রধান করণীয় হইল নবোদ্ভাদিত প্রতিবেশী সামরিক রাষ্ট্র প্রাশিয়া ও জার্মাণীর ব্যাপারে নিজেকে ব্যস্ত রাখা। হ্যাপস্‌বার্গ বৈরিতার যুগ সমাপ্ত হইয়া ফ্রান্সের জীবনে হোহেনজোলার্ণ বংশের প্রাধান্য সংযত রাখার সমস্যা প্রধান হইল। কিছু সময়ের জন্য ইউরোপের রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে ফ্রান্সের পূর্ব গৌরব ক্ষুণ্ণ হইয়া রহিল—ফ্রান্স ইউরোপের অপ্রধান রাষ্ট্রে পর্য্যবসিত হইল।

ইউরোপের উত্তর পূর্বাঞ্চলেও রাষ্ট্র শক্তির ভারকেন্দ্র পরিবর্ত্তিত হইল। অলিভিয়ার সন্ধিতে সুইডেন যে আধিপত্য লাভ করিয়াছিল এবং সুইডেনের সামরিক নরপতিদের প্রচেষ্টার ফলে পরবর্ত্তীকালে সুইডেন যে ক্ষমতা বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিল তাহা নিস্টাডের সন্ধিতে (অবশ্য ১৭১৫ খৃঃ নহে—কিছুকাল পরে ১৭২১ খৃঃ এ) ক্ষুণ্ণ হইল, অতঃপর সুইডেনের পক্ষে শুধু আত্মরক্ষার সমস্যাই প্রবল হইয়া রহিল। সামরিক শক্তিরূপে তাহার প্রতিপত্তি অতীতের কাহিনীতে পর্য্যবসিত হইয়া রহিল। উদীয়মান রাষ্ট্র রাশিয়া বাল্টিক অঞ্চলে সুইডেনের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির উত্তরাধিকারী হইল। সুতরাং ১৭১৫ খৃ. পর ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্কাল পর্য্যন্ত ইউরোপের ইতিহাস মুখ্যতঃ নবোদ্ভাদিত রাষ্ট্রদ্বয় রাশিয়া ও প্রাশিয়ার প্রতিবেশী রাষ্ট্রের অঙ্গচ্ছেদ দ্বারা স্ব স্ব রাষ্ট্রের ক্রম বিস্তৃতির কাহিনী। প্রাশিয়া অষ্ট্রিয়ার নিকট হইতে সাইলেসিয়া ও পোলাণ্ড ব্যবচ্ছেদের অংশ গ্রহণ করিয়া বিস্তৃততর হইল। রাশিয়া পোলাণ্ডের অংশে বিশেষ আত্মসাৎ ব্যতীত তুরস্ক সাম্রাজ্যের উপর লুব্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল এবং রাশিয়ার এই লোলুপ দৃষ্টির ফলে 'প্রাচ্য সমস্যা' জন্ম পরিগ্রহ করিল। প্রাশিয়া ও রাশিয়ার অভ্যুত্থানের সমান্তরালে ইংরেজ ও ফরাসীর উপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্রভাবে চলিয়াছে। এই প্রতিযোগিতায় ইংলণ্ডের নিকট ফ্রান্সের নতি স্বীকার করিতে হইল।

প্রথম অধ্যায়

প্রাসিয়ার ইতিহাস

জার্মানীর উত্তরে অবস্থিত ক্ষুদ্র 'মার্ক' বা নির্ব্বাচন কেন্দ্র' ব্রাণ্ডেনবার্গকে কেন্দ্র করিয়া প্রাশিয়ার উদ্ভব হইয়াছে। ১৪১৫ খৃঃ জার্মাণ সম্রাট সিগিসমাণ্ড হোহেনজোলার্ণ বংশীয় জনৈক ফ্রেডারিকের হস্তে ইহা অর্পণ করেন এবং ব্রাণ্ডেনবার্গকে অন্যতম সম্রাটের নির্বাচন কেন্দ্রের মর্য্যাদা দেন। প্রাশিয়ার ডাচি বা জমিদারী বাল্টিক সাগরের পূর্ব্ব উপকূলে অবস্থিত ছিল এবং পোলাণ্ড এই জমিদারীর মালিক ছিল। মধ্যযুগে টিউটনিক নাইট'গণের অধিকারে প্রাশিয়া বহু দিন থাকে এবং লুথারের সময়ে ইহা প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মাবলম্বী হয়। অতঃপর 'টিউটনিক নাইট' শ্রেণীর তদানীন্তন গ্র্যাণ্ড মাষ্টার হোহেনজোলার্ণ বংশীয় এলবার্ট প্রাশিয়ার ডিউক আখ্যা প্রাপ্ত হয় এবং বংশানুক্রমে হোহেনজোলার্ণ বংশীয়রা প্রাশিয়ায় শাসন করিতে থাকে।

কালক্রমে এলবার্টের বংশ লুপ্ত হইলে প্রাশিয়ার ডাচি হোহেনজোলার্ণ বংশীয় ব্রাণ্ডেনবার্গের অধিপতির হস্তে আসে—সুতরাং ব্রাণ্ডেনবার্গ—প্রাশিয়া এক শাসনে শাসিত হইতে থাকে। এই উভয় রাষ্ট্র যুক্ত শাসিত হইলেও অসুবিধা যথেষ্ট ছিল কেননা এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে পোলাণ্ডের শাসনাধীন অঞ্চল ছিল। অধিকন্তু সামন্ত প্রথানুযায়ী পোলাণ্ড প্রাশিয়ার ভূম্যধিকারী ছিল। এই সব কারণে দীর্ঘকাল প্রাশিয়া ইউরোপের রাষ্ট্র ক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শণ করিতে পারে নাই।

ফ্রেডারিক উইলিয়ম দি গ্রেট ইলেক্টর, ১৬৪০-’৮৮

ত্রিংশ বর্ষ যুদ্ধের পরিসমাপ্তির প্রাক্কালে ফ্রেডারিক উইলিয়ম দি গ্রেট ইলেক্টর প্রাশিয়া ও ব্রাণ্ডেনবার্গ এই উভয় রাষ্ট্র-খণ্ডের অধিপতি হন এবং প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীকাল রাজত্ব করিয়া বুদ্ধি ও কূটনীতির দ্বারা প্রাশিয়ার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সূচনা করিয়া যান।

পররাষ্ট্রনীতি:— ফ্রেডারিক ত্রিংশবর্ষ যুদ্ধে যোগদান করিয়া অশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন এবং পুরস্কার স্বরূপ ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধিতে বহু ভূখণ্ড প্রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন। ব্রাণ্ডেনবার্গের সঙ্গে ম্যাগডেবার্গ যুক্ত হয়, অধিকন্তু পূর্ব পমারেনিয়া প্রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ফলে প্রাশিয়া বাল্টিক সাগরে যাতায়াতের সুযোগ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এই সব অঞ্চল প্রাপ্তি সত্ত্বেও প্রাশিয়ার মৌলিক অসুবিধা দূর হইল না। ফ্রেডারিকের পররাষ্ট্র নীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল দুইটি। প্রথমতঃ পূর্ব প্রাশিয়াকে পোলাণ্ডের সার্বভৌম অধিকার হইতে মুক্ত করিতে হইবে এবং তৎসঙ্গে পোলাণ্ড রাষ্ট্রভুক্ত পশ্চিম প্রাশিয়াকে পোলাণ্ডের অধীনতা পাশ হইতে মুক্ত করিয়া ব্রাণ্ডেনবার্গের সঙ্গে যুক্ত করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধিতে প্রাশিয়া মাত্র পমারেনিয়ার পূর্ব অর্দ্ধাংশ প্রাপ্ত হইয়াছে পশ্চিম-অর্দ্ধাংশ তখনও সুইডেনের অধিকারে ছিল। সুইডেনের হস্ত হইতে এই পশ্চিম পমারেনিয়া ব্রাণ্ডেনবার্গের অন্তর্ভুক্তি করা অত্যাবশ্যক। পশ্চিম প্রাশিয়াকে পোলাণ্ডের হস্ত হইতে এবং পশ্চিম পমারেনিয়াকে সুইডেনের অধিকার হইতে মুক্ত করিয়া ব্রাণ্ডেনবার্গ প্রাশিয়ার অন্তর্ভুক্তি করিলে ইহা একটি অন্যনিরপেক্ষ একটানা বাল্টিক উপকূলস্থিত রাষ্ট্রে পরিণত হইতে পারে। এই দুইটি উদ্দেশ্যকে কার্য্যে পরিণত করার জন্য পোলাণ্ড ও সুইডেনের সঙ্গে যুদ্ধ করার প্রয়োজন ইহা ফ্রেডারিক উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন এবং সুইডেন ও পোলাণ্ডের পারস্পরিক বিরোধে

সুযোগ মত কখনও পোলাণ্ডের সঙ্গে এবং কখনও সুইডেনের সঙ্গে যুক্ত হইয়া প্রাশিয়ার সুবিধা করিয়া লইয়াছিলেন। ফ্রেডারিক অবশ্য উপরোক্ত দুইটি উদ্দেশ্যকে কার্যে পরিণত করিয়া যাইতে পারেন নাই। কিন্তু ১৬৫৫ খৃঃ-র সুইডেনের সঙ্গে পোলাণ্ডের যুদ্ধের সুযোগে তিনি পূর্ব প্রাশিয়াকে পোলাণ্ডের সার্বভৌম অধিকার পরিত্যাগ করার মর্মে স্বীকৃতি পোলাণ্ডের নিকট হইতে আদায় করেন। ১৬৬০ খৃঃ-র অলিভিয়ার সন্ধিতে ফ্রেডারিকের এই কৃতিত্ব স্বীকৃত হয়।

ফ্রেডারিক চতুর্দশ লুই ও সুইডেনের বিপক্ষে ডাচদিগকে সাহায্য প্রদান করিয়া হল্যাণ্ডকে রক্ষা করেন। সুইডেন ব্রাণ্ডেনবার্গ আক্রমণ করিলে ফ্রেডারিক ১৬৭৫ খৃঃ সুইডেনকে চূড়ান্তভাবে পরাস্ত করেন এবং পমারেনিয়া হইতে সুইডেনকে বিতাড়িত করেন। এই সব যুদ্ধ জয়ের ফলে প্রাশিয়ার সামরিক খ্যাতি বিস্তৃত হয়। কিন্তু নিমিউজেনের সন্ধিতে পমারেনিয়া প্রাশিয়ার হস্তে অর্পিত হইল না।

ফ্রেডারিকের আভ্যন্তরীণ নীতিঃ—ফ্রেডারিক তাঁহার রাজত্বভুক্ত সমস্ত পরস্পর বিচ্ছিন্ন অঞ্চল সমূহে একজাতীয় শাসনবিধি ও সামরিক ব্যবস্থার বন্দোবস্ত করিয়া এক সংহতিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করার বন্দোবস্ত করেন। ব্রাণ্ডেনবার্গ, প্রাশিয়া ও ক্লীভস্ একই শাসনের অন্তর্ভুক্ত হয় ও ইহাদের উপর কেন্দ্রীয় শক্তির সর্ববিধ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ফ্রেডারিক সমস্ত প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা বিলুপ্ত করিয়া সর্বোচ্চ ক্ষমতা নিজের হস্তে সন্নিবিষ্ট করেন। রাষ্ট্রের সামরিক শক্তিকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করিতেও তিনি বিশেষ যত্নবান হন।

আভ্যন্তরীণ সম্পদ বৃদ্ধির জন্যও তাঁহার উদ্যমের অভাব ছিল না। ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার জন্য তিনি বহু খাল খনন করেন এবং রক্ষণ শুল্কের প্রবর্তন করেন। ফ্রান্স কর্তৃক নির্যাতিত বহু হিউগিনোটকে তিনি তাঁহার

রাজ্যে আশ্রয় প্রদান করেন এবং এই হিউগিনোটদের প্রচেষ্টার ফলেই বার্লিন সহর শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠে।

ফ্রেডারিকের কৃতিত্ব—ফ্রেডারিককে প্রাশিয়ার ভবিষ্যৎ শ্রেষ্ঠত্বের প্রকৃত সংস্থাপয়িতা বলা যাইতে পারে। বহুমুখী সমস্যার সম্মুখীন হইয়াও তিনি তাহার সীমাবদ্ধ পরিসরের মধ্যে প্রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ যে সকল উন্নতি বিধান করিয়াছেন ও পর রাষ্ট্র ক্ষেত্রে প্রাশিয়ার যে মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছেন তাহা তাহার অসামান্য কৃতিত্বেরই পরিচায়ক। বহু দূরে অবস্থিত ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন অঞ্চল সমূহের মধ্যে শাসন ও সামরিক ঐক্য আনয়ন করিয়া তিনিই সর্ব্ব প্রথম প্রাশিয়াকে ইউরোপের অন্যতম শক্তিশালী রাষ্ট্রের মর্য্যাদায় স্থাপিত করেন। এই হিসাবে তাহার কৃতিত্ব অসামান্য।

প্রথম ফ্রেডারিক, ১৬৮৮–১৭১৩

গ্রেট ইলেক্টরের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র ফ্রেডারিক পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। তাহার রাজত্বকালের প্রধান উল্লেখযোগ্য ঘটনা 'ব্রাণ্ডেনবার্গের ইলেক্টর' এই নামের সঙ্গে 'প্রাশিয়ার রাজা' উপাধি প্রাপ্তি। অবশ্য উপাধি বিহীন থাকিলেও ব্রাণ্ডেনবার্গ প্রাশিয়ার অধিপতির রাজকীয় মর্য্যাদা তদানীন্তন বহু ইউরোপীয় 'রাজা' অপেক্ষা কম ছিল না। তথাপি প্রথম ফ্রেডারিক সম্রাটের নিকট হইতে 'রাজা' উপাধি গ্রহণ করিবার জন্য আবেদন জানাইলেন। এই উপাধি প্রাপ্তির বহুবিধ অসুবিধা ছিল। কেননা, ক্যাথলিক সম্রাটের পক্ষে একজন প্রটেষ্টাণ্টকে রাজার মর্য্যাদা প্রদান করা সাধারণতঃ অপ্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু আসন্ন স্পেনের উত্তরাধিকারের যুদ্ধে সম্রাটের পক্ষে ফ্রেডারিকের সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। সুতরাং তিনি সাহায্য-প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে ফ্রেডারিককে 'ব্রাণ্ডেনবার্গের ইলেক্টর' উপাধির সঙ্গে 'প্রাশিয়ার রাজা' (King in Prussia) উপাধি যুক্ত করিবার অনুমতি দিলেন।

এই উপাধি প্রাপ্তি জার্মানী তথা ইউরোপের ইতিহাসে অতীব তাৎপর্য্যপূর্ণ। অতঃপর প্রাশিয়ার হোহেনজোলার্ন বংশ রাজকীয় মর্য্যাদাযুক্ত হইয়া প্রাচীন রাজবংশ হ্যাপসবার্গের সঙ্গে জার্মাণ রাষ্ট্রে আধিপত্য করিতে আরম্ভ করিলেন।

প্রথম ফ্রেডারিক উইলিয়ম, ১৭১৩-১৭৪০

প্রথম ফ্রেডারিক উইলিয়মের রাজত্ব বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। তাঁহার রাজত্বের বিশেষত্ব ছিল কি উপায়ে প্রাশিয়াকে ইউরোপের অন্যতম প্রথম শ্রেণীর সামরিক রাষ্ট্রে পরিণত করা যায় তাহার উদ্ভাবন ও তাহা কার্য্যে পরিণত করা। জাতিকে সামরিক শিক্ষায় দীক্ষিত করার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হইয়াছিল তাহা তিনি শাসনকার্য্য ও অন্যান্য বিভাগের সঙ্কোচ সাধন করিয়া সংগ্রহ করেন এবং প্রাশিয়ার সুগঠিত ও শক্তিশালী সৈন্যবাহিনীর জন্য ব্যয় করেন। বহু আয়াস ও অর্থব্যয়ে তিনি দীর্ঘাকৃতি লোক সংগ্রহ করিয়া সৈন্যদল গঠন করেন। এই সৈন্যদলে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের দীর্ঘাকৃতি লোক ছিল এবং এই সব দীর্ঘকায় 'পট্সডামের দানব' (Potsdam Giants) বলিয়া অভিহিত হইত।

চারিত্রিক নিষ্ঠুরতা ও নির্ম্মমতা থাকা সত্ত্বেও শাসক হিসাবে ফ্রেডারিক কৃতী ছিলেন। কূটনৈতিক বুদ্ধিবৃত্তির অভাব থাকায় তিনি পররাষ্ট্রনীতিতে কোন উল্লেখযোগ্য পারদর্শিতা প্রদর্শন করেন নাই। তিনি মাত্র একটি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া জয়লাভ করিয়াছিলেন। পালটাভার যুদ্ধে সুইডেনের রাজা দ্বাদশ চার্লস পিটারের নিকট পরাস্ত হওয়ার পর তিনি সুইডেন আক্রমণ করেন এবং সুইডেনের নিকট হইতে বাল্টিকের বন্দর স্টেটিন (Stettin) কাড়িয়া লন। মৃত্যু সময়ে তিনি তাঁহার উত্তরাধিকারী ফ্রেডারিক দি গ্রেটের জন্য রাখিয়া যান এক সুগঠিত ও সংহত রাষ্ট্র এবং তৎসহ

সুশিক্ষা প্রাপ্ত আশী হাজার সৈন্যদ্বারা গঠিত এক শক্তিশালী বাহিনী। কার্লাইলের ভাষায় "তিনি ছিলেন প্রাশিয়ান জাতির প্রথম ড্রিল মাষ্টার"।

ফ্রেডারিক দি গ্রেট, ১৭৪০-১৭৮৬

প্রথম ফ্রেডারিক উইলিয়মের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র দ্বিতীয় ফ্রেডারিক, যিনি ইতিহাসে ফ্রেডারিক দি গ্রেট নামে পরিচিত, প্রাশিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার ছয়চল্লিশ বৎসর রাজত্বকাল নানা কারণে ইউরোপের ইতিহাসে এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য অধ্যায়।

ফ্রেডারিকের পিতার ইচ্ছা ছিল তাহার পুত্র তাহার মত রণশাস্ত্রে এবং সামরিক শিক্ষায় আগ্রহান্বিত হয়। কিন্তু বাল্যকাল হইতে ফ্রেডারিকের প্রবণতা শিল্পকলা ও সাহিত্যের দিকে অধিক থাকায় পিতার কঠোর নির্য্যাতন ও সতর্ক প্রহরার অধীনে তাহাকে কাটাইতে হয়। ফ্রেডারিকের আচরণ পিতার ইচ্ছার বিপরীত হওয়ার ফলে পিতা পুত্রের উপর এমন রুষ্ট হইয়াছিলেন যে অবাধ্য পুত্রকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার কল্পনা পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত ফ্রেডারিককে পিতৃ-অনুজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া পিতার নির্দ্দেশে প্রাশিয়ার বিভিন্ন সামরিক ও অ-সামরিক শাসন-কার্য্যে শিক্ষানবিশী করিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে হয়। এই দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা ফ্রেডারিকের ভবিষ্যৎ জীবনে বিশেষ কার্য্যকরী হইয়াছিল। এই কঠোর অগ্নি-পরীক্ষার ফলে তাহার চরিত্রে যেমন স্থৈর্য্য ও সংযমের সমাবেশ হইয়াছিল তদ্রূপ কূটনীতি ও রণচতুরতায় তিনি বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং তিনি যে দুইটি যুদ্ধে—অষ্ট্রীয়ার উত্তরাধিকারের যুদ্ধ ও সপ্তবর্ষ যুদ্ধ—জয়লাভ করিয়া প্রাশিয়াকে প্রথম শ্রেণীর সামরিক রাষ্ট্রের মর্য্যাদায় উন্নীত করেন তাহা এই অভিজ্ঞতার ফলেই সম্ভবপর হইয়াছিল। ফ্রেডারিকের সিংহাসনারোহণ দুইটি কারণে

উল্লেখযোগ্য। তাহার সুদীর্ঘ শাসন সময়ে প্রাশিয়া সর্ব্বপ্রকারে আধুনিক রাষ্ট্রে উন্নীত হয়। ইতিপূর্ব্বে জার্ম্মাণীতে অষ্ট্রীয়ার প্রাধান্য অবিসংবাদিত ছিল। কিন্তু ফ্রেডারিকের চেষ্টার ফলে প্রাশিয়া জার্ম্মাণীর নায়কত্ব হইতে অষ্ট্রীয়াকে চ্যুত করিয়া স্বয়ং তৎস্থলে অধিষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন রণাঙ্গনে সামরিক সাফল্য প্রদর্শন করিয়া প্রাশিয়া ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠস্থানীয় রাষ্ট্রের মর্য্যাদা প্রাপ্ত হয়।

অষ্ট্রীয়ার উত্তরাধিকারের যুদ্ধ ও ফ্রেডারিক দি গ্রেট, ১৭৪০-'৪৮

অনতিবিলম্বে প্রাশিয়ার সামরিক খ্যাতি পরীক্ষার সুযোগ উপস্থিত হইল। ১৭৪০ খৃঃ অষ্ট্রীয়ার সম্রাট ষষ্ঠ চার্লস মেরিয়া থেরেসা নামে একমাত্র কন্যা রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। অষ্ট্রীয়ার নিয়মানুসারে কন্যা পিতৃরাষ্ট্রের উত্তরাধিকারিণী হয় না বলিয়া চার্লস মৃত্যুর পূর্ব্বে মেরিয়া থেরেসা যাহাতে অখণ্ড অষ্ট্রীয়া সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারিণী হইতে পারে তাহার এক বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া গেলেন। এই ব্যবস্থা 'প্রাগমেটিক স্যাংসান' নামে প্রসিদ্ধ এবং এই ব্যবস্থানুযায়ী কন্যাই অষ্ট্রীয়ার ভবিষ্যৎ অধিপতি হইতে পারিবে বলিয়া ঘোষিত হয়। চার্লস মৃত্যুর পূর্ব্বে ইউরোপের বিশিষ্ট রাষ্ট্রের নিকট হইতে 'প্রাগমেটিক স্যাংসান' মানিয়া লইবার জন্য স্বীকৃতি আদায় করিয়া লন। চার্লসের মৃত্যুর পর মেরিয়া থেরেসা উপরোক্ত 'স্যাংসান' অনুযায়ী বিভিন্ন অধীন অঞ্চল সহ অষ্ট্রীয়ার অধিপতি হইবার জন্য উদ্যোগ করিলেন এবং তাহার স্বামী লোরেনের ফ্রান্সিসের জন্য সম্রাট্‌পদ দাবী করিলেন। মেরিয়া রাজত্ব না পাইলে, রাজত্বে যাহাদের অধিকার বর্ত্তিবে তাহারা কিন্তু চার্লসের মৃত্যুর

অষ্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার সমস্যা

মৃত্যুর পূর্ব্বে অষ্ট্রিয়ার সম্রাট কর্তৃক কন্যার উত্তরাধিকারের জন্য প্রতিশ্রুতি আদায়

পর স্যাংসান মানিতে প্রস্তুত না হইয়া মেরিয়া থেরেসা ও তাহার স্বামীর দাবীর বিরোধিতা করিলেন।

ফ্রেডারিক নানা অজুহাতে অষ্ট্রীয়ার রাজকন্যা মেরিয়ার দাবী অস্বীকার করেন।

ফ্রেডারিক অষ্ট্রীয়ার এই দুরবস্থার সময়ে প্রাশিয়ার রাজ্যবৃদ্ধি করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন। তাহার পিতা উপরোক্ত 'প্রাগমেটীক স্যাংসানের' অন্যতম সমর্থক ছিলেন। কিন্তু ফ্রেডারিক সুযোগ বুঝিয়া স্যাংসানের বিরুদ্ধে এই আপত্তি উপস্থিত করিলেন যে তাহার পিতা জুলিক ও বার্গ নামক দুইটা অঞ্চল প্রাপ্তির বিনিময়ে সম্রাটের প্রাগমেটিক স্যাংসানে সম্মতি দিয়াছিলেন। কিন্তু সম্রাট উক্ত অঞ্চলদ্বয় প্রাশিয়ার হস্তে সমর্পণ না করায় প্রাশিয়ার সম্মতি স্বতঃসিদ্ধভাবে বাতিল হইয়া গিয়াছে। এবং ফ্রেডারিক উপরোক্ত স্যাংসান মানিতে বাধ্য নহেন। অতঃপর ফ্রেডারিক এক বাজে অজুহাতে সাইলেশিয়ার উপর প্রাশিয়ার দাবী ঘোষণা করিয়া বিনা যুদ্ধ ঘোষণায় অতর্কিতে অষ্ট্রীয়া আক্রমণ করেন এবং ১৭৪১ খৃঃ মলউইটজ এর যুদ্ধে অষ্ট্রীয়াকে পরাস্ত করেন। ফ্রেডারিকের বিজয়লাভে

বিভিন্ন রাষ্ট্র কর্তৃক অষ্ট্রীয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা

উৎসাহিত হইয়া একে একে স্পেন, ব্যাভেরিয়া, স্যাভয় এবং স্যাকসনি অষ্ট্রীয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের উপর দাবী ঘোষণা করিয়া অষ্ট্রীয়ার বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন। ফ্রান্সও উদাসীন না থাকিয়া সম্রাটপদের জন্য ব্যাভেরিয়ার 'নির্ব্বাচক'কে সমর্থন দ্বারা মেরিয়া থেরেসার বিরুদ্ধে তৎপর হইল। চতুর্দ্দিকের আক্রমণের ফলে অষ্ট্রীয়া সমূলে বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইল। ফ্রেডারিক আক্রমণকারীদের সঙ্গে যোগদান না করিয়া সাইলেশিয়া প্রাপ্তির বিনিময়ে যুদ্ধ হইতে বিরত হইবেন বলিয়া মেরিয়া থেরেসার নিকট প্রস্তাব করিলেন। মেরিয়া থেরেসা উক্ত প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলে ফ্রেডারিক অষ্ট্রীয়ার বিপক্ষদলে যোগদান করিলেন।

চতুর্দ্দিকে আক্রান্ত হইয়াও মেরিয়া থেরেসা নতি স্বীকার করিলেন না। রাজভক্ত হাঙ্গারিয়ানদের সাহায্যে মেরিয়া থেরেসা বিপক্ষ রাষ্ট্রজোটের আক্রমণ প্রতিহত করিতে সক্ষম হইলেন। শত্রুপক্ষ বোহেমিয়া হইতে বিতাড়িত হইল এবং ব্যাভেরিয়া অষ্ট্রীয়া কর্তৃক অধিকৃত হইল। ইতিমধ্যে ফ্রেডারিক অষ্ট্রীয়াকে Czaslau র যুদ্ধে ভীষণভাবে পরাজিত করায় মেরিয়া থেরেসা আত্মরক্ষার জন্য সাইলেসিয়া প্রাশিয়াকে সমর্পণের জন্য প্রস্তুত হইলেন। অষ্ট্রীয়ার বিরুদ্ধে নিরপেক্ষতার বিনিময়ে ফ্রেডারিক সম্পূর্ণ সাইলেসিয়া প্রাপ্ত হইলেন (ব্রেসলো-র সন্ধি)। প্রথম সাইলেসিয়ার যুদ্ধ এইভাবে সমাপ্ত হইল।

ফ্রেডারিকের জয়লাভ

শান্তির বিনিময়ে মারিয়া থেরেসা কর্তৃক সন্ধি পত্র

দ্বিতীয় সাইলেসিয়ার যুদ্ধ

ব্রেসলো র সন্ধির পর মেরিয়া থেরেসার অনুকূলে যুদ্ধের গতি পরিবর্ত্তিত হইল। ইংলণ্ড দ্বিতীয় জর্জের মাতৃভূমি হ্যানোভার জার্ম্মানীতে ফ্রান্সের সম্ভাব্য প্রতিপত্তি নষ্ট করার জন্য মেরিয়া থেরেসার পক্ষে যোগদান করিয়াছিল। অধিকন্তু হল্যাণ্ড অষ্ট্রীয়ার সাম্রাজ্যভুক্ত নেদারল্যাণ্ডের প্রতি ফ্রান্সের লুব্ধ দৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া স্বীয় নিরাপত্তা রক্ষার জন্য ফ্রান্সের বিপক্ষে অষ্ট্রীয়ার পক্ষে যোগদান করিল। ইংরাজ সৈন্য ফ্রান্সকে ডেটিঞ্জেনের রণক্ষেত্রে পরাজিত করিল। সম্রাটপদে নির্ব্বাচিত ব্যাভেরিয়ার চার্লস মৃত্যুমুখে পতিত হইলে ব্যাভেরিয়া অষ্ট্রীয়ার সঙ্গে সন্ধি করিল। রাশিয়ার সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথ ও স্যাক্সনি অচিরে অষ্ট্রীয়ার মিত্রপক্ষভুক্ত হইল। অষ্ট্রীয়ার এবম্বিধ অনুকূল অবস্থা লক্ষ্য করিয়া হস্তগত সাইলেশিয়া হস্তচ্যুত হওয়ার আশঙ্কায় ফ্রেডারিক নিরপেক্ষতার সর্ত্ত অগ্রাহ্য করিয়া অষ্ট্রীয়ার বিপক্ষে রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন। ফ্রেডারিকের সামরিক শক্তির সম্মুখে অষ্ট্রীয়া

অষ্ট্রিয়ার অনুকূল অবস্থা ও ফ্রেডারিকের আশঙ্কা

কোনমতেই অবস্থান করিতে পারিল না। কয়েকটি পরাজয়ের পর মেরিয়া থেরেসা ফ্রেডারিকের সঙ্গে সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। ড্রেসডেনের সন্ধিতে অষ্ট্রীয়া সাইলেসিয়ায় প্রাশিয়ার পূর্ণ অধিকার স্বীকার করিল। বিনিময়ে ফ্রেডারিক মেরিয়া থেরেসার স্বামী ফ্রান্সিসকে সম্রাট বলিয়া মানিয়া লইলেন। **দ্বিতীয় সাইলেশিয়ার যুদ্ধ** এইরূপে পরিসমাপ্ত হইল।

দ্বিতীয় সাইলেসিয়ার যুদ্ধ

ইউরোপের এই দ্বন্দ্বের তরঙ্গ আমেরিকা ও ভারতবর্ষে পর্যন্ত গড়াইয়াছিল এবং তথায় এই যুদ্ধ কেবল উপনিবেশাধিকার লইয়া ইংরাজ ও ফরাসীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ভারতবর্ষে ইংরাজ-ফরাসী দ্বন্দ্বে ইংরাজঅধিকৃত মান্দ্রাজ ফরাসীসৈন্যের দখলে আসে এবং আমেরিকায় ফ্রান্সকে ইংরাজের নিকট লুইসবার্গ হারাইতে হয়। পরিশেষে রণক্লান্ত উভয়পক্ষ আয়লা স্যাপেলের সন্ধিদ্বারা (১৭৪৮ খৃঃ) যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়। এই সন্ধির ফলে মেরিয়া থেরেসা অষ্ট্রীয়ার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী এবং তাঁহার স্বামী লোরেনের ফ্রান্সিস সম্রাট বলিয়া স্বীকৃত হন। সাইলেসিয়ার উপর প্রাশিয়ার অধিকার স্বীকৃতি প্রাপ্ত হয় এবং সার্ডিনিয়াকে স্যাভয়, নিস ও লম্বার্ডির অংশবিশেষের উপর অধিকার প্রদত্ত হয়। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স পরস্পরের নিকট হইতে যে সকল স্থান জয় করিয়াছিল তাহা প্রত্যর্পণ করে। সন্ধি সত্ত সম্বন্ধে কার্লাইলের উক্তি প্রণিধানযোগ্য—ফ্রেডারিককে সাইলেসিয়া প্রদত্ত হইল, অবশিষ্টের অবস্থা পূর্ববৎ (To Frederick Silesia ; as to the rest, wholly as they were.)।

আইলা স্যাপেলের সন্ধির ফলাফল

(ক) এই সন্ধির ফলে প্রাশিয়ার রাজ্যসীমা অনেকটা বর্দ্ধিত হইল এবং প্রাশিয়া অতঃপর ইউরোপের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় রাষ্ট্রমধ্যে পরিগণিত

হইল। অধিকন্তু জার্ম্মাণীতে প্রাশিয়া অষ্ট্রীয়ার ক্ষমতার প্রবল প্রতিপক্ষ হইয়া দাঁড়াইল।

(খ) ইটালীস্থ লম্বার্ডির অংশবিশেষ সার্ডিনিয়ার অধিকারভুক্ত হওয়ার ফলে ভবিষ্যতে এক ইটালীয় রাজবংশ গঠিত হইবার সূচনা হইল।

(গ) এই সন্ধিতে ইউরোপের পূর্ব্বতন শতাব্দীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিপত্তিশালী রাষ্ট্র ফ্রান্সের প্রতিপত্তি ও মর্য্যাদা নিম্নতম মানে নামিয়া আসিল। ইউট্রেক্টের সন্ধিতে ক্রমবর্দ্ধমান ফ্রান্সের ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করার প্রচেষ্টা হইয়াছিল। অষ্ট্রীয়ার উত্তরাধিকারের যুদ্ধে ফ্রান্স অষ্ট্রীয় সাম্রাজ্যের সংহতি শক্তি নষ্ট করিয়া তাহার পূর্ব্বগৌরব পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে রাইন ও নেদারল্যাণ্ড হইতে তাহাকে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল। উপনিবেশের ক্ষেত্রেও ফ্রান্স প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইংলণ্ডের নিকট পরাজয়ের গ্লানি স্বীকার করিল। অধিকন্তু হ্যানোভার বংশের স্থলে ষ্টুয়ার্ট বংশকে ইংলণ্ডের সিংহাসনে বসাইবার দুরাশাও তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হইল। মোট কথা, এই সন্ধির ফলে ফ্রান্সকে সর্ব্বাধিক হতমান হইতে হইল।

আই-লা-স্যাপেলের সন্ধির সমালোচনা

এই সন্ধির ফলে ইউরোপের বিচার্য্য সমস্যা সমূহের কোনটারও সমাধান হয় নাই। ফলে এই সন্ধি সাময়িক যুদ্ধবিরতিতে পর্য্যবসিত হইল এবং বিচার্য্য বিষয় সমূহের মীমাংসার জন্য পরবর্ত্তী এক যুদ্ধের অপেক্ষা করিতে হইল। (১) অষ্ট্রীয়ার উত্তরাধিকারের যুদ্ধে ফ্রান্স ইংলণ্ডের উপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক প্রতিপত্তিকে চ্যালেঞ্জ করে এবং আংশিক কৃতকার্য্যও হয়, কিন্তু কোন স্থায়ী মীমাংসা হয় নাই। (২) প্রাশিয়া ও অষ্ট্রীয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্থায়ী সমাধানের ইঙ্গিতও ইহাতে নাই। অষ্ট্রীয়া সাইলেসিয়া পুনরুদ্ধারের জন্য কামনা পোষণ করিল; পক্ষান্তরে সাইলেসিয়া হস্তচ্যুত হইবার আশঙ্কা

প্রাশিয়ার মন হইতে বিদূরিত হইল না। প্রাশিয়ার মনে সাইলেসিয়া চিরতরে স্বরাষ্ট্রভুক্ত করিবার ইচ্ছা, আর মধ্য ইউরোপে প্রাশিয়ার একটা প্রতিপত্তি বৃদ্ধির প্রতি ফ্রান্সও উদাসীন থাকিতে চাহে না। কেননা, প্রাশিয়ার উন্নতির অর্থই মধ্য ইউরোপে ফ্রান্সের ক্ষমতা প্রাশিয়ার হস্তে সমর্পণ করা। প্রাশিয়াও ফ্রান্সের এই বৈরী মনোভাব লক্ষ্য করিয়াছিল, কিন্তু শুদ্ধ স্বার্থের খাতিরে অষ্ট্রীয়ার উত্তরাধিকারের যুদ্ধে ফ্রান্সের মিত্রতা গ্রহণ করিয়াছিল। ফ্রান্সের সঙ্গে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা একেবারেও স্থগিত রাখিতে চাহেন নাই— তিনিও চাহিতেছিলেন এই ব্যাপারের একটা শেষ নিষ্পত্তি হউক। কাজেই আই লা স্যাপেলের সন্ধি সম্বন্ধে এই উক্তি প্রণিধানযোগ্য—"Never perhaps did any war after so many great events and so large a loss of blood and treasure, end in replacing the nations engaged in it so nearly in the same situation as they held at first." (Hassal)

কূটনৈতিক বিপ্লব ও সপ্তবর্ষ যুদ্ধের সূচনা

আই লা স্যাপেলের সন্ধি বিজিত বিজয়ী উভয় পক্ষই নিরাশার সঙ্গে গ্রহণ করিয়াছিল। ইহাতে উপস্থিত তিনটি প্রতিদ্বন্দ্বিতার— (১) অষ্ট্রীয়া ও প্রাশিয়ার মধ্যে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, (২) প্রাশিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে সামরিক দ্বন্দ্ব ও (৩) ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে বাণিজ্য উপনিবেশিক দ্বন্দ্বের কোনটার শেষ নিষ্পত্তি হয় নাই। অধিকন্তু তদানীন্তন যে ইংলণ্ড অষ্ট্রীয়া বা ফ্রান্স প্রাশিয়ার মৈত্রীবন্ধন ছিল তাহার কোন পরিবর্তন না হইলে উপরোক্ত দ্বন্দ্ব সমূহের স্থায়ী সমাধান হওয়া অসম্ভব ছিল। মেরিয়া থেরেসার মন্ত্রী কৌনিট্জ (Kaunitz) উদ্যোগী হইয়া পুরাতন রাষ্ট্রজোট পরিত্যাগ করিয়া সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে নূতন দল বাঁধার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ফলে ইউরোপের রাষ্ট্রনীতিতে যে পরিবর্তন আসিল তাহা কূটনৈতিক বিপ্লব রূপে অভিহিত। এই বিপ্লবের স্বাভাবিক পরিণতি হইল সপ্তবর্ষ যুদ্ধ।

কূটনৈতিক বিপ্লব, ১৭৪৮-'৫৬

Diplomatic Revolution, 1748-1756

অষ্ট্রিয়ার উত্তরাধিকারের যুদ্ধ পরিসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে জোট বাঁধার এক পরিবর্তন আসিল, ইহা ইতিহাসে কূটনৈতিক বিপ্লব নামে পরিচিত। এই কূটনৈতিক বিপ্লবের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন অষ্ট্রিয়ার মন্ত্রী কৌনিট্‌জ (Kaunitz)। অষ্ট্রিয়ার উত্তরাধিকারের যুদ্ধে দুই প্রতিপক্ষদলের মধ্যে একদল ছিল অষ্ট্রিয়া ও ইংলণ্ড, অপর পক্ষে ছিল ফ্রান্স ও প্রাশিয়া। কিন্তু এই বিপ্লবের ফলে অষ্ট্রিয়া ও ফ্রান্স দীর্ঘস্থায়ী পারস্পরিক বৈরিতা বিসর্জন দিয়া দীর্ঘকালের জন্য মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হইল। অষ্ট্রিয়া তাহার অতীত পক্ষের মিত্র ইংলণ্ডের মৈত্রীবন্ধন ছিন্ন করিলে অনন্যোপায় ইংলণ্ড প্রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপন করিল। এইরূপ নূতন করিয়া দল বাঁধার ফলে ইউরোপের শক্তিসমতা এক পরিবর্তিত অবস্থার সৃষ্টি করিল।

অষ্ট্রিয়া নানা কারণে ফ্রান্সের সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ হইল।

নিম্নোক্ত কারণে অষ্ট্রিয়া ইংলণ্ডের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া ফ্রান্সের পক্ষপুটে আশ্রয় গ্রহণ করিল। মেরিয়া থেরেসা ইংলণ্ডের পরামর্শেই সাইলেসিয়ার বিনিময়ে ফ্রেডারিকের নিকট হইতে শান্তি ক্রয় করিয়াছেন। অথচ মেরিয়া থেরেসার পক্ষে সাইলেসিয়া পুনরুদ্ধার করা অত্যাবশ্যক। ইত্যবস্থায় প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে সাইলেসিয়া পুনরুদ্ধারের সম্ভাব্য যুদ্ধে ইংলণ্ডের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধন নিষ্ফল। পরন্তু ফ্রান্সের মত শক্তিশালী রাষ্ট্রের সহযোগিতা লাভ করিতে পারিলে অষ্ট্রিয়ার পক্ষে প্রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ সুবিধাজনক হইবে। কৌনিট্‌জ এই সব যুক্তি উপস্থাপিত করিলে মেরিয়া থেরেসাও তাহার সচিবের সহিত একমত হইলেন এবং ফ্রান্সের

নিকট মৈত্রী প্রস্তাব করিতে ফ্রান্সও তাহাতে সম্মত হইল। ফ্রান্সেরও এই সম্মতির পশ্চাতে যথেষ্ট যুক্তি ছিল।

ফ্রান্স ও প্রাশিয়া ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে যোগ দিল

নানা কারণে ফ্রান্সের পূর্ব্বগৌরব হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছিল এবং ফ্রান্স জার্ম্মাণীতে প্রাশিয়ার ক্রমবর্দ্ধমান বিস্তৃতি ও প্রভাব শঙ্কার দৃষ্টিতে দেখিতেছিল। সুতরাং প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে অষ্ট্রীয়ার সঙ্গে যোগ দিলে প্রাশিয়াকে সংযত রাখা সম্ভবপর হইবে। এতদ্ব্যতীত ইংলণ্ডের সহিত সাম্প্রতিক বাণিজ্য ও উপনিবেশিক দ্বন্দ্বে ফ্রান্সের একজন মিত্ররাষ্ট্রের প্রয়োজন অনুভূত হইতেছিল। অতএব ফ্রান্স অষ্ট্রীয়ার প্রসারিত হস্ত সাদরে গ্রহণ করিল।

ইংলণ্ড এই সময়ে ফ্রান্সের সহিত ভারতে ও আমেরিকায় বাণিজ্য ও উপনিবেশিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিল। অধিকন্তু ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় জর্জ্জের মাতৃভূমি জার্ম্মাণ রাষ্ট্র হ্যানোভার প্রাশিয়ার হস্তে বিপন্ন হইবার আশঙ্কা ছিল। এই সকল কারণে ইংলণ্ড অষ্ট্রীয়ার সঙ্গে মিত্রতা কামনা করিল। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কারণে কৌনিট্জের পরামর্শে অষ্ট্রীয়া ইংলণ্ডের প্রস্তাব উপেক্ষা করিয়া ফ্রান্সের সঙ্গে যুক্ত হইল। সুতরাং অনন্যোপায় ইংলণ্ড ওয়েষ্টমিনিষ্টার কনভেনসানের দ্বারা প্রাশিয়ার সঙ্গে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইল। প্রাশিয়া হ্যানোভার রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিল। ফ্রান্সও তখন প্রাশিয়ার শক্তি প্রতিহত করার জন্য অষ্ট্রীয়ার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হইল। এইরূপে ইউরোপের রাষ্ট্রনীতিতে কূটনৈতিক বিপ্লব সংসাধিত হইল এবং সমগ্র ইউরোপ এই বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া কার্য্যক্ষেত্রে কিরূপ ফলাফলের সৃষ্টি করে তাহার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

কূটনৈতিক বিপ্লবের সমালোচনা

এই জোট-বাঁধার পরিবর্ত্তন ব্যাপারে ফ্রান্স সর্ব্বাপেক্ষা অবিবেচনার কাজ করিয়াছে। ফ্রান্স ইতিমধ্যে বাণিজ্যিক ও উপনিবেশিক দ্বন্দ্বে ইংলণ্ডের

সঙ্গে লিপ্ত হইয়া রহিয়াছে এবং সেই দ্বন্দ্বের চূড়ান্ত মীমাংসা তখনও হয় নাই। এই দ্বন্দ্বের মীমাংসার উপর যখন ফ্রান্সের উত্থান পতনের প্রশ্ন জড়িত সেই অবস্থায় ফ্রান্সের কর্তব্য ছিল এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভের জন্য তাহার সমস্ত শক্তি ভারতবর্ষে, আমেরিকায় এবং নৌবাহিনী নির্মাণ কার্যে নিযুক্ত করা। কিন্তু ফ্রান্স প্রধানতঃ সাইলেসিয়া উদ্ধার কার্যে সহায়তা করার জন্যই যেন অষ্ট্রিয়ার হস্তক্রীড়নক হইল এবং ইংলণ্ডের সঙ্গে প্রতিপক্ষতার মীমাংসা উপেক্ষা করিয়া কন্টিনেন্টে তাহার সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করিল।

সপ্তবর্ষ যুদ্ধের কারণ

(ক) আই লা স্যাপেলের সন্ধিতে অষ্ট্রিয়া প্রাশিয়ার হস্তে সাইলেসিয়া সমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। কিন্তু মেরিয়া থেরেসা সাইলেসিয়া চিরতরে পরিত্যাগ করিতে মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। অষ্ট্রিয়ার উত্তরাধিকারের যুদ্ধের সমাপ্তির পর হইতেই মেরিয়া থেরেসা সাইলেসিয়া পুনরুদ্ধারের আশায় বিরাট রাষ্ট্রজোটের সৃষ্টির প্রচেষ্টায় ছিলেন এবং অত্যল্প কাল মধ্যে ফ্রান্স, রাশিয়া, সুইডেন ও স্যাকসনিকে প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিজের দলভুক্ত করিতে সক্ষম হইলেন। প্রাশিয়ার শ্রীবৃদ্ধি রাশিয়ার পরিপন্থী হওয়ায় রাশিয়া সহজে প্রাশিয়ার বিরুদ্ধ রাষ্ট্রজোটে যোগদান করিল।

(খ) ইতিমধ্যে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স ভারতবর্ষে ও আমেরিকায় বাণিজ্য ও ঔপনিবেশিক দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত ছিল। উভয় পক্ষ ইউরোপে মিত্র সংগ্রহের প্রচেষ্টায় ছিল। ইংলণ্ড প্রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ হইলে ফ্রান্সও অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইল।

(গ) অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার রাষ্ট্রনৈতিক মনোমালিন্য এই যুদ্ধের মুখ্য কারণ হইলেও ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক

প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং ফ্রান্স ও প্রাশিয়ার মধ্যে সামরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা এই যুদ্ধ আরম্ভের উপাদান যোগাইয়াছিল।

সপ্তবর্ষ যুদ্ধের প্রধান ঘটনা

১৭৫৬ খৃঃ এই যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া ১৭৬৩ খৃঃ পরিসমাপ্ত হয়। এই যুদ্ধ শুদ্ধ ইউরোপে সীমাবদ্ধ থাকে নাই, আমেরিকায় ও ভারতবর্ষেও ইহা পরিব্যাপ্ত হয়। যুদ্ধের প্রথম দুইবৎসর ইংলণ্ড ও প্রাশিয়াকে পরাজয়ের গ্লানি বহন করিতে হয়। ইতিমধ্যে পিট (বড়) ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী নির্ব্বাচিত হইলে রণকৌশলের পরিবর্ত্তন হয় এবং মিত্রপক্ষ পরবর্ত্তী পাঁচবৎসরের যুদ্ধে সমস্ত রণাঙ্গনে বিজয়ী হয়। পিটের উদ্দেশ্য ছিল ফ্রান্সকে প্রাশিয়া দ্বারা ইউরোপে ব্যস্ত রাখা যাহাতে ফ্রান্স আমেরিকায় বা ভারতবর্ষে সামরিক সাহায্য পাঠাইবার সুযোগ প্রাপ্ত না হয়। এই নিমিত্ত পিট প্রাশিয়ার অধিপতি ফ্রেডারিকের হস্তে পর্য্যাপ্ত অর্থ ও সৈন্য সরবরাহ করিতে লাগিলেন। ফ্রেডারিক তাহার সামরিক দক্ষতা ও ইংলণ্ডের অকৃপণ অর্থের বলে উত্তরে পোলাণ্ড ও সুইডেন, পূর্ব্বে রাশিয়া ও পশ্চিমে অষ্ট্রীয়া এই তিন দিক হইতে আক্রান্ত হইয়াও আত্মরক্ষা ব্যতীত শত্রুপক্ষের উপর দৃঢ় আঘাত হানিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ফ্রেডারিক ১৭৫৭ খৃঃ রসবাক্-এর যুদ্ধে সম্মিলিত ফরাসী ও অষ্ট্রীয়ান বাহিনীকে, লিউথেনের যুদ্ধে অষ্ট্রীয়াকে এবং জরন্‌ডরফ (Zorndorf) এর যুদ্ধে রাশিয়ার সৈন্যদলকে পরাস্ত করিয়া সমস্ত ইউরোপকে চমকিত করিলেন এবং ইউরোপ সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিল যে ইউরোপের রাষ্ট্রক্ষেত্রে এক বিশেষ প্রতিভাবান সেনানায়কের আবির্ভাব হইয়াছে।

আমেরিকাতে ও ইংলণ্ড ফরাসীর বিরুদ্ধে সর্ব্বত্র বিজয়ী হইল। সেনাপতি উল্‌ফ ফরাসী উপনিবেশের রাজধানী কোয়েবেক নগর ১৭৫৯ খৃঃ অধিকার করিলেন। ইহার পর ১৭৬০ খৃঃ মন্ট্রিল নগর ইংরাজের হস্তগত হইলে সমস্ত কানাডা ইংরাজের অধিকারে আসিল।

ভারতবর্ষেও ফরাসী ও ইংরাজে যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ১৭৫৬ খৃঃ বাঙ্গালার নবাব সিরাজ-উদ্দৌলা কলিকাতা অধিকার করিয়া বঙ্গদেশ হইতে ইংরাজশক্তি বিতাড়িত করিবার উদ্যোগ করিলেন। ১৭৫৭ খৃঃ ইংরাজ সেনাপতি ক্লাইভ পলাশীর যুদ্ধে নবাবকে পরাজিত করিলে বঙ্গদেশের কর্তৃত্ব ইংরাজের হস্তে আসিল। ফরাসীরা সিরাজ-উদ্দৌলাকে সাহায্য করিবার চেষ্টা করিয়াও কিছু সুবিধা করিতে পারিল না। পরিশেষে মান্দ্রাজে বন্দিবাসের যুদ্ধে (১৭৬০ খৃঃ) ইংরাজ সেনাপতি স্যার আয়ার কূট ফরাসী সেনাপতি লালীকে পরাজিত করিলে এবং পরবৎসর ফরাসী অধিকৃত পণ্ডিচেরী ইংরাজের অধিকারে আসিলে ভারতে ফরাসী রাষ্ট্রশক্তি প্রতিষ্ঠার আশা চিরতরে লুপ্ত হইল।

কিন্তু অচিরে ভাগ্যলক্ষ্মী ফ্রেডারিককে পরিত্যাগ করিল। বহু অসম যুদ্ধের সম্মুখীন হওয়াতে প্রাশিয়ার সৈন্যশক্তি ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে লাগিল। ১৭৬২ খৃঃ জারিণা এলিজাবেথের মৃত্যুর পর ফ্রেডারিকের গুণগ্রাহী তৃতীয় পিটার জার নিযুক্ত হইলে ফ্রেডারিকের মনে একটু আশার সঞ্চার হইল। কেননা, সিংহাসনারোহণের অত্যল্প পরেই পিটার তাহার মিত্রপক্ষ পরিত্যাগ করিয়া ফ্রেডারিকের সাহায্যার্থ সৈন্যবাহিনীকে স্থানান্তরিত করিলেন। কিন্তু দুরদৃষ্টবশতঃ অচিরে পিটার তাহার স্ত্রী দ্বিতীয় ক্যাথারিনের হস্তে নিহত হইলেন এবং ক্যাথারিন স্বয়ং রাশিয়ার রাষ্ট্রভার গ্রহণ করিলেন। দ্বিতীয় ক্যাথরিণ নিরপেক্ষতা ঘোষণা করিয়া রাশিয়াকে যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন।

রাশিয়া রণক্ষেত্র হইতে অপসৃত হইবার পরেই রণক্লান্ত অষ্ট্রীয়া ও প্রাশিয়া যুদ্ধ সমাপ্তির জন্য আগ্রহান্বিত হইল। মেরিয়া থেরেসা একাকী প্রাশিয়ার সামরিক শক্তি নষ্ট করিবার উপায় না দেখিয়া ফ্রেডারিকের সঙ্গে সন্ধি করিতে সম্মত হইলেন। অবশেষে অষ্ট্রীয়া ও প্রাশিয়ার মধ্যে

হিউবার্টসবার্গ এর সন্ধি এবং ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে প্যারিসের সন্ধি দ্বারা সপ্তবর্ষ যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটিল।

(১) ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে প্যারিসের সন্ধি ১৭৬৩ খৃঃ—এই সন্ধিতে ফ্রান্স ইংলণ্ডকে সম্পূর্ণ কানাডা, নোভাস্কসিয়া, কেপ ব্রিটন ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জস্থ গ্রেনাডা, টোবাগো, ডোমিনিকা এবং সেণ্ট ভিন্সেণ্ট অর্পণ করিল। ভারতবর্ষে ইংরাজ ফরাসীকে যুদ্ধ সময়ে বিজিত ফরাসী অধিকার সমূহ প্রত্যর্পণ করিল। কিন্তু এই সকল ফরাসী অধিকৃত স্থানে কোন দুর্গ নির্মাণ নিষিদ্ধ হইল। ভারতবর্ষে এবং আমেরিকায় ফরাসী সাম্রাজ্য বিলুপ্ত হইল, শুধু ভারতবর্ষে তাহারা বাণিজ্যিক শক্তিরূপে অবস্থান করার অনুমতি প্রাপ্ত হইল। ইংলণ্ড ইউরোপে বেল দ্বীপের বিনিময়ে মিনর্কা দ্বীপ পুনঃপ্রাপ্ত হইল।

(২) অষ্ট্রীয়া ও প্রাশিয়ার মধ্যে হিউবার্টসবার্গের সন্ধিঃ—এই সন্ধির ফলে ফ্রেডারিক যুদ্ধ সময়ে অধিকৃত স্যাক্সনি পরিত্যাগ করিলেন এবং সাইলেসিয়া স্থায়ীভাবে প্রাশিয়ার অধিকারে থাকিবে বলিয়া স্বীকৃত হইল।

সপ্তবর্ষ যুদ্ধের ফলাফল

সপ্তবর্ষ যুদ্ধ ইউরোপের ইতিহাসের অন্যতম চূড়ান্ত নিষ্পত্তিকর যুদ্ধ বলিয়া খ্যাত। প্রথমতঃ এই যুদ্ধে প্রমাণিত হইল, জার্মাণীর ব্যাপারে প্রাশিয়া উপেক্ষণীয় নহে। কেননা, নবাভ্যুদিত প্রাশিয়া চতুর্দ্দিক হইতে আক্রান্ত হইয়াও সাফল্যের সহিত আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছে। অতঃপর জার্মাণীতে অষ্ট্রীয়ার সম-মর্য্যাদায় প্রাশিয়া প্রতিষ্ঠিত হইল। এবং জার্মাণীর রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থায় দ্বৈধ আধিপত্যের সূচনা হইল। দ্বিতীয়তঃ এই যুদ্ধে ফ্রান্সকে যথেষ্ট পরাজয়ের গ্লানি বহন করিতে হইল এবং যুদ্ধান্তে তাহাকে বহু উপনিবেশিক অঞ্চলের অধিকার

অপরের হস্তে সমর্পণ করিতে হইল। ইহাতে ফ্রান্সের মর্য্যাদাব যথেষ্ট লাঘব হইল এবং কিছু কালের জন্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রক্ষেত্রে ফ্রান্সের স্থান গৌণ হইয়া রহিল; মধ্য ইউরোপে ফ্রান্সের পূর্ব্ব প্রতিপত্তি ও মর্য্যাদার অধিকারী হইল প্রাশিয়া। ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থায়ও এই যুদ্ধ যথেষ্ট অনিষ্টকর প্রভাব বিস্তাব করিল। এই যুদ্ধে ফ্রান্সের শুধু উপনিবেশ সমূহ হস্তচ্যুত হইল তাহা নহে—তাহার নৌ শক্তি ধ্বংস প্রাপ্ত হইল এবং রাজকোষ অর্থশূন্য হইল। বহু রণাঙ্গনে পরাজিত হওয়ার ফলে প্রজা সাধারণের মনে যে অসন্তুষ্টি দেখা গেল তাহা ভবিষ্যতের বহু সঙ্কট সৃষ্টির উৎস হইয়া রহিল।

এতদ্ব্যতীত পৃথিবীর ইতিহাসেও এই যুদ্ধের যথেষ্ট গুরুত্ব রহিয়াছে। এই যুদ্ধে আমেরিকা ও ভারতবর্ষের ভাগ্য নির্ণীত হইয়াছে। এই উভয় স্থানে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ করিয়াছিল, কিন্তু পরিণামে কাহার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহা এই যুদ্ধ দ্বারা মীমাংসিত হইল। সাম্রাজ্যলিপ্সু পক্ষদ্বয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে ফ্রান্সকে উভয়স্থান হইতে স্থায়ীভাবে অপসৃত হইতে হইল। ইংলণ্ডের বিশ্বব্যাপী সামুদ্রিক প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল।

এই যুদ্ধের মধ্যে ইংরাজ কর্তৃক কানাডা অধিকারও অন্যতম যুগান্তকারী ঘটনা। কানাডা বিজয়ের ফলে আমেরিকার উপনিবেশ সমূহের বিদ্রোহ অর্থাৎ আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ সম্ভবপর হইয়াছে। কানাডা ইংরাজের অধিকারে আসায় উপনিবেশিকদের ফরাসী আক্রমণের ভীতি দূর হইল এবং অতঃপর তাহারা ইংরাজের অধীনতা পাশ ছিন্ন করার সুযোগ পাইল।

ফ্রেডারিক দি গ্রেট

পোলণ্ড বাঁটোয়ারা

ফ্রেডারিক প্রাশিয়ার রাজ্য বৃদ্ধিতে বিচলিত হইয়া পড়েন এবং পাছে

ভাবিলে দ্বিতীয় ক্যাথারিন সমগ্র পোল্যাণ্ড গ্রাস করিয়া বসেন এই আশঙ্কায় অষ্ট্রীয়াকে স্বীয় মতানুবর্তী করিয়া উভয়ে রাশিয়াকে পোল্যাণ্ডের অংশ দিতে বাধ্য করেন। ১৭৭২ খৃঃ পোল্যাণ্ডের প্রথম বাঁটোয়ারা হয় এবং অষ্ট্রীয়া, প্রাশিয়া ও রাশিয়া এই বাঁটোয়ারায় পোল্যাণ্ডের অংশ গ্রহণ করে। ফ্রেডারিক পোল্যাণ্ডের নিকট হইতে ব্রাণ্ডেনবার্গ ও পূর্ব প্রাশিয়ার মধ্যস্থিত পশ্চিম প্রাশিয়া স্বীয় রাজ্যভুক্ত করেন। এই অঞ্চল প্রাপ্তির ফলে পূর্ব প্রাশিয়া হইতে ব্রাণ্ডেনবার্গ পর্যন্ত একটানা ভূখণ্ড হওয়াতে প্রাশিয়া রাষ্ট্র সম্পূর্ণাঙ্গ হইল।

ফ্রেডারিকের পররাষ্ট্র নীতি—

সমর নায়করূপে ফ্রেডারিক যেরূপ লোকোত্তর প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তদ্রূপ পররাষ্ট্র নীতিতেও অদ্ভুত কূটকুশলী ছিলেন। অষ্ট্রীয়া ও রাশিয়ার পারস্পরিক মনোমালিন্যের সুযোগ লইয়া পর্যায়ক্রমে একজনকে দলভুক্ত করিয়া অপরের নিকট হইতে তিনি প্রাশিয়ার জন্য সুবিধা আদায় করিয়াছিলেন। যখন রাশিয়া পোল্যাণ্ড সমগ্র গ্রাস করিতে উদ্যত হয় তখন ফ্রেডারিক অষ্ট্রীয়াকে সহায় করিয়া রাশিয়াকে বাধা দিলেন এবং নিজেও পোল্যাণ্ডের অংশ গ্রহণ করিতে দ্বিধা করেন নাই। আবার যখন অষ্ট্রীয়ার সম্রাট দ্বিতীয় জোসেফ বাভেরিয়ার নির্বাচকের মৃত্যুর পর বাভেরিয়ার অংশবিশেষ অষ্ট্রীয়াভুক্ত করিবার চেষ্টা করিলেন তখন ফ্রেডারিক সামরিক শক্তি প্রদর্শনের ভয় দেখাইয়া অষ্ট্রীয়ার রাজ্যবৃদ্ধিতে বাধা দিলেন এবং এ ব্যাপারে রাশিয়ার হস্তক্ষেপ কামনা করিয়া বিবাদের অবসান ঘটাইলেন। টেসচেনের সন্ধিতে অষ্ট্রীয়া তাহার অভিসন্ধি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। পুনরায় ১৭৮৫ খৃঃ যখন সম্রাট দ্বিতীয় জোসেফ রাশিয়ার সহযোগিতায় অষ্ট্রীয়ান নেদারল্যাণ্ডস বা বেলজিয়ামের বিনিময়ে বাভেরিয়া স্বরাষ্ট্রভুক্ত করিতে উদ্যত হন তখন ফ্রেডারিক বহু জার্মান

নৃপতিকে একত্রিত করিয়া অষ্ট্রীয়ার বিরুদ্ধে রাষ্ট্র জোটের সৃষ্টি করেন। এই রাষ্ট্র জোটের উদ্দেশ্য ছিল ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধি অনুযায়ী নির্দিষ্ট সীমা রেখায় অষ্ট্রীয়াকে সীমাবদ্ধ রাখা। প্রাশিয়ার প্রয়োজন অনুরূপ স্বার্থানুরূপ পক্ষ পরিবর্তন তাহার পররাষ্ট্রনীতির অপরিহার্য অঙ্গ ছিল।

ফ্রেডারিকের আভ্যন্তরীণ নীতি

সমর ক্ষেত্রে বা পররাষ্ট্রনীতিতে অধিকাংশ সময় ব্যাপৃত হইলেও জনহিতকর কার্যাবলীর প্রতি ফ্রেডারিক উদাসীন ছিলেন না। অবসর সময় তিনি প্রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ শ্রীবৃদ্ধির কার্যে মনোনিবেশ করেন। তাহারই প্রচেষ্টায় কৃষি সম্পদ বৃদ্ধির জন্য বহু জলাভূমির জল নিকাশের ব্যবস্থা হইল, গমনাগমনের সুবিধার জন্য বহু খাল খনিত হইল, বাণিজ্য অবাধে করার সুবিধার জন্য সরকারী অর্থ ঋণদান সমিতির সৃষ্টি করা হইল। শিক্ষা বিস্তারেও তাহার যথেষ্ট আগ্রহ ছিল এবং তাহারই উদ্যোগে বহু বিদ্যালয় প্রাশিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হইল। তিনি প্রাশিয়ার প্রচলিত আইনবিধির সংস্কার সাধন করেন এবং বহু ফৌজদারী আইনের কঠোরতা হ্রাস করিয়া দেন। কোন বিশেষ ধর্মমতে তাহার নিজের আস্থা ছিল না বলিয়া ধর্ম সম্বন্ধে তিনি উদার ছিলেন। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্যও তাহার আগ্রহ ছিল। দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ বিগ্রহের ফলে প্রাশিয়ার যে আভ্যন্তরীণ উন্নতি ব্যাহত হইয়াছিল ফ্রেডারিকের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে তাহার মধ্য দিয়া পুনরায় দেশের শ্রী সম্পদ ফিরিয়া আসিল।

ফ্রেডারিকের রাষ্ট্র-নৈতিক দর্শন

ফ্রেডারিকের রাষ্ট্র নৈতিক মতবাদকে এক কথায় সুবিধাবাদ বলা যাইতে পারে। পররাষ্ট্র-নীতিতে তিনি সততা, বাক্যনিষ্ঠা বা আন্তরিকতার কোন মূল্য দিতেন না। নিজের বা প্রাশিয়ার গৌরব বৃদ্ধির জন্য যাহা

আবশ্যক মনে করিতেন তাহা সম্পাদনের জন্য ন্যায়নীতিকে বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। সাধারণ নীতি শাস্ত্রে যাহাকে কৃতঘ্নতা বা বিশ্বাস ঘাতকতা বলে প্রাশিয়ার সুবিধার জন্য তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিতেও তিনি দ্বিধা বোধ করিতেন না—এমন কি তিনি অকুণ্ঠ ভাষায় এই সব অন্যায় নীতির সমর্থন করিতেন। "যদি ইহা (ন্যায় নীতি) গ্রহণের ফলে কিছু লাভের সম্ভাবনা থাকে তাহা হইলে সৎ হইতে আমাদের আপত্তি নাই, যদি প্রবঞ্চণার প্রয়োজন হয় তাহা হইলে আমাদিগকে প্রবঞ্চক হইতে হইবে।" "যদি ফিরাইয়া দিতে না হয় তাহা হইলে (অপরের) যাহা কিছু নিতে পার নাও— তাহাতে কোন অন্যায় হয় না"। এই সব উক্তির মধ্যেই ফ্রেডারিকের রাষ্ট্রনৈতিক দর্শনের মর্মকথা নিহিত। সততা সম্বন্ধে যে আন্তঃরাষ্ট্রীক বিধি নিষেধ আছে তাহা উলঙ্ঘন করিয়া ফ্রেডারিক সাইলেসিয়া অধিকার ও পোলাণ্ড বাটোয়ারায় অংশ গ্রহণ করেন। ফ্রেডারিকের এই সব অপকর্মকে নির্লজ্জ তস্করতা ব্যতীত অন্য কিছু আখ্যা দেওয়া চলে না। কিন্তু প্রাশিয়ার পক্ষে লাভজনক কোন অপকর্মকেই তিনি অন্যায় মনে করিতেন না। কিন্তু ফ্রেডারিকের স্বপক্ষে ইহা বলা চলে যে তদানীন্তন ইউরোপের আন্তঃরাষ্ট্রীক ক্ষেত্রে এই জাতীয় নীতি সর্বত্রই প্রচলিত ছিল। ফ্রেডারিকের একমাত্র বৈশিষ্ট্য ছিল যে তিনি যাহা করিতেন তাহা বাগাড়ম্বর ভাষায় অকপটে প্রকাশ করিতেন। তাহার বাক্যে এবং আচরণে কোন গোপনতা ছিল না।

ফ্রেডারিকের চরিত্র নিরূপণ

আন্তঃরাষ্ট্রীক নীতি পরিচালনায় ফ্রেডারিক অসত্য ও প্রবঞ্চনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে কোন কুণ্ঠাবোধ করেন নাই, কিন্তু প্রাশিয়ার শাসকরূপে তিনি প্রজাকল্যাণের জন্য আন্তরিকতার পরিচয় দিয়াছেন। প্রাশিয়ার

সদাশয় স্বৈরাচারীদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ

সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য ফ্রেডারিক যে সব জনহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাকে সমসাময়িক সদাশয় স্বৈরাচারী নরপতিদের মধ্যে অতি উচ্চে স্থান প্রদান করা যাইতে পারে। রাষ্ট্রে নরপতির স্থান কোথায় সে সম্বন্ধে তাঁহার আদর্শ চতুর্দ্দশ লুইর বিপরীত ছিল। চতুর্দ্দশ লুই নাকি বলিতেন— "আমিই রাষ্ট্র", আর ফ্রেডারিক নিজেকে রাষ্ট্রের 'প্রথম সেবক' বলিয়া মনে করিতেন। এই আদর্শ অনুসরণ করিয়া তিনি অজস্র যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যে যখন অবকাশ পাইয়াছেন তখন এবং হাবরাটস্‌বার্গ সন্ধির পর প্রায় সুদীর্ঘকাল রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ সম্পদ বৃদ্ধির জন্য বহুবিধ হিতকরী কর্ম্মধারার অনুষ্ঠান করিয়া প্রাশিয়াকে উন্নীত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রজামঙ্গলের জন্য তাঁহার এই একান্ত নিষ্ঠা, ও বহুমুখী প্রচেষ্টার জন্যই কার্লাইল তাঁহাকে 'The last of the kings'— ইউরোপের শেষ নৃপতি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার পরে অবশ্য নামে অনেক নরপতি আসিয়াছেন, কিন্তু 'গ্রেট' বা 'মহান' বিশেষণ কাহারও অদৃষ্টে জোটে নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর মাত্র তিনবৎসর পরে নরপতিদের যুগ শেষ হইয়া জনসাধারণের যুগের অভ্যুদয় হইল।

রাষ্ট্রের প্রথম সেবক

'শেষ নরপতি'

শুদ্ধ প্রজাসাধারণের কল্যাণের জন্যই তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল না। তিনি ছিলেন একজন দার্শনিক এবং নিজেকে একজন কবি বলিয়া দাবী করিতেন। তিনি প্রত্যহ কয়েক ঘণ্টা দার্শনিক ও সাহিত্যিক আলোচনায় রত থাকিয়া স্বীয় বিদ্যানুশীলনের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি বিদ্যোৎসাহী এবং প্রকৃত গুণগ্রাহী ছিলেন বলিয়া তাঁহার সভায় বহু দার্শনিক, সাহিত্যিক এবং বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি বিদ্বজ্জনসমাগম হইত। ফ্রেডারিক মনীষি ভলতেয়ারের অনুরাগী ছিলেন এবং তাঁহার বিশেষ অনুরোধে ভলতেয়ার কিছু কালের জন্য বার্লিনের রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

ধর্ম সম্বন্ধে তাহার নিজস্ব কোন মত ছিল না বলিয়া ধর্ম সম্বন্ধে তিনি উদার মনোভাব প্রদর্শন করিতেন এবং তাহার রাষ্ট্রে সকল প্রকার ধর্মমত প্রচারের অনুমতি দিয়াছেন। বার্লিন সহরের সন্নিকটে পটসডামের রাজপ্রাসাদে যে তার্কিক মাঝে মাঝে যে ধর্মালোচনা সভার অনুষ্ঠান করিতেন তাহাতে অবিশ্বাসী বি-ধর্মী এবং নাস্তিকরাই সংখ্যাধিক ছিল। এই স্থানের সাহিত্যিক ও দার্শনিকমণ্ডলীর আলোচনার ভাবাদর্শ আগামী ফরাসী বিপ্লবের মানসিক পশ্চাৎপটকে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল।

ফ্রেডারিকের কৃতিত্ব

ফ্রেডারিকের কৃতিত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচায়ক এই যে তিনি অপেক্ষাকৃত অবজ্ঞাত, জনসংখ্যায় ও আর্থিক সম্পদে হীন প্রাশিয়াকে ইউরোপের প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্ররূপে উন্নীত করিলেন। সাইলেসিয়া ও পশ্চিম প্রাশিয়া অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় প্রাশিয়ার আয়তন পূর্বাপেক্ষা দ্বিগুণিত হইল এবং পূর্ব হইতে পশ্চিমে একটানা এক সংহত রাষ্ট্রে পরিণত হইল। বিভিন্ন রণাঙ্গনে বিপর্যয় অবস্থার সম্মুখীন হওয়াও প্রাশিয়ার সৈন্যবাহিনী যে রণচাতুর্যের পরিচয় দিয়াছে তাহাতে প্রাশিয়ার সামরিক খ্যাতি ইউরোপে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল। ফ্রেডারিকের একক চেষ্টার ফলেই ইহা সম্ভবপর হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত জার্মাণীতে এতকাল যাবৎ অষ্ট্রীয়ার প্রাধান্য ছিল। অতঃপর জার্মাণীর ব্যাপারে অষ্ট্রীয়ার প্রতিপক্ষ হিসাবে প্রাশিয়া দণ্ডায়মান হইল এবং জার্মাণীতে দ্বৈধ প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতে লাগল। অধিকন্তু মধ্য ইউরোপের রাষ্ট্রক্ষেত্রে সামরিক খ্যাতির দিক দিয়া প্রাশিয়া ফ্রান্সকে অতিক্রম করিল এবং প্রাশিয়া ফ্রান্সের প্রতিপত্তিরও স্থলাভিষিক্ত হইল। এই খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভের মূলে ফ্রেডারিকের অবদান অত্যধিক।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রাশিয়ার ইতিহাস

দ্বিতীয় ক্যাথারিণের রাজত্বকাল, ১৭৬২-১৭৯৬

১৭২৫ খৃঃ পিটারের মৃত্যুর পর এবং ১৭৬২ খৃঃ ক্যাথারিণের রাজত্বের প্রারম্ভকালের অন্তর্বর্ত্তী সময়ে রাশিয়ায় যে কয়জন জার রাজত্ব করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কেহই ছিলেন না। পরিশেষে ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে জারিনা এলিজাবেথের মৃত্যুর পর তৃতীয় পিটার রাশিয়ার জার হইলেন। তৃতীয় পিটার অপদার্থ ছিলেন বলিয়া তাহার স্ত্রী জার্মান রাজকুমারী ক্যাথারিণ ষড়যন্ত্র করিয়া স্বামীর প্রাণনাশ করেন এবং দ্বিতীয় ক্যাথারিন নামে রাশিয়ার জারিনা হন।

দ্বিতীয় ক্যাথারিণ

পিটার দি গ্রেটের মৃত্যুর পর রাশিয়ার অগ্রগতি কিয়ৎকালের জন্য স্থগিত ছিল। পিটারের উপযুক্ত অনুবর্ত্তী রূপে ক্যাথারিণ পুনরায় রাশিয়ার অদৃষ্ট রশ্মি ধারণ করেন এবং তাঁহার কৃতিত্ব বলে রাশিয়া দ্রুতপাদক্ষেপে আন্তরাষ্ট্রিক খ্যাতি ও ইউরোপীয়করণের দিকে অগ্রসর হয়।

ক্যাথারিণের আভ্যন্তরীণ নীতি

পিটারের ন্যায় ক্যাথারিনও 'পাশ্চাত্য' সভ্যতায় দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন এবং পশ্চিমী সভ্যতার আবশ্যক অঙ্গ হিসাবে তিনি রাশিয়ায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা,

শিল্পোদ্যম বা ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। জন-স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য ক্যাথারিণ বহু চিকিৎসক নিযুক্ত করিলেন, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিলেন এবং 'ইম্পিরিয়েল মেডিক্যাল কমিশন' নিযুক্ত করিয়া জন-স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অনুসন্ধানের বন্দোবস্ত করিলেন। আধুনিক ভেষজ বিজ্ঞানে জনসাধারণের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য ক্যাথারিণ স্বয়ং বসন্ত রোগের প্রতিষেধক টিকা লইয়া দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন। রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ উন্নতির জন্য তাহার বহুমুখী প্রচেষ্টা ছিল, কিন্তু জনসাধারণের অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের প্রতিবন্ধকতায় এবং শাসনকর্ত্তাদের কর্ম্মশৈথিল্যে দেশের উন্নতি তাহার আগ্রহানুযায়ী হইতে পারে নাই। অধিকন্তু বহু সমস্যাপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতিতে তাহার কর্ম্মশক্তি ব্যাপৃত থাকায় রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ সমস্যা সমূহের উপর পূর্ণ সুবিচার করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

ক্যাথারিণ রাশিয়ার শাসনবিধিরও যথেষ্ট সংস্কার সাধন করেন। সমগ্র রাশিয়াকে ৪৪টি অসামরিক 'গভর্ণমেণ্ট' ও 'জিলাতে' বিভক্ত করা হইল এবং প্রত্যেকটী অঞ্চল কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত কর্মচারীর শাসনাধীনে রাখা হইল। এইভাবে শাসনব্যবস্থার মধ্যে কেন্দ্রীয় শক্তির পূর্ণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা দ্বারা স্বৈরাচারী শাসন পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইল। এই শাসনব্যবস্থায় জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব অস্বীকৃত হইলেও ইহা সক্রিয় ও কর্ম্মকুশল ছিল সন্দেহ নাই।

ক্যাথারিণের পররাষ্ট্রনীতি

পররাষ্ট্রনীতিতে ক্যাথারিণ সর্ব্বাপেক্ষা কুশলতার পরিচয় দিয়াছেন। বিদেশিনী হইয়া জনসাধারণের আনুগত্য লাভের উপায় রূপে ক্যাথারিণ জনসাধারণের মনোবৃত্তির অনুযায়ী পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করিতে লাগিলেন। পিটারের সময় হইতে রাশিয়া পশ্চিমদিকে সম্প্রসারিত হইবার

চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। ক্যাথারিণও পিটারের আরব্ধ নীতি অনুযায়ী চলিতেঁ আরম্ভ করিলেন। রাশিয়ার সংগে পশ্চিম ইউরোপের যোগসূত্র স্থাপনের পক্ষে অন্তর্ব্বর্ত্তী তিনটি রাষ্ট্র অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছিল—সুইডেন, পোলাণ্ড ও তুরস্ক। পিটার সুইডেনের দ্বাদশ চার্লসকে পরাস্ত করিয়া বাল্‌টিকের উপকূল পর্য্যন্ত রাশিয়ার সীমা প্রসারিত করিয়া গিয়াছিলেন। ক্যাথারিণের কর্ত্তব্য হইল অবশিষ্ট রাষ্ট্রদ্বয়কে পরাজিত করিয়া রাশিয়ার সঙ্গে পশ্চিমের যোগ-সূত্র অধিকতর সন্নিহিত করা। ক্যাথারিণ এই কর্ত্তব্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিতে পারিয়াছিলেন। পোলাণ্ডের বাঁটোয়ারা সম্পূর্ণ করিয়া ক্যাথারিণ পোলাণ্ডের অন্তরায় দূব করিলেন। কিন্তু তুরস্ককে হতমান করা অত সহজসাধ্য হয় নাই এবং পোলাণ্ডের মত তুরস্ককে বাঁটোয়ারা করার ইচ্ছা থাকিলেও তাহা কার্য্যে পরিণত করা সম্ভবপর হয় নাই। যাহা হউক, তুরস্ক রাশিয়ার হস্তে পরাস্ত হইয়া রাশিয়াকে ক্রিমিয়া, আজফ্‌ এবং ইউক্রেন ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিল। পিটারের অসমাপ্ত কাজ ক্যাথারিণ সম্পূর্ণ করেন। কূটনীতিতে ও মিত্র বিচারে ক্যাথারিণ যথেষ্ট দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তুরস্কের সঙ্গে বিরুদ্ধতায় প্রাশিয়ার কোন স্বার্থ না থাকায় ক্যাথারিণ তুরস্কের বিরুদ্ধে প্রাশিয়াকে দলভুক্ত করার চেষ্টা করেন নাই—পোলাণ্ড বাঁটোয়ারায় প্রাশিয়ার স্বার্থ থাকার জন্য প্রাশিয়াকে সহযোগী করিয়াছেন। পক্ষান্তরে তুরস্কের ক্ষতিতে অষ্ট্রিয়ার স্বার্থ থাকায় ক্যাথারিণ অষ্ট্রিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় জোসেফকে দলে টানিয়াছেন। ৮

তুরস্ক ও পোলাণ্ডের বিরুদ্ধতা

রাজনৈতিক দূরদর্শিতা

পোলাণ্ড বাঁটোয়ারা—১৭৭২, ১৭৯৩ ও ১৭৯৫

পোলাণ্ডের অবস্থিতি রাশিয়ার সঙ্গে পশ্চিম ইউরোপের সংযোগ স্থাপনের অন্তরায় ছিল। ক্যাথারিণ পোলাণ্ডের আভ্যন্তরীণ বিবাদ-বিসম্বাদ

ও দুর্ব্বলতার সুযোগে পোলাণ্ডের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং সমগ্র পোলাণ্ডকে গ্রাস করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু প্রাশিয়ার অধিপতি পিটার দি গ্রেট ক্যাথারিণের এই সঙ্কল্পে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিলেন। ফ্রেডারিক অষ্ট্রিয়া সহযোগে ক্যাথারিণের বিপক্ষতা করায় ক্যাথারিণ এই বণ্টন কার্য্যে অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়াকে অংশীদার স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। ১৭৭২ খৃঃ প্রথম পোলাণ্ড-বণ্টন অষ্ট্রিয়া, প্রাশিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে পোলাণ্ডের উল্লেখযোগ্য অঞ্চল এই তিন রাষ্ট্রের কুক্ষিভুক্ত হইলেও পোলাণ্ডের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি তখনও ঘটে নাই। ফরাসী বিপ্লবের সুযোগে ক্যাথারিণ ১৭৯৩ খৃঃ প্রাশিয়াকে অংশীদার করিয়া উভয়ে পোলাণ্ডের দ্বিতীয় বণ্টন সম্পন্ন করেন এবং স্বয়ং মোটা অংশ গ্রহণ করেন। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়াকে সামান্য অংশ প্রদান করিয়া ক্যাথারিণ পোলাণ্ডের তৃতীয় বাঁটোয়ারা সমাপ্ত করেন। এই তৃতীয় বাঁটোয়ারার ফলে পোলাণ্ডের স্বাধীন সত্তা ইউরোপের রাষ্ট্রভূমি হইতে লুপ্ত হইল। পোলাণ্ড বাঁটোয়ারার মত জঘন্য রাজনৈতিক তস্করতা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল এবং ক্যাথারিণ এই অপকর্ম্মের জন্য মূলতঃ দায়ী। *

দ্বিতীয় ক্যাথারিণ ও নিকট-প্রাচ্য সমস্যা

পিটার দি গ্রেটের আমলে অনুসৃত সম্প্রসারণ নীতি দ্বিতীয় ক্যাথারিণও গ্রহণ করিলেন। দক্ষিণ দিকে রাশিয়ার সম্প্রসারিত হওয়ার প্রধান প্রতিবন্ধক ছিল তুরস্ক। অথচ এই দিকে রাশিয়ার অধিকার বিস্তৃত না হইলে রাশিয়ার পক্ষে কৃষ্ণসাগরে প্রবেশ দ্বার উন্মুক্ত হওয়া অসম্ভব এবং কৃষ্ণসাগরে প্রবেশ না করিতে পারিলে রাশিয়ার পক্ষে ভূমধ্যসাগর দিয়া জাহাজাদি যাতায়াত বন্ধ হইয়া যায়। ক্যাথারিণ কৃষ্ণসাগর

* পোলাণ্ড বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ অন্যত্র দ্রষ্টব্য

উপস্থিত হইবার জন্য তুরস্কের বিরুদ্ধে অভিযানে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনটি কারণে ক্যাথারিণ তুরস্কের ক্ষমতা খর্ব্ব করিয়া তুরস্কাধিকৃত দক্ষিণাঞ্চলে রাশিয়াকে সম্প্রসারিত করার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ কৃষ্ণসাগর রাশিয়ার পক্ষে উন্মুক্ত না হইলে রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলের সমৃদ্ধি সাধন করা অসম্ভব। দ্বিতীয়তঃ এযাবৎকাল পোলাণ্ড তুরস্কের আক্রমণের বিরুদ্ধে পূর্ব্ব ইউরোপের প্রহরীস্বরূপ ছিল। বর্ত্তমানে পোলাণ্ড দুর্ব্বল হইয়া পড়ায় সেই দায়িত্ব রাশিয়ার স্কন্ধে নিপতিত হইল। তৃতীয়তঃ কনষ্টান্টিনোপল অধিকার করিয়া তুরস্কের খৃষ্টান প্রজাদিগকে নির্য্যাতনের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিদান খৃষ্টান রাষ্ট্র রাশিয়ার পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল। পিটার দি গ্রেট কৃষ্ণসাগর অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করিতে যাইয়া ব্যর্থ-কাম হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় ক্যাথারিন পিটারের অসম্পূর্ণ কার্য্য সম্পূর্ণ করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন।

তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কারণ

তুরস্কের সহিত যুদ্ধ ও কাট্চুক কাইনার্ডজি-র সন্ধি

ক্যাথারিনের সময়ে পোলাণ্ডে রাশিয়ার প্রভাব বিস্তৃতি তুরস্ক শঙ্কার দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিল। এই সময়ে 'পোলিশ ডায়েট' চাপে পড়িয়া ক্যাথারিণের মনোনীত এক ব্যক্তিকে পোলাণ্ডের রাজা নির্ব্বাচিত করিয়াছিল। পোলাণ্ডে রাশিয়ার এই প্রভাব প্রতিপত্তি ফ্রান্সও উপেক্ষা করিতে পারিল না এবং ফ্রান্সের প্ররোচনায় পূর্ব্ব-ইউরোপের শক্তি সমতা রক্ষার জন্য তুরস্ক রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল (১৭৬৮ খৃঃ)। কিন্তু তুরস্ক রণক্ষেত্রে পরাজিত হইয়া মলডেভিয়া ও ওয়ালেচিয়া প্রদেশদ্বয় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। পরিশেষে [illegible] কাট্চুক-কাইনার্ডজির সন্ধিতে এই বিরোধের পরিসমাপ্তি হইল।

যুদ্ধ

সন্ধি

(১) এই সন্ধি অনুযায়ী রাশিয়া তুরস্কের নিকট হইতে আজফ্, কার্চ ও ইয়েনিকালে প্রাপ্ত হইল। ফলে আজফ্ সাগর ও কৃষ্ণসাগরের অন্তর্ব্বর্ত্তী অঞ্চল সমূহের অধিকার রাশিয়ার হস্তে আসিল।

(২) অন্য রাষ্ট্রের পক্ষে নিষিদ্ধ কৃষ্ণসাগর রাশিয়ার জন্য উন্মুক্ত হইল এবং রাশিয়ার বাণিজ্যতরী বসফরাস ও দার্দ্দানেলিশ প্রণালী দিয়া যাতায়াতের অধিকার প্রাপ্ত হইল।

(৩) এই সন্ধিতে ক্রিমিয়ার তাতারদের স্বাধীনতা ঘোষিত হইল—ফলে পরবর্ত্তী সময়ে রাশিয়া ইহাদিগকে রাশিযার অধীনে আনয়ন করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইল।

(৪) তুরস্কের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষতিকর এবং রাশিয়ার পক্ষে সুবিধাজনক হইল এই সন্ধির সপ্তম এবং চতুর্দ্দশ সর্ত্ত। এই দুই সর্ত্তানুযায়ী গ্রীক চার্চ্চের অনুবর্ত্তী তুরস্কের খৃষ্টান প্রজাগণের রক্ষণের দায়িত্ব রাশিয়া প্রাপ্ত হইল এবং তুরস্কের বিভিন্ন সহরে রাশিয়াকে কন্সাল রাখার অধিকারও প্রদত্ত হইল। এই সর্ত্তদ্বয়ের সুবিধাজনক ব্যাখ্যা করিয়া রাশিয়া তুরস্কের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ প্রাপ্ত হইল।

সন্ধির গুরুত্ব প্রাচ্য সমস্যার অন্যতম পর্ব্ব

এই সন্ধি দ্বিতীয় ক্যাথারিণের অসামান্য কৃতিত্বের পরিচায়ক। ইউরোপের ইতিহাসেও ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কেননা, তুরস্কের অঞ্চল বিশেষ স্বীয় রাষ্ট্রভুক্ত করিবার প্রচেষ্টার ফলে রাশিয়া ইউরোপে যে "প্রাচ্য সমস্যার" সৃষ্টি করিয়াছিল এই সন্ধি সেই সমস্যার অন্যতম জটিল গ্রন্থি। এই গ্রন্থিমোচনের জন্য পরবর্ত্তী শতাব্দীতে বহু যুদ্ধ বিগ্রহ হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু কৃষ্ণসাগর উন্মুক্ত হওয়াতেও ক্যাথারিণ সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। তাহার কামনা ছিল পোলাণ্ডের মত তুরস্কের বণ্টন কার্য্য সম্পন্ন করা। সঙ্কল্পিত ব্যবচ্ছেদের পর তুরস্কের অঞ্চলবিশেষ লইয়া এক গ্রীক সাম্রাজ্য

স্থাপিত হইবে এবং ক্যাথারিণের পৌত্র সেখানে রাজত্ব করিবে। মলডেভিয়া ওয়ালেচিয়া ও বেসারাবিয়া নূতন আর একটি রাষ্ট্রের সৃষ্টি করিবে ; এই রাষ্ট্র একজন রাশিয়ান রাজবংশীয়ের রাজত্বাধীন হইবে। এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করার জন্য ক্যাথারিণ সম্রাট দ্বিতীয় জোসেফকে প্রলুব্ধ করিলেন এবং তুরস্ক বাবচ্ছেদের পর অষ্ট্রিয়াকে সার্ব্বিয়া বসনিয়া, হার্জিগভনিয়া ও ডালমেসিয়া প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। অষ্ট্রিয়া সম্মত হইলে ক্যাথারিণ তাতার অধ্যুষিত ক্রিমিয়া রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত করিলেন। কুটচুক-কাইনার্ডজির সন্ধিতে তাতারদের স্বাধীনতা ঘোষিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে তাহাদের স্বাধীনতা রাশিয়ার হস্তে বিনষ্ট হইল। তুরস্কের সঙ্গে প্রকৃত যুদ্ধ ১৭৮৭ খৃঃ আরম্ভ হইল। অষ্ট্রিয়া রাশিয়ার সহযোগী হিসাবে তুরস্কের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল, কিন্তু পারশিয়ার ভীতিপ্রদর্শনকারী আচরণে সত্বর যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইল। রাশিয়া একাকী যুদ্ধ চালাইয়া তুরস্ককে পরাজিত করিল এবং ১৭৯২ খৃঃ জার্সির সন্ধি করিতে বাধ্য করিল। জার্সির সন্ধিতে ক্রিমিয়ার উপর রাশিয়ার অধিকার স্বীকৃত হইল।

জার্সির সন্ধি ১৭৯২

ক্যাথারিণের কৃতিত্ব নিরূপণ

রাশিয়ার সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি করিয়া রাশিয়াকে সর্ব্বপ্রকারে আধুনিক পাশ্চাত্য রাষ্ট্রে দীক্ষিত করিবার প্রচেষ্টায় দ্বিতীয় ক্যাথারিন পিটার দি গ্রেটের সার্থক উত্তর-সাধক ছিলেন। রাশিয়ার পাশ্চাত্যকরণে ক্যাথারিনের পিটার অপেক্ষা সুবিধা অধিক ছিল কেননা পিটারের নিজস্ব শিক্ষা ও সহজাত প্রবৃত্তি ক্যাথারিণের মত পশ্চিমী শিক্ষার আবহাওয়ায় পুষ্ট হইতে পারে নাই। জাতিতে জার্মাণ হওয়ার জন্য ইউরোপের [illegible]মূলক ভাবধারার সঙ্গে ক্যাথারিণের সহজ পরিচয় হইয়াছিল।

পিটারের উত্তরসাধক

অতএব ক্যাথারিণ পিটার অপেক্ষা অধিক সফলতার সঙ্গে রাশিয়াকে প্রগতির পথে পরিচালিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

বহুমুখী প্রতিভা

ক্যাথারিণ বহুমুখী প্রতিভার অধিকারিণী ছিলেন। সাহিত্য, কাব্য, দর্শন এবং আধুনিক ভাবধারার অনুশীলনে তাহার অসাধারণ আগ্রহ ছিল। তিনি স্বয়ং বিদুষী ছিলেন এবং বহুবিধ চিঠিপত্র, জীবনস্মৃতি, নাটক ইত্যাদি রচনা করিয়া বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন। সমসাময়িক মনীষি ভলতেয়ার, গ্রিম, ডিডেরট, ডি'-এলেমবার্ট প্রভৃতির সঙ্গে পত্রালাপ করার মধ্যে তাহার মানসিক সর্বতোমুখিতার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

সাহিত্যিক রুচি

ক্যাথারিণ নারী হইলেও রমণীসুলভ দুর্বলতা ও ত্রুটি তাহার চরিত্রে কম ছিল। তাহার মানসিক দৃঢ়তা ছিল অসাধারণ। আভ্যন্তরীণ সংস্কারে এবং পর-রাষ্ট্রনীতিতে তিনি যে উদ্দেশ্য লইয়া রাজত্ব আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহা কার্যে সম্পন্ন করার পূর্বে তিনি কোথায়ও শৈথিল্যের পরিচয় দেন নাই। রাশিয়াকে সর্ববিধ প্রকারে ইউরোপীয় রাষ্ট্রে উন্নীত করিতে হইবে এবং ইউরোপের আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাশিয়াকে ইউরোপীয় রাষ্ট্রের সমমর্যাদাসম্পন্ন করিতে হইবে ইহা ক্যাথারিণের সঙ্কল্প ছিল। অতন্দ্র নিষ্ঠা সহকারে তিনি তাহার সঙ্কল্পসিদ্ধির পথে অগ্রসর হইয়া পরিশেষে সফলকাম হইয়াছিলেন। ক্যাথারিণের চৌত্রিশ বৎসর রাজত্বকাল রাশিয়ার ইতিহাসে এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। এই সময়ে রাশিয়া ইউরোপের রাষ্ট্রক্ষেত্রে তাহার স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া লয় এবং অত্যধিক আয়তনের বিস্তৃতি ঘটে। দুই লক্ষাধিক বর্গমাইল রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয় এবং প্রায় ৭০ লক্ষ প্রজা রাশিয়ার অধীনে আসে। এই বিষয়ে কৃতিত্ব সম্বন্ধে তাহার নিজের উক্তি [illegible]

রাশিয়ার আয়তন ও প্রজাবৃদ্ধি

যোগ্য—"I came to Russia a poor girl; Russia has dowered me richly, but I have paid her back with Azoff, the Crimea and the Ukraine." রাশিয়ার জন্য কৃষ্ণসাগরের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া তিনি রাশিয়ার অন্যতম প্রধান সমস্যার সমাধান করিয়াছেন। অতঃপর রাশিয়াকে ইউরোপে অগ্রাহ্য করিবার কোন উপায় রহিল না। ইউরোপের অন্যতম রাষ্ট্র হিসাবে রাশিয়ার স্বার্থ ও সমস্যা ইউরোপীয় হইল।

রাশিয়াকে ইউরোপীয় রাষ্ট্রের মর্য্যাদা প্রদান সর্ব্বাপেক্ষা কৃতিত্ব

এই ইউরোপীয়তা হইতে পশ্চাদগমনের কোন উপায় রাশিয়ার রহিল না। রাশিয়ার জন্য এই মর্য্যাদার সৃষ্টি ক্যাথারিণের সর্ব্বাপেক্ষা কৃতিত্ব।

ক্যাথারিণের চরিত্রের ত্রুটির কথা উল্লেখ করিলে বলা যাইতে পারে ক্যাথারিণ শাসনকার্য্যে স্বৈরাচারী ছিলেন। শাসনব্যবস্থা সুদৃঢ় ও কেন্দ্রগত করার দিকে তাঁহার যত লক্ষ্য ছিল শাসনবিধির উদারতার দিকে তত আগ্রহ ছিল না। সার্ফ বা অর্দ্ধদাসদের অবস্থা উন্নয়নের জন্য তিনি কোন প্রচেষ্টাই করেন নাই—তাহারা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রহিল। একদিকে রাশিয়ার উচ্চস্তরের জনসমাজ আচারে-ব্যবহারে, পোষাকে পরিচ্ছদে ও শিক্ষাদীক্ষায় ইউরোপীয় রাষ্ট্রের সমতুল্য হইতে লাগিল, অন্যদিকে নিম্নস্তর উপেক্ষা অবহেলার ফলে শোচনীয়তার নিম্ন অঙ্কে উপনীত হইল। ফলে উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে ব্যবধান অধিকতর হইয়া পড়িল।

ত্রুটি

তৃতীয় অধ্যায়

পোলাণ্ডের বাঁটোয়ারা

সপ্তদশ শতাব্দীতে পোলাণ্ড ইউরোপের অন্যতম পরাক্রান্ত রাষ্ট্র ছিল। তুরস্কের আক্রমণ হইতে ইউরোপকে রক্ষা করিয়া পোলাণ্ড বিশেষ কৃতিত্ব অর্জ্জন করে। ১৬৮৩ খৃঃ যখন তুর্কীরা ভিয়েনা অবরোধ করে তখন পোলিশ নেতা জন সোবিস্কি অতুল বিক্রমে অটোমান শক্তিকে প্রতিহত করিয়া অর্দ্ধ-চন্দ্রের আধিপত্য হইতে ইউরোপকে রক্ষা করেন। ফলতঃ পোলাণ্ড ইস্‌লাম আক্রমণের বিরুদ্ধে ইউরোপের দ্বাররক্ষী বলিয়া বিবেচিত হইত।

পোলাণ্ড ব্যবচ্ছেদ হইবার কারণ

(১) শাসন তন্ত্রের ত্রুটির জন্য আভ্যন্তরীণ গোলযোগ

পোলাণ্ডের রাজা উত্তরাধিকার সূত্রে সিংহাসন প্রাপ্ত হইতেন না। পোলাণ্ডের শাসনতন্ত্রের বিধি অনুযায়ী রাজা নির্বাচিত হইতেন এবং সামন্ত শ্রেণীর উপর রাজ-নির্বাচনের সম্পূর্ণ অধিকার ছিল। পোলাণ্ডের রাজসভা বা ডায়েট এই নির্ব্বাচন করিত এবং একমাত্র সামন্ত সম্প্রদায় এই ডায়েটের সভ্য হইতে পারিত। রাজা,

রাজনির্বাচনে সামন্ত শ্রেণীর [illegible]

নির্ব্বাচনে প্রত্যেক সামন্তের হস্তে Liberum Veto বা নির্ব্বাচন নাকচ করিবার বিশেষ ক্ষমতা ছিল। শাসনবিধি অনুযায়ী মাত্র একজন সামন্ত বিরোধী হইলেই নির্ব্বাচন বৈধ হইতে পারিত না এবং এই একজনের বিরোধিতার জন্য শাসন যন্ত্র সম্পূর্ণ অচল করা যাইতে পারিত। এতাবস্থায় প্রত্যেক নরপতির রাজত্বকালে উত্তরাধিকার সমস্যা লইয়া ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি হইত এবং রাজপদ প্রার্থীরা নির্ব্বাচিত হইবার প্রত্যাশায় সামন্তবর্গের ভোট হস্তগত করিবার জন্য সামন্তদিগকে প্রচুর উৎকোচ এবং রাজা হওয়ার পর বহুতর বিশেষ সুবিধা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিত। রাজা নির্ব্বাচিত হওয়ার পর এই সকল পুরু প্রতিশ্রুতি কার্য্যে পরিণত করার ফলে রাজকীয় ক্ষমতার অবশিষ্ট কিছুই থাকিত না এবং সামন্তবর্গই রাজ্যের প্রকৃত কর্ত্তা হইয়া পড়িত। এই অব্যবস্থার সুযোগ লইয়া সামন্তবর্গ একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিপতি হইত। পোলাণ্ডের কৃষক সম্প্রদায় সামন্তদের হস্তে সর্ব্বপ্রকারে শোষিত হইত এবং পোলাণ্ডের মধ্য বিত্ত শ্রেণী না থাকায় সামন্ত ও কৃষকশ্রেণীর মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করার কোন উপায় ছিল না। রাষ্ট্রের এই অরাজকতা দূর করার জন্য রাজার ইচ্ছা থাকিলেও ক্ষমতা ছিল না। আর, যে সামন্তশ্রেণী রাষ্ট্রের প্রকৃত ক্ষমতা পরিচালনা করিতেন তাহারা স্ব স্ব স্বার্থের জন্যই বিশৃঙ্খলতা দূর করিতে সচেষ্ট হন নাই।

প্রত্যেক সামন্তের হস্তে রাজ-নির্ব্বাচন পণ্ড করার জন্য ভেটো অধিকার

ফলে অরাজকতা ও সামন্ত শ্রেণীর অত্যাচার

(২) প্রতিবেশী রাষ্ট্র সমূহের পোলাণ্ডের উপর লোভ—

পোলাণ্ডের প্রতিবেশী রাষ্ট্রত্রয় অষ্ট্রীয়া, প্রাশিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে শেষোক্ত দুই রাষ্ট্রের পোলাণ্ডের বিলুপ্তিতে যথেষ্ট স্বার্থ ছিল। প্রাশিয়ার

পক্ষে পোলাণ্ডের অধিকারভুক্ত পশ্চিম প্রাশিয়া স্বীয় রাষ্ট্রভুক্ত করার প্রয়োজন ছিল। পশ্চিম-প্রাশিয়া প্রাশিয়ার অধিকারে আনিলে ব্রাণ্ডেনবার্গ ও পূর্ব্ব প্রাশিয়ার মধ্যে কোন ভৌমিক ব্যবধান থাকিবে না—প্রাশিয়া একটানা একটি সম্পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রে পরিণত হইতে পারিবে। রাশিয়া পোলাণ্ডের সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন করিয়া ইহাকে গ্রাস করিবার চেষ্টায় ছিল। কেননা, পোলাণ্ডের মধ্যস্থানে অবস্থিতির জন্য পশ্চিমের সঙ্গে রাশিয়ার যোগ সম্পূর্ণ ও প্রত্যক্ষ হইতে পারিতেছিল না।

ধর্ম্মগত বিরোধ

পোলাণ্ডের ~~রাশিয়ার~~ জনসাধারণ প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মাবলম্বী ছিল, অথচ সংখ্যাল্প শাসক সম্প্রদায় ক্যাথলিক ধর্ম্মভুক্ত হওয়ার জন্য প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মের উপর যথেষ্ট নির্য্যাতন চলিত এবং প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মাবলম্বীরা রাষ্ট্রে কোন সুবিধা পাইত না। শাসক ও শাসিতের মধ্যে এই ধর্ম্মগত বিরোধের ফলে পোলাণ্ডের জাতীয়তা-বোধ দৃঢ় হইতে পারে নাই। অত্যাচারী এবং ভিন্নধর্ম্মী স্বদেশী শাসনাপেক্ষা সমধর্ম্মী বিদেশী শাসন তাহাদের নিকট অধিকতর কাম্য ছিল।

প্রথম বাঁটোয়ারা, ১৭৭২

পোলাণ্ডের নরপতি তৃতীয় অগাষ্টাসের মৃত্যুর পর জারিণা দ্বিতীয় ক্যাথারিণ পোলাণ্ডের প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মাবলম্বীদের রক্ষা করার অজুহাতে পোলাণ্ডের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন এবং পোলাণ্ডের সিংহাসনে স্ব-মনোনীত ষ্টানিস্লাউস পইনিয়াটোস্কি (Stanslaus Poniatowski) নামে এক অনুগত ব্যক্তিকে নরপতি নির্ব্বাচিত করিতে বাধ্য করেন। সামন্ত শ্রেণী রাশিয়ার এই হস্তক্ষেপে বাধা প্রদান করার জন্য দলবদ্ধ হয়, কিন্তু ক্যাথারিণ সামন্তদের দমন করেন। প্রাশিয়ার নরপতি ফ্রেডারিক ক্যাথরিণের দুরভিসন্ধি লক্ষ্য করিয়া পোলাণ্ড বাঁটোয়ারার জন্য ক্যাথারিণের নিকট প্রস্তাব করিলে তাহা প্রত্যাখ্যাত হয়। ইতিমধ্যে রাশিয়া ও তুরস্কের মধ্যে

যুদ্ধ উপস্থিত হইলে অষ্ট্রীয়া এই সুযোগে পোলাণ্ডের অংশবিশেষ অধিকার করে। ক্যাথরিনের সমগ্র পোলাণ্ড গ্রাস করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে অষ্ট্রীয়া ও প্রাশিয়ার মতিগতি লক্ষ্য করিয়া পোলাণ্ড ব্যবচ্ছেদে সম্মত হন এবং উপরোক্ত দুই রাষ্ট্রকে অংশদান করিয়া পোলাণ্ডের প্রথম বাঁটোয়ারা সম্পাদন করেন। ১৭৭২ খৃঃ সেন্ট পিটার্সবার্গের সন্ধিতে এই প্রথম বাটোয়ারা কার্য্যে পরিণত হইল। ইহার ফলে রাশিয়া পোলিশ লিভোনিয়া ও লিথুয়ানিয়ার অংশবিশেষ, অষ্ট্রীয়া জিপস ও রেড রাশিয়া এবং ফ্রেডারিক পশ্চিম প্রাশিয়া প্রাপ্ত হইল।

দ্বিতীয় বাঁটোয়ারা, ১৭৯২

ইতিমধ্যে ১৭৮৭ খৃঃ রুশ তুরস্ক যুদ্ধ আরম্ভ হইলে পোলাণ্ড রাশিয়ার অধীনতা পাশ ছিন্ন করার সুযোগ প্রাপ্ত হইল। পোলাণ্ড প্রাশিয়ার সঙ্গে সন্ধি করিল এবং তাহাদের আচরণে অষ্ট্রীয়ার সম্রাট দ্বিতীয় লিওপোল্ডের অনুমোদন লাভ করিল। কারণ, পোলাণ্ড স্বাধীন ও সবল রাষ্ট্র থাকিলে রাশিয়ার পক্ষে পশ্চিমে অভিযান করা অসুবিধাজনক হইবে। অতঃপর পোলাণ্ড স্বীয় শাসনতন্ত্র সংস্কার করিয়া নির্ব্বাচিত রাজার পরিবর্ত্তে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রতিষ্ঠিত রাজতন্ত্রের প্রবর্ত্তন করিল। বিশৃঙ্খলার সৃষ্টিকারী সামন্তদের 'ভেটো'র অধিকারও লুপ্ত করা হইল। দ্বিতীয় ক্যাথারিণ তুরস্কের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকায় এই সব পরিবর্ত্তনের বিরুদ্ধে কিছু করিবার সুযোগ পাইলেন না। তুরস্কের সঙ্গে যুদ্ধাবসানের পর ক্যাথারিণ পোলাণ্ডের ঔদ্ধত্যের শাস্তি দিবার জন্য পোলাণ্ড আক্রমণ করিলেন। তাহার এই আক্রমণে পোলাণ্ডের একটি দল সাহায্য করিল। ইতিমধ্যে অষ্ট্রীয়ার সম্রাট দ্বিতীয় লিওপোল্ডের মৃত্যুতে পোলিশরা অষ্ট্রীয়ার সম্ভাবিত সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইল। পোলিশরা রাশিয়ার আক্রমণের সম্মুখীন হইতে না পারিয়া রাশিয়ার দাবী স্বীকার করিতে বাধ্য হইল এবং শাসনতন্ত্রের

সাম্প্রতিক পরিবর্তন প্রত্যাহার করা হইল। ক্যাথারিণ পোলাণ্ডের দ্বিতীয় বাঁটোয়ারার জন্য প্রাশিয়ার সঙ্গে গোপনে চুক্তি করিলেন। এই দ্বিতীয় বাঁটোয়ারায় রাশিয়া সর্ব্বাধিক অংশ গ্রহণ করিল। অষ্ট্রীয়া ফ্রান্সের বিপ্লব সংশ্লিষ্ট যুদ্ধে বিব্রত থাকায় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিতে পারিবে না বুঝিয়া দ্বিতীয় বাঁটোয়ারায় তাহাকে অংশীদার করা হয় নাই। পোলাণ্ডের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি দ্বিতীয় বাঁটোয়ারায় না হইলেও পোলাণ্ড প্রকৃত প্রস্তাবে রাশিয়ার অধীন রাষ্ট্রে পরিণত হইল। ১৭৯৩ খৃঃ পোলাণ্ডের দ্বিতীয় বাঁটোয়ারা সম্পাদিত হইল।

তৃতীয় বাঁটোয়ারা, ১৭৯৫

এই শোচনীয় অবস্থা হইতে পোলাণ্ডকে উদ্ধার করিয়া স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য পোলিশগণ কোসিউস্কো-র নেতৃত্বে দণ্ডায়মান হইল এবং পোলাণ্ডের স্বাধীনতা অপহারক প্রাশিয়া ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। কিন্তু স্বদেশপ্রেমিক পোলিশদের সামর্থ্য কম থাকায় তাহারা সম্মিলিত প্রাশিয়া ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। কোসি-উস্কো রাশিয়ার হস্তে পরাজিত ও বন্দী হইলেন। পোলাণ্ডের রাজধানী ওয়ারস দীর্ঘকাল আত্মরক্ষার পর আত্মসমর্পণ করিল। অতঃপর পোলাণ্ডের অবশিষ্ট অংশ বাঁটোয়ারার জন্য অষ্ট্রীয়া ও প্রাশিয়ার মধ্যে বন্দোবস্ত হইল (১৭৯৫)। এই বাঁটোয়ারাতেও ক্যাথারিন রাশিয়ার জন্য সর্ব্বাধিক অংশ গ্রহণ করিলেন এবং অষ্ট্রীয়াকে সামান্য অংশ দিলেন। শক্তি-সমতা রক্ষার জন্য এই বাঁটোয়ারায় প্রাশিয়াকে প্রধান অংশীদার করা হয় নাই। মাত্র অতি সামান্য অংশ প্রাশিয়াকে দিয়া বিদায় দেওয়া হইল। এই তৃতীয় বাঁটোয়ারার ফলে রাষ্ট্র হিসাবে পোলাণ্ডের সত্তা একেবারে বিলুপ্ত হইল।

পোলাণ্ড বাঁটোয়ারার সমালোচনা

পোলাণ্ডের স্বাধীন সত্তা বিলুপ্ত করিয়া প্রতিবেশী রাষ্ট্রদের মধ্যে

বাঁটোয়ারা করিয়া লওয়ার মত নির্লজ্জ ও হেয় কার্য্য পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। এই রাজনৈতিক তস্করতা আন্তর্রাষ্ট্রীক ন্যায়-নীতিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া অনুষ্ঠিত হইয়াছে। একজন ঐতিহাসিক (Guedella) ইহাকে ইউরোপীয় কূটনীতির নির্লজ্জতম ও সর্ব্বাপেক্ষা নিস্ফল কার্য্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (Most shameless and barren act of European diplomacy)। ইহা নির্লজ্জ, কেননা, ইহা দ্বারা আন্তর্রাষ্ট্রীক ন্যায়-নীতিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হইয়াছে এবং ইহা নিস্ফল যেহেতু এই বাঁটোয়ারায় যাহারা অংশীদার ছিল তাহারাও পরিণামে বিশেষ লাভবান হয় নাই। বণ্টনকারী রাষ্ট্র সমূহ পোলাণ্ডের অংশবিশেষ স্ব স্ব রাষ্ট্রভুক্ত করিলেও পোলিশরা কোন দিন বিদেশীর আনুগত্য স্বীকার করে নাই। পোলিশদের আনুগত্যহীনতা ইহাদের যথেষ্ট অসুবিধার কারণ হইয়াছে। অধিকন্তু পোলাণ্ড স্বাধীন থাকিলে প্রাশিয়া ও রাশিয়ার মধ্যখানে অবস্থিত থাকিয়া নিরপেক্ষ মধ্যস্থের কাজ করিতে পারিত। প্রাশিয়ার অধিকারে পোলাণ্ডের অংশবিশেষ আসার পর প্রাশিয়াকে রাশিয়া ও অষ্ট্রীয়া দুই প্রান্তে দুইটি দীর্ঘ সীমান্ত পথের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইল। রাশিয়ার পক্ষেও পোলাণ্ডভুক্তির পর সুদীর্ঘ সীমান্ত পথ রক্ষা করা দুরূহ হইয়া পড়িল।

চতুর্থ অধ্যায়

অষ্ট্রীয়ার ইতিহাস

ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধি হইতে ফরাসী বিপ্লবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত

ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধি অনুষ্ঠিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জার্ম্মাণীতে হ্যাপসবার্গ বংশের শাসনাধীন অষ্ট্রীয়ার প্রতিপত্তি যথেষ্ট ছিল। অধিকন্তু 'পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যে'র সম্রাট পদবী অষ্ট্রীয়ার রাজবংশের সঙ্গে যুক্ত থাকায় অষ্ট্রীয়ার মর্য্যাদা আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং জার্ম্মাণীর রাষ্ট্রসমূহের বহু নরপতি অষ্ট্রীয়ার সম্রাটকে খুব মান্য করিত। ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধির সর্ত্তানুযায়ী জার্ম্মাণীর বিকেন্দ্রীকরণ হওয়ার ফলে সম্রাটের ক্ষমতা অত্যন্ত হ্রাস পাইল। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ইউরোপে হ্যাপসবার্গের একাধিপত্য হ্রাস পাইতে লাগিল এবং তৎস্থলে ফ্রান্সের বুরবো বংশ প্রতিষ্ঠিত হইল। ইত্যবস্থায় ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দের পর অষ্ট্রীয়ার কর্ত্তব্য হইল জার্ম্মাণীতে আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য বৃথা চেষ্টা না করিয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে অভিযানের দ্বারা তুর্কী-সাম্রাজ্যের অংশবিশেষ অষ্ট্রীয়ার অন্তর্ভুক্ত করিয়া পূর্ব্ব দিকে সম্প্রসারিত হওয়া। ফলে অষ্ট্রীয়া জার্ম্মাণীতে সুপ্রতিষ্ঠ হইতে পারিল না। ইতিমধ্যে স্বদেশে তাহার আধিপত্যের অন্য এক প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির অভ্যুদয় হইল। ক্ষুদ্র ব্রাণ্ডেনবার্গ প্রাশিয়া ধীর অথচ দৃঢ় পাদক্ষেপে ক্রমশঃ শক্তি সঞ্চয় করিয়া জার্ম্মাণীতে অষ্ট্রীয়ার প্রতিস্পর্দ্ধা করিতে লাগিল।

ইউরোপে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় ফ্রান্সের দ্বারা এবং জার্মানীতে প্রাশিয়ার দ্বারা পরাভূত হইয়া অষ্ট্রীয়ার দুরবস্থা হইল। যাহা হোক, এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান থাকিয়া কখনও যুদ্ধবিগ্রহের দ্বারা, কখনও আপোষ সন্ধির দ্বারা অষ্ট্রীয়া কোনমতে আত্মরক্ষা করিয়া অবস্থান করিল। পূর্বদিকে তুরস্কের খরচে সম্প্রসারিত হওয়ার প্রচেষ্টায়ও নবজাগ্রত শক্তি রাশিয়া প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিল।

সম্রাট লিওপোল্ড

১৬৪৮ খৃঃ র পর অষ্ট্রীয়া প্রথমতঃ ফ্রান্সের প্রতিপত্তি বৃদ্ধির বিরোধিতা করিল। **প্রথম লিওপোল্ড** চতুর্দশ লুইর বিরুদ্ধে তাঁহাদের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলেন এবং চতুর্দশ লুইর বিপক্ষে লীগ অফ্ অগস্‌বার্গের যুদ্ধে যোগদান করিলেন। [illegible] হওয়ার সময়ও অষ্ট্রীয়া ফ্রান্সের বিপক্ষে যুক্ত হইল। লিওপোল্ডের রাজত্বকালে তুর্কীবাহিনী পুনরায় ইউরোপের সর্বত্র জয়লাভ করিয়া ভিয়েনার প্রবেশদ্বারে উপস্থিত হইল এবং অষ্ট্রীয়া সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব বিপন্ন করিয়া তুলিল। পোল্যাণ্ডের জন সোবিয়েস্কির অতুল পরাক্রমের সম্মুখে তুরস্ক বাহিনী পরাজিত হইল। লিওপোল্ড কার্লোউইট্‌জ এর (১৬৯৯) সন্ধিতে তুরস্ককে ট্রানসিলভেনিয়া ও হাঙ্গারীর অধিকাংশ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিলেন।

সম্রাট **ষষ্ঠ চার্লস** (১৭১১-১৭৪০) তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া তুর্কীবাহিনীকে পরাজিত করেন এবং তুরস্ককে সমগ্র হাঙ্গারী, বেলগ্রেড ও সার্বিয়ার কতকাংশ অষ্ট্রীয়ার জন্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করেন। ১৭৩৭ খৃঃ ষষ্ঠ চার্লস রাশিয়ার সহযোগিতায় তুরস্কের বিরুদ্ধে এক যুদ্ধে তুরস্কের হস্তে পরাজয়ের গ্লানি স্বীকার করিতে বাধ্য হন। কিন্তু ষষ্ঠ চার্লসের রাজত্বের সর্বাপেক্ষা সমস্যা ছিল তাহার মৃত্যুর পর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী প্রশ্ন। কোন পুত্র সন্তান না থাকায় যাহাতে তাহার

অবর্ত্তমানে তাহার কন্যা রাজকুমারী মেরিয়া থেরেসা সমগ্র অষ্ট্রীয়া সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারিণী হইতে পারে তজ্জন্য ষষ্ঠ চার্লস জীবিতাবস্থায়ই 'প্রাগমেটিক স্যাংসান' নামে এক বিধি প্রণয়ন করিয়া ইউরোপীয় বিভিন্ন রাষ্ট্রের সম্মতি গ্রহণের চেষ্টা করিলেন। মেরিয়া থেরেসার নির্ব্বিবাদ উত্তরাধিকারত্বের জন্য ষষ্ঠ চার্লস বহু ক্ষেত্রে স্বীয় রাষ্ট্রের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু তাহার প্রচেষ্টা সফল হয় নাই। ১৭৪০ খৃঃ তাহার মৃত্যুর পর অষ্ট্রীয়ার উত্তরাধিকার সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

মেরিয়া থেরেসা ও অষ্ট্রীয়ার উত্তরাধিকারের যুদ্ধ

ষষ্ঠ চার্লসের মৃত্যুর পর একজন নারীকে অষ্ট্রীয়া সাম্রাজ্যের সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখিয়া চতুর্দ্দিকে বিরোধিতার সৃষ্টি হইল। মেরিয়া থেরেসা স্বয়ং অষ্ট্রীয়ার অধিপতি হইলেন এবং তাহার স্বামী লোরেনের ফান্সিসের জন্য সম্রাটপদ দাবী করিলেন। এই দুই অধিকারের বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ উত্থিত হইল এবং সর্ব্বাগ্রে প্রাশিয়ার নরপতি ফ্রেডারিক তাহার পিতার দ্বারা স্বীকৃত প্রাগমেটিক স্যাংসান অগ্রাহ্য করিয়া সাইলেসিয়া অধিকার করিলেন। এদিকে ফ্রান্সের সমর্থনে ব্যাভেরিয়ার 'নির্ব্বাচক' চার্লস সম্রাট নির্ব্বাচিত হইলেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য রাষ্ট্রও নানা অজুহাতে অষ্ট্রীয়ার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইল। চতুর্দ্দিকে শত্রুপরিবেষ্টিত হইয়া মেরিয়া থেরেসা হতবুদ্ধি হইলেন না, অল্পবয়স্কা ও অনভিজ্ঞা হইলেও স্থির মস্তিষ্কে ও সাহসের সহিত বিপক্ষদের সম্মুখীন হইলেন। রাজভক্ত হাঙ্গারী ও ইংলণ্ডের সাহায্যে মেরিয়া থেরেসা আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইলেন। অবশ্য সাইলেসিয়া অষ্ট্রীয়ার অঙ্গ চ্যুত করিয়া ফ্রেডারিককে সন্তুষ্ট করিতে হইল। আই লা স্যাপেলের সন্ধিতে (১৭৪৮) উত্তরাধিকার সমস্যার সমাধান হইল। মেরিয়া থেরেসা অষ্ট্রীয়ার অধিপতি ও ফ্রান্সিস সম্রাট বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। এবং অষ্ট্রীয়া সাম্রাজ্য বণ্টনের আশঙ্কা হইতে নিষ্কৃতি পাইল।

মেরিয়া থেরেসা ও কূটনৈতিক বিপ্লব, ১৭৫৬

উত্তরাধিকারের যুদ্ধে সাইলেসিয়া প্রাশিয়াকে অর্পণ করিতে বাধ্য হইয়া মেরিয়া থেরেসা মানসিক অশান্তি ভোগ করিতেছিলেন। সাইলেসিয়া পুনরুদ্ধার করার জন্য তিনি দৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন। পূর্ব্ব যুদ্ধে অষ্ট্রীয়ার মিত্র ইংলণ্ডের বিশেষ অনুরোধের ফলেই প্রাশিয়াকে সন্তুষ্ট করার নিমিত্ত সাইলেসিয়া ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। সুতরাং সাইলেসিয়া পুনরুদ্ধারের যুদ্ধে অষ্ট্রীয়ার পক্ষে পররাষ্ট্রনীতি পরিবর্ত্তন করা প্রয়োজন। মেরিয়া থেরেসা চ্যান্সেলার কৌনিট্‌জের পরামর্শক্রমে ইংলণ্ডকে পরিত্যাগ করিয়া ফ্রান্সকে মিত্ররূপে গ্রহণ করিলেন। এই পররাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্ত্তন 'কূটনৈতিক বিপ্লব' বলিয়া খ্যাত। (পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।) এই 'বিপ্লবের' ফলস্বরূপ সপ্তবর্ষ যুদ্ধ (১৭৫৬-৬৩) অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু মেরিয়া থেরেসা সাইলেসিয়া পুনরুদ্ধার করিতে পারিলেন না; সাইলেসিয়ায় প্রাশিয়ার অধিকার স্বীকার করিয়া লইতে হইল।

কূটনৈতিক বিপ্লব ও সপ্তবর্ষ যুদ্ধ

মেরিয়া থেরেসা বহু সদ্‌গুণের অধিকারিণী ছিলেন। তাঁহারই প্রচেষ্টায় সম্ভাব্য বণ্টন হইতে অষ্ট্রীয়া রক্ষাপ্রাপ্ত হয়। তিনি অষ্ট্রীয়া সাম্রাজ্যের উন্নতি ও রাষ্ট্রনৈতিক মর্য্যাদা দৃঢ় করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। মেরিয়া থেরেসা সামরিক ব্যবস্থার সংস্কার, বিচারশালার অনাচার ও ধর্ম্মনৈতিক অত্যাচার বন্ধ করা, রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সুব্যবস্থা ইত্যাদি রাষ্ট্রকল্যাণকর বহু সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। তাহার সুশাসনের ফলে বিভিন্ন জাতির সমবায়ে গঠিত অষ্ট্রীয়া সাম্রাজ্যের কোন অসন্তুষ্টি ছিল না। বিশেষতঃ হাঙ্গেরিয়ান প্রজাগণ মেরিয়া থেরেসার বিপদে সাহায্যার্থ অগ্রসর হইয়া রাজানুগত্যের যথেষ্ট প্রমাণ দিয়াছে।

মেরিয়া থেরেসার চরিত্র

দ্বিতীয় জোসেফ, ১৭৬৫-১৭৯০

দ্বিতীয় জোসেফ মেরিয়া থেরেসা ও ফ্রান্সিসের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর ১৭৬৫ খৃঃ জোসেফ সম্রাট পদে অভিষিক্ত হইলেন এবং মাতার মৃত্যুতে ১৭৮০ সমগ্র সাম্রাজ্য সহ অষ্ট্রিয়ার অধিপতি হইলেন। সমকালীন সদাশয় স্বৈরাচারীদের মধ্যে তিনি [illegible] শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

দ্বিতীয় জোসেফের উদ্দেশ্য ছিল অষ্ট্রিয়াকে আদর্শ রাষ্ট্রে পরিণত করা। আদর্শ রাষ্ট্র সম্বন্ধে জোসেফের ধারণা ছিল এই রাষ্ট্রের সীমানা বিস্তৃত ও সংহত হইবে, সমস্ত ক্ষমতা সম্রাটের আয়ত্তে থাকিবে, রাষ্ট্রভুক্ত সমস্ত প্রদেশ কেন্দ্রীয় শাসনবিধি দ্বারা শাসিত হইবে। রাষ্ট্রের সমস্ত প্রজা এক রাষ্ট্রভাষার সাহায্যে ভাব বিনিময় করিবে বা [illegible] এক আচার ব্যবহার অনুসরণ করিবে এবং একই প্রকার আশা আকাঙ্ক্ষাতে তাহাদের চিত্ত উদ্বোধিত হইবে। এক কথায়, বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন ও বিভিন্ন অনেক জাতি অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের [illegible] ও শাসনের মধ্যে আনিয়া [illegible] তাহাদের মধ্যে ঐক্যবন্ধন [illegible] করাই দ্বিতীয় জোসেফের লক্ষ্য ছিল। কিন্তু অষ্ট্রিয়া [illegible] রাষ্ট্রে পরিণত না [illegible] কার্য্য [illegible] বিভিন্ন জাতি ও তাহাদের [illegible] প্রকৃতি, [illegible] ঐক্যবদ্ধকরণের কার্য্যে অলঙ্ঘনীয় প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায়। আদর্শবাদী দ্বিতীয় জোসেফ বাস্তব প্রতিবন্ধকতা সমূহ অগ্রাহ্য করেন। স্বকল্পিত আদর্শকে কার্য্যে পরিণত করার জন্য চেষ্টা করিলেন।

জোসেফের সংস্কার সমূহ

শাসনব্যবস্থায় ঐক্য আনয়নের জন্য দ্বিতীয় জোসেফ অষ্ট্রিয়ার পুরাতন শাসনবিভাগ বাতিল করিয়া সমগ্র সাম্রাজ্যকে ত্রয়োদশটি শাসনকেন্দ্র বা

প্রদেশে বিভক্ত করিলেন এবং প্রত্যেক প্রদেশ একজন সামরিক শাসন-কর্ত্তার অধীনে রাখিলেন। প্রদেশগুলিকে আবার জেলা এবং শহরে উপ-বিভক্ত করা হইল এবং সর্ব্বত্র পুরাতন জাতিগত বিশেষ শাসন সুবিধা প্রত্যাহার করিয়া একই পদ্ধতির শাসন প্রবর্ত্তিত হইল। অষ্ট্রীয়ান সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র জার্ম্মাণী রাষ্ট্রভাষা স্থির হইল। সকলের জন্য একই প্রকার আইন-বিধির প্রবর্ত্তন করিয়া তিনি আইনের দৃষ্টিতে সকলের সমতার ব্যবস্থা করিলেন। তিনি মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন অবাধ ধর্ম্মাচরণের অনুমতি দিলেন, বিদ্যাশিক্ষার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন, ব্যবসাবাণিজ্যে উৎসাহ প্রদান করিলেন, যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি করিলেন, জনসাধারণের সামাজিক উন্নতির জন্য অভিজাত সম্প্রদায়, যাজক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের বিশেষ সুবিধা প্রত্যাহার করিয়া সকলকে এক সমতলে আনয়ন করিলেন এবং নির্বিচারে সকল শ্রেণীর উপর সার্ব্বজনীন ভূমিকর প্রবর্ত্তন করিলেন।

ধর্ম্মনৈতিক সংস্কারে তাহার উদ্দেশ্য ছিল যাহাতে অষ্ট্রীয়ার ধর্ম্মব্যবস্থা পোপের কবলমুক্ত হইয়া সরকারের পরিচালনায় ফ্রান্সের মত রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। তিনি শিক্ষা ব্যবস্থার ভার চার্চ্চের অধিকার হইতে চ্যুত করিয়া রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়ের উপর অর্পণ করিলেন, দুই সহস্রাধিক সঙ্ঘারাম বন্ধ করিয়া ইহাদের সম্পত্তি কলেজ, হাসপাতাল ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যয় করিলেন এবং ধর্ম্মসম্বন্ধে 'উদার ঘোষণাপত্র' (Edict of Toleration, 1781) দ্বারা সকল খৃষ্টীয় ধর্ম্মমতের অবাধ অনুশীলনের অধিকার প্রদান করিলেন। তিনি বহু গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং গবেষণাকার্য্যে উৎসাহ প্রদান করিলেন। মধ্যযুগীয় যে সকল নিষ্ঠুর দণ্ড অষ্ট্রীয়ার আইন বিধিতে বর্ত্তমান ছিল তিনি সেই সকলের কঠোরতা হ্রাস করিয়া দিলেন এবং আইনবিধি যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তিনি সার্ফপ্রথা বহু অঞ্চল হইতে তুলিয়া দিলেন এবং

সার্ফদিগকে স্বেচ্ছামত বিবাহ করিতে, জমি বিক্রয় করিতে এবং জমিদারের খামারে মজুরি করার পরিবর্তে জমিদারকে নির্দিষ্ট মজুরি দিতে অনুমতি দিলেন। এই সব সংস্কারের ফলে সার্ফপ্রথা বাস্তবপক্ষে অস্ট্রীয়া হইতে প্রায় উঠিয়া গেল। তাহার এই সংস্কার প্রবর্তনে মন্ত্রী কোনিট্জ পরামর্শদাতা সহযোগী ছিলেন।

জোসেফের অস্ট্রীয়ান নেদারল্যাণ্ডস বেলজিয়াম ও হাঙ্গারীর সহিত আচরণ

জোসেফ তাহার সংস্কার নীতিকে কার্যে পরিণত করিতে যাইয়া অস্ট্রীয়ান নেদারল্যাণ্ডসের নিকট বাধা প্রাপ্ত হইলেন। এই অঞ্চল অস্ট্রীয়ার সাম্রাজ্যভুক্ত হইলেও বহুদূরে অবস্থিত থাকায় কার্যতঃ স্বাধীন ছিল। দ্বিতীয় জোসেফ সাম্রাজ্যের সর্বত্র এক শাসনপদ্ধতি প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে নেদারল্যাণ্ডসকে অস্ট্রীয়ার সম্রাটের শাসনাধীন অন্যতম প্রদেশে পরিণত করিলেন এবং নেদারল্যাণ্ডসের নিজস্ব শাসনপদ্ধতি, আইন কানুন রীতিনীতি, ধর্ম ও শিক্ষাব্যবস্থা অগ্রাহ্য করিয়া তিনি নিজস্ব পরিকল্পনায় নেদারল্যাণ্ডসে সংস্কার প্রবর্তন করিলেন। ফলে নেদারল্যাণ্ডসে তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি হইল এবং বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া নেদারল্যাণ্ডস অস্ট্রীয়ার সাম্রাজ্যের অধীনতা হইতে মুক্তি ঘোষণা করিল।

একই সময়ে দ্বিতীয় জোসেফ নেদারল্যাণ্ডস-এর মত হাঙ্গারীতে সংস্কার প্রবর্তন করিতে যাইয়া হাঙ্গারিয়ানদের বিদ্রোহ আসন্ন করিয়া ফেলিয়াছিলেন। হাঙ্গারীকে জার্মানীয়করণ প্রচেষ্টায় হাঙ্গারিয়ানগণ এতই আশঙ্কাজনক অবস্থার সৃষ্টি করিল যে দ্বিতীয় জোসেফ মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় একমাত্র সার্ফসম্বন্ধীয় সংস্কার ব্যতীত তাহার রাজত্বে প্রবর্তিত সমস্ত সংস্কার বাতিল করিবার আদেশ প্রদান করিয়া যান। অস্ট্রীয়ার পূর্বতন ব্যবস্থাই বহাল রহিল।

জোসেফের সংস্কার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবার কারণ

দ্বিতীয় জোসেফ ইতিহাসের অন্যতম হতভাগ্য চরিত্র। যিনি আজীবন প্রজাদের মঙ্গলের জন্য অক্লান্ত চেষ্টা করিয়াছেন, প্রজাদের সুখী ও তৃপ্ত করিয়া তাহাদের অনুরাগ কামনা করিয়াছেন, তিনি তাঁহার এই সমস্ত শুভ প্রচেষ্টার বিনিময়ে প্রাপ্ত হইলেন রাজ্যময় অশান্তি ও দুর্দশা এবং প্রজাদের নিকট হইতে অকৃতজ্ঞতা।

জোসেফের প্রচেষ্টিত সংস্কার সমূহের মধ্যে একমাত্র সার্ফ সংক্রান্ত ও আইন-বিধির পরিবর্তন সংক্রান্ত সংস্কার সাফল্য লাভ করিয়াছিল, অন্য সংস্কার গৃহীত ও কার্যকরী হয় নাই। এই সব সংস্কার অষ্ট্রীয়ায় প্রয়োজন ছিল নিঃসন্দেহ, কিন্তু জোসেফের ধৈর্যের ও বাস্তবানুগ অভিজ্ঞতার অভাবের ফলে তাঁহার সমস্ত মহৎ প্রচেষ্টা শোচনীয় ব্যর্থতায় পর্যাবসিত হইয়াছে। শুধু সদিচ্ছার অধিকারী হইলেই সংস্কারক হওয়া যায় না। নূতন সংস্কার প্রবর্তিত করিতে হইলে পূর্বাহ্নে স্থানীয় জনসাধারণের ঐতিহ্য, অভ্যাস, বিশেষ বিশেষ আচার ব্যবহার প্রভৃতি সম্বন্ধে বিবেচনা করা প্রয়োজন। দ্বিতীয় জোসেফের এই সমস্ত মানসিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে অনবহিত হওয়ার জন্যই সংস্কার সমূহ ব্যর্থ হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ সমস্ত সদাশয় স্বৈরাচারী নরপতির মত জোসেফ প্রজাবর্গের মানসিক প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা না করিয়া সমস্ত সংস্কার প্রজাদের স্কন্ধে নিক্ষেপ করিয়াছেন। এই সব সংস্কারের মধ্যে অনেকগুলি পরবর্তী সময়ে ইউরোপে গৃহীত হইয়া প্রজার কল্যাণে সাহায্য করিয়াছে, কিন্তু জোসেফের প্রবর্তিত সংস্কার নিম্ন হইতে না আসিয়া উপর হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে বলিয়া প্রজাদের প্রাচীনপন্থী মনের গ্রহণযোগ্য হয় নাই। জোসেফের সংস্কার সম্বন্ধে ফ্রেডারিক দি গ্রেটের উক্তি প্রণিধানযোগ্য—

"Joseph is a good man, but he always takes a second step before he takes the first" প্রকৃত সময় হইবার পূর্ব্বেই তিনি সংস্কারকামী হইয়াছিলেন বলিয়া তাহার সকল শুভ প্রচেষ্টা নিষ্ফল হইয়াছে।

দ্বিতীয় জোসেফের বৈদেশিক নীতি

আভ্যন্তরীণ সংস্কার প্রবর্ত্তনের মতই পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রেও দ্বিতীয় জোসেফের অসহিষ্ণু মনোভাব প্রদর্শনের জন্যই ব্যর্থতা আসিয়াছে। হ্যাপস্‌বার্গ সাম্রাজ্যের পরস্পর বিচ্ছিন্ন অঞ্চলগুলিকে একত্র সুসংবদ্ধ করিয়া জার্মাণীতে অষ্ট্রীয়ার শক্তি দৃঢ় করা তাহার উদ্দেশ্য ছিল। এই মনোভাবের জন্য জার্মাণীতে অষ্ট্রীয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রাশিয়ার অধিপতি ফ্রেডারিক দি গ্রেটের সহিত তাহার সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল এবং ফ্রেডারিক সর্ব্বদাই তাহার পররাষ্ট্র সংক্রান্ত কার্য্যাবলীকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। রাজত্বের প্রথম দিকে দ্বিতীয় জোসেফ রাশিয়ার সম্প্রসারণ নীতিকে বাধা দিবার জন্য প্রাশিয়ার সঙ্গে যোগ দিলেন এবং পোলাণ্ড বাটোয়ারায় রাশিয়াকে সমগ্র পোলাণ্ড গ্রাস করিতে না দিয়া নিজেরাও খণ্ডিত পোলাণ্ডের অংশ গ্রহণ করিলেন। বণ্টিত পোলাণ্ডের অংশ ও তুরস্কের নিকট হইতে বুকোভিনা প্রাপ্তির ফলে অষ্ট্রীয়ার পূর্ব্বাঞ্চল একটানা হইল। অতঃপর জোসেফ ব্যাভেরিয়ার উত্তরাধিকারের গোলযোগের সুযোগে ব্যাভেরিয়ার কিয়দংশ অষ্ট্রীয়াভুক্ত করিবার প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু ফ্রেডারিক রাশিয়ার সহযোগিতায় তাহার উদ্দেশ্য পণ্ড করিলেন। ইউট্রেক্টের সন্ধি অনুযায়ী ডাচগণ অষ্ট্রীয়ান নেদারল্যাণ্ডস্‌বা বেলজিয়াম সীমান্ত সন্নিহিত দুর্গ সমূহের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিল।

অষ্ট্রীয়াকে সংহত করা উদ্দেশ্য ছিল

প্রাশিয়া সকল বাধা দিয়াছে

জোসেফ হল্যাণ্ডকে শেল্ড নদের অধিকার পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিলেন।

দ্বিতীয় জোসেফের [illegible] নীতি

পররাষ্ট্র ব্যাপারে প্রাশিয়ার নিকট হইতে প্রতিপদে বিরুদ্ধতা প্রাপ্ত হইয়া জোসেফ রাশিয়ার অনুরক্ত হইলেন এবং রাশিয়ার সহযোগিতায় পূর্বে এবং পশ্চিমে সম্প্রসারিত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ব্যাভেরিয়ার উপর জোসেফের দৃষ্টি ছিল এবং ব্যাভেরিয়া অষ্ট্রীয়ার সঙ্গে যুক্ত হইলে জার্মানিতে অষ্ট্রীয়ার শক্তি বহুলাংশে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইত। এই উদ্দেশ্যে বাভেরিয়ার শাসকের নিকট [illegible] সংরক্ষিত অষ্ট্রীয়ান নেদারল্যাণ্ডস্ এর বিনিময়ে ব্যাভেরিয়া হস্তগত করিবার প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু ব্যাভেরিয়া সংক্রান্ত ব্যাপারে ফ্রেডারিক কয়েকটি জার্মান রাষ্ট্রের সম্মিলিত সঙ্ঘবদ্ধতায় এমন তীব্র প্রতিবাদ করিলেন যে জোসেফ বাধ্য হইয়া ব্যাভেরিয়া পাইবার আশা পরিত্যাগ করিলেন। পূর্বদিকে তুরস্কের খরচে সম্প্রসারিত হইবার প্রচেষ্টাও ফ্রেডারিকের দৃঢ় প্রতিপক্ষতায় পূর্ণ হইতে পারিল না। জোসেফ দ্বিতীয় ক্যাথারিনের সঙ্গে মিলিত হইয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে অভিযান করিলে ইংলণ্ড, হল্যাণ্ড ও প্রাশিয়া তুরস্কের সাহায্যার্থে অগ্রসর হইল এবং জোসেফের পক্ষে বাধা দিল। জোসেফের মৃত্যুতে (১৭৯০) তাঁহার উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় লিওপোল্ড তুরস্কের সঙ্গে যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। রাশিয়া একাকী তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান করিয়া তাহাকে পরাস্ত করিল এবং জ্যাসির সন্ধিতে (১৭৯২) তুরস্কের নিকট হইতে উল্লেখযোগ্য অংশ প্রাপ্ত হইল।

দ্বিতীয় জোসেফের চরিত্রের গুণাগুণ নিরূপণ

দ্বিতীয় জোসেফ বাস্তবানভিজ্ঞ আদর্শবাদী ছিলেন বলিয়া তাহার সমস্ত সাধু সঙ্কল্প নিস্ফলতার মধ্যে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। অষ্ট্রীয়ান সাম্রাজ্য বিভিন্ন চরিত্র, ভাষা ও রীতিনীতি দ্বারা পরিচালিত বহু জাতির সমবায়ে গঠিত ছিল। এতদ্ব্যতীত আঞ্চলিক প্রথা, বিশেষ সুবিধা প্রভৃতিও অগ্রাহ্য করার উপায় ছিল না। দ্বিতীয় জোসেফ তাহার সাম্রাজ্যকে ঐক সূত্রে গ্রথিত করিবার জন্য সাম্রাজ্যের অন্তর্নিহিত মৌলিক অনৈক্যের গুরুত্ব বিস্মৃত হইয়া সর্বত্র এক জাতীয় আইনবিধি, শাসন পদ্ধতি ও এক রাষ্ট্রভাষা প্রবর্তন করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাহার সংস্কার সমূহ যুগোচিত না হইয়া যুগাপেক্ষা উন্নততর হওয়াতে বাস্তবক্ষেত্রে গৃহীত হইল না।

ইতিহাসের অন্যতম হতভাগ্য চরিত্র

জোসেফের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী মনোভাবের সৃষ্টি হইল—হাঙ্গারী ও বেলজিয়াম সাম্রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য উদ্যোগী হইল। সাম্রাজ্য সংহত করার উদ্দেশ্যে প্রবর্তিত সংস্কার সমূহ সাম্রাজ্যকে বিচ্ছিন্ন করার কার্য্যে পরিণত হইল। ফলে মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইয়া তিনি তাহার সংস্কার বিধি প্রত্যাহার করিয়া লইতে বাধ্য হইলেন। অসহিষ্ণুতা ও বাস্তবতা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতাই তাহার সমস্ত সদিচ্ছাকে কার্য্যক্ষেত্রে নিষ্ফল করিয়া দিয়াছে।

আদর্শ ও যুক্তিবাদী বলিয়া ব্যর্থ

পঞ্চম অধ্যায়

ইংলণ্ডের ইতিহাস—হ্যানোভার রাজবংশ

প্রথম জর্জ, ১৭১৪-১৭২৭

দ্বিতীয় জর্জ, ১৭২৭-১৭৬০

তৃতীয় জর্জ, ১৭৬০-১৮২০

প্রথম জর্জ, ১৭১৪-'২৭

রাণী এ্যানের মৃত্যুর পর এ্যাক্ট অফ্ সেটেলমেন্ট অনুযায়ী হ্যানোভারের সোফিয়ার পুত্র প্রথম জর্জ ইংলণ্ডের রাজা হইলেন। জর্জের সিংহাসনারোহণের পর ইংলণ্ডের পররাষ্ট্রনীতিতে এক পরিবর্তন আসিল। প্রথম জর্জ দুইটী উদ্দেশ্য সম্পাদিত করার আগ্রহ লইয়া ইংলণ্ডের পররাষ্ট্রনীতি পরিচালিত করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ ইংলণ্ডে হ্যানোভার বংশের উত্তরাধিকার অক্ষুণ্ণ রাখা ও দ্বিতীয়তঃ জার্মাণীর হ্যানোভার রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষা করা। প্রথম উদ্দেশ্যকে সার্থক করার জন্য প্রথম জর্জ ফ্রান্সের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখা প্রয়োজন মনে করিলেন। কেননা, ষ্টুয়ার্টবংশীয়গণ ইংলণ্ডের সিংহাসনে পুনরায় উপবিষ্ট হইবার প্রত্যাশা লইয়া ফ্রান্সে অবস্থান করিতেছিল। দ্বিতীয় উদ্দেশ্যের জন্য জর্জ হল্যাণ্ড ও অষ্ট্রীয়ার সঙ্গে মৈত্রী বজায় রাখিয়া চলিলেন। এই সময়ে স্পেন পুনরায় শক্তিসম্পন্ন হইয়া ইউরোপে পুনরায় তাহার প্রভাব বিস্তার করার উদ্যোগ করিতেছিল। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও হল্যাণ্ডের সহযোগিতায় ত্রি-শক্তি জোট সৃষ্টি করিয়া তিনি স্পেনের উচ্চাশায় বাধা দিলেন।

ক্যাবিনেট শাসন পদ্ধতি

প্রথম জর্জের রাজত্বকালে ইংলণ্ডে ক্যাবিনেট শাসন বা দায়িত্বশীল মন্ত্রি সভার প্রবর্ত্তন হইল। প্রথম জর্জ ইংরাজী ভাষা এবং ইংলণ্ডের রীতিনীতি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ছিলেন বলিয়া মন্ত্রিদগের আলোচনা সভায় অনুপস্থিত থাকিতেন এবং রাজ্যের পরিচালনাবভার হুইগ দলের উপর ন্যস্ত করিলেন। টোরীদল ষ্টুয়ার্ট বংশের পক্ষপাতী ছিল বলিয়া তৃতীয় জর্জ টোরী দলের উপর অনাস্থা প্রকাশ করিলেন। রাজার বিশ্বাসভাজন হইয়া হুইগ মন্ত্রিসভা রাজার অনুপস্থিতিতেই রাজ্যনীতি পরিচালনা করিতে লাগিল। পার্লামেণ্ট মহাসভায় সংখ্যাধিক্য বজায় না রাখিলে মন্ত্রিসভার পক্ষে নিজস্ব নীতি কার্য্যকরী করার অসুবিধা হইত। তজ্জন্য এই রীতি প্রবর্ত্তিত হইল যে পার্লামেণ্টে যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকিবে সেই দল মন্ত্রিত্ব গঠন করিবে এবং রাজাকে পার্লামেণ্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মধ্য হইতে মন্ত্রী নির্ব্বাচন না করিলে তাহার পক্ষে রাজ্যশাসন অসম্ভব হইয়া পড়িবে। ইহাই ক্যাবিনেট শাসন পদ্ধতির মূল কথা এবং প্রথম জর্জের রাজত্বকালে প্রথম এই রীতি অনুসৃত হইয়াছিল। প্রথম জর্জের রাজত্বের শেষ ভাগে 'সাউথ সি কোম্পানী' দেউলিয়া হওয়ার ফলে ইংলণ্ডে যে অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল তাহা দূর করার জন্য ওয়ালপোল নামক এক যোগ্য ব্যক্তিকে প্রধান মন্ত্রী নির্ব্বাচিত করা হয়। ওয়ালপোল ১৭২১ খৃঃ হইতে ১৭৪২ খৃঃ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন।

দ্বিতীয় জর্জ, ১৭২৭-১৭৬০

প্রথম জর্জের পর দ্বিতীয় জর্জ ইংলণ্ডের রাজা হন। তাহার রাজত্বের প্রথম ভাগে ওয়ালপোল প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। ওয়ালপোল শান্তিবাদী ছিলেন এবং যুদ্ধ বিগ্রহে ইংলণ্ডকে লিপ্ত না করিয়া আভ্যন্তরীণ সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধির

পক্ষপাতী ছিলেন। তাহার রাজস্ব নীতির ফলে ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক উন্নতি হইল এবং ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার হইল। কিন্তু যুদ্ধবিরোধী হইলেও আমেরিকার স্পেনিস উপনিবেশে ইংলণ্ডের বাণিজ্যের অধিকার লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হওয়াতে ওয়ালপোলকে স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হইল। এই যুদ্ধ 'Jenkin's Ear War' নামে খ্যাত। অষ্ট্রীয়ার উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যুদ্ধের প্রাক্কালে ওয়ালপোল যুদ্ধবিরোধী হওয়ার জন্য মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন।

অষ্ট্রীয়ার উত্তরাধিকারের যুদ্ধ

অষ্ট্রীয়ার উত্তরাধিকারের যুদ্ধে ইংলণ্ড অষ্ট্রীয়ার পক্ষ অবলম্বন করিয়া ফ্রান্স ও প্রাশিয়ার বিপক্ষে অবতীর্ণ হয়। এই সময়ে ষ্টুয়াটবংশীয় ইয়ং প্রিটেণ্ডার চার্লস ইংলণ্ডের সিংহাসন অধিকার করার জন্য স্কটল্যাণ্ডে সসৈন্যে অবতরণ করেন, কিন্তু কালোডন মুরের যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া ফ্রান্সে পলায়ন করিতে বাধ্য হন। আই-লা স্যাপেলের সন্ধি (১৭৪৮) তে উত্তরাধিকারের যুদ্ধ সমাপ্ত হয়। ফ্রান্স ইংলণ্ডের সিংহাসনে হ্যানোভার বংশের দাবি স্বীকার করে।

সপ্তবর্ষ যুদ্ধ

সপ্তবর্ষের যুদ্ধে ইংলণ্ড ফ্রান্স ও অষ্ট্রীয়ার বিপক্ষে অবতীর্ণ হয়। এই যুদ্ধে ইংলণ্ডের প্রধান স্বার্থ ছিল বাণিজ্য ও উপনিবেশ হইতে প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি ফ্রান্সকে বিতাড়িত করা। ফ্রান্স আমেরিকায় এবং ভারতবর্ষে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য ইংলণ্ডের সঙ্গে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছিল। সুতরাং সপ্তবর্ষের যুদ্ধ ইউরোপ ব্যতীত ভারতবর্ষ ও আমেরিকায়ও অনুষ্ঠিত হইল। এই সময়ে বড় পিট ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। পিটের নীতি ছিল ইউরোপে ইংলণ্ডের মিত্রপক্ষ প্রাশিয়াকে প্রচুর অর্থসাহায্য করিয়া প্রাশিয়ার দ্বারা ফ্রান্সকে ইউরোপে ব্যস্ত রাখা— যাহাতে ফ্রান্স আমেরিকায় ও ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রেরণ না করিতে পারে। পিটের এই নীতি

সফল হইয়াছিল— পলাশী (১৭৫৭) ও বন্দিবাসের (১৭৬০) যুদ্ধে জয়লাভ করাতে ভারতে ইংরাজশক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইল।

ভারতবর্ষে ও আমেরিকায় ইংলণ্ডের প্রাধান্ত

কুইবেক ও কানাডা অধিকৃত হওয়ার ফলে আমেরিকাতেও ফরাসী ক্ষমতা নষ্ট হইয়া ইংরাজ শক্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। সপ্তবর্ষ যুদ্ধের ফলে ইংলণ্ডের বাণিজ্যিক ও উপনিবেশিক আধিপত্য সর্বত্র স্থাপিত হইল।

তৃতীয় জর্জ্জ, ১৭৬০-১৮২০

তৃতীয় জর্জ্জ প্রথম ও দ্বিতীয় জর্জ্জের মত শুদ্ধ নামে রাজা হওয়াতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি প্রকৃত শাসন ক্ষমতার অভিলাষী হইলেন এবং স্বয়ং শাসনব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহার ইচ্ছার বিরোধী হওয়াতে তিনি পিটকে পদচ্যুত করিয়া বুটকে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করিলেন এবং পররাষ্ট্র বিষয়ে স্বেচ্ছানুরূপ নীতি অনুসরণ করিতে লাগিলেন। তাহার অনমনীয় মনোভাব ও দূরদৃষ্টির অভাবের ফলে ইংলণ্ডকে বহু দুর্দ্দিন সহ্য করিতে হইয়াছে। তাহার নিমিত্তই আমেরিকার উপনিবেশ সমূহ ইংলণ্ডের হস্তচ্যুত হইয়াছে, পার্লামেণ্টের সংস্কার বিলম্বিত হইয়াছে এবং আয়র্ল্যাণ্ডকে শান্ত করার নীতি ব্যর্থ হইয়াছে।

স্বয়ং শাসন করিবার ইচ্ছা

আমেরিকার স্বাধীনতা-সমর

সপ্তবর্ষ যুদ্ধের ফলে যখন কানাডা ফরাসী হস্ত হইতে ইংরাজের হস্তে আসিল তখন উপনিবেশিকগণের ফরাসী আক্রমণের ভয় বিদূরিত হইল এবং তাহারা মাতৃভূমির সমস্ত অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করিল। তৃতীয় জর্জ্জের মন্ত্রী গ্রেণভিল ১৭৬৫ খৃঃ সপ্তবর্ষ যুদ্ধের আংশিক ব্যয়ভার বহন করার জন্য উপনিবেশ সমূহে ষ্ট্যাম্প এ্যাক্ট জারি

করিলেন। এই ষ্টাম্প এ্যাক্টের বিরুদ্ধে আমেরিকায় ঘোর অসন্তোষের সৃষ্টি হইল—তাহারা এই যুক্তি দেখাইয়া প্রতিবাদ করিল যে পার্লামেন্টে যখন উপনিবেশের কোন প্রতিনিধিত্ব স্বীকার করা হয় নাই তখন পার্লামেন্টের উপনিবেশের উপর কর স্থাপনের অধিকার নাই। এই প্রতিবাদের ফলে ষ্ট্যাম্প এ্যাক্ট তুলিয়া দেওয়া হইল বটে, কিন্তু ইহাও জানাইয়া রাখা হইল যে আমেরিকার উপর কর স্থাপনের অধিকার ইংলণ্ডের আছে (১৭৬৬)। পরের বৎসর মন্ত্রী টাউনসেণ্ড আমেরিকায় রপ্তানী হইত এমন কয়েকটি দ্রব্যের উপর শুল্ক বসাইলেন। উপনিবেশিকরা এই সকল শুল্ক দিতে অস্বীকার করিল এবং ইংলণ্ডে উৎপন্ন কোন দ্রব্য যাহাতে আমেরিকায় ব্যবহৃত না হয় তাহার চেষ্টা করিতে লাগিল। ১৭৭৩ খৃঃ মন্ত্রী লর্ড নর্থ এই সমস্ত কর উঠাইয়া দিলেন, কেবল চা এর উপর কর বজায় রাখিলেন। কিন্তু আমেরিকানরা এই কর দিতেও অসম্মত হইল। বোষ্টন বন্দরে কতকগুলি জাহাজ চা লইয়া আসিয়া নোঙ্গর করিয়াছিল। রেড ইণ্ডিয়ানের ছদ্মবেশে কয়েক জন আমেরিকান জাহাজে উঠিয়া সমস্ত চা সমুদ্রে নিক্ষেপ করিল। ইংলণ্ড এই ঘটনায় বোষ্টন বন্দর ও ম্যাসাচুসেটস এর উপর কঠোর শাস্তি বিধান করিলে উপনিবেশের প্রতিনিধিগণ ফিলাডেলফিয়া নগরে সমবেত হইয়া ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল (১৭৭৪) এবং জর্জ্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। এই যুদ্ধে ইংরেজরা প্রথম দিকে জয়লাভ করিলে পরিশেষে পরাজিত হইতে লাগিল। ক্রমশঃ ফ্রান্স, স্পেন ও

ষ্ট্যাম্প এ্যাক্ট

আমেরিকায় শুল্ক স্থাপনে ইংলণ্ডের অধিকার

আমেরিকার প্রতিবাদ

স্বাধীনতা ঘোষণা

হল্যাণ্ড উপনিবেশিকদের পক্ষভুক্ত হওয়ায় ইংলণ্ড বিশেষ সুবিধা করিতে পারিল না। ১৭৮১ খৃঃ ইয়র্কটাউনে লর্ড কর্ণওয়ালিস আত্মসমর্পন করায় যুদ্ধ পরিসমাপ্ত হইল। ১৭৮৩ খৃঃ ভার্সাই সন্ধিতে ইংলণ্ড আমেরিকার স্বাধীনতা স্বীকার করিল।

১৭৮৩ খৃঃ স্বাধীনতা স্বীকৃত

আয়র্ল্যাণ্ডের সহিত মিলন, ১৮০০ খৃঃ

আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে উৎসাহিত হইয়া আয়র্ল্যাণ্ড আইরিশ পার্লামেণ্টের স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন আরম্ভ করিল। ১৭৮২ খৃঃ আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করিলে ইংলণ্ড আইরিশ পার্লামেণ্টকে স্বরাষ্ট্র ব্যাপারে স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হইল। ফরাসী বিপ্লব উপস্থিত হইলে ফরাসীরা আয়র্ল্যাণ্ডে গোলমাল বাধাইতে চেষ্টা করিল এবং ১৭৯৮ খৃঃ আয়র্ল্যাণ্ডে সত্যই বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ছোট পিট এই ব্যাপারে আশঙ্কাগ্রস্ত হইয়া আয়র্ল্যাণ্ডের ভিন্ন পার্লামেণ্ট তুলিয়া দিতে উদ্যোগী হইলেন। পিট ও লর্ড কর্ণওয়ালিস নানা কৌশলে আয়র্ল্যাণ্ডের পার্লামেণ্ট তুলিয়া দিয়া ইংলণ্ড ও আয়র্ল্যাণ্ডের এক পার্লামেণ্ট করিলেন (১৮০০)। সাময়িকভাবে আয়র্ল্যাণ্ড সমস্যার সমাধান হইল বটে, কিন্তু স্থায়ী সমাধান সুদূরপরাহত হইয়া রহিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ফ্রান্সের ইতিহাস

পঞ্চদশ লুই, ১৭১৫-'৭৪

১৭১৫ খৃষ্টাব্দে চতুর্দ্দশ লুই মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাহার পৌত্র পঞ্চদশ লুই ফ্রান্সের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইলেন। পঞ্চদশ লুই মাত্র পঞ্চবর্ষীয় হওয়ায় তাহার নাবালকত্বের সময় চতুর্দ্দশ লুইর ভ্রাতুষ্পুত্র অর্লিয়েন্সের ডিউক ফিলিপ অভিভাবকরূপে শাসনভার পরিচালনা করিতে লাগিলেন। ফিলিপ বুদ্ধিমান ও সুদক্ষ ছিলেন এবং উদারনীতির উপরও তাহার শ্রদ্ধা ছিল, কিন্তু যথোচিত সাহস ও দৃঢ়তার অভাবে তাহার সংস্কার কার্য্য নিষ্ফল হইল।

শাসন সুব্যবস্থা কার্য্যকরী হইল না

অত্যধিক কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে ফ্রান্সের শাসন ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা ছিল। এই বিশৃঙ্খলা নিবারণের জন্য ফিলিপ কেন্দ্রীয় ক্ষমতা কিয়দংশ হ্রাস করিয়া অভিজাত শ্রেণীর উপর তাহা অর্পণ করিতে মনস্থ করিলেন। ফিলিপ শাসন ব্যবস্থার দায়িত্ব সাতটি বিভাগীয় পরামর্শ সভার উপর ন্যস্ত করিয়া ক্ষমতার আংশিক বিকেন্দ্রীকরণ করিলেন। কিন্তু তাহার এই প্রচেষ্টা অভিজাত সম্প্রদায়ের অপদার্থতা ও পারস্পরিক ঈর্ষ্যার জন্য ফলপ্রসূ হইল না। তিন বৎসর নূতন পদ্ধতি পরীক্ষার পর পুরাতন পদ্ধতিই পুনরায় প্রবর্ত্তিত হইল।

অর্থনৈতিক সুব্যবস্থার প্রচেষ্টা ব্যর্থ

জাতীয় আর্থিক দুরবস্থার প্রতিকার করিতে যাইয়াও ফিলিপ ব্যর্থ হইলেন। স্পেনের উত্তরাধিকার যুদ্ধে যোগদানের জন্য ফ্রান্সের যথেষ্ট জাতীয় ঋণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। এই ঋণভার হইতে নিষ্কৃতির জন্য ফিলিপ জন্ ল নামে এক স্কটের পরামর্শে একটি সরকারী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিয়া ফ্রান্সের উত্তর আমেরিকাস্থ সম্পত্তির ক্রেডিটের বিনিময়ে কাগজী মুদ্রা প্রচলন করিতে আরম্ভ করেন। এই ব্যাঙ্ক জন্ ল প্রতিষ্ঠিত মিসিসিপি কোম্পানীকে লুসিয়ানায় একচেটিয়া ব্যবসা করিবার অনুমতি দেয় এবং এই সুবিধার বিনিময়ে উক্ত কোম্পানী হইতে প্রচুর অর্থ গ্রহণ করে। ক্রমশঃ রাষ্ট্রের আনুকূল্যে এই কোম্পানীর প্রভাব বর্দ্ধিত হয় এবং এই কোম্পানী ব্যাঙ্কের সহিত যুক্ত হইয়া যায়। এই কোম্পানীকে ধাতু মুদ্রা প্রস্তুতের ও কাগজী প্রচলনের এবং রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে কর আদায়ের সম্পূর্ণ ভার প্রদান করিয়া অনুগৃহীত করা হয়। অচিরে বাজারে এই কোম্পানীর শেয়ারের দর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং লাভের আশায় বহু লোক শেয়ার কিনিতে থাকে। শেয়ারের এই অকস্মাৎ মূল্য স্ফীতির ফলে কোম্পানী ফেল পড়িয়া যায় ও বহু লোকের আর্থিক সর্ব্বনাশ হয়।

পররাষ্ট্র নীতি

স্পেনের শক্তি বৃদ্ধির প্রচেষ্টায় বাধা প্রদান

এই সময়ে মন্ত্রী আলবেরণীর রাষ্ট্রনীতি-কুশলতায় পরিচালিত স্পেন ইউরোপে পুনরায় আধিপত্য বিস্তারের উদ্যোগ করিতেছিল। স্পেন ইউট্রেক্টের সন্ধি সর্ত্ত অমান্য করিবার উপক্রম করিলে ফিলিপ স্পেনের প্রভাব খর্ব্ব করার জন্য মন্ত্রী কার্ডিনাল ডুবয়-এর পরামর্শে ইংলণ্ড ও হল্যাণ্ডের সঙ্গে ত্রি-রাষ্ট্র জোটের সৃষ্টি করিলেন। পরে অষ্ট্রীয়া এই রাষ্ট্র-জোটে যোগদান

করায় ইহা চতুঃ-রাষ্ট্রজোটে পরিণত হইল। এইভাবে স্পেনকে প্রভাব বিস্তার করিতে না দিয়া তাহাকে দাবাইয়া রাখা হইল। মন্ত্রী আলবেরনীর মন্ত্রিত্ব অবসানের পর পুনরায় স্পেনের সঙ্গে ফ্রান্সের মিত্রতা সংস্থাপিত হইল। ডুবয় এর পরামর্শে পঞ্চদশ লুইর সঙ্গে স্পেনের রাজকুমারী ইনফেন্টার বিবাহ স্থির হইল। ১৭২৩ খৃঃ পঞ্চদশ লুই ফ্রান্সের শাসনভার গ্রহণ করিলেন। ফিলিপের অভিভাবকত্বের অবসান হইল।

চতুঃশক্তির জোট

পঞ্চদশ লুইর রাজত্বের প্রথম দিকে ফ্লিউরি ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রীপদে নিযুক্ত হন। ফ্লিউরি ব্যয় সঙ্কোচের দ্বারা ফ্রান্সের অর্থনৈতিক সুব্যবস্থার চেষ্টা করিয়াছিলেন। পর রাষ্ট্রনীতিতে তিনি শান্তির পক্ষপাতী হইলেও তাহাকে পোলাণ্ডের উত্তরাধিকার ও অষ্ট্রীয়ার উত্তরাধিকার সংক্রান্ত দুইটি যুদ্ধে যোগদান করিতে হইয়াছিল। যাহা হোক, তাহার মন্ত্রিত্বকালে ফ্রান্সের শাসনব্যবস্থা এক প্রকার ভালই চলিয়াছিল, কিন্তু তাহার মৃত্যুর (১৭৪৩) পর ফ্রান্সে অব্যবস্থা আরম্ভ হইল। পঞ্চদশ লুই অত্যন্ত বিলাসী এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছিলেন এবং স্বয়ং শাসন ব্যাপারে উদাসীন থাকায় কয়েকজন প্রিয়পাত্রী প্রকৃত প্রস্তাবে শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করিতে লাগিল। এই সব প্রিয়পাত্রীর মধ্যে মাদাম ডি পম্পাডুরের নাম উল্লেখযোগ্য। ঊনবিংশ-বর্ষীয় নরপতির উপর এই মহিলার প্রভাব অসামান্য ছিল এবং ইনি সুদীর্ঘ-কাল ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ব্যাপারে স্বেচ্ছামত হস্তক্ষেপ করিয়া রাষ্ট্রের শাসননীতি নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন। তাহার অনুমত্যানুসারে সামরিক ও নৌবিভাগের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরা নিযুক্ত হইত। বাস্তবপক্ষে ইনিই দীর্ঘকাল ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। ফলে ফ্রান্সের রাষ্ট্রনীতিতে অসামঞ্জস্য আসিল এবং সপ্তবর্ষের যুদ্ধে ফ্রান্সকে পরাজয় ও মর্য্যাদাহানির

পঞ্চদশ লুই

গ্লানি ভোগ করিতে হইল। এই যুদ্ধে পরাজিত ফ্রান্স আমেরিকায় ও ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আশা চিরতরে পরিত্যাগ করিল।

এইরূপে স্বদেশে আর্থিক দুরবস্থা ও বিদেশে পরাজয়ের দুর্গতি বহন করাতে ফ্রান্সের জনসাধারণ রাজবংশের উপর ক্রমশ: আস্থা হারাইতে লাগিল এবং শাসনপদ্ধতির সমালোচনা আরম্ভ করিল। জনসাধারণের পক্ষ অবলম্বন করিয়া প্যারিসের পার্লামেণ্ট রাজার সঙ্গে বিরোধ আরম্ভ করিলে পঞ্চদশ লুই বিরক্ত হইয়া পার্লামেণ্ট বন্ধ করিয়া দিলেন কিন্তু রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সাধারণের সমালোচনা ও বিরোধিতার মনোভাব দূর করিতে সক্ষম হইলেন না।

প্যারিসের পার্লামেণ্ট বন্ধ করিলেন

জনসাধারণের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ

ফ্রান্সে মহাঝটিকা যে আসন্ন তাহা তিনি অনুমান করিতে সক্ষম হইয়া উক্তি করিয়াছিলেন—"After me, the deluge." কিন্তু এই আসন্ন প্লাবন হস্ত হইতে তিনি ফ্রান্সকে পরিত্রাণ করার কোন প্রচেষ্টাই করিলেন না —ইন্দ্রিয়ভোগ ও বিলাস ব্যসনে অপর্যাপ্ত অর্থব্যয় করিয়া জাতীয় ঋণভার বিপুলায়তন করিয়া গেলেন। ১৭৭৪ খৃ. পঞ্চদশ লুই মৃত্যুমুখে পতিত হন।

সপ্তম অধ্যায়

বাণিজ্যবাদ ও উপনিবেশিক দ্বন্দ্ব

বাণিজ্যবাদ, Mercantilism

ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধির (১৬৪৮) পূর্ব্ব পর্যন্ত ইউরোপের রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে বিরোধ ও যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হইত প্রধানতঃ ধর্ম্মকে কেন্দ্র করিয়া ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধিতে এই ধর্ম্ম-দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিল। পরবর্ত্তী যুগেও এই দ্বন্দ্ব অব্যাহতভাবে চলিল, কিন্তু তাহার রূপান্তর ঘটিল। এই যুগের যুদ্ধবিগ্রহ আর ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া চলিল না—বাণিজ্য ও উপনিবেশ ধর্ম্মের স্থলে পারস্পারিক বিরোধের মূল আশ্রয় হইয়া দাঁড়াইল। উদাহরণ স্বরূপ ক্রমওয়েল ও দ্বিতীয় চার্লসের সময়ে ইঙ্গ-ডাচ বিরোধ, চতুর্দ্দশ লুইর রাজত্বকালে ফ্রাঙ্কো-ডাচ বিগ্রহ, ওয়ালপোলের মন্ত্রিত্ব কালে ইঙ্গ-স্পেনিশ যুদ্ধ (জেঙ্কিন্সের কালের যুদ্ধ), এবং ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের পক্ষ হইতে সপ্তবর্ষ যুদ্ধের কথা উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত যুদ্ধই প্রধানতঃ বাণিজ্য ও উপনিবেশ সংক্রান্ত স্বার্থ লইয়া সংঘটিত হইয়াছে। স্পেনিশ উত্তরাধিকারের যুদ্ধেও ইংলণ্ড মূলতঃ বাণিজ্য ও উপনিবেশিক প্রতিপত্তি রক্ষার জন্যই যোগ দিয়াছিল। মোট কথা, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপের যুদ্ধাদি এই দুই বিষয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে কেন্দ্র করিয়াই অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর আন্ত রাষ্ট্রীক বিরোধ মূলতঃ বাণিজ্যগত

ধন সম্বন্ধে নূতন মানদণ্ড আবিষ্কৃত

বাণিজ্যবাদের মূল কথা এই—সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ধন সম্বন্ধে নূতন মান ইউরোপের মনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইউরোপের রাষ্ট্রগুলি স্বর্ণ ও রৌপ্যকে ধনের প্রকৃত মানদণ্ড বলিয়া স্থির করিল। স্পেনের হস্তে সমৃদ্ধিশালী আমেরিকার উপনিবেশ থাকায় স্পেন ব্যবসাবাণিজ্যের দ্বারা প্রচুর স্বর্ণ ও রৌপ্য সঞ্চয় করিয়া ইউরোপের মধ্যে ধনশালী রাষ্ট্রে পরিণত হইল। স্পেন ব্যতীত অন্যান্য রাষ্ট্র স্পেনের মত এই সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া অন্য উপায়ে তাহাদের স্বর্ণ ও রৌপ্য সঞ্চয়ের উপায় নির্দ্ধারণ করিল। তাহারা স্থির করিল, রাষ্ট্রের রপ্তানীদ্রব্যের পরিমাণ আমদানী দ্রব্য অপেক্ষা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে বিদেশ হইতে আগত স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা দেশের ধনবৃদ্ধি করিবে। এই নীতি অনুসারে সকল রাষ্ট্রই দেশের ধনরক্ষার জন্য বহিরাগত দ্রব্যের উপর আমদানী শুল্ক স্থাপন করিয়া বিদেশী দ্রব্যের আমদানী বন্ধ করিবার চেষ্টা করিল এবং পর্য্যাপ্ত রপ্তানীর দিকে মনোনিবেশ করিল। ফলে ইউরোপে ক্রমশঃ শুল্ক-যুদ্ধ সংঘটিত হইতে লাগিল। সপ্তদশ শতাব্দীর পরার্দ্ধের ইঙ্গ-ডাচ যুদ্ধ সমূহ এই রক্ষণ শুল্ককে কেন্দ্র করিয়াই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

নূতন মানদণ্ড স্বর্ণ ও রৌপ্য রক্ষার জন্য রক্ষণ শুল্ক ও শুল্ক যুদ্ধ

দ্বিতীয়তঃ এই বাণিজ্যবাদ অনুসারী রাষ্ট্রের পক্ষে উপনিবেশ থাকার প্রয়োজন। নিজস্ব উপনিবেশ থাকিলে কাঁচা মালের বিনিময়ে প্রদত্ত স্বর্ণ বিদেশী রাষ্ট্রের হস্তগত হইতে পারিবে না ও স্বর্ণ রপ্তানীর দ্বারা মাতৃভূমি দরিদ্র হইবে না। অতএব সর্ব্বত্র উপনিবেশ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইল ও নৌশক্তিপ্রধান রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে উপনিবেশ লইয়া বিরোধ উপস্থিত হইল। এতদ্ব্যতীত এই ধারণাও বদ্ধমূল হইল যে অপর রাষ্ট্রের বাণিজ্য শক্তি নষ্ট না করিলে স্বরাষ্ট্রের বাণিজ্য ক্ষমতা বর্দ্ধিত করা যাইবে না।

ফ্রান্সের মন্ত্রী কোলবার্টের বাণিজ্যনীতি এই ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং ইংলণ্ডও এই ধারণার বশবর্তী হইয়া সপ্তদশ শতাব্দীতে হল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে নৌ সংক্রান্ত আইন (Navigation Acts) বিধিবদ্ধ করে।

উপনিবেশিক দ্বন্দ্ব

(ক) ইংলণ্ড ও হল্যাণ্ড: সপ্তদশ শতাব্দীতে নৌ-শক্তিতে ডাচরা অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালী ছিল এবং এই নৌ শক্তির সাহায্যে তাহারা উপনিবেশিক প্রতিপত্তিতে অগ্রণী হইবার চেষ্টা করিল। ইতিপূর্ব্বেই পর্টুগীজরা প্রাচ্য-দেশে তাহাদের ব্যবসা বাণিজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া বহু উপনিবেশের অধিকারী হইয়াছিল। ডাচরা পর্টুগীজ শক্তিকে পরাভূত করিয়া তাহাদিগকে সকল স্থান হইতে বিতাড়িত করিল এবং নিজেরা তথায় প্রতিষ্ঠিত হইল।

হল্যাণ্ড ও পর্টুগীজকে স্থানচ্যুত করিল

এইরূপে বিশ্বের বাণিজ্যের অধিকাংশের অধিকার তাহাদের আয়ত্তাধীনে আসিল। ডাচরা প্রধানতঃ প্রাচ্যাঞ্চলের মসলার ব্যবসায়ের একচেটিয়া অধিকারের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিল। ইতিমধ্যে ইংলণ্ডের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাণিজ্যক্ষেত্রে ডাচদের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে আগমন করিলে ইংলণ্ডের সঙ্গে ডাচদের বিরোধ উপস্থিত হইল। এই বিরোধে ডাচরা জয়লাভ করিয়া ইংরাজ ও পর্টুগীজদিগকে মালয় দ্বীপপুঞ্জ ও পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে বিতাড়িত করিয়া সেই সকল স্থানে অবাধ একাধিপত্য স্থাপন করিল। ইংরাজরা প্রাচ্য-অঞ্চল হইতে বিতাড়িত হইয়া অদৃষ্ট পরিবর্ত্তনের জন্য ভারতবর্ষে বাণিজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করিল।

ইংরাজরা প্রাচ্য দ্বীপ হইতে বিতাড়িত

ইংরাজ-ডাচদের এই বাণিজ্যিক বিরোধ যুদ্ধের পর্য্যায়ে উপনীত

হইল। ক্রমওয়েল ডাচদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধাত্মক নীতি গ্রহণ করিয়া ১৬৫১ খৃঃ 'নৌ সংক্রান্ত আইন' বিধিবদ্ধ করেন। এই আইনের ফলে ইংলণ্ডের বন্দরে ডাচদের বাণিজ্যতরী প্রবেশ করা প্রকারান্তরে বন্ধ হইল এবং হল্যাণ্ড আত্মরক্ষার জন্য ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। এই ইঙ্গ ডাচ যুদ্ধে (১৬৫২-'৫৪) হল্যাণ্ডের বাণিজ্য ও নৌ শক্তি যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইল এবং যুদ্ধোত্তর সন্ধিতে হল্যাণ্ড ইংলণ্ডের 'নৌ সংক্রান্ত আইন' মানিয়া লইল। দ্বিতীয় চার্লসের সময়েও দ্বিতীয় ইঙ্গ ডাচ যুদ্ধে (১৬৬৪ ১৬৬৭) ডাচরা পর্যুদস্ত হইল এবং আমেরিকাস্থ নিউ আমষ্টারডম্ ইংলণ্ডের হস্তে সমর্পণ করিতে বাধ্য হইল। চতুর্দ্দশ লুইর আক্রমণাত্মক মনোভাবের ফলে ইংলণ্ড ও হল্যাণ্ড উভয়েই সমভাবে বিপন্ন বোধ করে এবং লুইর বিরুদ্ধে একত্রিত হইয়া কতকটা পরস্পরের সন্নিহিত হয়। পরিশেষে অরেঞ্জের উইলিয়ম ইংলণ্ডের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে দীর্ঘস্থায়ী ইঙ্গ ডাচ বিরোধের অবসান হয় এবং উভয় রাষ্ট্র সমযোগে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের সঙ্গে হল্যাণ্ড যোগদান করিয়া মোটেই লাভবান হয় নাই, বরঞ্চ সমূহ ক্ষতিগ্রস্তই হইয়াছিল। কেননা, এই যুদ্ধে হল্যাণ্ডকে সর্ব্বদা ইউরোপে ফরাসী শক্তির বিরুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিতে হইয়াছে, আর ইংলণ্ড ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সর্ব্বত্র নৌ-যুদ্ধ করিয়াছে এবং যুদ্ধান্তে ফলভোগের অধিকারী হইয়াছে। ক্ষুদ্রায়তন হল্যাণ্ডের পক্ষে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ-বিগ্রহ জনসংখ্যা ও ধনসম্পদকে নিঃশেষিত করিয়া তুলিল এবং উপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক দ্বন্দ্বে ইংলণ্ড হল্যাণ্ড অপেক্ষা অগ্রগামী হইল।

ইউরোপে ইঙ্গ ডাচ বিরোধ

'নৌ সংক্রান্ত বিধি

উইলিয়ম ইংলণ্ডের রাজা হওয়া ও বিরোধের পরিসমাপ্তি

ইংলণ্ডের সঙ্গে যুক্তভাবে নীতি পরিচালনায় পরিণামে হল্যাণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত ও ইংলণ্ড লাভবান

(খ) ইংলণ্ড ও ফ্রান্স: ১৬৮৮ খৃঃ তৃতীয় উইলিয়ম ইংলণ্ডের সিংহাসনে উপবিষ্ট হওয়ার পর হইতে ইংলণ্ডের পররাষ্ট্রনীতিতে এক পরিবর্ত্তন আসিল। তৃতীয় উইলিয়ম ইংলণ্ডের রাজা হওয়ার পূর্ব্ব হইতেই ফ্রান্সের বিপক্ষতা করিয়া আসিতেছিলেন, রাজা হওয়ার পরও সেই বিপক্ষতার তীব্রতা হ্রাস পাইল না। সুতরাং ১৬৮৮ খৃঃ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের যে বিপক্ষতা আরম্ভ হইল তাহা প্রায় এক টানা শতাব্দীর অধিককাল চলিল এবং ওয়াটার্লুর রণক্ষেত্রে নেপোলিয়নের পরাজয় পর্য্যন্ত স্থায়ী হইল। উভয় রাষ্ট্র ইউরোপে এবং অন্যত্র জলে ও স্থলে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হইয়াছে। ফ্রান্স প্রধানতঃ ইউরোপে অনুষ্ঠিত যুদ্ধে অধিক উত্তম দেখাইয়াছে—পক্ষান্তরে ইংলণ্ড ইউরোপের যুদ্ধে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে রাষ্ট্র-জোট সৃষ্টি বা অর্থপ্রদান করিয়াছে এবং স্বয়ং উপনিবেশিক ও নৌ-যুদ্ধে প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছে। এই সকল উপনিবেশ সংক্রান্ত যুদ্ধ সাধারণতঃ ইউরোপে যখন শান্ত অবস্থা সেই অবকাশে সংঘটিত হইয়াছে। এই শতাধিক বর্ষব্যাপী ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বের মূলে রাজনৈতিক কারণ বিদ্যমান ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু পরোক্ষতঃ বাণিজ্য ও উপনিবেশ সংক্রান্ত কারণও ছিল। এই দ্বন্দ্বের ফলাফলের উপর নির্ভর করিল—আমেরিকা ও ভারতবর্ষে ইংরাজ ও ফরাসী শক্তির মধ্যে কাহার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত থাকিবে।

এক শতাব্দীর অধিক কাল বিরোধ স্থায়ী

ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে এই দ্বন্দ্বের অন্তর্গত প্রথম উল্লেখযোগ্য বিরোধ লীগ অফ্ অগসবার্গের যুদ্ধের সময়ে আমেরিকাস্থ উপনিবেশকে কেন্দ্র করিয়া সংঘটিত হইল। এই যুদ্ধ 'রাজা উইলিয়মের যুদ্ধ' বলিয়া খ্যাত। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষ অপরের অধিকারভুক্ত স্থান দখল করিবার চেষ্টা করিল। পরিশেষে রাইস্উইক-এর সন্ধিতে ইউরোপীয় যুদ্ধ পরিসমাপ্ত হইলে আমেরিকার উপনিবেশ-দ্বন্দ্বও

রাজা উইলিয়ামের যুদ্ধ

পরিসমাপ্ত হইল। উভয় পক্ষ পরস্পরের বিজিত অঞ্চল প্রত্যর্পণ করিল।

স্পেনীয় উত্তরাধিকারের যুদ্ধে ইংলণ্ড স্পেনের সিংহাসনের উপর ফ্রান্সের অধিকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ বিপক্ষদলে যোগদান করিল। ফ্রান্স ও স্পেন যুক্ত হইলে স্পেনিশ আমেরিকায় ফ্রান্সের আধিপত্য বিস্তৃত হইত ও ইংলণ্ডের বাণিজ্যের অত্যন্ত অসুবিধা হইত। সুতরাং এই যুদ্ধে ইউরোপের শক্তি-সমতা রক্ষার সমস্যা যেমন প্রবল ছিল ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের বাণিজ্য রক্ষার প্রশ্ন তদ্রূপ কম ছিল না। ইউট্রেক্টের সন্ধিতে এই যুদ্ধের অবসান ঘটিলে ইংলণ্ড বাণিজ্যিক ও উপনিবেশিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট স্থান সমূহই প্রধানতঃ প্রাপ্ত হইল। ইউরোপে জিব্রাল্টার ও মিনর্কা দ্বীপ প্রাপ্ত হইয়া ইংলণ্ড ভূমধ্যসাগরে বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা সমূহ স্বায়ত্তাধীন করিল। আমেরিকায় ফ্রান্স ইংলণ্ডের হস্তে নোভাস্কসিয়া ও নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড সমর্পণ করিল। স্পেনের সঙ্গে সন্ধি দ্বারা ইংলণ্ড স্পেনিশ আমেরিকায় দাস ব্যবসায়ের একচেটিয়া অধিকার প্রাপ্ত হইল; অধিকন্তু পানামা যোজকের সন্নিহিত পোর্টোবেলো তে প্রতি বৎসর একটি বাণিজ্যতরী প্রেরণ করিবার অধিকার পাপ্ত হইল। ইউট্রেক্টের সন্ধির বলে ইংলণ্ড যে সমস্ত অঞ্চল প্রাপ্ত হইল তাহাতে ইংলণ্ডের বাণিজ্যিক ও উপনিবেশিক প্রতিপত্তি বিশেষরূপে প্রতিষ্ঠিত হইল।

স্পেনীয় উত্তরাধিকারের যুদ্ধ

ইউট্রেক্টের সন্ধি

অষ্ট্রীয়ার উত্তরাধিকারের যুদ্ধে যদিও ইংলণ্ড ও ফ্রান্স ভারতবর্ষে ও আমেরিকায় পরস্পরের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছে তথাপি এই যুদ্ধে উপরোক্ত দ্বন্দ্বের চরম মীমাংসা হয় নাই। তজ্জন্য সপ্তবর্ষ যুদ্ধ পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইল। সপ্তবর্ষ যুদ্ধে উভয় পক্ষের দীর্ঘস্থায়ী বিরোধের চূড়ান্ত মীমংসা হইল। ভারতবর্ষ ও আমেরিকায় ফ্রান্সের

অষ্ট্রীয়ার উত্তরাধিকারের যুদ্ধ ও সপ্তবর্ষ যুদ্ধ

একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার আশা চিরতরে বিনষ্ট হইয়া গেল। প্যারিসের সন্ধির (১৭৬৩) বলে ইংলণ্ড ফ্রান্সের নিকট হইতে কানাডা, নোভাস্কোশিয়া, কেপ ব্রেটন ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি অঞ্চল প্রাপ্ত হইল। ভারতবর্ষে ফরাসীরা বাণিজ্য করার অনুমতি প্রাপ্ত হইল, কিন্তু কোন স্থানে সুরক্ষিত দুর্গ রক্ষার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইল। সপ্তবর্ষ যুদ্ধের পর ইংলণ্ড বিশ্বের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী বাণিজ্যিক ও উপনিবেশিক রাষ্ট্রে পরিণত হইল।

এই যুদ্ধে ফ্রান্সের পরাজয়ের কারণ

বাণিজ্যিক ও উপনিবেশিক দ্বন্দ্বে ইংলণ্ডের নিকট ফ্রান্সের পরাজয় বরণের যথেষ্ট কারণ বর্তমান ছিল। প্রথমতঃ, নৌশক্তিতে ফ্রান্স ইংলণ্ড অপেক্ষা হীন ছিল এবং নৌ শক্তির অপর্যাপ্ততার ফলেই ফ্রান্স ভারতবর্ষে আমেরিকায় বা ইউরোপে ইংলণ্ডের সঙ্গে সমকক্ষতায় অক্ষম হইয়া পশ্চাৎপদ হইল।

(১) নৌ-শক্তির হীনতা

দ্বিতীয়তঃ এই সময়ে ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রব্যবস্থায় যথেষ্ট বিশৃঙ্খলা ছিল এবং এই আভ্যন্তরীণ অব্যবস্থা তাহার উপনিবেশিক ও বাণিজ্য সংক্রান্ত নীতিকেও প্রভাবিত করিয়াছিল। উপনিবেশের ব্যাপারে ফ্রান্স কোন সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা অনুসরণ না করিয়া অকারণ কর্মসূচীর পরিবর্তন করিয়াছে এবং নিজের বিপদ আহ্বান করিয়া আনিয়াছে।

(২) আভ্যন্তরীণ শাসনের বিশৃঙ্খলা

(৩) রাষ্ট্র পরিচালনায় অসুবিধা

তৃতীয়তঃ ফ্রান্সের বাণিজ্য কোম্পানী সমূহ সরকারী উদ্যোগে সৃষ্ট ও সরকার পরিচালিত বলিয়া ইংলণ্ডের বে-সরকারী বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান সমূহের মত কর্মোদ্যমী ও স্বাবলম্বী ছিল না। প্রতি পদক্ষেপে তাহাদিগকে স্বদেশের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইত বলিয়া তাহাদের কর্মশক্তির স্বাভাবিক স্ফুরণ হইতে পারে নাই।

রাজতন্ত্রের দৈব-স্বত্ব নীতি ও জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচার নীতি

The Doctrine of the Divine Right of Kings and the Maxims of the Enlightened Despotism

মধ্যযুগে যেমন সম্রাট ও পোপের (Empire and the Papacy) ক্ষমতা মাহাত্ম্য ইউরোপের রাষ্ট্রতত্ত্বকে প্রভাবিত ও আংশিকভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে তদ্রূপ সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজার দৈবস্বত্ব নীতি ইউরোপের ঐতিহাসিক কার্যকারণকে বিশেষভাবে পরিচালিত করিয়াছে। দৈবস্বত্ব নীতির মহিমা কিছু ক্ষুণ্ণ হইলে আনুষঙ্গিকরূপে প্রচারিত হইয়াছে জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচার নীতি। শেষোক্ত নীতি দৈবস্বত্বের এক উন্নততর সংস্করণ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে।

(ক) রাজতন্ত্রের দৈবস্বত্ব নীতি—

দৈবস্বত্ব নীতির মূল কথা—সমস্ত রাজশক্তির উৎস ঈশ্বর। ঈশ্বরের অভিপ্রেতানুযায়ী রাজা প্রজার কল্যাণের জন্য নিযুক্ত আছেন। ভগবানের বিধানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা যেরূপ পাপ রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাও সেইরূপ পাপজনক কার্য্য। রাজা নিষ্ঠুর বা অত্যাচারী হইলে তাহা দৈব দুর্ঘটনা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হইবে—কোন মতেই রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা চলিবে না, বা রাজার সার্ব্বভৌমত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলা চলিবে না। সর্ব্ববিধ কার্য্যের জন্য রাজা ঈশ্বরের নিকট দায়ী, প্রজার নিকট জবাবদিহি করিতে বাধ্য নহেন। কেননা, রাজা সার্ব্বভৌম ক্ষমতা (Sovereignty) ঈশ্বরের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছেন—প্রজার হস্ত হইতে নহে।

দৈবস্বত্ব নীতির ইতিহাস

এই নীতি ইউরোপের ইতিহাসে সুপ্রাচীন। প্রাচীন গ্রীসের বা রোমের

রাজগণ দৈবস্বত্বের অধিকারে রাজত্ব করিতেন। জনসাধারণ নৃপতিকে লোকোত্তর মানব বলিয়া বিশ্বাস করিত—রোমে 'The Divine Caesar'এর সম্মানার্থ দেবায়তন নির্মিত হইত। মধ্যযুগে পোপের আধিপত্যের প্রথম যুগে নরপতিরা এই দৈবস্বত্ব হইতে সাময়িকভাবে বিচ্যুত হইয়াছিল। একমাত্র পোপ দৈবস্বত্বের অধিকারী ছিলেন এবং ভগবানের প্রতিভূরূপে তাঁহারা সমস্ত ক্ষমতা পরিচালনা করিতেন। ইতিমধ্যে জার্মাণ সম্রাট ও পোপের মধ্যে ক্ষমতাদ্বন্দ্ব উপস্থিত হইলে সম্রাটপক্ষের সমর্থকগণ সম্রাটের জন্য ঐশ্বরিক অধিকার দাবি করিল। মধ্যযুগের অবসানের প্রাক্কালে রেনেসাঁ ও ধর্ম সংস্কারের ফলে যখন ইউরোপের রাষ্ট্র সমূহের জাতীয়তাবোধ জন্ম পরিগ্রহ করিল তখন জনসাধারণ পোপের বিরুদ্ধে রাজার পার্শ্বে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। স্বমতানুবর্ত্তী না হওয়ার জন্য পোপ যখন কোন নরপতির বিরুদ্ধে Excommunication বা Interdict প্রভৃতি বহিষ্কার দণ্ড বিধান করিয়া প্রজাগণকে রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে উৎসাহিত করিতেন তখন রাজার সমর্থকগণ রাজার ঐশ্বরিক ক্ষমতার দোহাই দিয়া প্রজাগণকে রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হইতে নিবৃত্ত করিত। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাষ্ট্রীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ প্রজাগণ পোপের বিরুদ্ধে নরপতিদিগকে সমর্থন করায় পোপকে পরাজয় বরণ করিতে হয়। রাজার দৈবস্বত্ব নীতি প্রজাদের সমর্থনপুষ্ট হইয়া প্রসারতা লাভ করে। যে সকল পুস্তকে এই নীতি সমর্থিত হইয়াছে তন্মধ্যে ম্যাকিয়াভেলির 'দি প্রিন্স' সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

দৈবস্বত্ব নীতির কার্য্যকারিতা ও ফলাফল

ইংলণ্ডের ষ্টুয়ার্ট বংশ বা ফ্রান্সের বুরবোঁ বংশের রাজাদের দৈবস্বত্বের দাবিতে কার্য্যক্রম উল্লেখযোগ্য। তাহারা বিশ্বাস করিত, রাষ্ট্রের রাজস্ব ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে বা অহমিকা চরিতার্থতার জন্য রাষ্ট্র কল্যাণের সঙ্গে সম্পর্কহীন যুদ্ধ-বিগ্রহে ব্যয় করা যাইতে পারে। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ

শতাব্দীর অধিকাংশ যুদ্ধ বিগ্রহের পশ্চাতে রাজাদের এই ব্যক্তিগত বা বংশগত উদ্দেশ্য সাধনের আকাঙ্ক্ষা পরিস্ফুট, রাষ্ট্র বা প্রজা কল্যাণের প্রশ্ন এই সব যুদ্ধ ব্যাপারে গৌণ ছিল। দৈবস্বত্ব নীতিতে বলীয়ান রাজক্ষমতা যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে যখন প্রজা সাধারণের মনে এই নীতির কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগিল তখন এই সব স্বেচ্ছাচারী নরপতির মধ্যে কয়েকজন প্রজাহিতৈষী ও অক্লান্তকর্ম্মা শাসক দৃষ্ট হ'ল। ইহারা শাসন ব্যবস্থায় স্বেচ্ছাচারী হইলেও পূর্ব্ববর্ত্তীদের মত অপদার্থ বা রাষ্ট্রকল্যাণে উদাসীন ছিলেন না, বরঞ্চ নিজেকে জনসেবক মনে করিয়া স্ব স্ব রাষ্ট্রকে যথেষ্ট উন্নত করিয়া গিয়াছেন। এই জন্য ইহাদিগকে 'জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী' বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। দৈবস্বত্বে ইহারাও বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু ইহাদের কার্য্যক্রম জ্ঞানদীপ্ত (enlightened) বা সদাশয় (benevolent) ছিল বলিয়া ইহারা যথেষ্ট আদৃত হইতে পারিয়াছিলেন।

(খ) জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচার নীতি—
Enlightened Despotism

এই সকল জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী রাজা যথেচ্ছ রাজক্ষমতায় বিশ্বাস করিতেন এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থায় প্রজার কোন অধিকার মানিতেন না। কিন্তু এই যথেচ্ছ রাজশক্তিকে প্রজার স্বার্থেই প্রয়োগ করিতে হইবে, ব্যক্তিগত খেয়াল খুশী চরিতার্থতার জন্য নহে—এই নীতিতে তাহারা আন্তরিকভাবে বিশ্বাসী ছিলেন এবং এই নীতি অনুসারে তাহারা রাষ্ট্র শাসন করিয়া গিয়াছেন। এই জাতীয় স্বৈরাচারীদের মধ্যে রাশিয়ার দ্বিতীয় ক্যাথারিণ, প্রাশিয়ার ফ্রেডারিক দি গ্রেট ও অষ্ট্রীয়ার সম্রাট দ্বিতীয় জোসেফের নাম উল্লেখযোগ্য।

অষ্টাদশ শতাব্দীর স্বৈরাচারী নৃপতিগণ সমসাময়িক চিন্তানায়কদের দার্শনিক যুক্তিবাদের দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত হইয়াছিলেন। এই জন্যই,

তাহাদের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন সম্ভব হইয়াছিল। ইহারা দর্শন শাস্ত্র ও রাষ্ট্র বিজ্ঞান পাঠে অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন। ফ্রেডারিক ভলটেয়ারের, দ্বিতীয় ক্যাথারিন, ফিজেরট-এর এবং ইংলণ্ডের তৃতীয় জর্জ বলিংব্রোক-এর চিন্তা শিষ্য ছিলেন এবং এই সব শিষ্যবর্গ রাষ্ট্র-নীতির ক্ষেত্রে গুরুর উন্নত ভাবাদর্শ কিয়দংশ প্রতিফলিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই কারণে অষ্টাদশ শতাব্দীতে সর্বত্র সাধারণ চিকিৎসাগার, গণবিদ্যালয় খোলার প্রচেষ্টা হইয়াছে এবং জনকল্যাণ ও সমাজ উন্নয়নের অঙ্গরূপে দারিদ্র্য নিরসন বা দাস মুক্তির জন্য আন্তরিক প্রয়াস চলিয়াছে। চার্চের অহেতুক প্রভাব বহু স্থানে খর্ব করার জন্য চেষ্টা হইয়াছে এবং ধর্ম সম্বন্ধে উদারনীতিও প্রবর্ত্ত অনুসৃত হইয়াছে। যে যুগে ব্যক্তি বা শ্রেণী বিশেষের জন্য সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা ও বিশেষ ব্যবস্থার দ্বার উন্মুক্ত রাখা ও সাধারণের পক্ষে সেই সকল নিষিদ্ধ রাখার সামাজিক ব্যবস্থা স্বীকৃত ছিল সেই যুগে এই সব জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারীদের জনকল্যাণ-মূলক সুযোগভব প্রচেষ্টাবলী জনসাধারণের মনে বিপ্লবী ভাবধারা আনয়নে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল সন্দেহ নাই। ব্যক্তি বিশেষের প্রতিভার উপর একান্ত নির্ভরশীল বলিয়া জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচার নীতি ইউরোপের রাষ্ট্রজীবনকে সাময়িক আলোকে প্রদীপ্ত করিয়াছে—স্থায়ী তামসিকতা দূর করিতে সক্ষম হয় নাই।

তৃতীয় ভাগ

১৭৮৯—১৮১৫

ফরাসী বিপ্লব ও নেপোলিয়নের যুগ

প্রথম অধ্যায়

ফরাসী বিপ্লব ও নেপোলিয়নের যুগ ১৭৮৯-১৮১৫

ভূমিকাঃ— ফরাসী বিপ্লবের প্রকৃতি ও গতি

ফরাসী বিপ্লব ইউরোপের অন্যতম যুগন্ধর ঘটনা

ইউরোপের ইতিহাসে দেখা যায় মাঝে মাঝে কোনও এক আকস্মিক ঘটনা সমগ্র জাতীয় জীবনের উপর আবির্ভূত হইয়া জাতির প্রাণশক্তিকে আলোড়িত করিয়া ইতিহাসের গতি-প্রবাহকে সবেগে অগ্রগতির পথে পরিচালিত করিয়াছে। রোমান সাম্রাজ্যের পতন, রেনেশাঁ, রিফর্মেশান ও সেণ্ট পিটারের আত্মোৎসর্গ এই শ্রেণীর আকস্মিক ঘটনা। এই সব ঘটনার ফলে জাতীয় জীবনে অত্যাশ্চর্য্য উদ্দীপনা ও প্রাণশক্তির চাঞ্চল্য দেখা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাপ্তির মুখে ফরাসী বিপ্লব এই শ্রেণীর যুগন্ধর ঘটনার অন্যতম। ফরাসী বিপ্লবকে কেন্দ্র করিয়াই অষ্টাদশ শতাব্দীর বিদায় গ্রহণ ও উনবিংশ শতাব্দীর জন্ম পরিগ্রহ। ফরাসী বিপ্লব দুই যুগ সন্ধির মাঝে দণ্ডায়মান হইয়া বিগত শতাব্দীর সমাধি ও নবযুগের শিশু-শয্যা রচনা করিল।

নামে ফরাসী হইলেও ইহার কর্ম্মক্ষেত্র ইউরোপ ব্যাপ্ত ছিল

ফরাসী-বিপ্লব নামে ফরাসী হইলেও ইহার কর্ম্মক্ষেত্র ও প্রভাব ফ্রান্সের সীমাভূমি অতিক্রম করিয়া সমগ্র ইউরোপে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। ফরাসী-বিপ্লবের কর্ম্ম-পন্থা দ্বিমুখী। যেমন রণক্ষেত্রে তেমনি ভাবধারার জগতে এই বিপ্লব তাহার কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারিত করিয়া দিল। বিপ্লবের

ভাবাদর্শ ইউরোপের প্রচলিত রাষ্ট্র ব্যবস্থা, সমাজাদর্শ, অর্থনৈতিক পদ্ধতি, ধর্ম্মীয় অনুশাসন প্রভৃতি সমস্ত বিধিব্যবস্থাকে বিপর্য্যস্ত করিয়া এক মহা সঙ্কটের সৃষ্টি করিল। ইতিপূর্ব্বে কোনও রাষ্ট্রের বিধিব্যবস্থায় মানুষ হিসাবে মানুষের এতটা মূল্য ও অধিকার দাবি করা হয় নাই। ফরাসী-বিপ্লব সুদীর্ঘকাল বঞ্চিত মানুষের এই দাবি লইয়া ইউরোপের প্রাচীন রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠানকে সস্পর্দ্ধ আহ্বান করিল এবং নিষ্পেষিত ও শোষিত জনগণের জন্মস্বত্ব প্রতিষ্ঠার মুখপাত্র হইয়া দাঁড়াইল।

ভাবাদর্শের বিপ্লব

সশস্ত্র বাহিনীর আক্রমণ হয়তো প্রতিরোধ করা সহজ, কিন্তু অদৃশ্য ভাবাদর্শের অভিযান অপ্রতিরোধনীয়। সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী এমনভাবে জনগণের অন্তরলোকে অনুপ্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে অভিভূত করিয়া দিল যে তাহারা সর্ব্বত্র আত্মরক্ষায় সচেতন হইল এবং স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিল। এই সন্ত্যোথিত ভাব বিপ্লবের ঝঞ্ঝার মুখে ইউরোপের পুরাতন সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া ধরাশায়ী হইল। সত্য কথা এই যে ইউরোপের তদানীন্তন সমাজ ও রাষ্ট্র সর্ব্বপ্রকারে সামন্তযুগে গঠিত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল—যুগোপযোগী করিয়া পরিবর্ত্তন করা কেহই প্রয়োজন মনে করে নাই। এই সমাজের মূল আদর্শ ছিল—শ্রেণীগত বৈষম্য। সমাজ ও রাষ্ট্রের উচ্চস্তরে যাহারা আসীন ছিলেন তাহারা সকল রকম সুযোগ সুবিধা নির্ব্বিচারে ভোগ করিতেন, আর নিম্নস্তরের জনসাধারণ এই মুষ্টিমেয় অধিকারভোগীদের আরামের উপকরণ যোগাইয়া চলিতে বাধ্য থাকিত। ফিউডাল প্রথা অনুসারে উচ্চশ্রেণী কিছু সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্ত্তব্য পালন করিবার বিনিময়ে বিশেষ সুবিধা ভোগ করিবার অধিকারী ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজশক্তি প্রবল ও রাষ্ট্রক্ষমতা সর্ব্বব্যাপী হওয়াতে

এই সমস্ত ফিউডাল সামন্তদের নির্দ্দিষ্ট করণীয় কিছু ছিল না। অথচ তাহারা যথা নির্দ্দিষ্ট সুযোগ সুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছিল। এই সমাজ ব্যবস্থা যুগের পক্ষে একেবারেই অনুপযোগী ছিল বলিয়া বিপ্লবের প্রথম আঘাতেই সমস্ত পুরাতন ব্যবস্থা তাসের ঘরের মতই ভাঙ্গিয়া পড়িল। পুরাতন আদর্শ—প্রিভিলেজ, কনসেসন ও ট্যাকসেসান-এর পরিবর্ত্তে বিপ্লবী বাণী—সাম্য, গণতন্ত্র ও জাতীয়তা—জনসাধারণের চিত্ত অধিকার করিল।

ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্কালে ইউরোপের রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা

(ক) রাষ্ট্র ব্যবস্থা

সর্বত্র দায়িত্বহীন শাসন পদ্ধতি

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদে ইউরোপের রাষ্ট্র সমূহ অভিজাত সম্প্রদায়ের স্বার্থে অভিজাত শাসক দ্বারাই শাসিত হইত। এমন কি ইংলণ্ডেও নিয়মতান্ত্রিক শাসনবিধি থাকা সত্ত্বেও রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থায় জনসাধারণের কোন অধিকার ছিল না—মুষ্টিমেয় ভূম্যধিকারী শাসন ব্যবস্থা একচেটিয়া করিয়া লইয়াছিল। ইউরোপের অন্যত্র অষ্ট্রীয়া, স্পেন, রাশিয়া, প্রাশিয়া, ফ্রান্স, সুইডেন বা ইটালীয় প্রদেশ-রাষ্ট্র সমূহে এই একই ব্যবস্থা ছিল। লিপিবদ্ধ শাসনতন্ত্র কোথায়ও ছিল না—সর্ব্বত্র রাষ্ট্রের নরপতি দায়িত্বহীনভাবে নিরঙ্কুশ শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেন। ভিনিস বা সুইজারল্যাণ্ড সাধারণতন্ত্রের অধান ছিল—কিন্তু কার্য্যতঃ সেইখানেও অভিজাতবংশীয়দের হস্তেই শাসন ক্ষমতা ছিল।

অভিজাতদের সুযোগ ও বি-সম ব্যবস্থা

এই জাতীয় শাসন পদ্ধতিতে বি-সম ব্যবস্থা থাকা স্বাভাবিক। ইউরোপের সর্ব্বত্র ব্যক্তি স্বাধীনতাকে অস্বীকার করা হইত—কেবল ইংলণ্ডে এবং ফ্রান্সে নামমাত্র ব্যক্তি স্বাধীনতা

ছিল। নতুবা কি রাষ্ট্রে, কি অর্থ ব্যবস্থায়, কি সমাজে এবং ধর্ম্মে সাম্যনীতি কোন ক্ষেত্রেই অনুসৃত হইত না। ফলে জনসাধারণের উচ্চাশা পরিপূর্তি লাভ করিবার কোনই সুযোগ ছিল না। অধিকন্তু সামন্ত-প্রথানুযায়ী সার্ফ বা অর্দ্ধদাস-প্রথা ইউরোপের সর্ব্বত্র (ইংলণ্ড ব্যতীত) কমবেশী প্রচলিত ছিল।

ইউরোপের আন্তঃরাষ্ট্রীক ক্ষেত্রেও অবশ্যপাল্য কোন মৌলিক ন্যায়নীতির বালাই ছিল না। কাজেই সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে দেখা যায় ইউরোপের নৃপতিবর্গ পারস্পরিক আচরণের ক্ষেত্রে অসদাচরণের আশ্রয় গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না। বংশগত অধিকার, সন্ধি-সর্ত্ত বা মহান প্রতিশ্রুতি কোন কিছুকেই তাহারা অবশ্যপাল্য বলিয়া মনে করিতেন না। ব্যক্তিগত স্বার্থে এই সমস্ত অঙ্গীকৃতিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতে তাহাদের কোন কুণ্ঠাবোধ হইত না। ফ্রেডারিক দি গ্রেট বিনা দ্বিধায় অষ্ট্রীয়ার রাজ্যভুক্ত সাইলেসিয়া প্রাশিয়ার অঙ্গভুক্ত করিলেন, পোলাণ্ডের দুর্ব্বলতার সুযোগে অষ্ট্রীয়া, প্রাশিয়া ও রাশিয়ার হস্তে রাষ্ট্র হিসাবে পোলাণ্ডের বিলুপ্তি ঘটিল। এই জাতীয় 'রাজনৈতিক রাহাজানি' সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় রাষ্ট্রনীতিকে মসীলিপ্ত করিয়া রাখিয়াছে। মধ্য যুগে ইউরোপের আন্তঃ-রাষ্ট্রীক ন্যায়নীতি খৃষ্টধর্ম্ম ও খৃষ্টধর্ম্মের আনুষঙ্গিক প্রতিষ্ঠান পোপ বা পবিত্র রোমান সম্রাটকে কেন্দ্র করিয়া আবর্ত্তিত হইয়াছে। ইউরোপের নরপতিবর্গ আপনাদিগকে খৃষ্টান ভ্রাতৃ সঙ্ঘের সভ্য বলিয়া মনে করিতেন। সুতরাং তখন তাহারা মৌখিক বা লিখিত প্রতিশ্রুতির মর্য্যাদা রক্ষা করা ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া বিবেচনা করিতেন। রিফর্ম্মেশানের ফলে পোপ বা সম্রাটের মহিমা অস্বীকৃত হয় এবং অতঃপর মহান প্রতিশ্রুতিকে কার্য্যকরী করার মত কোন কেন্দ্রীয় শক্তি না থাকাতে ইউরোপের আন্তঃরাষ্ট্রীক ক্ষেত্রে ন্যায়নীতি অবশ্য প্রতিপালনের জন্য কোন বাধ্যবাধকতা রহিল না।

আন্তঃরাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে মহান প্রতিশ্রুতির অমর্য্যাদা

সুযোগ-সুবিধা ও বাহুবল প্রত্যেক রাষ্ট্রের মূলনীতি হইয়া দাঁড়াইল। রাষ্ট্র ক্ষেত্রে এই শোচনীয় নৈতিক অবনতি ইউরোপের সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর বৈশিষ্ট্য।

(খ) বিভিন্ন রাষ্ট্রের অবস্থা

জার্ম্মাণী-র আভ্যন্তরীণ অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। জার্ম্মাণী ৩৬০টি বিভিন্ন রাষ্ট্রের সমবায়ে গঠিত ছিল এবং জার্ম্মাণীর অঙ্গভুক্ত প্রতিটি রাষ্ট্র স্ব স্ব রাষ্ট্রে সার্ব্বভৌম ক্ষমতা ভোগ করিত। অষ্ট্রীয়ার সম্রাট বা পবিত্র রোমান সম্রাটের নেতৃত্বে একটি দুর্ব্বল রাষ্ট্রযূথের অধীনে এই সব রাষ্ট্র ছিল এবং অঙ্গ রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ কোন ব্যবস্থায় এই রাষ্ট্রযূথ হস্তক্ষেপ করিতে পারিত না। জার্ম্মাণীর অঙ্গ-রাষ্ট্র সমূহের মধ্যে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির দিক দিয়া অষ্ট্রীয়া ও প্রাশিয়া শীর্ষস্থানীয় ছিল। জার্ম্মাণীর ইতিহাস শুধু অঙ্গ রাষ্ট্র সমূহের পারস্পরিক ক্ষমতাদ্বন্দ্ব ও ঈর্ষ্যাকে কেন্দ্র করিয়া আবর্ত্তিত হইত। অষ্ট্রীয়া ও প্রাশিয়া এই ক্ষমতাদ্বন্দ্বের দুই প্রবল প্রতিপক্ষ ছিল।

জার্ম্মাণীর মধ্যে ঐক্য ও সংহতির অভাব

অষ্ট্রীয়া জার্ম্মাণীর মধ্যে প্রবল প্রতিপত্তিশালী রাষ্ট্র ছিল, কেননা অষ্ট্রীয়ার সম্রাট জার্ম্মাণীর সম্রাট বলিয়া পরিচিত ছিলেন। কিন্তু নামতঃ সম্রাট হইলেও নানা কারণে অষ্ট্রীয়া স্বীয় আধিপত্য প্রকাশ করিতে পারে নাই। অষ্ট্রীয়া সাম্রাজ্যের মধ্যে অন্ততঃ দ্বাদশটি বিভিন্ন জাতির সমাবেশ ছিল; যথা—জার্ম্মাণ, ম্যাগিয়ার, চেক, শ্লোভাক, রুথেনস্, ক্রোটস্, সার্ব, শ্লোভেন, ইটালিয়ান, ইহুদী এবং রুমানিয়ান। এই সব বিভিন্ন জাতি অষ্ট্রীয়া সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া থাকায় অষ্ট্রীয়া রাষ্ট্র হিসাবে সংহতি প্রাপ্ত হয় নাই। অধিকন্তু এই সব বিভিন্ন জাতির মধ্যে পারস্পরিক ঈর্ষ্যাদ্বন্দ্বের সুযোগ লইয়া অষ্ট্রীয়া সাম্রাজ্য স্ব অস্তিত্ব বজায়

অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের পূর্ব্ব প্রতিপত্তি ছিল না

রাখিতে সক্ষম হইয়াছিল। ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্কালে অষ্ট্রীয়ার সম্রাট দ্বিতীয় জোসেফ্ এই সব বিচ্ছিন্ন ও পরস্পর বিবদমান জাতিকে একজাতীয়তার সূত্রে গ্রথিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি সাম্রাজ্যের সর্বত্র এক প্রকার আইন-কানুন ও শাসনব্যবস্থা এবং জার্মাণ ভাষাকে একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা প্রচলিত করেন। কিন্তু জোসেফের এই সব পরিবর্তন বিবি অঙ্গ রাষ্ট্র সমূহ স্বীকার করিল না। বোহেমিয়া, হাঙ্গারী ও নেদারল্যাণ্ডস সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিল। কাজেই ফরাসী-বিপ্লবের প্রাক্কালে অষ্ট্রীয়া সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন ছিল।

প্রাশিয়া অষ্ট্রিয়ার বিরোধী ছিল

প্রাশিয়ার উন্নতির মূলে ছিল প্রাশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নরপতি ফ্রেডারিক দি গ্রেটের রাষ্ট্রনৈতিক ও সামরিক প্রতিভা। ফ্রেডারিক প্রাশিয়ার আয়তন বৃদ্ধির ব্যাপারে একেবারে ন্যায়বুদ্ধিকে বিসর্জন দিয়াছিলেন বলিয়া তিনি বলপূর্বক অষ্ট্রীয়ার নিকট হইতে সাইলেসিয়া কাড়িয়া লইতে পারিয়াছিলেন এবং পোলাণ্ড ব্যবচ্ছেদের অন্যতম উৎসাহী হইয়াছিলেন। ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্কালে ফ্রেডারিক দি গ্রেট জীবিত ছিলেন না। দ্বিতীয় ফ্রেডারিক উইলিয়ম ফ্রেডারিকের পরে প্রাশিয়ার রাজা হন। প্রাশিয়ার মনোভাব অষ্ট্রীয়া ও রাশিয়া উভয় রাষ্ট্রের বিরোধী ছিল। এই সময়ে প্রাশিয়া পোলাণ্ড-বাঁটোয়ারা ব্যাপারে ব্যস্ত থাকায় বিপ্লবের গতিবিধির উপর তাদৃশ দৃষ্টিপাত করিতে পারে নাই।

এই সময়ে **রাশিয়ার** অধিপতি ছিলেন জারিণা দ্বিতীয় ক্যাথারিণ। ক্যাথারিণ পিটার দি গ্রেটের মতনই প্রতিভাশালিনী ও বুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি রাশিয়ার জন্য কৃষ্ণসাগর অঞ্চলে স্থানবিশেষ অধিকার করিতে আগ্রহান্বিতা হইয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। অধিকন্তু পোলাণ্ডের বাঁটোয়ারা কার্যে তিনি অন্যতম উৎসাহী ছিলেন।

রাশিয়া পোলাণ্ড ও তুরস্কের ব্যাপারে ব্যস্ত ছিল

তুরস্ক ও পোলাণ্ডের ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকায় ফরাসী বিপ্লব অপ্রতিহতবেগে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ পাইল। অধিকন্তু অষ্ট্রীয়া ও প্রাশিয়াকে ক্যাথারিণের সাম্রাজ্যালিপ্সু মতিগতির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হওয়ায় ফরাসী বিপ্লবের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। পোলাণ্ড বাঁটোয়ারায় স্বয়ং অধিক সুবিধা ভোগ করিবার উদ্দেশ্যে ক্যাথারিণ অষ্ট্রীয়া ও প্রাশিয়াকে বিপ্লবের বিরুদ্ধে ফরাসী সিংহাসন রক্ষা করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন।

ইটালী তখন এক 'ভৌগোলিক সংজ্ঞা' বলিয়া খ্যাত ছিল এবং ইটালীর অন্তর্ভুক্তি বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে কোনও ঐক্যের বন্ধনসূত্র ছিল না। ইহার কয়েকটি অঞ্চল বিদেশীর অধিকারভুক্ত ছিল।

স্পেন-এর সিংহাসনে বুরবোঁবংশীয় চতুর্থ চার্লস উপবিষ্ট ছিলেন। স্পেনের গৌরবময় যুগ অতীতের কথাতে পর্য্যবসিত হইয়াছিল এবং সেই প্রণষ্ট ক্ষমতা বা প্রতিপত্তি পুনঃপ্রাপ্তির কোন ভরসাই ছিল না।

ফরাসী বিপ্লবের প্রারম্ভে **ইংলণ্ডের** অবস্থাও তাদৃশ সুবিধাজনক ছিল না। নরপতি তৃতীয় জর্জের অবিমৃষ্যতার ফলে ইংলণ্ডকে বিদ্রোহী আমেরিকার উপনিবেশিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হয় এবং এই যুদ্ধে অকৃতকার্য্য হইয়া ইংলণ্ড আমেরিকার স্বাধীনতা স্বীকার করে। এই যুদ্ধের ফলে ইংলণ্ডের অনেক শক্তি ও মর্য্যাদা হ্রাস প্রাপ্ত হয়। ছোট পিটের মন্ত্রিত্ব সময়ে ইংলণ্ড তাহার নষ্ট গৌরব অনেকটা পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হয়।

ইউরোপের তদানীন্তন রাষ্ট্রব্যবস্থা ফরাসী বিপ্লবকে পরোক্ষ সাহায্য করিয়াছিল

উপরোক্ত বিবরণ হইতেই সহজে অনুমিত হয় যে ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্কালে ইউরোপের রাষ্ট্রশক্তি অত্যন্ত দুর্ব্বল ও অধোগতি প্রাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল ফরাসী বিপ্লবের দুর্ব্বার গতিকে প্রতিহত করার মত একক শক্তি কাহারও ছিল না। আর দলবদ্ধ হইয়া বাধা দেওয়ার মধ্যেও যথেষ্ট অসুবিধা ছিল। অষ্ট্রীয়া ও

প্রাশিয়া পরস্পর বৈরীভাবাপন্ন ছিল—ইটালী বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকায় তাহার দ্বারা সাহায্যের কথা অবান্তর, রাশিয়া পোলাণ্ডের বাঁটোয়ারাতে ব্যস্ত এবং রাশিয়ার সহযোগী ছিল অষ্ট্রীয়া ও প্রাশিয়া। ইত্যবস্থায় বিপ্লবকে প্রতিহত করার উপায়ই ছিল না।

(খ) সমাজ ব্যবস্থা

সমাজ ব্যবস্থায়ও বৈষম্য ছিল

ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্কালে ইউরোপের সর্ব্বত্র সামাজিক অবস্থাও আত্যন্তিক বৈষম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। সমাজের অন্তর্ভুক্ত তিনটি শ্রেণীর মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী অর্থাৎ অভিজাত সম্প্রদায় ও ধর্ম্মযাজক সম্প্রদায় সর্ব্ববিধ সুবিধা ভোগ করিত। তৃতীয় শ্রেণী অর্থাৎ সাধারণ জনসমষ্টি উর্দ্ধতন দুই শ্রেণীর ভোগ সুখের জন্য বর্ত্তমান ছিল বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কেননা, উক্ত দুই শ্রেণীকে সাধারণতঃ কোন প্রকার কর প্রদান করিতে হইত না। রাষ্ট্রশাসন পরিচালনার ব্যয়ভার বহনের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হইত তাহা তৃতীয় শ্রেণীর নিকট হইতে আদায় করিয়া লওয়া হইত। যাহারা করদানে অধিক সমর্থ তাহাদিগকে করপ্রদান হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইত, পক্ষান্তরে করদানে সর্ব্বাপেক্ষা অসমর্থ শ্রেণীকেই করভারে প্রপীড়িত করা হইত। এই আর্থিক চাপের ফলে সর্ব্বত্র জনগণ একেবারে নিষ্পেষিত হইতেছিল।

দরিদ্রকে সর্ব্বাধিক করপ্রদান করিতে হইত

ইউরোপের অধিকাংশ অঞ্চলেই সামন্ত-প্রথা কম বেশী চালু ছিল। সামন্ত প্রথার নিয়মানুসারে ভূম্যধিকারিগণ ভূমি কর্ষণকারী সার্ফদের উপর অবাধ কর্ত্তৃত্ব করিতেন এবং ভূমির সমস্ত উপস্বত্ব ভোগ করিতেন। সার্ফদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। চাষের মালিক তাহারা হইলেও গ্রাসের মালিক ছিল জমিদার এবং জমিদারের অনুগ্রহের উপর কৃষকদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিত। সার্ফদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বলিয়া কিছু ছিল না।

তাহারা জমিদারের স্বার্থের জন্য জমি চাষ করিত। জমিদারের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে সপ্তাহে নির্দ্দিষ্ট কয়েকদিন জমিদারের গৃহে বেগার খাটিয়া দিতে হইত। যে জমিতে তাহারা বাস করিত জমিদারের অনুমতি ব্যতিরেকে সেই জমি পরিত্যাগ করিয়া তাহাদের যাইবার অধিকার ছিল না। অধিকন্তু শুধু জমিদারকে নয়, চার্চ্চকে এবং সরকারকেও নির্দ্দিষ্ট আয়ের অধিকাংশ করস্বরূপে প্রদান করিতে হইত। এই সব কর প্রদান করিয়া সামান্য যাহা কিছু উদ্বৃত্ত থাকিত তাহাতেও সার্ফদের ন্যূনতম অন্নবস্ত্রের প্রয়োজন মিটিবার কোন উপায় ছিল না। দেশের জনসাধারণের অধিকাংশ এই শ্রেণীভুক্ত হওয়াতে ইউরোপের অধিকাংশ রাষ্ট্রেরই জনসাধারণ এই শোচনীয় দুরবস্থার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য বিপ্লবী আদর্শের মূলমন্ত্র—সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণীকে সাদরে গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। এই সামাজিক অব্যবস্থার চরম অসুবিধা এই ছিল যে ইউরোপের কোন রাষ্ট্রে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয় নাই। সকল দেশের সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণীই শিক্ষা ও ভাবাদর্শের মেরুদণ্ডরূপে সমাজের ভারকেন্দ্র রক্ষা করিয়া থাকে। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভাবে ধনিক ও দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান অধিকতর শোচনীয়ভাবে পরিস্ফুট হইয়াছিল।

ফ্রান্সে প্রথম বিপ্লব আরম্ভ হইবার কারণ

ইউরোপের সর্ব্বত্র যখন সামাজিক বৈষম্য কম বেশী একজাতীয় এবং রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা স্বৈরাচারের উপর প্রতিষ্ঠিত তখন বিপ্লবের আরম্ভ শুধু ফ্রান্সে না হইয়া যুগপৎ ইউরোপের সকল রাষ্ট্রেই হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু দুইটি কারণে তাহা হয় নাই। ফরাসী দেশে প্রারম্ভ হইয়া বহু পরে ইউরোপের অন্যত্র বিপ্লব প্রসার লাভ করিয়াছে। প্রথমতঃ ফরাসী দেশে সামন্ত প্রথার কার্য্যকারিতা বহুপূর্ব্বেই নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল। সামন্ত প্রথানুযায়ী সামন্তবর্গকে নিজ ব্যয়ে স্ব স্ব এলাকায় শান্তি ও শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতে হইত এবং রাজার প্রয়োজনে যুদ্ধের সময়ে রাজাকে

সামরিক সাহায্য প্রদান করিতে হইত। এই সমস্ত কর্ত্তব্যের বিনিময়ে সামন্তবর্গ করদান হইতে নিষ্কৃতি পাইতেন, বা অন্যান্য বিশেষ সুবিধা ভোগ করিবার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু ফ্রান্সে বহুপূর্ব্ব হইতেই শাসন ও শান্তি শৃঙ্খলার ভার রাজা স্বয়ং সামন্তবর্গের হস্ত হইতে রাজসিংহাসনে কেন্দ্রীভূত করিয়াছিলেন। কাজেই সামন্তবর্গের পূর্ব্বোল্লিখিত কোন কর্ত্তব্যই ছিল না। অথচ বিনিময়ে প্রাপ্ত সকল সুবিধাই তাহারা ভোগ করিতেছিল। পক্ষান্তরে প্রাশিয়া, রাশিয়া বা হ্যাপসবার্গ শাসিত অঞ্চলে সামন্ত প্রথার প্রয়োজন নিঃশেষিত হইয়া যায় নাই। কেননা, তথাকার সামন্তবর্গের হস্তে রাষ্ট্রের প্রতি অবশ্যপাল্য কিছু কর্ত্তব্য ছিল, রাজশক্তি তাহাদের সেই সকল দায়িত্ব অপহরণ করে নাই। এই সব রাষ্ট্রে সামন্তদের বিশেষ সুবিধা ভোগ করার ব্যাপারে বিসদৃশ কিছুই ছিল না। সুতরাং ইউরোপের অন্যান্য দেশ অপেক্ষা ফ্রান্সের ভূম্যধিকারী সামন্ত ও কৃষককুলের মধ্যে সম্পর্ক অধিক তিক্ত ছিল। বিনা দায়িত্বে একপক্ষ সুবিধাভোগী থাকিবে, অপরপক্ষ দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবে না—এই অসামঞ্জস্য ফ্রান্সের কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে মহা অসন্তোষের সৃষ্টি করিয়াছিল এবং এই অসন্তুষ্টিই ভবিষ্যতে বিপ্লব সৃষ্টির মূলে ইন্ধন জোগাইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, ইউরোপের অন্যান্য দেশ অপেক্ষা ফ্রান্সের মধ্যবিত্ত শ্রেণী শিক্ষা দীক্ষায় অধিক অগ্রসর ছিল। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী রুশো বা ভলতেয়ারের বিপ্লবী মতবাদের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত ছিল এবং এই সকল ভাবধারা অশিক্ষিত নিম্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচার কার্য্যে যথেষ্ট সহায়তা করে। প্রকৃত প্রস্তাবে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীই ফরাসী বিপ্লবে নায়কত্ব গ্রহণ করিয়া ফ্রান্সকে বিপ্লব পন্থায় অগ্রণী করিয়াছে। ইউরোপের অন্যত্র এই জাতীয় অগ্রসর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভাব ছিল বলিয়া সেই সব রাষ্ট্র বিপ্লব প্রস্তুতির উপযুক্ত ক্ষেত্ররূপে পরিগণিত হইতে পারে নাই।

ফ্রান্সে মধ্যবিত্ত শ্রেণী অধিক অগ্রসর

দ্বিতীয় অধ্যায়

ফরাসী বিপ্লবের কারণ

ফরাসী বিপ্লব মুখ্যতঃ ফ্রান্সের স্বৈরাচারী শাসন ও শ্রেণীগত অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা এই বিপ্লবের মূল মন্ত্র ছিল। অবশ্য এই সব উচ্চনীতির নামে ফ্রান্সে যথেষ্ট তাণ্ডবলীলা ও অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু তথাপি এই সব আতিশয্যের জন্য বিপ্লবের অন্তর্নিহিত উচ্চাদর্শ ও লক্ষ্যকে অস্বীকার করিলে চলিবে না।

ফরাসী-বিপ্লব কোন আকস্মিকতার ফলে সংঘটিত হয় নাই। ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে বহু ঘটনা-সংস্থান যাহারা সমবেতভাবে বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করিয়াছে। এই সব ঘটনা সংস্থানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বুরবোঁ রাজবংশের অপদার্থতা, অভিজাত শ্রেণী ও উচ্চতর ধর্মযাজকবর্গের বিশেষ সুবিধাভোগ ও নিম্নস্তরের জনগণের শোচনীয় দুরবস্থা, এবং ফরাসী সাহিত্য ও দর্শনের মধ্য দিয়া বিপ্লবী মতবাদ প্রচার। এই সব ঘটনার সঙ্গে রহিয়াছে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রভাব এবং সর্বোপরি ফ্রান্সের আর্থিক অবস্থার শোচনীয় বিপর্যয়।

(১) বুরবোঁ রাজবংশের অপদার্থতা

ফরাসী রাজশক্তি বহুপূর্ব্ব হইতেই অত্যধিক কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে ফ্রান্সে রাজার স্বৈরাচার প্রতিহত করার জন্য কোন প্রতিনিধিমূলক পরিষদ বর্ত্তমান ছিল না।

অত্যধিক কেন্দ্রগত রাজশক্তি

ফ্রান্সে সামন্তযুগীয় ষ্টেট্‌স্-জেনারেল নামে এক প্রতিনিধি-পরিষদ ছিল।

প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা ভূম্যধিকারীদের প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কিছুই ছিল না। এই প্রতিষ্ঠানও বিগত ১৭৬ বৎসর কাল আহূত হয় নাই।

অপদার্থ নরপতির উপস্থিতি

সুতরাং স্বৈরাচারী শাসন নিরঙ্কুশভাবেই চলিতেছিল। রাজার হস্তে অত্যধিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করিলে সেই সব কর্তব্য সুষ্ঠুরূপে সম্পাদন করার উপযুক্ত প্রতিভাশালী নরপতি থাকার প্রয়োজন। চতুর্দ্দশ লুইর বহুবিধ ত্রুটি থাকিলেও তিনি প্রজার কল্যাণের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে কোন সময়েই কুণ্ঠিত হন নাই। পঞ্চদশ লুই পিতার অনুপযুক্ত উত্তরাধিকারী ছিলেন। রাজ্যশাসন কর্ম্মচারীর স্কন্ধে ন্যস্ত করিয়া শুদ্ধ প্রমোদ-বিলাসে সময় কাটাইয়া গিয়াছেন। ষোড়শ লুই ব্যক্তিগতভাবে সংস্কারকামী ছিলেন এবং প্রজার মঙ্গলের জন্যও তাহার আন্তরিক আগ্রহ ছিল। কিন্তু মনের কামনাকে কার্য্যে পরিণত করার মত তাহার ক্ষমতা বা চরিত্রের দৃঢ়তা ছিল না। অধিকন্তু ষোড়শ লুইর সময়ে অবস্থা সংশোধনের বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল। শত শুভপ্রচেষ্টা সত্ত্বেও ঘটনা প্রবাহ আয়ত্তাধীন করা অসম্ভব ছিল।

শাসনের অব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে অত্যাচার ও অবিচারের অবধি ছিল না।

ব্যক্তি স্বাধীনতা অব্যাহত

ফ্রান্সের প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তির ও জীবনের কোন মূল্য রাজার কাছে ছিল না। রাজার বিরাগভাজন হইলেই যে কোন ব্যক্তিকে কোনও কারণ না দর্শাইয়া Letters de cachet নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা দ্বারা তিনি অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য কারাকক্ষে নিক্ষিপ্ত করিতে পারিতেন। অনেক সময় রাজা তাহার প্রিয়-পাত্রদের সন্তুষ্ট করার জন্য তাহাদের ব্যক্তিগত শত্রুর বিরুদ্ধে নামোল্লেখবিহীন পরোয়ানায় স্বাক্ষর করিতে দ্বিধা করিতেন না।

ফ্রান্সের করনীতি সম্পূর্ণভাবে রাজার হস্তে ন্যস্ত ছিল এবং তিনি স্বয়ং

বৈষম্যমূলক করনীতি

উহা পরিচালনা করিতেন। এই করনীতিতে বৈষম্য অত্যধিক ছিল।

অভিজাত শ্রেণী ও উচ্চতর ধর্ম্মযাজকদিগকে করপ্রদান করিতে হইত না— দরিদ্র জনসাধারণ করভারে অত্যন্ত প্রপীড়িত ছিল। এই কর আদায়ের ব্যাপারেও যথেষ্ট অব্যবস্থা ছিল। কেননা, ব্যক্তিবিশেষকে নির্দ্দিষ্ট অঙ্কে অর্থপ্রদানের চুক্তিতে কর আদায়ের একচেটিয়া অধিকার দেওয়া হইত। চুক্তির অতিরিক্ত অর্থ আদায়কারী ভোগ করিত। রাজা নির্দ্দিষ্ট অর্থ পাইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন। তহশীলদারদের অত্যাচারের উপর দৃষ্টিপাত করিবার তাঁহার কোন অবসর ছিল না।

এইভাবে প্রজানিপীড়নের ফলে আহৃত অর্থের অধিকাংশই রাজা বিলাসবহুল রাজসভা বজায় রাখিতে ও অপদার্থ পারিষদবর্গের সহিত স্ফুর্ত্তি ও ইন্দ্রিয়বিলাসে ব্যয় করিতেন। দুঃস্থ ও নিপীড়িত প্রজার আর্ত্ত কণ্ঠধ্বনি ভার্সাই প্রাসাদের আনন্দ কলরোলকে বিঘ্নিত করিতে সক্ষম হইত না। চতুর্দ্দশ লুই জাতীয় সমৃদ্ধিমূলক কোন কার্য্য আরম্ভ করিয়া যান নাই। সাম্রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধির লোভে কেবল আহবে যুদ্ধ বিগ্রহ করিয়া কোষাগার শূন্য করিয়া গিয়াছেন। পঞ্চদশ লুই ও ষোড়শ লুই যথাক্রমে পিতা ও পিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া জাতীয় ঋণের অঙ্ক স্ফীত হইতে স্ফীততর করিয়া গিয়াছেন, আসন্ন মহাপ্লাবনের গতিরোধ করিতে পারেন নাই। বুরবোঁ রাজবংশের অদূরদর্শিতা ও অপদার্থতা যে ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই।

২ ভূস্বামী সম্প্রদায় ও যাজকবর্গের বিশেষ সুবিধা ভোগ

ফ্রান্সের জনসাধারণের মধ্যে সুস্পষ্ট তিনটী শ্রেণী ছিল; এই শ্রেণীগত বৈষম্যই ফ্রান্সের জনসাধারণের মধ্যে ভেদবুদ্ধি ও সঙ্কীর্ণতা আনয়নে সাহায্য করিয়াছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী অর্থাৎ ভূস্বামী সামন্ত ও উচ্চতর

ফ্রান্সে তিনটি শ্রেণী

যাজকবর্গ তৃতীয় শ্রেণী সাধারণ শ্রেণী হইতে সর্ব্বপ্রকারে পৃথক ছিল। প্রথম দুই শ্রেণী জন্মস্বত্বে রাষ্ট্র ও সমাজগত সকল বিশেষ সুবিধার অধিকারী ছিল—আর তৃতীয় শ্রেণীকে অপর দুই উচ্চ শ্রেণীর শ্রেণীগত শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখিবার জন্য অর্থ ও কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা মনোরঞ্জন করিতে হইত। প্রথম দুই শ্রেণী করদানে পূর্ণ বা আংশিক নিষ্কৃতিলাভের অধিকারী ছিল। অধিকন্তু তাহারা উচ্চপদ বা রাজকীয় সকল প্রকার অনুগ্রহ ষোল আনা ভোগ করিত। ফ্রান্সের বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল ফলে তাহারাও শ্রেণীগত অসুবিধা ভোগ করিত। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, ফ্রান্সে প্রকৃত শ্রেণী দুইটিই ছিল—একপক্ষ বিনা আয়াসে, বিনা প্রতিদানে ভোগ করিবে, অপরপক্ষ বহু বিধিনিষেধ জর্জ্জরিত হইয়াও প্রথম পক্ষের সুবিধার উপকরণ যোগাইবে।

অভিজাত, উচ্চযাজক ও সাধারণ

প্রথম দুই শ্রেণী সুবিধা ভোগী,—তৃতীয় শ্রেণী সর্বপ্রকারে বঞ্চিত

(ক) ভূস্বামী সামন্ত

ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্কালে ফ্রান্সের ভূস্বামী সামন্তবর্গ বিংশতি হইতে ত্রিংশৎ পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং জন সংখ্যায় তাঁহারা এক হইতে দেড়লক্ষের অধিক ছিল না। এই স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তি ফ্রান্সের মোট ভূমির এক পঞ্চমাংশের অধিপতি ছিল এবং ফিউডাল প্রথা অনুসারে ইহারা কোন প্রকার করদানে বাধ্য তো ছিলই না, অধিকন্তু জমির প্রকৃত কর্ষণকারী মালিকদের নিকট হইতে বহু বিরক্তিকর কর এবং সুবিধা আদায় করিত।

উচ্চ ভূস্বামী বিশেষ সুবিধা ভোগী

উচ্চতর ভূস্বামীরা প্রধানতঃ রাজপ্রদত্ত বৃত্তি ভোগ করিয়া ফ্রান্সের রাজসভা অলঙ্কৃত করিতেন এবং বৎসরের অধিকাংশ সময় প্যারিসে বা ভার্সাইতে

করদানে অব্যাহতি

আনন্দে বিলাসে ক্ষেপণ করিতেন। বিগত দিনের ক্ষমতা বা পভাব প্রতিপত্তি হইতে বঞ্চিত হইলেও শ্রেণীসুলভ অহমিকা বা ঔদ্ধত্য তখনও বজায় রাখিয়াছিলেন এবং নির্বিচারে সামন্তযুগীয় অধিকার ও নিষ্ক্রিয় ভোগ করিতে ত্রুটি করিতেন না। তাহারা নরপতিকে দেয় ভূমি-রাজস্ব অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার সহিত প্রজাদের নিকট হইতে আদায় করিয়া রাজকোষে প্রদান করিতেন। নিম্ন-ভূস্বামীদের অবস্থা তাদৃশ উন্নত না থাকায় তাহারা সাধারণতঃ তাহাদের জমিদারীতেই বাস করিত এবং অর্থ ও সামাজিক মর্য্যাদায় ইহারা তৃতীয় শ্রেণীর সমগোত্রীয়ই ছিল।

নিম্ন ভূস্বামীদের তাদৃশ সুবিধা না থাকায় তৃতীয় শ্রেণীর তুল্য

খ) যাজকশ্রেণী

ধর্ম্ম-যাজকশ্রেণীর মধ্যে উচ্চতর সম্প্রদায় ফিউডাল প্রথানুযায়ী বহু সুবিধা ভোগ করিত। ফ্রান্সের এক তৃতীয়াংশ ভূমি ইহাদের হস্তগত ছিল এবং ইহারা করদানের নিষ্কৃতি ভোগ করিত। কিন্তু যে ধর্ম্মীয় কর্ত্তব্য ও উপদেশ প্রচারের জন্য তাহারা এই সুবিধা ভোগ করিত তাহার বিন্দুমাত্রও তাহারা প্রতিপালন করিত না। সাধারণতঃ অর্থ ও সামাজিক পদমর্য্যাদার লোভে ভূস্বামী সামন্ত-পরিবারের যুবকবর্গ ধর্ম্মযাজকের পদ গ্রহণ করিত। যাজকোচিত কোন কর্ত্তব্য করিতে তাহারা পরাঙ্মুখ হইত এবং ধর্ম্ম কার্য্যের পরিবর্ত্তে তাহারা রাজানুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া বৎসরের অধিকাংশ সময় আমোদ প্রমোদে রাজসভায় কাটাইত। তাহাদের অসদাচরণে ও অ-ধার্ম্মিক জীবন যাত্রার ফলে তাহারা জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি হারাইয়া ফেলিয়াছিল। তাহারা অনৈতিক কর্ম্মাবলীর জন্য খৃষ্ট ও খৃষ্টধর্ম্মের উপর সাধারণের অশ্রদ্ধা

অর্থ ও প্রতিপত্তি লোভে বর্দ্ধিষ্ণু সন্তান যাজকত্ব গ্রহণ করিত

ধর্ম্মীয় কার্য্যের বদলে বিলাস ব্যসনে কাটাইত

আনিয়া ফেলিল।' এবং ধর্ম্মযাজকদের এই শোচনীয় অবনতি ফরাসী বিপ্লবকে অনেকটা ত্বরান্বিত করিয়াছে সন্দেহ নাই।

সাধারণ যাজকরা দুর্দশাগ্রস্ত ও সাধারণ শ্রেণীর সমপর্যায়ভুক্ত

নিম্ন-ভূস্বামিদের মতনই যাজক শ্রেণীর মধ্যে নিম্নস্তরের যাজকবর্গের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। তাহারা উচ্চস্তরের যাজকদের মত কোন সুবিধা পাইত না অথচ ধর্ম্ম-সংক্রান্ত যাবতীয় কর্ত্তব্য তাহারা সম্পাদন করিত। স্বশ্রেণীর উচ্চস্থানে আসীন যাজকদের নিকট হইতে উন্নতির আশা সুদূরপরাহত বলিয়া নিম্নস্তরের যাজকরা ক্ষুব্ধ ছিল এবং ভাগ্য পরিবর্ত্তনের জন্য আসন্ন বিপ্লবে তাহারা তৃতীয় শ্রেণীর সঙ্গে যুক্ত হইতে দ্বিধা বোধ করে নাই।

(গ) তৃতীয় শ্রেণী—Third Estate

ভূস্বামী ও যাজক ব্যতীত অবশিষ্ট জনসাধারণ তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত

ফ্রান্সের সমাজ প্রদীপের একেবারে তলায় ছিল Third Estate বা তৃতীয় শ্রেণী। বাহির হইতে ঊর্দ্ধতন স্তর যতটা উজ্জ্বল ও চাকচিক্যময় দেখা যাইত নিম্নস্তরের অধিবাসীরা ততই অভাব ও অজ্ঞানের অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন থাকিত। উচ্চ ভূস্বামিকারী বা ধর্ম্মযাজক ব্যতীত অবশিষ্ট জনসাধারণ এই তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। অবস্থাপন্ন ব্যবসায়ী, শিক্ষাজীবী, ব্যবহারজীবী ও বিভিন্ন পেশাজীবী ও তৃতীয় শ্রেণীর লোক বলিয়া পরিগণিত হইত এবং ইহাদের মধ্য হইতেই বিপ্লবের প্রাথমিক যুগের নেতৃবর্গ নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। আর্থিক সম্পদে এই সকল সম্প্রদায় ভূস্বামীশ্রেণী হইতে হীন ছিলেন না কিন্তু তাহারা সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় কোন প্রভাব প্রতিপত্তির অধিকারী ছিলেন না বলিয়া তাহারা প্রথম দুই শ্রেণীর প্রতি বিদ্বিষ্ট ছিলেন এবং এই ব্যবধান দূর করার জন্য বিপ্লবকামী ছিলেন। শেষ

বুর্জ্জোয়া বা মধ্যবিত্তশ্রেণী

শিক্ষার ব্যাপারে জনসাধারণের সঙ্গে ইহাদের পার্থক্য থাকিলেও ইহারা ইহাদের সামাজিক হীনতার উন্নতির জন্য সাধারণের সঙ্গে বিশেষ যোগদান করিয়াছিলেন।

কৃষক কুল

তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত কৃষক সম্প্রদায় সংখ্যায় অধিক। কিন্তু ইহাদের দুরবস্থা অবর্ণনীয় ছিল। ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রের মত ইহারা ক্রীতদাস তুল্য ছিল না সত্য, কিন্তু নানাবিধ কর ও উৎপীড়নের দায় ইহাদিগকে বহন করিতে হইত।

অবর্ণনীয় দুরবস্থা

রাষ্ট্রের যাবতীয় রাজস্ব ইহাদের নিকট হইতে আদায় করা হইত। কেননা উচ্চতর শ্রেণী করভার হইতে পূর্ণ বা আংশিক মুক্ত ছিল। ইহাদিগকে বিবিধ কর প্রদান করিতে হইত — ভূস্বামীকে সামন্ত প্রথানুযায়ী কর, চার্চকে আয়ের এক দশমাংশ বা 'Tithe' এবং নৃপতিকে ভূমিরাজস্ব। এই ত্রিবিধ করভারে কৃষকের আর মস্তক উত্তোলন করিবার ক্ষমতা ছিল না। 'ইহা বাদে, আরও কত কর' — তদুপরি ভূস্বামীর যাঁতা কলে তাহাকে শস্য ভাঙ্গাইতে হইত, নিষ্পেষণ যন্ত্রে আঙ্গুর নিষ্পেষিত করাইয়া মদ্য প্রস্তুত করিতে হইত এবং ভূস্বামীর উনুনে নিজেদের রুটি সেঁকাইতে হইত। এই সব যন্ত্র নিজেদের বা অন্য কাহারও থাকিলে সেই স্থানে যাওয়ার অধিকার ছিল না এবং এই সব কাজ করিবার জন্য ভূস্বামীকে একটা মোটা কর দিতে হইত। ভূস্বামিগণ যদি কখনো অনুগ্রহপূর্ব্বক শিকার উপলক্ষ্যে কৃষকদের শস্যপূর্ণ জমির উপর দিয়া অশ্বারোহণে যাতায়াত করায় জন্য শস্য নষ্ট করিতেন তাহাতে কৃষকের প্রতিবাদ করার অধিকার ছিল না। এতদ্ব্যতীত কৃষককে বিনা

সর্ব্বপ্রকারে জমীদারের অধীন

পারিশ্রমিকে সপ্তাহে কয়েকদিন জমিদারের খেত-খামারে কাজ করিয়া দিয়া আসিতে হইত। ইহাকে Corvee বলা হইত।

Corvee, বা বেগার খাটা

জমি পরিত্যাগ করিয়া তাহারা যে অন্য কোন উপজীবিকা আশ্রয় করিবে তাহারও কোন উপায় ছিল না। কেননা, সর্ব্ববিধ ব্যবসা বাণিজ্যের সুযোগ সুবিধা উচ্চ শ্রেণীরই একচেটিয়া ছিল। এইরূপ নানাবিধ করভার এবং জমিদারের অন্যান্য উৎপীড়নের ফলে ফ্রান্সের কৃষক কুল একেবারে সমূহ ধ্বংসের সম্মুখীন হইয়া পড়িয়াছিল। ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রের তুলনায় ফ্রান্সের কৃষিজীবীরা অষ্টাদশ শতাব্দীতে অধিক বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন থাকায় নিজেদের [illegible] সম্বন্ধে সচেতন ছিল এবং এই সচেতন কৃষক সম্প্রদায়ের সহায়তা না পাইলে বিপ্লব কার্যে পরিণত হইত কিনা সন্দেহ।

(৩) বিপ্লবী সাহিত্য ও বিপ্লবী ভাবাদর্শের প্রাচুর্য্য

বিপ্লবী দর্শন ফ্রান্সের চিন্তা-লোকে বিপ্লব আনিয়া দেয়

ফ্রান্সের রাষ্ট্রক্ষেত্রে বিপ্লব কার্যে পরিণত হইবার বহু পূর্বেই ভাব জগতে বিপ্লব আসিয়া গিয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী সাহিত্যের মধ্যে এরূপ নির্ভীক অনুসন্ধিৎসু ও বিপ্লবী মনের পরিচয় পাওয়া যায়। এই সাহিত্যের মূল প্রতিপাদ্য ছিল তদানীন্তন ফরাসী সমাজ ও রাষ্ট্রের নানাবিধ বৈষম্য ও অসামঞ্জস্যের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। মণ্টেস্কু, ভলটেয়ার, রুশো, ডিডেরট প্রভৃতি চিন্তাশীল মনীষিরা এই সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার দোষ ত্রুটি প্রদর্শন করিয়া তাহাদের লেখনী চালনা করেন এবং তাহাদের চিন্তাধারা পুস্তক পুস্তিকার মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করে। এই বিপ্লবী সাহিত্য অভাব দুর্দশাগ্রস্ত জনসাধারণের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে এবং আগামী বিপ্লবে মানসিক ক্ষেত্র প্রস্তুতির আশ্চর্য্য সহায়তা করে। এই সব সাহিত্যিকের আগমন

সঙ্গীত না থাকিলে বিমূঢ় ফরাসী জনসাধারণের মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইত কিনা সন্দেহ।

মণ্টেস্কু স্বৈরাচারী শাসনের সমালোচনা করেন

এই সব সাহিত্যিকের মধ্যে মণ্টেস্কু (১৬৮৯-১৭৫৫) ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্রের অনুরাগী ছিলেন। তিনি কিছুকাল ইংলণ্ডে অতিবাহিত করার জন্য ইংলণ্ডের ভাবাদর্শ ও নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের উপর অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল হইয়াছিলেন। তিনি রাজার দৈবস্বত্বের অধিকারের অসারত্ব প্রতিপাদন করেন এবং ফ্রান্সের দায়িত্বহীন স্বৈরাচারী শাসনপদ্ধতির কঠোর সমালোচনা করেন। তাঁহার লিখিত পুস্তকের মধ্যে আইনের মৌলিক উদ্দেশ্য 'The Spirit of Laws' পরবর্তী সময়ে বিপ্লবী শাসনতন্ত্র প্রণয়নে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এই পুস্তকের মর্মানুযায়ী বিপ্লবী শাসনতন্ত্র প্রণেতৃবর্গ দাবি করিয়াছিল যে শাসন, আইন এবং বিচার বিভাগ স্ব স্ব ক্ষেত্রে অন্যনিরপেক্ষভাবে স্বাধীন থাকিবে। বিপ্লবী

ভলতেয়ার নিপুণ ভাষায় সকল অবিচারের বিরুদ্ধে তীব্র কশাঘাত করেন

সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে ভলতেয়ার-এর প্রতিভা অনন্যসাধারণ ছিল। তিনি ছিলেন সমাজ, ধর্ম ও রাষ্ট্রের সর্ববিধ অন্যায় অবিচারের মূর্ত প্রতিবাদ এবং তাঁহার কুশলী লেখনীর মাধ্যমেই যেন অবরুদ্ধ জাতীয় দুর্দশাদৈন্য আত্মপ্রকাশের সুযোগ পাইল। ব্যঙ্গাত্মক ও প্রহসনাত্মক লেখার মধ্য দিয়া তিনি সমাজ ব্যবস্থার মূলে তীক্ষ্ণ কুঠারাঘাত করিলেন। স্বল্পবাক্যে অধিক অর্থদ্যোতক ভাবপ্রকাশের কুশলতা তাঁহার মত অন্য কাহারও ছিল না। ভলতেয়ারের আক্রমণ সর্বাধিক ছিল চার্চের বিরুদ্ধে; চার্চের কুসংস্কার ও অনুদারতাকে তিনি তীব্র আঘাত করিয়া লোকের মনকে চার্চের বিরুদ্ধে বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেও তাঁহার আক্রমণ কম তীব্র ছিল না। তাঁহার সর্বাপেক্ষা

অধিক বিশ্বাস ছিল যুক্তিতে— যে প্রতিষ্ঠান যুক্তির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে অপারগ হইত তাহাকে তিনি স্বীকার করিতেন না। অবশ্য ভলতেয়ারের গণতন্ত্রে আস্থা ছিল না, তিনি সদাশয় স্বৈরাচারে বিশ্বাসী ছিলেন ; তথাপি ইহা স্বীকার্য্য যে প্রচলিত শাসনযন্ত্রের বিপক্ষে জনসাধারণের মনকে বিরূপ করিতে তাহার মত অন্য কেহ এতটা কৃতকার্য্য হন নাই। ভলতেয়ারের কৃতিত্ব সম্বন্ধে তাঁহার নিজস্ব উক্তিই প্রণিধানযোগ্য—লুথার বা কেলভিন অপেক্ষা আমার যুগে আমি কম কিছু করি নাই।

রুশো প্রচলিত সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্ম্মের অসারত্ব প্রতিপাদন করেন। শাসিতের সম্মতি রাষ্ট্রের প্রাণ ইহা প্রচার করেন

ভলতেয়ারের মত রুশো (১৭১২ ৭৮) রও প্রচলিত কোন সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের উপর আস্থা ছিল না। সাম্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ভ্রাতৃসঙ্ঘের দ্বারা স্বেচ্ছা-প্রণোদিত রাষ্ট্রের উপর তাহার বিশ্বাস ছিল। রুশোর মতে—সমাজ বা রাষ্ট্র পারস্পরিক চুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। শাসক ও শাসিতের মধ্যে এই অলিখিত চুক্তিই রাষ্ট্রের প্রাণস্বরূপ এবং রাষ্ট্রের সার্ব্বভৌম ক্ষমতা শাসিতের উপর ন্যস্ত। মানুষ স্বাধীন সত্তা লইয়া জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু সর্ব্বত্র মানুষ পরাধীন"— ইহাই রুশোর বিখ্যাত পুস্তক Social Contract এর মূল কথা.

Social Contract

রুশোর এই উক্তি প্রচলিত সামাজিক বৈষম্য ও শ্রেণীগত অত্যাচারের মূলে কুঠারাঘাত করিল এবং সাম্যনীতিকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিল। রুশোর মতবাদ সম্বন্ধে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধের সময়ে 'মানব-অধিকার ঘোষণা'র মধ্যে রুশোর ভাবাদর্শ বহুলাংশে ছিল। ভলতেয়ারের মতবাদ ছিল যুক্তি আশ্রয়ী, পক্ষান্তরে রুশোর মতবাদে ছিল অসংযত ভাবাবেগের

প্রাবল্য (Voltaire harnessed the horses of reason, while Rousseau unchained the tigers of emotion.) ।

এতদ্ব্যতীত ডিডেরট (১৭১৩-৮৪), ডি'এলেমবার্ট (১৭১৭-৮৩), বিশ্ব-কোষ-প্রণেতৃবর্গ (Encyclopedists) ও অন্যান্য বহু লেখক তাঁহাদের রচনার মধ্য দিয়া ফ্রান্সের তদানীন্তন ধর্ম ও রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনমতকে সক্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। উৎপীড়িত জনসাধারণ এই সব বলিষ্ঠ রচনার মধ্যে নিজেদের দুঃখ দারিদ্র্যের অভিব্যক্তি দর্শন করিল এবং এই অবিচারের মূল উৎস প্রচলিত রাষ্ট্রতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রকে পরিবর্তন করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইল। ফ্রান্সের জনসাধারণ স্বভাবতই একটু ভাবুক ও উচ্ছ্বাসপ্রবণ। মণ্টেস্ক, ভলতেয়ার, রুশো ও অন্যান্য সাহিত্যিকের রচনাবলী তাহাদের কল্পনাকে আরও উদ্দীপ্ত করিল এবং প্রকৃত বিপ্লবের দিনে এই সব মতবাদকে কার্য্যকরী করার কাজে যথেষ্ট সহায়তা করিল। ইহাদের রচনা হয়তো প্রত্যক্ষভাবে বিপ্লব আনয়নে সাহায্য করে নাই, কিন্তু বহু শতাব্দীর পুঞ্জীভূত অন্যায় ও অবিচারের কার্য্য-কারণ দেখাইয়া তাহারা ইহার জন্য যে প্রচলিত বিধিব্যবস্থাকে দায়ী করিয়াছেন তাহাতে জনসাধারণের দৃষ্টি রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতি কেন্দ্রীভূত হইল এবং রাষ্ট্র ও সমাজ সম্বন্ধে সমালোচনা জনসাধারণের অধিকারের গণ্ডীতে আসিল। এই সব লেখকের প্রস্তাবিত নূতন যুগ সম্বন্ধেও জনসাধারণ অবহিত হইল এবং নূতন মতবাদকে আশ্রয় করিয়া তাহারা পুরাতন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তনের পরে আদর্শ রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনের জন্য উৎসুক হইল। আগন্তুক পরিবর্ত্তন গ্রহণ করিবার জন্য যে অনুকূল মানসিক ক্ষেত্র প্রস্তুতির প্রয়োজন এই সব লেখক সেই কার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন।

(৪) আমেরিকার স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রভাব

আসন্ন বিপ্লবের অন্যতম পরোক্ষ কারণ যে বিদ্রোহী উপনিবেশিক কর্তৃক আমেরিকার স্বাধীন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা তাহাতে সন্দেহ নাই। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে রুশো ও ভলতেয়ারের বাণী অনেক সাহায্য করিয়াছে এবং লাফায়েৎ প্রভৃতি বহু ফরাসী স্বেচ্ছাসৈনিক এই বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিল। ফ্রান্সের জনসাধারণ আমেরিকার মুক্তি যুদ্ধে উল্লাস প্রকাশ করিয়াছে এবং অপর দেশের শৃঙ্খল মুক্তির মধ্যে নিজেদের অচরিতার্থ কামনা কথঞ্চিৎ তৃপ্ত হইল বলিয়া মনে করিয়াছে। ফ্রান্সের জনসাধারণের স্বপ্ন যদি অন্যত্র সার্থকতায় রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে তাহা হইলে ফ্রান্সে তাহা কেন অসম্ভব হইবে এই প্রশ্ন সকলের মন আলোড়িত করিল এবং বিপ্লবের আগমনে সহায়তা করিল। আমেরিকার বিপ্লবকে ফরাসী বিপ্লবের অগ্রদূত এই হিসাবে বলা যাইতে পারে।

আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের সার্থকতা আসন্ন বিপ্লবকে প্রভাবিত করিল

(৫) ফ্রান্সের আর্থিক দুরবস্থা

সর্বোপরি ফরাসী রাষ্ট্রের আর্থিক দুরবস্থা বিপ্লব আনয়নে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। স্বৈরাচারী শাসনতন্ত্রের সার্থকতা আর্থিক পর্যাপ্তির উপর বহুলাংশে নির্ভর করে। কিন্তু শতাব্দীর অধিক কাল অর্থের অপচয়ের ফলে ফ্রান্সের আর্থিক নাভিশ্বাস উপস্থিত হইয়াছিল। সুদীর্ঘকাল যাবৎ ফ্রান্সের ইতিহাসে আর্থিক অপব্যয়ের পরিমাণ যেরূপ বিরাট, সঞ্চয়ের বা সংগ্রহের পরিমাণ তদ্রূপ একেবারে শূন্য। বিদেশে ফ্রান্সের আর্থিক মর্যাদা মোটেই ছিল না, রাজকোষ শূন্য এবং জাতীয় ঋণের তহবিল দিনের পর দিন স্ফীত হইতেছিল। বাণিজ্য বা শিল্পসমৃদ্ধির দ্বারা আর্থিক উন্নয়নের কোন প্রচেষ্টা হয় নাই। মাত্র করভার বৃদ্ধি করিয়া এই ঘাটতি তহবিল

অপব্যয়ের ফলে রাজকোষ শূন্য

পূর্ণ করিবার উপায় ছিল না। কেননা, জনসাধারণ কর প্রদান করিবার সামর্থ্যের শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছিল। একমাত্র উপায় ছিল উচ্চতর ভূস্বামীদের উপর করস্থাপন করা। কিন্তু প্রচলিত রাষ্ট্রব্যবস্থার যথেষ্ট পরিবর্ত্তন না করিলে তাহা সম্ভব ছিল না এবং এই ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের অর্থই বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করা।

চতুর্দ্দশ লুই-এর সময় হইতেই ফ্রান্সের সমস্ত শাসন, বিচার ও আইন ব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত হইয়া আসিতেছে; ফলে রাজশক্তিকে এই সব কার্য্যের জন্য প্রচুর অর্থব্যয় করিতে হইতেছে। রাজা হয়তো পার্লামেণ্ট বা ষ্টেট্স জেনারেলকে উপেক্ষা করিতে পারিতেন, কিন্তু উচ্চ ভূ-স্বামী ও চার্চ্চের নিকট অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন না। সামন্ত প্রথানুসারে এই সব সম্প্রদায় কর দিতে বাধ্য ছিলেন না, অধিকন্তু বহু অর্থকরী সুবিধা ভোগের অধিকারী ছিল। সুতরাং রাজাকে বিবিধ ব্যয়সঙ্কুলানের নিমিত্ত রাজস্ব [illegible] অর্থসংগ্রহের জন্য সর্ব্ববিধ অযৌক্তিক ও হাস্যকর উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছে। মোটা অর্থের বিনিময়ে রাজা সামন্তবর্গকে এমন সমস্ত নবসৃষ্ট পদের বা করের নিষ্কৃতির সুবিধা দিয়েছিলেন যে সব পদের কোন নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য ছিল না। এই সব পদের মধ্যে প্যারিসের বিয়ার আস্বাদক, পরচুলা পরীক্ষক ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য। অর্থাভাবের হস্ত হইতে সাময়িক নিষ্কৃতি লাভের জন্য এই সব প্রচেষ্টা দ্বারা আপাততঃ সুবিধা হইলেও স্থায়ী অসুবিধা সৃষ্ট হইতে লাগিল।

[illegible]

ষোড়শ লুই সিংহাসনে আরোহণের পর আর্থিক দুরবস্থার প্রতিকারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

টুর্গোট অর্থমন্ত্রী—বিরুদ্ধতার ফলে অকৃতকার্য্য

তিনি প্রথমে টুর্গোট কে (Turgot) অর্থমন্ত্রী নিযুক্ত করিলেন। টুর্গোট দ্বিবিধ উপায়ে

আর্থিক সুব্যবস্থার চেষ্টা করিলেন—প্রথমতঃ ব্যয় সঙ্কোচের দ্বারা, দ্বিতীয়তঃ আর্থিক উন্নয়নের বিবিধ উপায় উদ্ভাবন করিয়া তিনি অনাবশ্যক ব্যয় সংক্ষিপ্ত করিলেন, আভ্যন্তরীণ শুল্ক প্রাচীর বন্ধ করিয়া খাদ্যশস্যের জন্য মুক্ত বাণিজ্যনীতি প্রবর্তন করিলেন, পর্য্যাপ্ত উৎপাদনের বিরোধী বলিয়া বাণিজ্য-সঙ্ঘ বন্ধ করিয়া দিলেন। এইরূপে বিবিধ উপায়ের দ্বারা তিনি ফ্রান্সের আর্থিক উন্নতির চেষ্টা করিলেন। অধিকন্তু সার্বজনীন ভূমি রাজস্ব প্রদানের প্রবর্তন করিয়া তিনি আর্থিক সমতা বিধানের সঙ্কল্প করিলেন। এই শেষোক্ত নীতিতে ভূস্বামী সম্প্রদায় তাহার শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। কেননা, ইহাতে তাহাদের বিশেষ সুবিধা হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করা হইয়াছে বলিয়া তাহারা মনে করিল। এই সব উচ্চতর সামন্তদের বিরোধিতায় টুর্গোট স্বীয় পদে অধিককাল অবস্থান করিতে পারিলেন না। লুই টুর্গোট-কে বিদায় দিয়া তৎস্থলে নেকারকে নিযুক্ত করিলেন। অভিজাত বংশীয়দের প্রতিপক্ষতার জন্য নেকারও আর্থিক পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে পারিলেন না। নেকার রাষ্ট্রের আয় ও ব্যয়ের তালিকা উল্লেখ করিয়া এই সম্পর্কে একটি রিপোর্ট সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করিলেন। ইহাতে রাজসভার পারিষদবর্গ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল ও ফলে নেকারকে পদত্যাগ করিতে হইল। এতদ্ব্যতীত আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে আমেরিকাকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করায় ফ্রান্সের আর্থিক তহবিল আরও ঋণগ্রস্ত হইল। ইত্যবস্থায় ষোড়শ লুই এই শোচনীয় আর্থিক অবস্থার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য ১৭৬ বৎসরের উপেক্ষিত প্রতিনিধি সভা ষ্টেটস জেনারেল আহ্বান করিলেন।

নেকার অর্থমন্ত্রী— একই কারণে ব্যর্থতা

অগত্যা ষ্টেটস জেনারেল আহূত

ষ্টেটস জেনারেল আহ্বানের দ্বারা ফ্রান্সে স্বৈরাচারের ব্যর্থতা প্রমাণিত

হইল। সুতরাং আর্থিক দুর্গতি যে বিপ্লবের অন্যতম কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই।

ফরাসী বিপ্লবের কারণ সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(১) রাজনৈতিক কারণ

(ক) ফ্রান্সের শাসনতন্ত্র দায়িত্বহীন হওয়াতে রাষ্ট্রের যাবতীয় ক্ষমতা স্বৈরাচারী নরপতির হস্তে কেন্দ্রীভূত ছিল। প্রতিনিধি সভা বা প্রাদেশিক কাউন্সিল জাতীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের অস্তিত্ব প্রায় লোপ পাইয়াছিল। সুতরাং নিরঙ্কুশ রাজক্ষমতা প্রজার কল্যাণ অপেক্ষা রাজার ব্যক্তিগত সুবিধার দিকেই অধিকতর নিয়োজিত হইল। প্রজাদের অভাব অভিযোগ দীর্ঘকাল উপেক্ষিত হইতে লাগিল।

স্বৈরাচারী শাসনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি

(খ) চতুর্দশ লুই স্বৈরাচারী হইলেও ব্যক্তিগত ভাবে তিনি কর্মঠ ও বিচক্ষণ ছিলেন। তিনি স্বার্থপরায়ণ সামন্ত ভূস্বামীদের ক্ষমতা খর্ব করিয়া ফ্রান্সকে তাহাদের হস্ত হইতে ত্রাণ করেন এবং তাহার রাজত্বকালে ফ্রান্স গৌরবের সর্ব্বোচ্চ সীমায় উপনীত হইয়াছিল, কিন্তু পরবর্ত্তী নৃপতিদ্বয় তাদৃশ উপযুক্ত ছিলেন না বলিয়া ফ্রান্সের বহুবিধ দুর্গতি উপস্থিত হইল। বিদেশে ফ্রান্স আমেরিকা ও ভারতবর্ষ হইতে ইংরাজ শক্তিদ্বারা বিতাড়িত হইল এবং ইউরোপে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে ফ্রান্সকে পরাজয়ের গ্লানি বহন করিতে হইল। এই সামরিক প্রতিপত্তি হ্রাসের জন্য প্রজাদের দৃষ্টিতে রাজ-সিংহাসনের গৌরব বহুলাংশে ম্লান হইল এবং বিপ্লবের প্রারম্ভে রাজবংশ প্রজানুগত্য হইতে কতকাংশে বঞ্চিত হইল।

বুরবোঁ রাজবংশের অপদার্থতা

(২) সামাজিক কারণ

ফ্রান্সের সামাজিক বৈষম্যও বিপ্লবের অন্যতম কারণ। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানরূপে সামন্ত-প্রথা ফ্রান্সে ছিল না বলিলেই হয়। সামন্ত ভূস্বামী-বর্গের সামরিক প্রয়োজনে রাজাকে সৈন্য দ্বারা সাহায্য করার প্রয়োজন আর ছিল না। অথচ তাহারা নির্দ্দিষ্ট কোন কর্ত্তব্য সম্পাদন না করিয়াও পূর্ব্ববৎ করপ্রদান হইতে নিষ্কৃতি এবং আনুষঙ্গিক বহুবিধ সুবিধা ভোগ করিতেছিল। ধর্ম্মযাজক সামন্তবর্গ ধর্ম্মবিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীনতা অবলম্বন করিয়াও প্রজাবর্গের নিকট হইতে নির্দ্দিষ্ট কর আদায় করিতেছিল। এই দুই শ্রেণী শুধু করদান হইতে নিষ্কৃতি নহে, রাষ্ট্রের যাবতীয় উচ্চপদের অধিকারী ছিল। তৃতীয়শ্রেণী বা জনসাধারণের সঙ্গে প্রথম দুই শ্রেণীর ব্যবধান এই সামাজিক বৈষম্যের জন্যই অধিকতর হইয়া পড়িয়াছিল।

ফ্রান্সের জনসমষ্টির অধিকাংশই সুবিধা বঞ্চিত Third Estate বা তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে আবার বুর্জ্জোয়া বা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় শিক্ষা, বুদ্ধিবত্তা ও আর্থিক প্রতিপত্তির দিক দিয়া শ্রেষ্ঠ ছিল, কিন্তু রাষ্ট্রীয় কোন ক্ষমতা বা সুবিধা হইতে বঞ্চিত থাকায় ইহারা নিতান্ত অসন্তুষ্ট ছিল। ইহারা ব্যতীত কারু শিল্পীর দল মালিকগণ কর্তৃক পরিচালিত 'গিল্ড' বা শিল্প সঙ্ঘের বিধিনিষেধের ফলে তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া আসিতেছিল। তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় অবস্থা ছিল কৃষকদের। ইহারা ভারবাহী পশুর ন্যায় করপ্রদান হইতে জমিদারের বাড়ীতে জমিদারের খামারে বেগার খাটা পর্য্যন্ত সমস্ত সামাজিক কর্ত্তব্যের দায় বহন করিত, অথচ বিনিময়ে সাধারণ জীবিকা নির্ব্বাহের কোন উপায় ইহাদের জন্য ছিল না। চার্চ্চ, সামন্ত-ভূস্বামী এবং রাষ্ট্রকে নির্দ্দিষ্ট করপ্রদানের পর তাহাদের হস্তে কিছুই থাকিত না;

(৩) ইনটেলেক্চুয়েল বা বুদ্ধিপ্রসূত কারণ

মণ্টেস্ক, রুশো, ভলতেয়ার, ডিডেরট, বিশ্ব-কোষ প্রণেতৃবর্গের লেখার মধ্য দিয়া ফরাসী জনসাধারণ দেশের বর্তমান দুর্দশা এবং তাহার জন্য দায়িত্ব কাহার সে সম্বন্ধে বিশেষভাবে জ্ঞাত হইতেছিল। ইহাদের উত্তেজনাপূর্ণ, বা ব্যঙ্গাত্মক, বা যুক্তিপ্রধান রচনা জনসাধারণকে অত্যধিকরূপে প্রভাবিত করিয়া বিপ্লবাত্মক ক্ষেত্র প্রস্তুতির সহায়তা করিল।

(৪) আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রভাব

ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে আমেরিকার বিদ্রোহ ও তাহার সার্থক পরিসমাপ্তি ফরাসী জনমানসকে বিপ্লবের জন্য উৎসাহিত করিল। আমেরিকায় সাধারণ-তন্ত্রী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও ফরাসী রাজতন্ত্রকে কতকটা দুর্বল করিয়াছিল সন্দেহ নাই।

(৫) আর্থিক কারণ

ফ্রান্সের আর্থিক দুরবস্থাও বিপ্লব আরম্ভ হইবার অন্যতম কারণ। এই দুরবস্থার মূল কারণ—যে শ্রেণী করদানে অধিক সমর্থ তাহারা করপ্রদান হইতে মুক্ত ছিলেন, অথচ সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র শ্রেণীর নিকট হইতে বিবিধ কর আদায়ের ব্যবস্থা ছিল। ইহাতে একদিকে যেমন নিম্নতম শ্রেণী করভারে নিষ্পিষ্ট হইতেছিল, অন্যদিকে বিত্তশালীরা নিষ্কৃতি পাওয়ায় রাষ্ট্র তাহার প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া আসিতেছিল। ক্রমবর্দ্ধমান ব্যয়ের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় বুরবোঁ রাজারা উদ্ভাবন করিতে পারেন নাই। টুর্গোট ও নেকার বিত্তশালী ভূস্বামীদের উপর করস্থাপন করিয়া আর্থিক উন্নতির চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু অভিজাত শ্রেণীর বিরুদ্ধতায় তাহাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইল। আর্থিক দেউলিয়া হইতে মুক্তির উপায় নির্দ্ধারণের জন্যই ষোড়শ লুই প্রতিনিধি-সভা ষ্টেট্স জেনারেল আহ্বান করিলেন এবং এই আহ্বানের দ্বারাই স্বৈরাচারের ব্যর্থতা স্বয়ংস্বীকৃত হইল।

তৃতীয় অধ্যায়

ফরাসী বিপ্লব, ১৭৮৯-১৮০৪

সংক্ষিপ্ত সঙ্কলন

১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে **ষ্টেট্স জেনারেল** আহূত হওয়ার সঙ্গেই ফ্রান্সের রাষ্ট্রভূমিতে বিপ্লবের প্রথম সূচনা হইল। ষ্টেট্স জেনারেলের প্রতিনিধিত্ব গণতান্ত্রিক রীতি অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হয় নাই সত্য, কিন্তু ১৭৬ বৎসরের উপেক্ষিত এই প্রতিষ্ঠান স্বীয় কর্তব্য ও অধিকার সম্বন্ধে উগ্রভাবে সচেতন হইয়া অগ্রসর হইয়া আসিল। সাধারণকে রাষ্ট্রকার্যে সহযোগিতা করার আহ্বান হইতেই প্রতীয়মান হইল ফ্রান্সে স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের পরমায়ু ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। ষ্টেট্স জেনারেলের অন্তর্ভুক্ত তৃতীয় শ্রেণীর গণ-প্রতিনিধিগণ প্রথমেই শ্রেণীগত ভোট গ্রহণের পরিবর্তে সংখ্যাগত ভোট গ্রহণের দাবিতে জয়লাভ করিয়া সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করিল। এই জয়লাভের পর ষ্টেট্স জেনারেল জাতীয় প্রতিনিধিত্বের দাবিতে **ন্যাশনাল এসেম্বলী** বা রাষ্ট্রীয় পরিষদ নাম গ্রহণ করিয়া ফ্রান্সকে সামন্ত-যুগের অবিচার হইতে নিষ্কৃতি দানের কর্তব্য গ্রহণ করিল। কিন্তু পরিষদকে এ সম্বন্ধে কিছুই করিতে হয় নাই—প্যারিসের জনতা-অভ্যুত্থান, রাজতন্ত্রের অত্যাচারের প্রতীক ব্যাষ্টিল কারাগার ধ্বংস, জমিদারের বিরুদ্ধে কৃষক বিক্ষোভ ও জমিদারদের কেল্লাদি বিনষ্ট করা ইত্যাদি নাশকতামূলক কার্য্য ষ্টেট্স জেনারেলের রূপান্তরের সমান্তরালেই চলিয়াছে।

ফ্রান্সের জমিদার শ্রেণী সন্ত্রাসে বিলীয়মান সামন্তযুগের সমস্ত বিশেষ অধিকার স্বেচ্ছায় বিসর্জ্জন দিয়া প্রাচীন যুগকে বিদায় দিল। বুভুক্ষু মহিলা-মিছিল সবলে ফ্রান্সের রাজপরিবারকে ভার্সাই-এর রাজপ্রাসাদ হইতে আনিয়া প্যারিসের প্রাসাদে এক প্রকার আটক করিয়া রাখিল। ফ্রান্সে প্রাচীন যুগের বিলুপ্তি হইয়া নূতন যুগের অরুণোদয় আরম্ভ হইল। সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা বিপ্লবের ধ্বনি হইল।

রাষ্ট্রীয় পরিষদ কন্সটিটিউয়েন্ট এসেম্বলী বা সংবিধান পরিষদ এর নামান্তরে ফ্রান্সের জন্য দায়িত্বশীল রাজতন্ত্র প্রণয়ন করিল। রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ হইল না, কিন্তু তাঁহার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইল। [illegible] সংবিধান পরিষদ [illegible] অনুকরণে মানবাধিকারের সাম্য-নীতি ঘোষণা করিল। অর্থ সমস্যা দূরীকরণের জন্য চার্চ্চের অধিকারভুক্ত সমস্ত ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইল এবং সর্ব্বপ্রকারে চার্চ্চকে স্বাতন্ত্র্য হইতে বঞ্চিত করিয়া রাষ্ট্রের আনুগত্যাধীনে আনয়ন করা হইল। শাসনকার্য্যের জন্য পাশ্চাত্য রীতি অনুযায়ী প্রদেশ বিশেষের বিশেষাধিকার লুপ্ত করিয়া শাসনে সামঞ্জস্য প্রবর্ত্তিত হইল। ইতিমধ্যে রাজা সপরিবারে গোপনে পলায়ন করিতে যাইয়া জনতার হস্তে ধৃত হইয়া প্যারিসে আনীত হইলেন। রাজার এই রাষ্ট্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা সহ্য করা হইল না রাজকর্ত্তব্য হইতে তাহাকে সাময়িক ভাবে চ্যুত করা হইল। সভ্যগণের পক্ষে আগামী শাসনতন্ত্রে পুনঃনির্ব্বাচিত হওয়া অবৈধ ঘোষণা করিয়া সংবিধান পরিষদ স্ব-বিলুপ্তি ঘোষণা করিল। এতাবৎকাল বিপ্লব চলিয়াছে অশান্ত অথচ ধীর গতিতে। ফ্রান্সের সামাজিক ও রাষ্ট্রনীতিক যথেষ্ট পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে কিন্তু তাহা প্রকৃত বৈপ্লবিক আকার ধারণ করে নাই। ফরাসী বিপ্লব ফ্রান্সের রাষ্ট্র পরিধির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল—ইউরোপীয়

ঘটনা হইবার কোন উল্লেখযোগ্য কারণ ঘটে নাই। অতঃপর ফরাসী বিপ্লব নিখিল ইউরোপীয় সমস্যার আকারে রূপ পরিগ্রহ করিল।

নূতন শাসনতন্ত্রানুযায়ী যাহারা লেজিস্লেটিভ এসেম্বলী বা আইন পরিষদের সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়া আসিলেন তাহাদের মধ্যে পুরাতন যুগের রক্ষণশীল মনোবৃত্তিসম্পন্ন কেহ না থাকায় বিপ্লব তির্য্যক পন্থায় দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইল। প্যারিসের জনতা শক্তিসম্পন্ন হইয়া রাজধানী ও প্রাদেশিক সহর সমূহে বিভিন্ন ক্লাবের মধ্যমে উত্তেজনা ছড়াইতে লাগিল। ইতিমধ্যে ফ্রান্সের দেশত্যাগী জমিদারবৃন্দ অষ্ট্রীয়া ও প্রাশিয়ায় যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল ও স্বদেশের বিরুদ্ধে অষ্ট্রীয়ার সামরিক হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করিতে লাগিল। পদচ্যুত ফরাসী রাজের উদ্ধারের জন্য অষ্ট্রীয়া ও প্রাশিয়া ফ্রান্সের জনসাধারণকে হুমকী দিয়া এক ঘোষণা পত্র প্রচার করিল। উত্তরে ফ্রান্স উভয় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। অপ্রস্তত ফ্রান্স প্রথম সংঘর্ষে পরাজিত হইয়া তাহাদের পরাজয়ের সমস্ত দায়িত্ব হতভাগ্য নরপতির স্কন্ধে অর্পণ করিল। ইতিমধ্যে রাজার নিরাপত্তা সম্বন্ধে আশঙ্কা করিয়া প্রাশিয়ান সেনাপতি ডিউক অফ ব্রান্সউইক রাজার উপর কোন অত্যাচার হইলে প্যারিসের উপর ভীষণ প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেন বলিয়া হুমকী দিলেন। ফল বিপরীত হইল—সাম্প্রতিক পরাজয়ে রাজচক্রান্ত নিশ্চয়ই রহিয়াছে, এই ধারণা বদ্ধমূল হইল। রাজপ্রাসাদ জনতার দ্বারা আক্রান্ত ও অভিভূত হইল। আইনত পরিষদ রাজপদ হইতে রাজাকে অপসারিত ঘোষণা করিয়া নূতন শাসনতন্ত্রের জন্য এক ন্যাশানেল কনভেনসান বা রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের বন্দোবস্ত করিল এতদিন যাবৎ দক্ষিণপন্থীদের হস্তে ক্ষমতা থাকায় বিপ্লব উগ্ররূপ ধারণ করে নাই। কিন্তু বর্ত্তমান জাতীয় পরাজয়ে উগ্র বামপন্থী দল জনতার সাহায্যে রাষ্ট্র রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিল। প্রথমতঃ তাহারা স্বদেশে

সন্ত্রাস-নীতি দ্বারা দেশদ্রোহীদের সমূলে উৎপাটন করিবার উদ্যোগ করিল। উগ্র বামপন্থীদের সন্ত্রাসনীতি প্রধানতঃ রাজভক্তদের উপর প্রযুক্ত হইল এবং কুখ্যাত 'সেপ্টেম্বর হত্যাকাণ্ডে' বহু লোক নিহত হইল। আভ্যন্তরীণ পঞ্চমবাহিনীর আশঙ্কা বিভীষিকা রাজত্বের সৃষ্টি দ্বারা দমন করিয়া ফ্রান্স অতঃপর শত্রুর বিপক্ষে আত্মরক্ষার জন্য অগ্রসর হইল। দেশ রক্ষার মহান কর্ত্তব্যে উদ্বোধিত বিপ্লবী সৈন্যবাহিনী নানা অসুবিধা সত্ত্বেও ডুমার্জ্জের নেতৃত্বে অষ্ট্রীয়া ও প্রাশিয়ার আক্রমণ প্রতিহত করিতে সক্ষম হইল। শুধু প্রতিহত করা নহে, ফরাসী সৈন্য বেলজিয়াম, স্যাভয় ও নীস অধিকার করিয়া বিপ্লবী ফ্রান্সের স্থায়িত্ব সূচনা করিল। এই নিশ্চিত জয়লাভ একদিকে যেমন ফরাসী রাজতন্ত্রের সমাধি রচনা করিল, অন্যদিকে উগ্রপন্থী দল ক্ষমতায় আসীন হইয়া বিপ্লবকে উশৃঙ্খলতা ও অরাজকতার প্রান্তে উপনীত করিল।

রাষ্ট্রীয় সম্মেলন অধিবেশনের প্রারম্ভে 'রাজতন্ত্র ফ্রান্স হইতে বিলুপ্ত' ঘোষণা করিয়া সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিল। দেশদ্রোহী রাজার বিচারে প্রাণদণ্ড হইল এবং বধ্যযন্ত্র গিলোটিনে ষোড়শ লুই প্রাণ দিয়া পূর্ব্বাগামী-দের অন্যায় অবিচারের বলি হইলেন। ইউরোপের স্বেচ্ছাচারী সমস্ত রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে বিদ্রোহ করিবার জন্য আহ্বান করা হইল। রাজহত্যা ও ইউরোপের রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ইউরোপের সমস্ত রাষ্ট্র-সমাজকে বিচলিত করিল। বিপ্লবের সর্ব্বনাশা বীজাণু-সংক্রমণের হস্ত হইতে স্ব স্ব রাষ্ট্র রক্ষার জন্য এই ফ্রান্সের নবজাত সাধারণতন্ত্রকে গলা টিপিয়া হত্যা করিতে ইউরোপীয় রাষ্ট্রবর্গ বিরাট রাষ্ট্রজোটের সৃষ্টি করিল। রাষ্ট্রের সমগ্র শক্তি নিযুক্ত করিয়া ফ্রান্সকে সারিবদ্ধ ইউরোপের সম্মুখীন হইতে হইল। ফ্রান্সের অভ্যন্তরেও গোলযোগের সীমা ছিল না; কর্ম্ম-পন্থা লইয়া বিরোধ উপস্থিত হইল। বামপন্থীর মধ্যে

উগ্রদল জনতার সাহায্যে ক্ষমতা আয়ত্ত করিল—রোবেসপীয়ার, ডাণ্টন ও ম্যারাট এই ত্রয়ীর সন্ত্রাস রাজত্ব আরম্ভ হইল। রোবেসপীয়ার ধরিয়া এই সন্ত্রাস রাজত্বে ফ্রান্সের বক্ষের উপর পৈশাচিক তাণ্ডবলীলা অনুষ্ঠিত হইল। রক্তপিপাসু রোবেসপীয়ার দেশ রক্ষার নামে সহস্র সহস্র নরনারীকে গিলোটিনে দণ্ডিত করিলেন—তাহাদের বেলা নামমাত্র বিচারের প্রহসন হইয়াছে, কিন্তু অধিকাংশ হতভাগ্যকে অকারণ সন্দেহের বশে হত্যা করা হইল। এই সন্ত্রাসের রাজত্ব ফ্রান্সকে অবশ্য সম্ভাব্য দেশদ্রোহীর হস্ত হইতে রক্ষা করিল। নবজাত সাধারণতন্ত্র দেশের দ্বারদেশে আগত প্রথম ইউরোপীয় রাষ্ট্রজোটকেও অদ্ভুত সামরিক ক্ষমতা ও তৎপরতার সঙ্গে পরাজিত করিয়া ইউরোপের বিস্ময় উৎপাদন করিল। সাধারণতন্ত্র আপাততঃ নিরাপদ হইল—সন্ত্রাস-রাজত্বও শেষ হইয়া গেল।

ইতিমধ্যে 'রাষ্ট্রীয় সম্মেলন' সাধারণতন্ত্রী ফ্রান্সের জন্য নূতন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিল। রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অস্তিত্বের শেষভাগে ইহা এক বুর্জোয়া ও রাজতন্ত্রীদলের অভ্যুত্থানে বিপন্ন হইয়াছিল। সেই সময় সম্মেলনকে এই আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া এক তরুণ কর্পোরাল নেপোলিয়ন বোনাপার্টি সুখ্যাতি অর্জন করে। অতঃপর যাহাদের ইতিহাস এই যুবকের কর্ম্ম ও জীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হইয়া অগ্রসর হইল।

সাধারণতন্ত্রী ফ্রান্সের নবতম শাসনতন্ত্র ডাইরেক্টরী-র প্রথম দায়িত্ব হইল ইংলণ্ড, অষ্ট্রীয়া ও সার্ডিনিয়ার শত্রুজোট হইতে সাধারণতন্ত্রকে নিরাপদ করা। সেনাপতি জোরডান ও মোরো জার্মাণীতে ও নেপোলিয়ন ইটালীতে প্রেরিত হইল। ইটালী অভিযান নেপোলিয়নের যশের পাদপীঠিকা হইল। ত্বরিতগতি নেপোলিয়নের বাহিনী ইটালীতে গমন করিয়া সার্ডিনিয়াকে পরাভূত করিল। অতঃপর আর্কোলা ও রিভলী রণক্ষেত্রে অষ্ট্রীয়ান বাহিনীকে পরাজিত করিয়া উত্তর ইটালীকে অষ্ট্রীয়ার

দাসত্ব হইতে মুক্ত করিল। সর্বত্র নেপোলিয়ন মুক্তিদাতা বলিয়া সম্বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। ইটালীর পর নেপোলিয়ন আল্পস্ উলঙ্ঘন করিয়া সসৈন্যে ভিয়েনার দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে অষ্ট্রীয়া পরাজয় স্বীকার করিয়া সন্ধি করিল। একমাত্র ইংলণ্ড ব্যতীত সাধারণতন্ত্রের বিরুদ্ধ রাষ্ট্রজোটের সকলে সাধারণতন্ত্রের ক্ষমতা স্বীকার করিল। সাধারণতন্ত্র মর্য্যাদা গৌরবে ইউরোপে প্রতিষ্ঠিত হইল।

অতঃপর ফ্রান্সের ভাগ্যচক্র নেপোলিয়নের ইচ্ছানুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হইতে লাগিল। ইংলণ্ডকে নতি স্বীকার করাইবার পরোক্ষ উপায় হিসাবে নেপোলিয়ন প্রাচ্য অভিযানে প্রবৃত্ত হইয়া মিশর অধিকার করিলেন ও সিরিয়া পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন। ফ্রান্সের নৌশক্তির দুর্ব্বলতার জন্য তাহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইল। নেপোলিয়নের অনুপস্থিতিতে ফ্রান্সের বিপক্ষে দ্বিতীয় রাষ্ট্রজোট গঠিত হইল। অনুপযুক্ত ডাইরেক্টরী আভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও বিপক্ষ রাষ্ট্রজোট সম্বন্ধে যথোচিত ব্যবস্থা করিতে অসমর্থ হইয় নেপোলিয়নকে প্রাচ্য অভিযান হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ দিল। স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া নেপোলিয়ন ডাইরেক্টরী বাতিল করিয়া দিলেন। তৎস্থলে নূতন শাসনতন্ত্র '**কন্সালেট**' প্রবর্ত্তিত হইল। নেপোলিয়ন প্রথম কন্সাল নির্ব্বাচিত হইয়া ফ্রান্সের প্রকৃত ভাগ্যবিধাতা হইলেন। নেপোলিয়নের রণকৌশলে দ্বিতীয় রাষ্ট্রজোটও ফ্রান্সকে পরাজিত করিতে ব্যর্থ হইল। অপরাজিত ইংলণ্ডও নেপোলিয়নের সঙ্গে আপোষ মীমাংসা করিয়া ফেলিল।

কন্সালেটের যুগেই ফ্রান্সের জনসাধারণ বিপ্লবের স্থায়ী ফলের প্রকৃত অধিকার লাভ করিল। নেপোলিয়ন বিপ্লবী যুগের পরিবর্ত্তনাবলীকে আইনের মর্য্যাদা দিয়া সামাজিক ও আর্থিক সাম্য ঘোষণা করিলেন।

বিপ্লবের ভাঙ্গার কাজ প্রকৃত প্রস্তাবে শেষ হইয়া গড়ার কাজ আরম্ভ হইল—নেপোলিয়নের প্রতিভা ভগ্ন স্তূপের মধ্য হইতে লুক্কায়িত সম্পদকে সাধারণের ভোগ্যে পরিণত করিল। দীর্ঘকাল অরাজকতার পর ফ্রান্সে শান্তির ছায়া নামিয়া আসিল। জনসাধারণ আর দীর্ঘকাল পরীক্ষামূলক শাসনতন্ত্রের জন্য অপেক্ষা করিতে প্রস্তুত হইল না। নামে সাধারণতন্ত্র হইলেও কার্যক্ষেত্রে ফ্রান্স নেপোলিয়নের এক-নায়কত্বে পরিচালিত হইতেছিল। রণক্ষেত্রে, কূটনীতি কৌশলে, শাসন ব্যবস্থায়, ব্যক্তিত্বে সামাজিক সাম্য বিধানে, সর্ব্বোপরি দীর্ঘকাল ক্ষত বিক্ষত ফ্রান্সের অঙ্গে শান্তি প্রলেপে নেপোলিয়ন জনসাধারণের চিত্ত অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। অতএব স্বাধীনতা বর্জ্জিত সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদই উত্থিত হইল না। যশলিপ্সু নেপোলিয়ন সম্রাট পদবীতে আসীন হইয়া নূতন রাষ্ট্র ব্যবস্থার পত্তন করিলেন। বিপ্লব যুগ সমাপ্ত হইয়া সাম্রাজ্যের যুগ আরম্ভ হইল।

চতুর্থ অধ্যায়

ষোড়শ লুই ও ফরাসী বিপ্লব

১৭৭৪ খৃঃ পঞ্চদশ লুইর মৃত্যুর পর ষোড়শ লুই ফ্রান্সের নরপতি হইলেন। সিংহাসনারোহণের সময় তাঁহার মাত্র কুড়ি বৎসর বয়স ছিল। লোক হিসাবে তিনি মন্দ ছিলেন না এবং ফ্রান্সের দুরবস্থার প্রতিকারের জন্য তাঁহার আন্তরিকতারও অভাব ছিল না। কিন্তু তদানীন্তন ফ্রান্সের আর্থিক দুর্গতি রোধ করার মত তাঁহার প্রতিভা ছিল না, অধিকন্তু সকল ব্যাপারে অষ্ট্রিয়ার রাজকুমারী এবং ফ্রান্সের মহারাণী মেরী এন্টয়নেটের পরামর্শ দ্বারা পরিচালিত হইতেন। এন্টয়নেট অল্পবয়স্কা ছিলেন, সুতরাং ব্যক্তিগত বুদ্ধি-বিবেচনা যথেষ্ট থাকিলেও দূরদর্শিতার অধিকারিণী ছিলেন না। ফ্রান্সের অভিজাত সম্প্রদায়ের বিশেষ সুবিধাগুলি রাজপরিবারের ও রাজসভার অনাবশ্যক ব্যয় বাহুল্য, সামাজিক অসাম্য সমস্ত দূরীভূত না হইলে সম্ভাব্য দুর্গতি হইতে দেশকে পরিত্রাণের কোন উপায় ছিল না। কিন্তু প্রাচীন প্রথার পরিবর্তনমূলক কোন সংস্কার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে অভিজাত শ্রেণীর পক্ষ হইতে প্রবল প্রতিবন্ধকতা আসিত। এন্টয়নেটও এই শ্রেণীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া লুইর সদিচ্ছাকে কার্য্যকরী করিতে দিতেন না। লুইর এতখানি দৃঢ়তা ছিল না যাহাতে তিনি রাণী ও সভাসদবর্গের প্রভাব অতিক্রম করিয়া স্বয়ং চালিত হইতে পারেন।

ষোড়শ লুই

মেরী এন্টয়নেট ও রাজ-সভাসদদের প্রভাব

লুইর সদিচ্ছার প্রতিবন্ধকতা

ষোড়শ লুই-র রাজত্বের প্রধান সমস্যা ফ্রান্সকে আর্থিক শোচনীয়তা হইতে উদ্ধারের উপায় উদ্ভাবন করা। ষোড়শ লুই আর্থিক অবস্থার উন্নতি করার জন্য টুর্গট, নেকার প্রভৃতি বিচক্ষণ লোককে রাজস্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী নিযুক্ত করিলেন। এই অসাধ্য সাধনের জন্য তাহারা আন্তরিক চেষ্টাও করিলেন, কিন্তু অভিজাত শ্রেণীর বিশেষ সুবিধাগুলি বাতিল না করিলে আর্থিক উন্নতির চেষ্টা করা অসম্ভব। টুর্গট ও নেকার উভয়েই অভিজাত সম্প্রদায়ের করদানের নিষ্কৃতিরূপ বিশেষ সুবিধায় হস্তক্ষেপ করিতে যাইয়া রাজসভার বিরাগভাজন হইলেন এবং পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। অনন্যোপায় এই এত কার্যে জাতির সম্মিলিত বুদ্ধির দ্বারস্থ হওয়া যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়া সামন্ত, ধর্ম্মযাজক ও সাধারণ এই তিন শ্রেণীর প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত ফ্রান্সের প্রাচীন জাতীয় সভা ষ্টেট্স জেনারেল আহ্বান করিলেন।

আর্থিক শোচনীয়তার অবসান করার জন্য ব্যর্থ প্রচেষ্টা

১৭৮৮ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে ১৭৬ বৎসর যাবৎ উপেক্ষিত ষ্টেট্স জেনারেল নব নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি সমূহ সহ সম্মেলনের জন্য আহূত হইল। রাষ্ট্র শাসন ব্যাপারে সহযোগিতার আহ্বান দ্বারাই প্রমাণিত হইল যে ফ্রান্সের স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্র অচল অবস্থায় উপনীত হইয়াছে—প্রজার হস্তে রাষ্ট্র শাসনের অংশ অর্পণ না করিলে রাজতন্ত্রের অপঘাত অবশ্যম্ভাবী।

অগত্যা ষ্টেট্স জেনারেল আহূত

ষ্টেট্স জেনারেল জাতীয় পরিষদে রূপান্তরিত

১৭৮৯ খৃঃ-র ৫ই মে তারিখে ভার্সাই প্রাসাদে যুগান্তকারী ষ্টেট্স জেনারেলের প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হইলে আশা আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেলিত জাতীয় দৃষ্টি ইহার কার্য্যাবলীর উপর নিবদ্ধ হইল।

অধিবেশনের প্রারম্ভেই প্রথম দুই শ্রেণীর সঙ্গে তৃতীয় শ্রেণীর বিবাদ

আরম্ভ হইল। প্রাচীন রীতি অনুযায়ী ষ্টেট্‌স জেনারেলের প্রত্যেক শ্রেণীর প্রতিনিধিবর্গ পৃথক ভাবে বিভিন্ন কক্ষে যাইয়া প্রস্তাবাদি সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন এবং স্ব স্ব শ্রেণীর মতামত জ্ঞাপন করিতেন। কোন প্রস্তাব সম্বন্ধে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির সময়ে শ্রেণী হিসাবে ভোট গ্রহণ করা হইত। সাধারণের স্বার্থসংশ্লিষ্ট সকল বিষয়েই প্রথম দুই শ্রেণী বিরোধিতা করায় তৃতীয় সাধারণ শ্রেণী সব সময়েই পরাজিত হইত। অবশ্য এবার ষ্টেট্‌স জেনারেল এর জন্য প্রতিনিধি আহ্বান করার সময়ে তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধি সংখ্যা প্রথম দুই শ্রেণীর মিলিত সংখ্যার সমান করিয়া দিয়াছিলেন। এতৎসত্ত্বেও শ্রেণী হিসাবে ভোট গ্রহণ করার রীতি থাকার জন্য তৃতীয় শ্রেণীর স্বার্থ সামন্ত ও যাজকদের প্রতিবন্ধকতায় উপেক্ষিত হওয়ার আশঙ্কা বর্তমান রহিল। সুতরাং অধিবেশনের প্রারম্ভে তৃতীয় শ্রেণী প্রথম দাবী করিল, অতঃপর ভোট গণনা শ্রেণী হিসাবে না হইয়া সংখ্যা হিসাবে হইবে। এই দাবী স্বীকৃত হইলে অভিজাত শ্রেণীর আধিপত্য লুপ্ত হইবে আশঙ্কায় প্রথম দুই শ্রেণী ইহাতে অস্বীকৃত হইল। দীর্ঘ পাঁচ সপ্তাহ অচল অবস্থার পর ফ্রান্সের জনসাধারণের সমর্থন পুষ্ট তৃতীয় শ্রেণী অপর দুই শ্রেণীর সম্মতি ব্যতিরেকেই আপনদিগকে প্রকৃত গণপ্রতিনিধি স্থির করিয়া তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধিবর্গকে ন্যাশনাল এসেম্বলী বা রাষ্ট্রীয় পরিষদ বলিয়া ঘোষণা করিল (১৭ই জুন, ১৭৮৯) এবং অপর দুই উচ্চতর শ্রেণীকে এই সভায় যোগদান করিতে আহ্বান করিল।

সংখ্যা হিসাবে ভোট গ্রহণের দাবী

তৃতীয় শ্রেণীই রাষ্ট্রীয় পরিষদ ঘোষণা

তৃতীয় শ্রেণীর এই সিদ্ধান্তে রাজা ও অভিজাত শ্রেণী শঙ্কিত হইয়া পড়িল। হতবুদ্ধি নরপতি বিদ্রোহী তৃতীয় শ্রেণীর অধিবেশন স্থগিতের

আদেশ দিয়া তাহাদের অধিবেশন কক্ষ রুদ্ধ করিয়া দিলেন। ক্ষুব্ধ গণ-প্রতিনিধিবর্গ মীরাবো নামে এক সামন্তের নেতৃত্বে সন্নিহিত টেনিস-কোর্টে মিলিত হইলেন এবং শপথপূর্ব্বক প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন যে ফ্রান্সের জন্য নূতন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন না করা পর্যন্ত তাহারা তাহাদের অধিবেশন বন্ধ করিতে দিবেন না। টেনিস কোর্ট হইতে বিতাড়িত হইয়া তাহারা অন্যত্র তাহাদের অনুষ্ঠানের অধিবেশন করিলেন। এই অধিবেশনে অভিজাত পর্য্যায় হইতে ও যাজকশ্রেণী হইতে বহু প্রতিনিধি যোগদান করায় রাষ্ট্রীয় পরিষদ প্রকৃত ভাবেই প্রতিষ্ঠানের আকার ধারণ করিল। একজন রাজ-পুরুষ এই অবৈধ অধিবেশন বন্ধ করার জন্য রাজাজ্ঞা জ্ঞাপন করাতে মীরাবোর নিকট হইতে এই মর্ম্মে উত্তর প্রাপ্ত হইলেন—"Go, tell those who sent you that we are here by the command of the people, and here we shall stay until driven out at the point of the bayonet." মীরাবো স্পষ্টতঃ উক্ত করেন নাই—ফ্রান্সের দীর্ঘকাল সুপ্ত গণশক্তি স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি লইয়া জন্মপরিগ্রহ করিয়াছে। আঘাতে বা উপেক্ষায় ইহার দুর্দমনীয় বেগকে প্রতিরোধ করা যাইবে না।

টেনিস কোর্টে সিদ্ধান্ত

তৃতীয় শ্রেণীর অবিচলিত সিদ্ধান্তের নিকট ষোড়শ লুই আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। অনতিবিলম্বে তিনি তৃতীয় শ্রেণীর দাবি স্বীকার করিয়া সামন্ত ও যাজক শ্রেণীকে তৃতীয় শ্রেণীর সহিত যোগদানের আদেশ দিলেন। তিন শ্রেণীর সম্মিলিত একটিই পরিষদ হইল এবং রাষ্ট্রীয় পরিষদ গঠন এতদ্দ্বারা সম্পূর্ণ হইল। বহু শতাব্দীর পুঞ্জীভূত অবিচারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের প্রথম সংগ্রাম জয়যুক্ত হইল।

ষোড়শ লুই তৃতীয় শ্রেণীর দাবী স্বীকার করিলেন

রাজশক্তির সঙ্গে তৃতীয় শ্রেণীর বিরোধের সময়ে রাজধানী প্যারিসের

জনসাধারণ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় ছিল না—তাহাদের কার্যক্রম তৃতীয় শ্রেণীর কার্যকলাপের সমান্তরালেই চলিয়াছে। লুই রাষ্ট্রীয় পরিষদকে স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেও অভিজাত সম্প্রদায়ের প্ররোচনায় উক্ত পরিষদ ভাঙিয়া দিতে মনস্থ করিলেন এবং প্যারিসের সন্নিকটে বহু সেনা সমাবেশ করিলেন। ইতিমধ্যে অর্থসচিব নেকার পদচ্যুত হইলেন। এই সব বিভিন্ন ঘটনা লক্ষ্য করিয়া প্যারিসের জনসাধারণ আশঙ্কা করিল হয়তো রাজা রাষ্ট্রীয় পরিষদকে বলপ্রয়োগে ভাঙিয়া দিতে পারেন। উত্তেজিত জনসাধারণ ১৭৮৯ খ্রীঃ ১৪ই জুলাই হঠাৎ স্বৈরাচারী রাজ অত্যাচারের প্রতীকরূপ বাস্টিলের কারাগার আক্রমণ করিল এবং প্রহরীদের নিহত করিয়া বাস্টিল দুর্গ ধূলিসাৎ করিয়া দেয়। বাস্টিল ধ্বংস ফ্রান্সে এক নবযুগের সূচনা করে। স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রথম বিজয় বলিয়া জনসাধারণ ইহাকে মনে করিল। ইংলিশ চ্যানেলের অপর তীরে এই সংবাদ উপস্থিত হইলে ইংলণ্ডের সুবিজ্ঞ রাষ্ট্রনেতা ফক্স ইহাকে মুক্তির দ্যোতক বলিয়া অভিনন্দিত করিলেন।

বাস্টিল ধ্বংস, ১৪. ৭. ৮৯

সঙ্গে সঙ্গে প্যারিসের পৌর শাসন কার্যও বিপ্লবী জনসাধারণের আয়ত্তে আসিল। পৌরসভার কর্তৃপক্ষগণকে সন্ত্রস্ত ও নিষ্ক্রিয় দেখিয়া জনসাধারণ নিজেদের মধ্য হইতে প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া 'প্যারিসের কমিউন' নামে এক অস্থায়ী পৌর পরিষদ স্থাপন করিল এবং এই কমিউনের হস্তে প্যারিসের পৌর শাসনভার অর্পিত হইল। এই বিপ্লবী পৌর পরিষদের অধীনে ন্যাশনাল গার্ড নামে এক জাতীয় রক্ষীবাহিনীর সৃষ্টি করিয়া শান্তি শৃঙ্খলার ভার ইহাদের উপর অর্পিত হইল। রাজধানীর অনুকরণে ফ্রান্সের অন্যান্য সহরেও জাতীয় রক্ষী-বাহিনী গঠিত হইল। এই স্বয়ং গঠিত রক্ষীবাহিনী বিপ্লবের সময়ে উল্লেখ-

প্যারিসের কমিউন

যোগ্য অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। লাফায়েৎ এই রক্ষীবাহিনীর অধিনায়ক নির্ব্বাচিত হইলেন।

ব্যাস্টীল ধ্বংসের প্রতিক্রিয়া

প্যারিসের বিপ্লবী কার্য্যকলাপে উৎসাহিত হইয়া ফ্রান্সের সর্ব্বত্র কৃষকগণ সামন্ত-জমিদারের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইল। কৃষকরা সামন্ত প্রথার অবিচার ধ্বংস করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া জমিদারের কাছারী লুট করিল, ক্যাসেল সমূহ পোড়াইয়া ধ্বংস করিল। তৎসহ সামন্ত প্রথানুযায়ী প্রজাদের নিকট জমীদারের দায়দাবীর সমস্ত রেকর্ড নষ্ট হইয়া গেল। প্রজারা সামন্তপ্রথার দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইল। প্রাণরক্ষায় ভীত জমিদারবর্গের অনেকে ফ্রান্স হইতে অন্যত্র পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিল। ইহারা emigres বা দেশত্যাগী নামে পরিচিত হইয়াছিল।

দেশের অভ্যন্তরে কৃষক বিদ্রোহ

দেশের অভ্যন্তরে এই প্রজা-অভ্যুত্থানের আশ্চর্য্য প্রতিক্রিয়া রাষ্ট্রীয় পরিষদে দৃষ্ট হইল। সামন্ত ও যাজকবর্গ এতদিনে উপলব্ধি করিল যে অবিচারমূলক সামন্তপ্রথার বিশেষ অধিকার সমূহ স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ না করিলে উন্মত্ত জনসাধারণের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া শক্ত হইবে। ১৭৮৯ খৃঃ ৪ঠা আগষ্ট পরিষদের অভ্যন্তরে সামন্তবর্গ ও যাজক সম্প্রদায় স্বেচ্ছায় বেগার খাটানো, মৃগয়ার অধিকার ইত্যাদি বিশেষ অধিকার বর্জ্জন ঘোষণা করিল। একের পর এক অভিজাত প্রতিনিধি বিশেষ অধিকার স্বেচ্ছাবর্জ্জন ঘোষণা করিতে লাগিল—সমস্ত রাত্রি ধরিয়া পরিষদগৃহে সামন্তদের মধ্যে ত্যাগের প্রতিযোগিতা চলিতে লাগিল। অধিকারত্যাগী সদস্যবর্গ তৃতীয় শ্রেণী কর্ত্তৃক উল্লাস ধ্বনির সহিত সম্বর্দ্ধিত হইল। এক রাত্রির মধ্যে ফরাসীভূমি হইতে সামন্ত প্রথা উঠিয়া গেল এবং বৈষম্যের স্থলে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইল।

সামন্ত প্রথার উচ্ছেদ

ইতিমধ্যে গভর্ণমেণ্টের কার্যাকলাপে প্যারিসের জনসাধারণ সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া উঠিল— বিশেষতঃ খাদ্যাভাবে যখন প্যারিসে দুর্ভিক্ষ আসন্ন হইয়া পড়িল। ৫ই অক্টোবর অনশনপীড়িত এক মহিলা মিছিল প্যারিস হইতে যাত্রা করিয়া ভার্সাই প্রাসাদের সম্মুখে যাইয়া উপস্থিত হইল এবং বলপূর্ব্বক "রুটিওয়ালা ও রুটিওয়ালার স্ত্রী"-কে অর্থাৎ রাজা ও রাণীকে প্যারিসে স্থানান্তরিত হইতে বাধ্য করিল। অতঃপর রাজ-পরিবার প্যারিসের টুইল্যারিস প্রাসাদে জনতার সতর্ক প্রহরায় নজরবন্দী অবস্থায় রহিল।

মহিলা মিছিলের দ্বারা রাজা প্যারিসে আনীত

বিপ্লবের কাজে সাহায্য করার জন্য ইতিমধ্যে ফ্রান্সে বহু ক্লাব বা প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হইয়াছিল। এই সব ক্লাবের সভ্যবৃন্দ বিপ্লবী আদর্শ প্রচার করিয়া জনমত সৃষ্টি করিত এবং সঙ্কটজনক পরিস্থিতি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া চূড়ান্ত মীমাংসা গ্রহণে সাহায্য করিত। এই সব ক্লাবের মধ্যে জেকোবিন ক্লাব ও কর্ডেলিয়ার্স ক্লাব উল্লেখযোগ্য ছিল এবং উত্তরকালে ইহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে ফ্রান্সের কর্ণধার হইয়া একদা 'সন্ত্রাস রাজত্বের' সৃষ্টি করিয়াছিল। এই সব ক্লাব বিপ্লব-বিরোধী রাজতন্ত্রীদের ষড়যন্ত্রের উপর লক্ষ্য রাখিত এবং অবিরত আন্দোলনের দ্বারা বিপ্লবাগ্নি প্রজ্জলিত রাখিবার চেষ্টা করিত।

বিপ্লবের সহায়ক ক্লাব সমূহ

জেকোবিন ও কর্ডেলিয়ার্স ক্লাব

সংবিধান পরিষদ, ১৭৮৯-'৯১
Constituent Assembly, 1789-'91

সামন্ত প্রথার উচ্ছেদ ও ফ্রান্সের প্রচলিত শাসনবিধি ধ্বংস করার পর রাষ্ট্রীয় পরিষদ সংবিধান পরিষদের নামান্তরে পরিবর্ত্তিত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে

ফ্রান্সের জন্য নূতন শাসনতন্ত্র প্রণয়নে উদ্যোগী হইল। পরিষদের সভ্যবৃন্দের মধ্যে মীরাবো, রোবেসপীয়ার, লাফায়েৎ, এব্বি সিইয়েস-এর নাম উল্লেখযোগ্য। লাফায়েৎ ইতিপূর্ব্বে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগদান করিয়া জনসাধারণের নিকট যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। সাধারণের উপর তাহার প্রভাব এই সময়ে সর্ব্বাধিক ছিল। এব্বি সিইয়েস্ শাসনতন্ত্র প্রণয়নে আশ্চর্য্য দক্ষতা প্রদর্শন করিলেন। কিন্তু স্থির মস্তিষ্কে সর্ব্বপ্রকার বিরোধের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া বিপ্লবকে সাফল্যের পথে পরিচালিত করার কৃতিত্ব মীরাবো-র। রোবেসপীয়ার-এর খ্যাতি তখনও ততটা প্রসারিত হয় নাই।

বিপ্লবের নেতৃবর্গ লাফায়েৎ, এবি সিইয়েস, মীরাবো

মীরাবো অভিজাত শ্রেণীর সন্তান হইলেও বিপ্লবের প্রারম্ভ হইতে তৃতীয় শ্রেণীর সঙ্গে যোগদান করিয়া বিপ্লবকে সুনির্দিষ্ট পন্থায় পরিচালিত করার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। উদ্দীপনাময়ী বাগ্মিতায় ফ্রান্সে তাহার সমকক্ষ কেহ ছিল না। মীরাবো স্বেচ্ছাচারিতার বিরোধী ছিলেন, কিন্তু রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ তাহার কাম্য ছিল না। তাহার উদ্দেশ্য ছিল দায়িত্বশীল শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তন করিয়া রাজতন্ত্র ও ফ্রান্সকে রক্ষা করা। কিন্তু তিনি আদর্শ চরিত্র ছিলেন না বলিয়া চরিত্র সম্বন্ধে তাহার অতীত কীর্ত্তিকলাপ তাহার নেতৃত্বের অন্যতম প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইল। রাজতন্ত্রের সমর্থন ছিলেন বলিয়া সাধারণের প্রতিনিধিবর্গ তাহাকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিত। পক্ষান্তরে তৃতীয় শ্রেণীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলিয়া অভিজাত শ্রেণী তাহাকে অবিশ্বাস ও ঘৃণা করিত। উভয় পক্ষের ঘৃণা ও অবিশ্বাসের সন্ধিস্থলে অবস্থিত থাকিয়া মীরাবো বিপ্লবকে নিয়মতান্ত্রিকতার পথে চালিত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন—রাজাকে সুপরামর্শ দিয়া রাজতন্ত্র রক্ষার প্রয়াস পাইয়াছেন এবং সকলের

মীরাবো

প্রশংসা ও শ্রদ্ধার পাত্রও হইয়াছেন। কিন্তু অমিতাচার ও অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে তাহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইল এবং ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে মাত্র বিয়াল্লিশ বৎসরে মারা যান। তাহার মৃত্যুতে ফ্রান্সের জনসাধারণ জাতীয় শোক পালন করিল। এমন কি ষোড়শ লুই পদব্রজে শব-শোভাযাত্রার অনুগমন করিয়াছিলেন। মীরাবোর সমাধির সঙ্গে রাজতন্ত্রের আশাও সমাধিস্থ হইল। নূতন ফ্রান্স একজন দূরদর্শী কর্ণধারের সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইল। বিপ্লবের ভবিষ্যৎ গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে তাহার উক্তি অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছিল। মৃত্যুর পূর্বে তিনি বলিয়াছিলেন— "I carry the last rays of the monarchy with me." তিনি আরও কিছুকাল জীবিত থাকিলে হয়তো বুরবো রাজবংশের এইরূপ শোচনায় পরিণতি হইত না এবং ফ্রান্স ও নিয়মতান্ত্রিকতার পথে পরিচালিত হইতে পারিত।

সংবিধান পরিষদ প্রণীত নূতন শাসনতন্ত্র

নূতন শাসনতন্ত্র প্রণয়নের প্রারম্ভে সংবিধান পরিষদ আমেরিকার অনুকরণে 'মানবাধিকার ঘোষণা করিল এবং এই ঘোষণানুযায়ী শাসনতন্ত্র প্রণয়নে উদ্যোগী হইল। 'মানবাধিকার' ঘোষণার মূল সত্য এই কয়টি (১) মানবের সমাধিকার— "মানব স্বাধীন ও সমাধিকার লইয়া জন্মগ্রহণ করে।" (২) প্রজার সার্বভৌমত্ব—"রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা মূলতঃ প্রজাদের মধ্যে নিহিত।" (৩) সমদর্শী আইন ব্যবস্থা—"আইন জনসাধারণের ইচ্ছা অভিব্যক্তি...... ; সুতরাং আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান হওয়া কর্তব্য।" (৪) ব্যক্তি স্বাধীনতার অক্ষুণ্ণতা—"আইন বহির্ভূত উপায়ে কোন লোককে গ্রেপ্তার বা কারারুদ্ধ করা চলিবে না।"

মানবাধিকার ঘোষণা

সংবিধান-পরিষদ রচিত শাসনতন্ত্রানুযায়ী ফ্রান্স রাজা ও একটি আইন-পরিষদ দ্বারা শাসিত হইবে। রাজা রাষ্ট্রের নির্বাহিক ক্ষমতার প্রধান অধিকারীরূপে

(১) শাসনতন্ত্র

মন্ত্রি নির্বাচন করিবেন। মন্ত্রিবর্গ আইন পরিষদে উপবেশনাধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে। সামরিক ও নৌ বিভাগের সর্ব্বোচ ক্ষমতা রাজার উপর ন্যস্ত রহিল—পর-রাষ্ট্রনীতিও রাজা পরিচালনা করিবেন কিন্তু আইন পরিষদের অনুমতি ব্যতীত যুদ্ধ ঘোষণা করিতে পারিবেন না। আইন-পরিষদ কর্ত্তৃক গৃহীত কোন আইন বাতিল করিবার অধিকার রাজার হস্তে রহিল না—শুধু সাময়িক ভাবে স্থগিত রাখার ক্ষমতা তাহাকে প্রদত্ত হইল।

আইন প্রণয়নের ক্ষমতা আইন পরিষদের হস্তে অর্পিত হইল। এই পরিষদে ৭৪৫ জন সভ্য থাকিবে এবং সভ্যবৃন্দ দুই বৎসরের জন্য সীমাবদ্ধ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্ব্বাচিত হইবে। বিচার ব্যবস্থারও যথেষ্ট সংস্কার করা হইল। উৎপীড়ন ও বিনা অভিযোগে কারারুদ্ধ করা উঠিয়া গেল এবং বিচারে জুরীপ্রথা প্রবর্ত্তিত হইল।

শাসন ব্যবস্থায়ও যথেষ্ট পরিবর্ত্তন সাধিত হইল। ফ্রান্সের পুরাতন প্রদেশ সমূহ বাতিল করিয়া তৎস্থলে সম-আয়তন ও সমাধিকার বিশিষ্ট ৮৩ টি ডিপার্টমেণ্টে দেশকে বিভক্ত করা হইল। প্রত্যেক ডিপার্টমেণ্ট নির্ব্বাচিত সভা দ্বারা শাসিত হইবে বলিয়া স্থির হইল। প্রাচীন রীতি অনুযায়ী রাজশক্তির হস্ত হইতে ক্ষমতা অপহৃত করিয়া বিকেন্দ্রীকরণের বন্দোবস্ত হইল এবং যথোপযুক্ত স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্ত্তনের দ্বারা সাধারণের হস্তে ক্ষমতা অর্পণ করা হইল।

(২) চার্চ্চ-সম্পত্তি রাষ্ট্র সাৎ করিয়া আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন প্রচেষ্টা

ফ্রান্সের অর্থনৈতিক দুর্গতির অবসানের নিমিত্ত সংবিধান পরিষদ এক নূতন উপায় স্থির করিল। ফ্রান্সের চার্চ্চের অধিকারে যথেষ্ট ভূসম্পত্তি ছিল। পরিষদ এই সব সম্পত্তি রাষ্ট্রীয় করণের দ্বারা অর্থ-সংস্থানের উপায় নির্দ্ধারণ করিল এবং এই সব সম্পত্তির জামীমূলে কাগজের মুদ্রা বাহির করিতে লাগিল।

চার্চের সম্পত্তি রাষ্ট্রসাৎ করার পর যাজক সম্প্রদায়কে সর্ব্ব প্রকারে রাষ্ট্রাধীন করার জন্য 'সিভিল কনস্‌টিটুশান অফ্ দি ক্লারজি' ঘোষিত হইল। এই ঘোষণার বলে চার্চের স্বাতন্ত্র্য লুপ্ত হইল। অতঃপর বিশপ ও গ্রাম্য যাজকগণ জনসাধারণ কর্তৃক নির্ব্বাচিত হইবে এবং রাষ্ট্রের নিকট হইতে হইতে বেতন গ্রহণ করিয়া রাষ্ট্রের বেতনভুক্ত কর্ম্মচারীর সমপর্য্যায়ভুক্ত হইবে। ধর্ম্মযাজক নির্ব্বাচনে পোপের কোন অধিকার থাকিবে না—নির্ব্বাচনের পর ফলাফল পোপের নিকট জ্ঞাত করানো হইবে। অধিকন্তু ক্যাথলিক যাজক নির্ব্বাচনের অধিকার প্রটেষ্টাণ্টকেও দেওয়া হইল। এই শেষোক্ত ব্যবস্থায় জনসাধারণের ধর্ম্ম বিশ্বাসে আঘাত লাগিল এবং তাহারা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইল। উত্তরকালে 'সিভিল কনস্‌টিটুশান অফ ক্লার্জি' জনসাধারণের মনে বিপ্লব বিরোধী মনোভাব সঞ্চারে কিছু প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

সংবিধান পরিষদের কার্য্যাবলীর গুরুত্ব ও সমালোচনা

সংবিধান পরিষদ বাস্তব ব্যাপারের দিকে ততটা লক্ষ্য না রাখিয়া শুদ্ধ ভাবাবেগ ও আদর্শবাদের দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিল বলিয়া ইহার প্রণীত কার্য্যাবলীতে যথেষ্ট ত্রুটি রহিয়া গিয়াছিল। প্রথমতঃ নির্ব্বাহিক ক্ষমতাকে যথেষ্ট সীমাবদ্ধ করিয়া রাখার ফলে শাসনতন্ত্র দুর্ব্বল হইয়াছিল। রাজশক্তি যথোপযুক্ত দৃঢ় করা হয় নাই বলিয়া ইহা কর্ম্মঠ হইতে পারে নাই। নির্ব্বাহিক ক্ষমতাকে আইন পরিষদ হইতে এমনভাবে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছিল যে মন্ত্রিবর্গের সঙ্গে জন-প্রতিনিধিদের যোগাযোগ অসম্ভব হইয়াছিল। মোট কথা, সন্দেহ ও অবিশ্বাসের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচিত হওয়ায়

আদর্শবাদ লক্ষ্য থাকায় শাসনতন্ত্রে ত্রুটি আসিয়াছিল

ক্ষমতার বিভাগ

শাসনকার্য্যে অচল অবস্থা বা বিপ্লবী আবহাওয়া সৃষ্টির যথেষ্ট অবকাশ ছিল। দ্বিতীয়তঃ সম্পত্তির ভিত্তিতে ভোটাধিকার প্রবর্ত্তিত হওয়ায় বহুঘোষিত মানবাধিকার নীতি উলঙ্ঘিত হইল। জনসাধারণ এই শাসনতন্ত্রকে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করিতে পারিল না। মনোনয়ন দ্বারা বিচারক নির্ব্বাচন পদ্ধতিও এই শাসনতন্ত্রের অন্যতম ত্রুটি ছিল।

ভোটাধিকার সীমাবদ্ধ রাখা

বিচার কার্য্যে মনোনয়ন

সিভিল কনস্‌টিট্যুশান অফ্ দি ক্লার্জি প্রবর্ত্তনের ফলে বিপ্লবের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছিল। ফ্রান্সের যাজক সম্প্রদায়ের অধস্তন বহু ধর্ম্মযাজক বিপ্লবে যোগদান করিয়াছিল, কিন্তু চার্চ্চকে রাষ্ট্রের অধীন ঘোষণা করায় তাহাদের মনোভাব বিপ্লব বিরোধী হইল। অধিকন্তু ষোড়শ লুই স্বয়ং অত্যধিক ধর্ম্মপ্রবণ ছিলেন; ধর্ম্মের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার নীতি তিনিও প্রসন্ন মনে গ্রহণ করেন নাই। পোপও এই ঘোষণাকে নিন্দাবাদ করিয়াছিলেন। ষোড়শ লুই-র পোপের বিরোধী হওয়ার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। ইতাবস্থায় সিভিল কনস্‌টিট্যুশান জনসাধারণের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি করায় ইহা বিপ্লবের অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছিল।

সিভিল কনস্‌টিট্যুশান বিপ্লবের ক্ষতি করিল

উপরোক্ত ত্রুটি সত্ত্বেও সংবিধান পরিষদের কার্য্যাবলীর গুরুত্ব উপেক্ষণীয় নহে। প্রথমতঃ এই পরিষদ ফ্রান্সের পুরাতন সামাজিক বৈষম্য দূর করিয়া তৎস্থলে সাম্য প্রতিষ্ঠা করিল—বিশেষ অধিকার সমূহ বাতিল করিয়া সাম্যের ভিত্তিতে নূতন সমাজ জীবনের ভিত্তি স্থাপন করিল। দ্বিতীয়তঃ ফ্রান্সের পুরাতন প্রদেশ সমূহ তুলিয়া দিয়া সম-আয়তন ও সমান

সংবিধান পরিষদের গুণাবলী

সাম্যের ভিত্তিতে নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠা

সুবিধাভোগী 'ডিপার্টমেন্ট' প্রবর্তন করাতে আঞ্চলিক ঈর্ষাবিভেদ বিলুপ্ত হইয়া রাষ্ট্রীয় ঐক্যের পথ প্রশস্ততর হইল।

ডিপার্টমেন্ট-প্রবর্তনে আঞ্চলিক বিভেদ দূরীভূত

রাজার পলায়নের ব্যর্থ চেষ্টা, ২০ জুন, ১৭৯১

ইতিমধ্যে ষোড়শ লুই প্যারিস হইতে পলায়নের প্রচেষ্টা করিয়া বিপ্লবের গতিকে নূতন খাতে পরিচালনায় সাহায্য করিলেন। মহিলা-মিছিলের দ্বারা ভার্সাই হইতে আনীত হইয়া রাজা সপরিবারে প্যারিসের টুইলারিস এর প্রাসাদে এক প্রকার বন্দী অবস্থায় অবস্থান করিতেছিলেন। এই অবস্থায় থাকা তাহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল। বিশেষতঃ মীরাবো-র মৃত্যুর পর রাজার প্রকৃত হিতৈষী পরামর্শদাতা কেহ না থাকায় তিনি নিতান্ত অসহায় বোধ করিতেছিলেন। একদা নিশাযোগে রক্ষীবর্গের অসতর্কতার সুযোগে রাজা সপরিবারে ছদ্মবেশে শকটারোহণে সীমান্তের দিকে প্রস্থান করিলেন। সীমান্ত অতিক্রম করিয়া নিরাপদ স্থানে পৌঁছিতে আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা অবশিষ্ট আছে এমন সময় দুর্ভাগ্যবশতঃ রাজা ধরা পড়িয়া গেলেন এবং পুনরায় বন্দী অবস্থায় প্যারিসে আনীত হইলেন।

রাজার পলায়ন

পুনরায় ধৃত ও বন্দী অবস্থায় প্যারিসে আনীত

রাজার পলায়নের প্রচেষ্টার ফলে বুরবোঁ রাজবংশের ভবিষ্যৎ সর্বনাশ আসন্ন হইল। জনসাধারণের মনে এই ধারণা হইল, দেশের রাজা জনসাধারণ দ্বারা রচিত শাসনতন্ত্রের বিরোধী। রাজাকে বাদ দিয়া শাসনতন্ত্র রচনা অসম্ভব নহে এই মনোভাবও অপ্রকাশিত রহিল না। রাজানুগত্যে জনসাধারণের আস্থা কমিয়া আসিল এবং সংবিধান পরিষদে রোবেসপীয়ার এবং ড্যান্টনের নেতৃত্বে এক সাধারণতন্ত্রী দলের উদ্ভব হইল।

ইহার ফল রাজতন্ত্রের পক্ষে মারাত্মক ও আত্মঘাতী হইল

যে মনোভাব ইতিপূর্ব্বে কল্পনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল রাজার পলায়ন-প্রচেষ্টার পর হইতে তাহা সম্ভাবনার জগতে নামিয়া আসিল।

বিপ্লবের প্রতি ইউরোপের মনোভাব

বিপ্লবের প্রথম অবস্থা হইতেই ইউরোপের দৃষ্টি ফ্রান্সের উপর নিবদ্ধ হইয়াছিল এবং সমগ্র ইউরোপ সাগ্রহে ইহার গতিধারাকে লক্ষ্য করিতেছিল। ইউরোপের উদারপন্থী চিন্তানায়কগণ এই বিপ্লবকে নূতন যুগের উদ্বোধক বলিয়া অভিনন্দন জানাইল। ইংলণ্ডে এই বিপ্লব যথেষ্ট আগ্রহের সঞ্চার করিল। ফক্স উচ্ছ্বসিত ভাষায় ইহাকে প্রশস্তি জ্ঞাপন করিল—ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ ও কোলিরীজ বুরবোঁ বংশের স্বৈরাচারের অবসানের মধ্যে ভবিষ্যতের উজ্জ্বল স্বপ্ন দেখিল। প্রারম্ভের যুগে পিট বিপ্লবের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। বিপ্লবের মধ্য দিয়া ফ্রান্সে নিয়মতান্ত্রিক শাসন প্রবর্ত্তিত হইলে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে বৈরী মনোভাব বহুলাংশে দূর হইবে পিট এই প্রত্যাশা করিলেন। একমাত্র বার্ক-ই বিপ্লব সম্বন্ধে প্রশংসা-কার্পণ্য প্রদর্শন করিলেন। বার্ক বলিলেন—এই বিপ্লব ইংলণ্ডের ১৬৮৮-এর বিপ্লবের সমগোত্রীয় নহে। ইহার উদ্যোগ পর্ব্ব আশাপ্রদ হইলেও তির্য্যকগতি অনুসৃত হইবার যথেষ্ট উপাদান ইহার মধ্যে আছে। ইহার সর্ব্বনাশা মতবাদ ও দৃষ্টান্ত অচিরেই ইউরোপের সমাজ ব্যবস্থা ও সভ্যতার ভিত্তিকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিতে পারে। বার্কের ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হয় নাই।

ইউরোপ প্রথমে বুঝিতে পারে নাই

প্রকৃত প্রস্তাবে ইউরোপ ফরাসী বিপ্লবের শক্তি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে সম্যক অনুধাবন করিয়া উঠিতে পারে নাই। ইউরোপের রাষ্ট্রবর্গ এই ধারণা করিল যে এই বিপ্লব একান্তই স্থানীয় ব্যাপারে সীমাবদ্ধ থাকিবে এবং তাহাদের রাষ্ট্রে প্রসারিত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। এই দুর্যোগের ফলে বরঞ্চ ফ্রান্স দুর্ব্বলতর হইয়া পড়িবে এবং অত্যাচারী রাষ্ট্রের ভূমিকা গ্রহণ করিতে

সক্ষম হইবে না। ইহাতে অন্যান্য রাষ্ট্র লাভবান হইবে। ফ্রান্সের দুর্ব্বলতার সুযোগে তাহারা নির্ব্বিবাদে পররাজ্য আক্রমণ করিয়া স্বার্থসিদ্ধির সুযোগ প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু অচিরেই তাহাদের ধারণা ভুল বলিয়া প্রমাণিত হইল। বিপ্লব যখন দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতে লাগিল তখন তাহারা দেখিল ইহার সর্ব্বনাশা ভাবধারা ও মতবাদ শুধু ফ্রান্সের নহে সমগ্র ইউরোপের পুরাতন রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থাকে ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন করিয়া গড়িবার আহ্বান জানাইতেছে। তখন সমগ্র ইউরোপ সংক্রমণ ভয়ে ভীত হইয়া সচেতন হইল এবং রাষ্ট্রবিপ্লবী ফ্রান্সের বিপক্ষে সারিবদ্ধ হইয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিল।

পরে বুঝিতে পারিয়া সর্ব্বনাশা মতবাদ হইতে রক্ষার জন্য সচেতন হইল।

পঞ্চম অধ্যায়

আইন পরিষদ ১ অক্টোবর, '৯১—১৯ সেপ্টেম্বর '৯২

Legislative Assembly—October 1, 1791-September 19, 1792

১৭৯১ খৃঃ-এর ১ অক্টোবর নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী গঠিত আইন পরিষদের প্রথম অধিবেশন হইল। এই আইন পরিষদের ৭৪৫ জন সভ্যের অধিকাংশই অনভিজ্ঞ নূতন লোক ছিল। ভাঙ্গিয়া দিবার প্রাক্কালে সংবিধান পরিষদ এক "আত্ম অস্বীকৃতি বিধান" (Self-denying ordinance) পাশ করিয়াছিল। এই বিধান অনুযায়ী সংবিধান পরিষদের কোন সভ্য আইন পরিষদের সভ্য হইতে পারে না। ফলে ফ্রান্স শুধু বিপ্লবের প্রথম দুই বৎসরের অভিজ্ঞ লোকের সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইল তাহা নহে, নবাগত সভ্যদের আয়ত্তাধীনে আসিয়া তাহার বিপ্লবের গতি পূর্ব্ব হইতে পৃথক পন্থায় পরিচালিত হইতে লাগিল।

আইন পরিষদের বিভিন্ন দল

নব গঠিত আইন পরিষদে প্রধানতঃ তিনটি দল ছিল—শাসনতান্ত্রিক গিরন্ডিষ্ট ও জেকোবিন বা মাউন্টেন। শাসনতান্ত্রিক দল সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী ছিল—রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ তাহাদের কাম্য ছিল না। গিরন্ডি প্রদেশ হইতে এই দলের বহু নেতা আগত বলিয়া গিরন্ডিষ্ট দলের এইরূপ নামকরণ হইয়াছিল। গিরন্ডিষ্টরা আমেরিকার (যুক্ত) রাষ্ট্রের মত সাধারণতন্ত্রের

পক্ষপাতী ছিল এবং মতবাদে সাধারণতন্ত্রী হইলেও উগ্রপন্থী ছিল না। উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সন্ত্রাসবাদের সাহায্য গ্রহণও গিরণ্ডিষ্টদের অভিপ্রেত ছিল না। জেকোবিন দল (উত্তরকালে মাউন্টেন নামে পরিচিত—কেননা, ইহারা উচ্চ আসনে উপবেশন করিত।) উগ্রপন্থী সাধারণ তন্ত্রী ছিল। পরিষদের মধ্যে ইহাদের প্রতিপত্তি তেমন ছিল না- কিন্তু পরিষদের বাহিরে ইহাদের প্রভাব অসাধারণ ছিল। সাধারণতন্ত্রের জন্য ইহারা কোন কার্য্যকে অবৈধ, অন্যায়, বা সন্ত্রাসমূলক মনে করিত না।

আইন পরিষদের সদস্যদের মনোভাব রাজতন্ত্রের প্রতিকূল ছিল। দুই একটি দৃষ্টান্তে রাজার প্রতি ইহাদের কিরূপ আচরণ ছিল তাহা পরিস্ফুট হইবে। সভাগণ রাজাকে কি বলিয়া সম্বোধন করিবেন—যাহাতে জাতীয় মর্য্যাদা ও রাজমর্য্যাদা উভয়ই রক্ষিত হইতে পারে—তাহা লইয়া সমস্যায় পড়িলেন। কেহ কেহ Sire ও Majesty সম্বোধনের প্রস্তাব করিল। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া কোন একজন মন্তব্য করিল "the law and the people are the only Majesty." যাহা হোক, শেষ পর্য্যন্ত নরপতিকে King of the French বলিয়া সম্বোধন করা সাব্যস্ত হইল। রাজা উপস্থিত হইলে সভ্যগণের পক্ষে টুপি খুলিয়া দণ্ডায়মান অবস্থায় থাকা প্রথা ছিল। বর্ত্তমানে স্থির হইল দণ্ডায়মান অবস্থায় থাকার কোন প্রয়োজন নাই। উপবিষ্ট হইয়া টুপি খুলিয়া রাখিলেই রাজার প্রতি যথেষ্ট সৌজন্য প্রকাশ করা হইবে।

আইন-পরিষদের কার্য্যাবলী

(১) যে সকল ধর্ম্মযাজক সিভিল কনস্টিটিউশান স্বীকার করে নাই তাহাদের বিরুদ্ধে এই মর্ম্মে আইন পাশ করা হইল যে ইহারা পেনসান হইতে বঞ্চিত হইবে, ইহাদিগকে সন্দেহভাজন ব্যক্তি বলিয়া মনে করা হইবে এবং কোন অশান্তি ঘটিলে ইহাদিগকে দায়ী করিয়া কার্য্য হইতে চ্যুত করা হইবে।

(২) অন্য এক প্রস্তাবে ফ্রান্সের দেশত্যাগী ব্যক্তিগণকে নির্দ্দিষ্ট

তারিখের মধ্যে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য বলা হইল। যদি দেশত্যাগীরা উক্ত দিবসের মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন না করে তাহা হইলে তাহারা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইবে এবং তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইবে। এই সব দেশত্যাগীরা বিদেশে বিশেষতঃ অষ্ট্রীয়া এবং প্রাশিয়ায় অবস্থান করিয়া সেই সকল রাষ্ট্রকে ফ্রান্স আক্রমণ করার জন্য উত্তেজিত করিতেছিল।

ষোড়শ লুই আইন পরিষদের এই উভয় প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন এবং তাহার 'ভেটো' ক্ষমতা দ্বারা উভয় প্রস্তাব নাকচ করিয়া দিলেন। রাজার এই অসম্মতিতে জনসাধারণ রুষ্ট হইল এবং প্যারিসের অশান্ত জনতা বলপূর্ব্বক টুইলারিস-এর রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিয়া রাজাকে উক্ত প্রস্তাবদ্বয়ে সম্মত করার জন্য চেষ্টা করিল। চারিদিকে জনতার উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিল।

ফরাসী বিপ্লবের বিরুদ্ধে ইউরোপ ও ফরাসী রাজবংশের অবসান

অচিরেই ফরাসী বিপ্লব ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার হইতে ইউরোপীয় সমস্যায় রূপান্তরিত হইল। এযাবৎকাল ইউরোপ নিরপেক্ষ দর্শকের মত ফ্রান্সের ঘটনাবলী লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু বিপ্লবীরা বিপ্লবের মতবাদ ও আদর্শ কেবলমাত্র ফ্রান্সে কার্য্যকরী করিয়া ক্ষান্ত রহিল না—সমগ্র ইউরোপে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিবার জন্য সক্রিয় হইল। এই মতবাদের আক্রমণ হইতে নিরাপত্তার জন্য ইউরোপের রাষ্ট্রবর্গ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সঙ্ঘবদ্ধ হইল।

(১) বিপ্লবী মতবাদে আশঙ্কা

বিপ্লবের সর্ব্বনাশা মতবাদ ও ভাবাদর্শ ব্যতীত ফ্রান্সের বিরোধিতা করার অন্য কারণও বর্ত্তমান ছিল। সমগ্র ফ্রান্সে সামন্তপ্রথানুযায়ী যাবতীয় দেয় কর তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ফ্রান্সের অন্তর্গত আলসেস এবং অন্যান্য

অঞ্চলে জার্ম্মাণ প্রিন্সদের সামন্ত-স্বত্ব দীর্ঘকাল যাবৎ ছিল এবং ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধিতেও তাহাদিগকে এই স্বত্বে অব্যাহত অধিকার প্রদত্ত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে এই সব অঞ্চল হইতে প্রাপ্য সামন্ত কর হইতে বঞ্চিত হইয়া উপরোক্ত জার্ম্মাণ প্রিন্সরা রুষ্ট হইল এবং তাহাদের স্বত্ব-স্বামিত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য জার্ম্মাণ ডায়েটে আবেদন জানাইল। বিপ্লবী ফ্রান্স

(২) সামন্ত-কর হইতে জার্ম্মাণ প্রিন্সরা বঞ্চিত

অপর একটি কার্য্যের জন্যও ইউরোপের বিরাগভাজন হইল। এভিগ্‌নন অঞ্চল ফ্রান্সের অন্তর্গত হইলেও চতুর্দ্দশ শতাব্দী হইতে ইহা পোপের অধিকারে ছিল। ফ্রান্স এভিগ্‌নন হইতে পোপের অধিকার চ্যুত করিয়া ইহাকে রাষ্ট্রসাৎ করিল। এই কার্য্যের দ্বারা ইউরোপের আন্তঃরাষ্ট্রীক বিধি উল্লঙ্ঘিত হইল।

(৩) এভিগ্‌নন অধিকার

এতদ্ব্যতীত অষ্ট্রীয়ায় অবস্থিত ফ্রান্সের অভিজাতবংশীয় দেশত্যাগীরা নিজেদের স্বার্থরক্ষা ও ফ্রান্সের রাজবংশকে বিপ্লবীদের হস্ত হইতে রক্ষার জন্য বিদেশী রাষ্ট্রের সহায়তা প্রার্থনা করিতেছিল। ফ্রান্সের বারংবার অনুরোধ সত্ত্বেও সম্রাট লিওপোল্ড দেশত্যাগিগণকে অষ্ট্রীয়া হইতে বহিষ্কৃত করিলেন না, বরঞ্চ সীমান্তে অবস্থিত দেশত্যাগিগণকে ফ্রান্স আক্রমণের জন্য সৈন্যসজ্জায় সাহায্য করিতে লাগিল। ফ্রান্সের রাণী সম্রাটের ভগ্নী বলিয়া ভগ্নী ও ভগ্নীপতির নিরাপত্তার জন্য সম্রাট উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে সম্রাট প্রাশিয়ার রাজার সহযোগে ২৭ আগষ্ট ১৭৯১ খৃঃএ 'পিলনিজের ঘোষণা' (Declaration of Pillnitz) প্রচার করিলেন। এই ঘোষণায় প্রচার করা হইল যে ফরাসীরাজের স্বার্থ ইউরোপের রাজাদের স্বার্থের

(৪) দেশত্যাগীদের আপত্তিকর কার্য্যাবলী ও অষ্ট্রীয়ার সমর্থন

(৫) পিলনিজের ঘোষণা

সমতুল্য। যদি ইউরোপের রাজাগণ সম্মত হয় তাহা হইলে অষ্ট্রীয়া ও প্রাশিয়া ফরাসীরাজের স্বার্থরক্ষার জন্য ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অন্যান্য রাষ্ট্রের সহযোগিতায় সশস্ত্র অভিযান করিতে পারে। এই ঘোষণা প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে ইন্ধন নিক্ষেপের ফল সৃষ্টি করিল। ফরাসী জনসাধারণ দেশত্যাগীদের প্রতি সম্রাটের প্রশ্রয় আচরণে ইতিপূর্ব্বেই অসন্তুষ্ট ছিল। বর্ত্তমান ঘোষণায় তাহাদের মধ্যে যুদ্ধের অনুকূল মনোভাবের সৃষ্টি হইল। উপরন্তু তাহারা সন্দেহ করিতে লাগিল, ষোড়শ লুই গোপনে ষড়যন্ত্র করিয়া বিদেশী আক্রমণ আহ্বান করিতেছেন। রাজার প্রতি তাহাদের অবিশ্বাস দৃঢ়মূল হইল। উত্তেজিত ফ্রান্স দেশত্যাগীদের আশ্রয় প্রদানের জন্য অষ্ট্রীয়ার নিকট কৈফিয়ৎ দাবী করিল। অষ্ট্রীয়া কোন কৈফিয়ৎ না দিয়া ফ্রান্সই ইউরোপের শান্তিশৃঙ্খলার বিঘ্ন ঘটাইতেছে বলিয়া পাল্টা অভিযোগ করিল। ইত্যবস্থায় আইন পরিষদ ষোড়শ লুইকে অষ্ট্রীয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে বাধ্য করিল (এপ্রিল, ১৭৯২) প্রাশিয়া অষ্ট্রীয়ার সহযোগী ছিল বলিয়া প্রাশিয়াও শত্রুর মধ্যে পরিগণিত হইল।

যুদ্ধ ঘোষণা, এপ্রিল ১৭৯২

অষ্ট্রীয়া ও প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও অন্যান্য ঘটনাবলী

ফ্রান্সের সৈন্যদল অ-প্রস্তুত ও অশিক্ষিত থাকায় প্রথমতঃ তাহারা পরাজিত হইতে লাগিল। শত্রুবাহিনী ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিল। জনসাধারণ এই পরাজয়ের পশ্চাতে রাজার চক্রান্ত-হস্ত আছে বলিয়া সন্দেহ করিল। সাধারণতন্ত্রী নেতৃবর্গ জনতাকে রাজার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিল। প্যারিসের দিকে অগ্রগামী ডিউক অফ্ ব্রান্সউইক-এর এক সতর্ক ঘোষণায় জনসাধারণের রাজবিদ্বেষ অধিকতর হইল। ডিউক অফ্ ব্রান্সউইক এই হুঁশিয়ারী বাণী প্রচার করিলেন যে যদি জনসাধারণ রাজপরিবারের

প্রতি কোন অত্যাচার করে তাহা হইলে তিনি প্যারিসের জনসাধারণকে সমুচিত শিক্ষা দিবেন এবং রাজধানী সম্পূর্ণ ধ্বংস করিবেন। এই ঘোষণার বিপরীত ফল ফলিল। প্যারিসের জনতা আক্রমণকারী শত্রুর সঙ্গে রাজার চক্রান্ত সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হইয়া ব্রান্সউইকের ধৃষ্টতার উত্তর হিসাবেই টুইলারিস এর রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করিল। প্রাসাদ রক্ষী সুইস গার্ডরা বাধা দিতে যাইয়া নিহত হইল। প্রাণভয়ে ভীত রাজপরিবার সন্নিহিত আইন-পরিষদে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আত্মরক্ষা করিল।

অষ্ট্রীয়া ও প্রাশিয়ার হস্তে নূতন নূতন পরাজয়ের সংবাদে জনসাধারণ আরও ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। ম্যারাট, ড্যান্টন ও রোবেসপীয়ার জনতাকে রাজা ও রাজতন্ত্রীর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিল এবং রাজতন্ত্রীদিগকে নির্মূল না করিলে ফ্রান্সের আর নিষ্কৃতি নাই বলিয়া প্রচার করিতে লাগিল। রাজপক্ষ-সংশ্লিষ্ট সন্দেহভাজন ব্যক্তিগণ কারাগারে আবদ্ধ ছিল। জনতা কারাগার আক্রমণ করিয়া এই সব ব্যক্তিকে বাহিরে আনিল এবং সহস্রাধিক নরনারীকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিল। ম্যারাটের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত এই নিষ্ঠুর কার্য্য 'সেপ্টেম্বর হত্যালীলা' (২ ও ৩ সেপ্টেম্বর, ১৭৯২) নামে প্রসিদ্ধ।

সেপ্টেম্বর হত্যাকাণ্ড

মাউন্টেন বা উগ্রপন্থী গণতন্ত্রীদল দেশরক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল। সৈন্যদলের মধ্যে দেশপ্রেমের সঞ্চার করিয়া মাতৃভূমি রক্ষার জন্য তাহাদিগকে উদ্বোধিত করিতে লাগিল। ইহাদের আপ্রাণ চেষ্টার ফলে যুদ্ধের গতি পরিবর্তিত হইল। ভামির (Valmy) যুদ্ধে বিপ্লবী বাহিনী প্রাশিয়ানদিগকে পরাস্ত করিয়া আসন্ন বিপদ হইতে ফ্রান্সকে রক্ষা করিল ডুমার্জের নেতৃত্বে ফরাসী সৈন্যদল উত্তরাঞ্চলে অষ্ট্রীয়াকে জেমাপ্পেস-এর (Jemappes) যুদ্ধে পরাজিত করিয়া বেলজিয়াম অধিকার করিল অতপর ক্রমান্বয়ে ফরাসী সৈন্য জয়লাভ করিয়া রাইন সীমান্ত সন্নিহিত বহু

অঞ্চল, স্যাভয় ও নিস অধিকার করিল। এই সব বিজয়লাভে বিপ্লবী ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ উজ্জল হইল। ইউরোপ সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিল বিপ্লবী ফ্রান্স আত্মরক্ষায় অসমর্থ নহে।

প্রথম পরাজয় সংবাদের পরেই আইন পরিষদ ফ্রান্সের রাজতন্ত্র বাতিল করিয়া এক প্রস্তাব গ্রহণ করিল এবং রাজপদ হইতে ষোড়শ লুইকে সাময়িকভাবে অপসৃত করিয়া রাখিল। ফ্রান্সের নূতন শাসনতন্ত্র রচনার জন্য **ন্যাশান্যাল কনভেনশান** আহ্বান করা হইল।

আইন পরিষদ স্বেচ্ছায় এই কার্য্য করে নাই; প্যারিসের জনতার চাপে পড়িয়া ইহাকে এই সব প্রস্তাব অবলম্বন করিতে হইয়াছে। জেকোবিনদল ইতিমধ্যে প্যারিসে এবং আভ্যন্তরীণ অঞ্চলের সর্ব্বত্র জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল এবং কমিউন নামে সর্ব্বত্র নূতন পৌর-সভা প্রতিষ্ঠা করিয়া ছিল। এই জেকোবিন-দলের উল্লেখযোগ্য নেতা ছিলেন ম্যারাট, ড্যাণ্টন ও রোবেসপীয়ার। প্যারিসের জনতার সমর্থন পুষ্ট জেকোবিনরা প্যারিসে ও ফ্রান্সের সর্ব্বত্র ঘটনাবলী নিয়ন্ত্রণের ভারগ্রহণ করিল। বিশেষতঃ শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে উদ্যোগ আয়োজন দ্বারা ফ্রান্সকে আসন্ন শত্রু কবল হইতে উদ্ধার করিল। এই সব কারণে জেকোবিন দল প্রাধান্য লাভ করিল এবং সাধারণতন্ত্রের সমর্থক বলিয়া জেকোবিন দলের আধিপত্যের যুগে রাজতন্ত্রের নিশ্চিত অবসান ঘটিল। উপরন্তু জেকোবিন দলের প্রধান অবলম্বন ছিল দেশময় বিশৃঙ্খলা ও সন্ত্রাসরাজের সৃষ্টি করিয়া রাজতন্ত্রকে লোক চক্ষে হেয় করা। রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিল বটে, কিন্তু অরাজক অবস্থার সৃষ্টি করিয়া ফরাসী বিপ্লব ইউরোপের মনে বিপ্লবের প্রতি ঘৃণা ও অবিশ্বাস সৃষ্টি করিল। এই ঘৃণা ও অবিশ্বাস পরিণামে বিপ্লবের উদ্দেশ্য ও ফ্রান্সকে ক্ষতিগ্রস্ত করিল।

ফরাসী রাজতন্ত্র অবসানের কারণ

ফরাসী বিপ্লবের প্রারম্ভে জনসাধারণ রাজতন্ত্রের উচ্ছেদকামী ছিল না। স্বেচ্ছাচারী শাসনের পরিবর্ত্তে যাহাতে প্রাচীন যুগের সমস্ত বৈষম্য রহিত হইয়া দায়িত্বশীল রাজতন্ত্র প্রবর্তিত হয় ইহা তাহাদের কাম্য ছিল। কিন্তু ঘটনাচক্র নানা কারণে এত দ্রুত আবর্ত্তিত হইতে লাগিল যে ক্রমশঃ রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে মনোভাব সঞ্চারিত হইয়া রাজতন্ত্রের স্থলে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা হইল।

(ক) দেশত্যাগীদের ষড়যন্ত্র

প্রথমতঃ দেশত্যাগীরা যে বিদেশী রাষ্ট্রবর্গকে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে আক্রমণের জন্য উত্তেজিত করিতেছিল তাহার সঙ্গে রাজার যোগাযোগ আছে বলিয়া জনসাধারণ সন্দেহ করিল। রাজার পলায়নের চেষ্টা এবং অষ্ট্রীয়া ও প্রাশিয়া ফ্রান্সের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করাতে এই সন্দেহ অধিকতর বদ্ধমূল হইল।

(খ) বিদেশী আক্রমণ ও প্রথম দিকে পরাজয়

ডিউক অফ্ ব্রান্সউইকের ঘোষণায় বিদেশের সঙ্গে রাজার ষড়যন্ত্র চলিতেছে ফ্রান্সের মনে নিশ্চিত ধারণা হইল। ফলে রাজপ্রাসাদ জনতার হস্তে আক্রান্ত হইল এবং জনতার চাপে রাজতন্ত্র স্থগিতের প্রস্তাব গৃহীত হইল। অষ্ট্রীয়া ও প্রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধের প্রথমদিকে পরাজয়ও জনসাধারণকে রাজতন্ত্র বিদ্বেষী করিয়া তুলিয়াছিল। মোট কথা, রাজতন্ত্র রক্ষার জন্য বিদেশী আক্রমণই রাজতন্ত্রের বিপদ আহ্বান করিয়া আনিল। প্রাশিয়ার আক্রমণ ও প্যারিসের জেকোবিনিজম্

(গ) রাজার দুর্ব্বলনীতি

অর্থাৎ জনতা ১৭৯২ খৃঃএ ফ্রান্সে সাধারণ-তন্ত্র আনয়ন করিল। লুইর দুর্ব্বলতা ও অব্যবস্থিত নীতিও রাজতন্ত্র পতনের জন্য আংশিকভাবে দায়ী।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ফরাসী সাধারণতন্ত্র

(ক) রাষ্ট্রীয় সম্মেলন (ন্যাশানাল কনভেনসান)

২১শে সেপ্টেম্বর ১৭৯২—২৬ অক্টোবর, ১৭৯৫

(খ) ডাইরেক্টরী, ২৭ অক্টোবর ১৭৯৫—৯ নভেম্বর, ১৭৯৯

(গ) কন্‌সালেট, ১৭৯৯—১৮০৪

রাষ্ট্রীয় সম্মেলন, National Convention

আইন পরিষদের আয়ুষ্কালের অবসানে রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হইল। ৭৪৯ জন প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত এই সম্মেলনে প্রধানতঃ দুইটি দল ছিল—গিরণ্ডিষ্ট ও মাউণ্টেন দল। প্লেন নামে তৃতীয় দল ছিল বটে, কিন্তু তাহাদের কোন নির্দিষ্ট কর্মপন্থা ছিল না। প্রয়োজনানুসারে এই দল উপরোক্ত দল দুইটির কখনও একটির পক্ষে কখনও অপরটির পক্ষে ভোট দিত।

বিভিন্ন দল—গিরণ্ডিষ্ট

সম্মেলনের প্রথম দিকে গিরিণ্ডিষ্টদেরই আধিপত্য ছিল। ইহারা মাউণ্টেন দলের মতই রাজতন্ত্রের উচ্ছেদকামী ছিল, কিন্তু মাউণ্টেনদের মত উগ্রপন্থী ছিল না। ইহাদের উদ্দেশ্য ছিল জেকোবিন (মাউণ্টেন) পরিচালিত প্যারিসের জনতা-রাজের উচ্ছৃঙ্খলতা হইতে ফ্রান্সকে মুক্ত করিয়া শান্তি ও

শৃঙ্খলা বিধান করা। রাষ্ট্রীয় সম্মেলন অপেক্ষা জেকোবিনদের প্রাধান্য ফ্রান্সের পক্ষে ক্ষতিকর বলিয়া ইহারা মনে করিত। মাউণ্টেনবাদীরা মতবাদে চরমপন্থী ছিল এবং বিপ্লবী মতবাদ প্রচারের জন্য কোন অত্যাচার বা অরাজক পন্থাকে ইহারা অন্যায় মনে করিত না। ইহাদের সঙ্ঘশক্তি প্রবল থাকায় সম্মেলনের অভ্যন্তরে আধিপত্য না পাইলেও ইহারা প্রকৃত প্রস্তাবে সর্ব্বত্র প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ড্যাণ্টন ও রোবেসপীয়ার ইহাদের নেতা ছিল।

মাউণ্টেন

রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের কার্য্যাবলী

প্রথমেই রাষ্ট্রীয় সম্মেলন রাজতন্ত্রের অবসান ঘোষণা করিয়া ফ্রান্সে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিল। রাজতন্ত্রের প্রতি প্রতিনিধিগণ এতই বিদ্বিষ্ট ছিল যে বিনা আলোচনাতেই রাজতন্ত্রের অবসান প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। দেশত্যাগীদের বিরুদ্ধে চিরনির্ব্বাসন প্রস্তাব গ্রহণ করা হইল, অভিজাতপদবী সমূহ নিষিদ্ধ করিয়া সাধারণতন্ত্রের নাগরিক মাত্রই 'সিটিজেন' বলিয়া সম্বোধিত হইবে স্থির হইল এবং সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দিবস হইতে নূতন সময় পঞ্জী গণিত হইতে লাগিল।

অতঃপর পদচ্যুত রাজার সম্বন্ধে বিচারের প্রহসন করা হইল। রাজা দেশের শত্রুর সঙ্গে যোগ দিয়া ফ্রান্সের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন এই অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া বিচারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। ২১ জানুয়ারী, ১৭৯৩ হতভাগ্য ষোড়শ লুই বধ্যযন্ত্র গিলোটিনে মস্তক দিয়া পূর্ব্বগামীদের পুঞ্জীভূত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। সাধারণতন্ত্র দীর্ঘজীবী হউক—Vive la Republique,—এই ধ্বনি সর্ব্বত্র উত্থিত হইল।

রাজাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা ফ্রান্সের পক্ষে ক্ষতিকর হইল। It was "both a crime and a blunder." ব্যক্তিগত ভাবে লুই প্রজার কল্যাণের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন—তাঁহার মধ্যে সদিচ্ছার অভাব ছিল

না। সুতরাং ফ্রান্সের সর্ববিধ দুর্গতির জন্য তাহাকে দায়ী করিয়া বিনা বিচারে তাহার প্রাণদণ্ড বিধান অন্যায় হইয়াছে। উপরন্তু এই রাজহত্যার ফলে বিপ্লবের যথেষ্ট ক্ষতি হইল। ফ্রান্সের মধ্যে আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ উপস্থিত হইল—বহু প্রদেশ রাজহত্যার জন্য বিপ্লবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিল। ইউরোপের রাজন্যবর্গ রাজতন্ত্রের এই পরিণতি দেখিয়া রাজতন্ত্র বিরোধী সাধারণতন্ত্রের বিপক্ষে দলবদ্ধ হইল। মোট কথা, রাজার হত্যা কাণ্ডের দ্বারা শিশু সাধারণতন্ত্র ঘরে ও বাহিরে ফ্রান্সের অশেষ বিপদ ডাকিয়া আনিল।

ফ্রান্সের বিপক্ষে প্রথম রাষ্ট্র-জোট

রাষ্ট্রীয় সম্মেলন কেবলমাত্র ফ্রান্সের রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করিয়া ক্ষান্ত রহিল না। বিভিন্ন ঘোষণাপত্র দ্বারা সম্মেলন ইউরোপের জনসাধারণকে

রাষ্ট্র জোটের কারণ

রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করিয়া সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিল। এই কার্যের জন্য প্রয়োজন উপস্থিত হইলে ফ্রান্স সামরিক সাহায্য প্রদান করিবে বলিয়া আশ্বাস দিতে লাগিল। সর্বত্র সাম্য ও স্বাধীনতার বিরোধী শাসনতন্ত্র ফ্রান্সের শত্রু বলিয়া প্রকাশ্যে প্রচার করিতে লাগিল। বিপ্লব প্রচারধর্মী

বিপ্লব প্রচারধর্মী হওয়াতে রাজতন্ত্রের বিপদ

হওয়াতে ইউরোপের রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রবর্গ শঙ্কিত হইল এবং আত্মরক্ষার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হইল। ফরাসী সাধারণতন্ত্র ধ্বংস করার জন্য ইংলণ্ড, অষ্ট্রীয়া, প্রাশিয়া, স্পেন, পর্টুগাল, সার্ডিনিয়া, টাস্কানী, নেপলস, পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য সকলে মিলিত হইয়া এক বিরাট রাষ্ট্রজোটের সৃষ্টি করিল। কেবল বাহিরে নহে, স্বদেশেও সাধারণতন্ত্রের বিপদ কম হয় নাই। পশ্চিম ফ্রান্সের লা

ফ্রান্সে লা ভেণ্ডি র বিদ্রোহ

ভেণ্ডি-র কৃষকগণ সামরিক বৃত্তি বাধ্যতামূলক করার জন্য সম্মেলনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিল। অধিকন্তু এই সব রাজভক্ত ও ধর্মপ্রাণ কৃষককুল

রাজার হত্যাকাণ্ড ও চার্চের বিরোধী কার্য্যাবলীর জন্য সাধারণতন্ত্রেরও বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিল।

ফ্রান্সের পক্ষে যুদ্ধ প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছিল

সাধারণতন্ত্রী ফ্রান্সের পক্ষেও যুদ্ধ অনিবার্যারূপে প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। ইতিপূর্ব্বেই অষ্ট্রীয়া ও প্রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ চলিয়াছে এবং সাধারণতন্ত্রী সৈন্যদল বিজয় গৌরব লাভ করিয়াছে। বর্ত্তমানে খ্যাতি-দৃপ্ত ও অধিকতর যশলিপ্সু সেই সৈন্যদল ভাঙ্গিয়া দিলে এই দলভাঙ্গা সৈনিকদের উপজীবিকার সংস্থান করা অসম্ভব হইয়া পড়িত। বিপ্লবের অরাজকতার যুগে শান্তিময় সময়ের সমস্ত বৃত্তিমূলক কাজকর্ম্ম বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। ইহাদের কর্ম্মসংস্থান না করিয়া দিলে ইহারা দেশে অশান্তির সৃষ্টি করিয়া সাধারণতন্ত্রকে বিপন্ন করিয়া তুলিত। তদপেক্ষা রণক্ষেত্রে ইহা-দিগকে ব্যাপৃত রাখাই এই অবস্থায় শ্রেষ্ঠ পন্থা ছিল। নূতন অঞ্চল অধিকারের ফলে ফ্রান্সের স্বাভাবিক সীমানা আল্পস, পীরানিজ ও রাইন পর্য্যন্ত প্রসারিত হইবে, অধিকন্তু ফ্রান্সও আপাততঃ ইহাদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবে।

ইতিমধ্যে সাধারণতন্ত্রী সৈন্যদল বেলজিয়াম আক্রমণ করিয়া অধিকার করিল এবং Scheldt নদী বাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত করিল। এই Scheldt নদী সর্ব্বজাতির বাণিজ্যপোতের জন্য উন্মুক্ত করায় ইংরাজের মর্য্যাদা আঘাত প্রাপ্ত হইল। কেননা, ইংলণ্ড হল্যাণ্ডের বাণিজ্য স্বার্থের জন্যই Scheldt বন্ধের ব্যাপারে স্বয়ং অন্যতম অঙ্গীকারী রাষ্ট্র ছিল। বর্ত্তমানে সেই অঙ্গীকার রক্ষার জন্য প্রতিবাদ জানাইতেই ফ্রান্স ইংলণ্ড ও হল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। ইংলণ্ড, হল্যাণ্ড, অষ্ট্রীয়া, প্রাশিয়া, সার্ডিনিয়া ও স্পেন সম্মিলিত ভাবে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে **প্রথম রাষ্ট্র-জোট** সৃষ্টি করিল। রাষ্ট্র-জোটের প্রত্যেকেরই ফ্রান্সের বিপক্ষে ব্যক্তি-

Scheldt নদী উন্মুক্ত করায় ইংলণ্ড স্বার্থরক্ষার জন্য বিপক্ষ রাষ্ট্রজোট সৃষ্টি করিল

গত স্বার্থহানির অভিযোগ ছিল এবং সেই স্বার্থের মধ্যে ঐক্য ছিল না। অষ্ট্রীয়ার স্বার্থ ছিল বেলজিয়ামকে ফ্রান্সের কবল হইতে মুক্ত করা, আর সার্ডিনিয়া স্যাভয় উদ্ধার করিবার স্বার্থে এবং বেলজিয়ামের এণ্টোয়ার্প বন্দর যাহাতে লণ্ডনের প্রতিদ্বন্দ্বী না হইতে পারে ইংলণ্ড সেই স্বার্থে ফ্রান্সের বিপক্ষতা করিয়াছিল।

প্রথম রাষ্ট্রজোটের বিপক্ষে ফ্রান্স তেমন সুবিধা করিতে পারিল না। বেলজিয়াম ফ্রান্সের হস্তচ্যুত হইয়া গেল, মধ্য রাইন হইতে ফরাসীবাহিনী প্রাশিয়ার দ্বারা বিতাড়িত হইল, ইংলণ্ড ডানকার্ক অবরোধ করিল এবং স্পেন পীরানীজ অতিক্রম করিয়া রৌসিলন অধিকার করিল।

সর্ব্বত্র পরাজয়

জন-নিরাপত্তা কমিটি গঠিত ও গিরণ্ডিষ্ট দলের পতন

এইরূপ শত্রুর দ্বারা প্রবলভাবে আক্রান্ত হইয়া ফ্রান্স ঘরের ও বাহিরের শত্রু উচ্ছেদের জন্য সচেষ্ট হইল এবং নয়জন সভ্য লইয়া একটি জন নিরাপত্তা কমিটি (Committee of Public Safety) গঠিত হইল। সাম্প্রতিক পরাজয়ের ফলে রাষ্ট্রের ক্ষমতাপ্রাপ্ত গিরণ্ডিষ্টদল লোকচক্ষে হেয় হইয়া পড়িল এবং প্রতিপক্ষ জেকোবিন দল পরাজয়ের দায়িত্ব গিরণ্ডিষ্টদের অক্ষমতার উপর নিক্ষেপ করিয়া স্বয়ং শাসনভার গ্রহণের জন্য চেষ্টা করিল। উভয় দল পরস্পরকে অভিযুক্ত করিতে লাগিল এবং ঘরোয়া বিবাদের ফলে ভয়ানক অশান্তির সৃষ্টি হইল। জেকোবিন দলের ইচ্ছা ছিল অধিকতর উগ্রনীতি অবলম্বন করিয়া ফ্রান্সের ঘরোয়া শত্রুকে সন্ত্রস্ত করা এবং যুদ্ধকার্য্যে সকল শক্তি নিয়োগ করিয়া ফ্রান্সকে শত্রুকবল হইতে উদ্ধার করা। কিন্তু গিরণ্ডিষ্টদল উগ্রপন্থা অবলম্বনে মোটেই প্রস্তুত ছিল না, অপরন্তু যাহারা উগ্রপন্থী সেই সব ব্যক্তিকে বিশেষতঃ বিগত সেপ্টেম্বর হত্যালীলার জন্য

যাহারা দায়ী তাহাদিগকে শাস্তি বিধান করার জন্য দাবি করিতে লাগিল। জেকোবিন দল গিরণ্ডিষ্টদের নরম পন্থা মোটেই অনুমোদন করে নাই। দেশ ও জাতিকে রক্ষার জন্য গিরণ্ডিষ্টদলের হস্ত হইতে দায়িত্ব গ্রহণ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া জেকোবিন দল গিরণ্ডিষ্টদের বিরুদ্ধে এক জনতা অভ্যুত্থানের বন্দোবস্ত করিল এবং রাষ্ট্রীয় সম্মেলন আক্রমণ করিয়া গিরণ্ডিষ্ট নেতাদিগকে গ্রেপ্তার করিল এবং অনতিবিলম্বে ইহাদের অধিকাংশকেই প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিল। গিরণ্ডিষ্টদলের পতনের ফলে ফ্রান্সে জেকোবিনদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল এবং ম্যারাট, রোবেসপীয়ার ও ড্যান্টনের নেতৃত্বে 'সন্ত্রাস রাজত্ব' আরম্ভ হইল।

সন্ত্রাস-রাজত্ব সেপ্টেম্বর, ১৭৯৩—জুলাই, ১৭৯৪

জন-নিরাপত্তা কমিটি ও ইহার কার্যাবলী

গিরণ্ডিষ্ট দলের পতনে জেকোবিনরা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইল। ফ্রান্সের এই সময় অত্যন্ত দুর্দিন উপস্থিত হইয়াছিল। স্বদেশে লা ভেণ্ডি, লিয়নস্ ও মার্সাই প্রভৃতি অঞ্চল প্যারিসের আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিল। বিদেশী শত্রুরা চতুর্দিক হইতে ফ্রান্সের উপর আক্রমণ চালাইতে লাগিল। এতাবস্থায় জেকোবিন দল স্থির করিল পূর্ণোদ্যমে শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজন। তাহাদের মতে এই সময়ে যাহারা বিপ্লবের বিরোধিতা করিয়া জাতীয় অনৈক্যের সৃষ্টি করিতেছে তাহারা দেশদ্রোহী এবং তাহাদের প্রাণদণ্ডই বিধেয়। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া জেকোবিন দল জন-নিরাপত্তা কমিটি গঠন করিয়া ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ দেশদ্রোহীদের সমূলে উচ্ছেদ করিবার ভার ইহার উপর অর্পণ করিল। এই জন নিরাপত্তা কমিটি প্রায় বৎসরেক কাল ফ্রান্সের প্রকৃত শাসনকর্ত্তৃপক্ষ হইয়া দেশদ্রোহীদের উচ্ছেদের জন্য রক্তস্রোত প্রবাহিত করিয়াছিল এবং

বিপ্লবের বিরোধীদের সম্পূর্ণ দমন করিয়া বিপ্লবের কার্যে সহায়তা করিয়াছিল। এই জন-নিরাপত্তা কমিটির শোণিতাক্ত শাসনকাল ইতিহাসে সন্ত্রাস-রাজত্ব (Reign of Terror) বলিয়া খ্যাত।

জন-নিরাপত্তা কমিটি

জন-নিরাপত্তা কমিটির হস্তে অবাধ ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছিল। এই কমিটির কার্য্য ছিল প্রথমতঃ বিপ্লববিরোধী বা রাজতন্ত্রের সমর্থক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়া আটক রাখা। অতঃপর বিচারকার্য্য ত্বরান্বিত করার জন্য যে বিপ্লবী ট্রাইবুনেলের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার হস্তে সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে সমর্পন করা। এই বিচারালয়ের বিচারকার্য্য নামমাত্রই হইত; অভিযুক্ত ব্যক্তিগণকে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ না দিয়া বিচারের প্রহসনে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া ঘাতকের হস্তে সমর্পণ করা হইত। বিপ্লব চত্বরে শোণিতপিপাসু জনতার জয়োল্লাসের মধ্যে এই সব হতভাগ্য ব্যক্তির মস্তক গিলোটিনে বিচ্ছিন্ন করা হইত। প্রথম দিকে নিহত ব্যক্তির সংখ্যা কম, কিন্তু Law of Suspect বা সন্দিগ্ধভাজন ব্যক্তি মাত্রকেই অভিযুক্ত করার আইন পাশ হওয়ার পর প্রতিমাসে অসংখ্য ব্যক্তিকে হত্যা করা হইতে লাগিল।

নির্ব্বিচারে হত্যাকাণ্ড

কেবলমাত্র প্যারিসেই দুই সহস্রাধিক লোক গিলোটিনে প্রাণ দিয়াছিল। গিলোটিনে যাহারা প্রাণ দিয়াছিল তাহাদের মধ্যে রাণী এণ্টয়নেট, গিরণ্ডিষ্ট দলের পরামর্শদাত্রী ম্যাডাম রোলাণ্ড, ম্যারাটের হত্যাকারিণী শার্লটি কর্ডে, রাসায়নিক লাভয়সিয়ার-এর নাম উল্লেখযোগ্য। ফ্রান্সের সর্ব্বত্র বিভীষিকার রাজত্ব আরম্ভ হইয়া গেল। এই নারকীয় হত্যাকাণ্ড প্রসঙ্গে ম্যাডাম রোলাণ্ডের উক্তি স্মরণীয়। গিলোটিনে মস্তক দিবার সময় অকস্মাৎ রোলাণ্ডের দৃষ্টি সন্নিহিত 'স্বাধীনতার প্রতিমূর্ত্তির উপর পতিত হইতেই

তিনি উক্তি করিলেন—'Oh Liberty! What crimes are committed in thy name.' এতাই স্বাধীনতার নামে

বীভৎস নারকীয় লীল

জন নিরাপত্তা কমিটি ফ্রান্সের বক্ষে রক্তাক্ত যুগের অবতারণা করিয়াছিল বীভৎসতায় তাহা ডান্টের নরক বর্ণনাকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল।

এই বিভীষিকার রাজত্বের ফলে আপাততঃ ফ্রান্সের উপকার হইল। সমস্ত অঞ্চলের বিদ্রোহ আয়ত্বাধীন হইল এবং কোথায়ও কোন বিবাদের চিহ্ন অবশিষ্ট রহিল না। এই বিভীষিকার আতিশয্য শত্রুর বিরুদ্ধে সামরিক উদ্যমকে সাহায্য করিল এবং ফ্রান্স বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে পূর্ণ শক্তি প্রয়োগের সুবিধা প্রাপ্ত হইল।

বিদেশী আক্রমণ প্রতিহত করা

আভ্যন্তরীণ সর্ব্বপ্রকার বিপদের আশঙ্কা দূরীভূত করার পর জন নিরাপত্তা কমিটি বিদেশী আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার জন্য মনোনিবেশ করিল। যুদ্ধের সমস্ত ভার কার্ণট নামে এক উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে অর্পিত হইল। কার্ণট সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করিয়া বিদেশী আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহার প্রচেষ্টার ফলে অসম্ভবকে সম্ভবপর করা হইল। মাতৃভূমি রক্ষাকল্পে বিরাট সংখ্যাদ্বারা গঠিত এক সৈন্যবাহিনী সামরিক সজ্জায় প্রস্তুত হইল। কার্ণট-এর উপযুক্ত লোক চিনিবার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল। প্রত্যেক রণাঙ্গনে উপযুক্ত সেনাপতি নিযুক্ত করিয়া কার্ণট ফ্রান্সের অনুকূলে যুদ্ধের গতি পরিবর্ত্তিত করিলেন। ইংলণ্ড ডানকার্ক অবরোধ হইতে পশ্চাদপসরণ করিল এবং টুলোঁ নগর ফ্রান্সের হস্তে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল। অষ্ট্রীয়া ওয়াটিজেনিস এ পরাজিত হইল এবং Fleurus এর যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বেলজিয়াম ফ্রান্সের হস্তে পরিত্যাগ করিল। স্পেন ও প্রাশিয়া ফ্রান্সের সঙ্গে বাসলের সন্ধি (১৭৯৫) সম্পাদন করিল। সর্ব্বত্র

ফ্রান্স বিজয়ী হওয়ায় ফ্রান্সের বিপক্ষ রাষ্ট্রজোট ভাঙ্গিয়া গেল। কেবলমাত্র অষ্ট্রীয়া ও ইংলণ্ড বিপক্ষতা পরিত্যাগ করিল না। কার্নট 'বিজয়ের উদ্যোক্তা বলিয়া সর্ব্বত্র অভিনন্দন লাভ করিলেন।

মাউন্টেন দলের আভ্যন্তরীণ বিরোধ ও সন্ত্রাস-রাজত্বের অবসান

ইতিমধ্যে মাউন্টেন দলের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইল। যুদ্ধ জয়ের ফলে যখন বিদেশী আক্রমণের ভীতি দূরীভূত হইল তখন দলগত বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করিল। সন্ত্রাস রাজত্বের তিন নেতা তিনটি উপদলের নেতৃত্ব করিতেন। ইহাদের অন্যতম রোবেসপীয়ার হিবার্ট ও ড্যান্টন নামক অপর দুইজনের ক্ষমতার অবসান করিতে সচেষ্ট হইলেন। রোবেসপীয়ার ড্যান্টনের সহযোগিতায় হিবার্টের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনয়ন করিলেন যে হিবার্ট ক্যাথলিক ধর্ম্ম ও ঈশ্বরের পরিবর্তে 'যুক্তি'র প্রাধান্য প্রচার করিয়া নাস্তিকবাদের প্রশয় দিতেছেন। জন নিরাপত্তা কমিটি বিচারে হিবার্টের প্রাণদণ্ড বিধান করিল। অতঃপর রোবেসপীয়ার ড্যান্টনের হস্ত হইতে নিষ্কৃতির বন্দোবস্ত করিলেন। ড্যান্টন মাউন্টেন দলের মধ্যে নরমপন্থা হইলেন এবং বর্ত্তমানে দেশ বিরোধী শত্রুতার অবসান হওয়াতে ড্যান্টন সন্ত্রাস-রাজত্ব অবসানের অভিমত পোষণ করিলেন। রোবেসপীয়ার এই সুযোগে ড্যান্টনের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ আনয়ন করিলেন। ড্যান্টন সদলে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। বধ্যভূমে ড্যান্টন ঘাতককে আহ্বান করিয়া বলিলেন—"শিরচ্ছেদ হইবার পর আমার শির অপেক্ষমান জনতাকে প্রদর্শন করিও। কেননা, এই রকমটি

হিবার্ট হত্যা

ড্যান্টনও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত - রোবেসপীয়ার সর্ব্বময় কর্ত্তা

আর তাহারা প্রভাত দেখিতে পাইবে না।" ড্যান্টনের মৃত্যুর পর রোবেস-পীয়ার ফ্রান্সের একমাত্র ভাগ্য বিধাতা অবশিষ্ট রহিলেন।

রোবেসপীয়ার অতঃপর 'যুক্তি' উপাসনার পরিবর্তে "পরম পুরুষ"-এর উপাসনা (Supreme Being) প্রবর্তন করিলেন এবং রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের দ্বারা তাহা প্রচার করিতে বাধ্য করিলেন। কেহ প্রতিবাদী না থাকায় রোবেসপীয়ার আরও অবাধে সন্ত্রাস-রাজত্ব চালাইতে লাগিলেন। বিপ্লবী ট্রাইবুনালের পক্ষে আর কোন বিচারের প্রহসনের প্রয়োজন হইল না। দ্রুতগতিতে প্রাণদণ্ডাদেশ প্রদত্ত হইতে লাগিল। কারাগার হইতে বিচারালয়ে আনয়ন করার অপেক্ষা মাত্র—কেবল নাম উচ্চারণ করার পরই প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রদত্ত হইত। 'তুমি একজন অভিজাত বংশীয়—না?" "হাঁ," "বেশ - অন্য লোক আনয়ন কর।" এই সংক্ষিপ্ত বাক্যালাপই বিচারের পক্ষে পর্যাপ্ত বিবেচিত হইতে লাগিল। রোবেসপীয়ারের আমলের নব গঠিত ট্রাইবুনেল ৪৫ দিনের মধ্যে ১,৩৭৬ জন ব্যক্তিকে গিলোটিনে প্রেরণ করিল। জনসাধারণ সন্ত্রাস রাজত্বের উপর বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছিল—দেশরক্ষার জন্য ইহার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু বর্তমানে কোন বিপদের আশঙ্কা না থাকায় সন্ত্রাস-রাজত্ব জনসাধারণের সমর্থন হইতে বঞ্চিত হইল। রোবেসপীয়ারের রাজত্বকাল সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিল। অচিরেই তাহার বিরোধীরা তাহাকে এবং তাহার সহযোগীদিগকে সাধারণতন্ত্রের শত্রু বলিয়া অভিযুক্ত করিল। রোবেসপীয়ার ধৃত হইয়া প্যারিসের জনতা কর্তৃক মুক্ত হইলেন। কিন্তু পুনরায় ধৃত হইয়া অবিলম্বে গিলোটিনে প্রেরিত হইলেন। রোবেসপীয়ারের সঙ্গে প্যারিস কমিউনের অধিকাংশ সভ্য প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইল।

সন্ত্রাস রাজত্বের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার ফল স্বরূপ রোবেসপীয়ারকে নিহত হইতে হইল। রোবেসপীয়ারের মৃত্যুর পর এই প্রতিক্রিয়া সন্ত্রাস বাদ উচ্ছেদের জন্য সচেষ্ট হইল, জনতার শক্তির উৎস প্যারিসের কমিউন ভাঙ্গিয়া দেওয়া

হইল বিপ্লবী ট্রাইবুনালের ক্ষমতা স্থগিত রাখা হইল, জন-নিরাপত্তা কমিটির কার্য্যক্ষেত্র সঙ্কুচিত করা হইল এবং জেকোবিন ক্লাব বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। বিদেশী আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার তাগিদে ইহা উদ্ভূত হইয়াছিল। প্রয়োজন শেষ হওয়ায় সন্ত্রাস-রাজত্বও শেষ হইয়া গেল।

সন্ত্রাস রাজত্বের ফলাফল
Effects of the Reign of Terror

যে উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া সন্ত্রাসবাদীরা সন্ত্রাস রাজত্বের উপক্রম করিয়াছিল সাধারণতন্ত্রের পক্ষে সেই উদ্দেশ্য কৃতকার্য্যতার সহিত সাধিত হইয়াছিল। চতুর্দ্দিক হইতে বিদেশী শত্রু আসিয়া যখন ফ্রান্সের দ্বারে করাঘাত করিতেছিল সেই অবস্থায় সমস্ত আভ্যন্তরীণ বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে নির্ম্মম ব্যবস্থা অবলম্বিত না হইলে সাধারণতন্ত্রের পক্ষে সমস্ত শক্তি সংহত করিয়া বিদেশী আক্রমণ প্রতিহত করা কষ্টকর হইত। প্রতিপক্ষীয় সমস্ত বিরোধিতা নির্ম্মূল করার ফলে বহিঃশত্রুকে সমস্ত শক্তিদ্বারা প্রতিহত ও বিতাড়িত করা সম্ভবপর হইয়াছে। সন্ত্রাস রাজত্বের স্বপক্ষে ইহাই প্রবলতম যুক্তি।

বিদেশী আক্রমণ হইতে রক্ষার জন্য উদ্ভূত

ইহার প্রয়োজন ছিল

কিন্তু ফ্রান্সের বাহিরে সন্ত্রাস-রাজত্ব অসম্ভব প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করায় সাধারণতন্ত্রের বিরোধী মনোভাবের সৃষ্টি হইয়াছিল। বিপ্লবের প্রথম সম্ভাবনায় যাহারা উল্লসিত হইয়া নূতন যুগ-প্রবর্ত্তক বলিয়া বিপ্লবী ফ্রান্সকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন তাহারা বিপ্লবের এই শোণিতাক্ত পরিণতি দেখিয়া বিপ্লবের দিক হইতে তাহাদের দৃষ্টি ফিরাইলেন। উচ্ছৃঙ্খল অরাজকতা ও নির্ব্বিচার নরহত্যার মাধ্যমে নূতন যুগের অভ্যুদয় হওয়া অপেক্ষা অশেষ

বিপ্লব বিদেশের সমর্থন হারাইল

অবিচার-দুষ্ট পুরাতন যুগ শ্রেয়ঃ মনে করিয়া ইউরোপের উদারপন্থীরা সকল প্রকার সংস্কার প্রবর্ত্তনের বিরোধী হইল। এই সন্ত্রাস রাজত্বের দৃষ্টান্তে জনসাধারণের মনে বিপ্লবের অর্থই নাস্তিকতা ও অরাজকতা এই ভাব বদ্ধমূল হইয়া রহিল।

বিপ্লবের সঙ্গে অরাজকতা ও হত্যাকাণ্ড সমার্থবাচক হইল

রাষ্ট্রীয় সম্মেলন প্রণীত নূতন শাসনতন্ত্র

অতঃপর রাষ্ট্রীয় সম্মেলন সাধারণতন্ত্রী ফ্রান্সের জন্য নূতন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিল। রাষ্ট্রের নির্ব্বাহিক ক্ষমতা ডাইরেক্টরী নামে পাঁচজন ব্যক্তির হস্তে সমর্পিত হইল। নির্ব্বাহিক শক্তির হস্তে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা না রাখিয়া পঞ্চশত-পরিষদ ও প্রাচীন পরিষদ নামে দুই প্রতিনিধি সভার হস্তে অর্পিত হইল। এই নূতন শাসনতন্ত্রের নাম হইল Constitution of the year III অর্থাৎ সাধারণতন্ত্রের তৃতীয় বৎসরের শাসনতন্ত্র। পুরাতন রাজতন্ত্র পুনঃ পর্বর্ত্তিত হওয়ার আশঙ্কা নিবারণের জন্য এই শাসনতন্ত্রে এই বিধান করা হইল যে নূতন পরিষদের দুই তৃতীয়াংশ সভ্য বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় সম্মেলন হইতে গ্রহণ করিতে হইবে।

নূতন শাসনতন্ত্র ডাইরেক্টরী

এই নূতন শাসনতন্ত্রের বহু বিধান প্যারিসের জনতার মনঃপূত হয় নাই। ফলে চল্লিশ হাজার লোকের এক জনতা রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অধিবেশনের স্থান টুইলারিস-এর রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইল (৫ অক্টোবর, ১৭৯৫)। এই জনতার হস্ত হইতে সম্মেলনকে রক্ষার ভার **নেপোলিয়ন বোনাপার্টি** নামক এক তরুণ সেনানীর হস্তে অর্পিত হইলে তিনি কয়েকটি গোলার সাহায্যে আক্রমণোদ্যত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করিয়া রাষ্ট্রীয় সম্মেলনকে রক্ষা করেন।

বোনাপার্টি কনভেনসান রক্ষা করেন

রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের কৃতিত্বের সমালোচনা

নিষ্ঠুর কার্য্যের নায়ক দেশ রক্ষায় অপরিহার্য্য।

রাষ্ট্রীয় সম্মেলন ফ্রান্সের সাধারণতন্ত্রী যুগের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পর্ব্ব। এই সময়ে যেমন স্বাধীনতার নামে নিষ্ঠুরতম কার্য্যাবলী অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তেমনি জাতীয় গঠনমূলক বহু কার্য্যের অবতারণা ইহা দ্বারা হইয়াছিল। বিদেশী শত্রুর আক্রমণ হইতে ফ্রান্সকে রক্ষার জন্য রাষ্ট্রীয় সম্মেলন দেশের অভ্যন্তরে বিভীষিকার রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশদ্রোহীদের প্রতি নির্ম্মম দণ্ড বিধান করিল। রাজরক্তে ইহার হস্ত কলুষিত হইল—গিরণ্ডিষ্ট নেতৃবর্গকে গিলোটিনে প্রেরণ করা হইল—দেশময় শোণিত পিপাসুদের তাণ্ডবলীলা আরম্ভ হইল। এই সকল কাজের উপযোগিতা ছিল বলিয়া তাহা ফলপ্রদ হইল। ইহা সর্ব্বশক্তি দিয়া বিদেশী শত্রুর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা করিতে সক্ষম হইল। কিন্তু এই সব বর্ব্বর কার্য্যাবলী জনসাধারণের মনে যে বিপ্লবের প্রতি বিতৃষ্ণার ছাপ অঙ্কিত করিয়া দিল তাহা সহজে বিলীন হইল না।

শান্তি কার্য্যে ইহার অবদান

শান্তিকার্য্য অনুষ্ঠানেও রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অবদান উপেক্ষণীয় নহে। ইহার সময়েই নির্ভুল ওজন ও পরিমাপের জন্য 'মেট্রিক' পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই সম্মেলন সমস্ত ফ্রান্সের জন্য সাম্যের ভিত্তিতে যে আইনবিধি প্রণয়নের কাজ আরম্ভ করিয়াছিল উত্তরকালে নেপোলিয়ন কর্ত্তৃক তাহা পূর্ণ আকারে বিধিবদ্ধ হয়। জাতীয় শিক্ষার জন্য ইহার সময়ে আন্তরিক প্রচেষ্টা হয়, কিন্তু অর্থাভাবে তাহা সফল হয় নাই। কিন্তু নর্ম্মাল স্কুল, পলিটেকনিক্ স্কুল, লুভারের মিউজিয়াম, ন্যাশনাল লাইব্রেরী ও ইন্স্টিটিউট প্রভৃতি স্থাপন করিয়া রাষ্ট্রীয় সম্মেলন ফ্রান্সে স্থায়ী কীর্ত্তি রাখিয়া গেল।

ডাইরেক্টরী, ১৭৯৫-১৭৯৯

ডাইরেক্টরীর প্রথম কার্য হইল ফ্রান্সের অবশিষ্ট তিনটি শত্রু রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করা। ইংলণ্ড, অষ্ট্রীয়া ও সার্ডিনিয়া তখনও অপরাজিত ছিল। ইংলণ্ড সামুদ্রিক রাষ্ট্র বলিয়া নৌ-শক্তি বিহীন ফ্রান্স ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে অভিযান আপাততঃ স্থগিত রাখিল। সম্মেলন যুগের বিখ্যাত কার্ণট জার্মানী ও ইটালীর মধ্য দিয়া অষ্ট্রীয়ার বিরুদ্ধে যুগ্ম অভিযানের পরিকল্পনা করিল। জার্মানীর মধ্য দিয়া অভিযানের ভার জউরডন ও মোরো-র উপর অর্পিত হইল—আর ইটালী অভিযানের ভার প্রদত্ত হইল নেপোলিয়ন বোনাপার্টি-কে। নেপোলিয়নের ইটালী অভিযান তাঁহার উত্তরকালের বিপুল যশ ও ক্ষমতার পাদপীঠিকা হইল। অতঃপর নেপোলিয়ন ও ফ্রান্সের ইতিহাস একই অধ্যায়ে গ্রথিত হইল।

নেপোলিয়নের ইটালী অভিযান

ইটালী হইতে অষ্ট্রীয়াকে বিতাড়িত করার সঙ্কল্প লইয়া নেপোলিয়ন সসৈন্যে ইটালী অভিযানে বহির্গত হইলেন। দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়া তিনি অপ্রত্যাশিতভাবে তিউরিন শহরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। সার্ডিনিয়া আত্মরক্ষায় অক্ষম হইয়া স্যাভয় ও নিস ফ্রান্সের হস্তে সমর্পণ করিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হইল।

সার্ডিনিয়া পরাভূত

সার্ডিনিয়া পরাভূত হইলে নেপোলিয়ন অষ্ট্রীয়ার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। অষ্ট্রীয়ান সৈন্য লোদী-র সেতুমুখে নেপোলিয়নকে বাধা দিল। নেপোলিয়ন শত্রুর অজস্র গোলাবৃষ্টির মুখে স্বয়ং পুরোভাগে থাকিয়া সসৈন্যে সেতু অতিক্রম করিলেন এবং লম্বার্ডি-র প্রধান সহর মিলানে প্রবেশ করিলেন। মিলান-বাসীরা নেপোলিয়নকে অষ্ট্রীয়ার হস্ত হইতে মুক্তিদাতা বলিয়া অভিনন্দিত করিল। অষ্ট্রীয়ান সৈন্যদল পশ্চাদপসরণ করিয়া ভিনিসের মান্টুয়া-তে আশ্রয় গ্রহণ করিলে নেপোলিয়ন মান্টুয়া অবরোধ করিলেন। মান্টুয়াকে

অবরোধ মুক্ত করার জন্য অষ্ট্রীয়া যথাসাধ্য চেষ্টা করিল, কিন্তু আরকোলা ও রিভোলীর যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মাণ্টুয়া উদ্ধার করিতে পারিল না। মাণ্টুয়ার পতনের পর ভিনিস নেপোলিয়নের করতলগত হইল। এইরূপে লম্বার্ডি ও ভিনিস হইতে অষ্ট্রীয়া বিতাড়িত হওয়ায় সমগ্র অষ্ট্রীয়া অধিকৃত ইটালী ফ্রান্সের আয়ত্তাধীনে আসিল। ফ্রান্স উত্তর ইটালীর কয়েকটি অঞ্চল একত্রিত করিয়া Cisalpino Republic নামে নূতন রাষ্ট্রের পত্তন করিল। জেনোয়াকে Ligurian Republic নামে অভিহিত করা হইল।

অষ্ট্রিয়ার পরাজয়

নূতন সাধারণতন্ত্র সৃষ্টি

অতঃপর নেপোলিয়ন পোপের রাজ্য আক্রমণ করিয়া পোপকে ফ্রান্সের সঙ্গে কয়েকটি সর্ত্তে সন্ধি করিতে বাধ্য করিলেন। পোপ নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিতে ও ফ্রান্স কৃত ইটালীর সাম্প্রতিক পরিবর্ত্তন স্বীকার করিতে সম্মত হইলেন। ইটালীয় অভিযান সম্পূর্ণ করিয়া নেপোলিয়ন আল্পস্ অতিক্রম করিয়া ভিয়েনার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হইলেন। ফরাসী বাহিনীর এই অকস্মাৎ উপস্থিতিতে অষ্ট্রীয়ার সম্রাট ভীতিগ্রস্ত হইয়া সন্ধি প্রার্থনা করিলেন। নেপোলিয়ন অষ্ট্রীয়াকে **ক্যাম্পো ফার্ম্মিওর সন্ধিতে (১৭৯৭)** বেলজিয়াম ফ্রান্সের হস্তে অর্পণ করিতে, রাইন নদী পর্য্যন্ত ফ্রান্সের সীমা স্বীকার করিতে এবং আইওনিয়ান দ্বীপপুঞ্জে ফ্রান্সের অধিকার মানিয়া লইতে বাধ্য করিল। উপরন্তু অষ্ট্রীয়া নেপোলিয়নকৃত ইটালীর উপরোক্ত দুইটি সাধারণতন্ত্রও মানিয়া লইল। এই সকল স্বীকৃতির বিনিময়ে ফ্রান্স অষ্ট্রীয়াকে ভিনিস, ইস্ট্রিয়া ও ডালমেটিয়াস্থ ভিনিসিয়ান সম্পত্তি সমূহ অর্পণ করিল।

পোপ পরাজিত

ক্যাম্পো ফার্ম্মিও র সন্ধি
১৭৯৭

ইটালী অভিযান নেপোলিয়নের ভবিষ্যৎ যশের পাদপীঠিকা

নেপোলিয়ন ১৭৬৯ খৃঃ-এ কর্সিকার অন্তর্গত আজাসিও দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। এই দ্বীপ নেপোলিয়নের জন্মের পূর্ব্বে জেনোয়া কর্তৃক ফ্রান্সকে বিক্রয় করিয়া দেওয়া হয়। সুতরাং ফরাসী নাগরিক হিসাবে নেপোলিয়ন যৌবনে বিয়েন ও প্যারিস-এর সামরিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। সপ্তদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে নেপোলিয়ন গোলন্দাজ বাহিনীতে যোগদান করেন এবং তুলোঁ সহর অবরোধের সময়ে খ্যাতি অর্জ্জন করেন। ১৭৯৫ খৃঃএ জনতা কর্তৃক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন আক্রান্ত হইলে নেপোলিয়ন কৌশলের সহিত সম্মেলনকে রক্ষা করিয়া সুনাম লাভ করেন। অতঃপর ডাইরেক্টরীর শাসনকালে অষ্ট্রীয়ার বিরুদ্ধে ইটালী অভিযানে প্রেরিত হইয়া অষ্ট্রীয়াকে ইটালী হইতে বিতাড়নের দ্বারা গৌরবের উচ্চ শিখরে আরোহণের অধিকারী হন।

ইটালীয় অভিযানে নেপোলিয়ন শুধু আশ্চর্য্য রণকৌশলের পরিচয় দেন নাই। রণাঙ্গনে শত্রুকে পরাজয়ের পর তিনি বিভিন্ন সন্ধি ও কুটনীতিক ব্যাপারে যে চাতুর্য্যের পরিচয় দেন তাহাতে তাহার রাজনৈতিক দূরদর্শিতার ক্ষমতা পরিস্ফুট হইয়াছিল। যে মানবচরিত্র অধ্যয়ন ক্ষমতা, সহস্র বিপদের সম্মুখে নির্ভীকতা, সৈন্যদলের উপর প্রভাব প্রতিপত্তি, ওজস্বিনী বাগ্মিতা ও কূটনীতিক চাতুর্য্য প্রভৃতি অজস্র গুণাবলীর সমাবেশের জন্য নেপোলিয়ন উত্তরকালে ইতিহাস বিশ্রুত হইয়াছিলেন সেই সমস্ত গুণের প্রথম পাঠগ্রহণ প্রথম ইটালীয় অভিযানেই হইয়াছিল। ইটালীয় অভিযানের প্রাক্কালে নেপোলিয়ন এই ওজস্বিনী বাগ্মিতার দ্বারা পরিশ্রান্ত সৈন্যদলকে উদ্বোধিত করিয়াছিলেন—"আমি তোমাদিগকে জগতের উর্ব্বরতম অঞ্চলে লইয়া যাইতেছি……সেখানে তোমরা সম্মান, যশ ও

অর্থ লাভ করিতে পারিবে।" সেনাপতির এই উক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া তাহারা ইটালীতে অসাধ্য সাধন করিয়াছিল। উত্তর জীবনে নেপোলিয়নের এই বাগ্মিতা শক্তির কখনও হ্রাস হয় নাই—নেপোলিয়ন সকল সময়েই সৈন্যগণের অকুণ্ঠ আনুগত্য লাভ করিয়াছেন।

নেপোলিয়নের মিশর অভিযান ও প্রাচ্য পরিকল্পনা

ইটালী অভিযানের পর নেপোলিয়নের খ্যাতি চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইল। ফ্রান্সের একমাত্র ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া তিনি সর্ব্বত্র অভিনন্দিত হইতে লাগিলেন। অষ্ট্রীয়া ও সার্ডিনিয়ার পরাজয়ের পর ইংলণ্ড অবশিষ্ট শত্রু রহিল। দ্বৈপায়ন রাষ্ট্র বলিয়া ইংলণ্ড আক্রমণ ফ্রান্সের পক্ষে অসাধ্য ছিল। অতএব ইংলণ্ডকে অবনত করার জন্য নেপোলিয়ন এক বিকল্প উপায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ইজিপ্ট ইংলণ্ডের প্রাচ্য সাম্রাজ্যের প্রবেশ দ্বার—ইজিপ্ট জয় করিলে ইংলণ্ডের প্রাচ্যের সাম্রাজ্য ও বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। এই পরোক্ষ আঘাতের দ্বারা ইংলণ্ডকে পরাভূত করা যাইবে এই বিশ্বাসে নেপোলিয়ন ইজিপ্ট অভি-যানের পরিকল্পনা করিলেন। নেপোলিয়নের ইজিপ্ট অভিযান তাহার প্রাচ্য পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। এই পরিকল্পনায় যেমন ভারতবর্ষ হইতে ইংরাজ শক্তি বিতাড়নের উদ্দেশ্য ছিল তদ্রূপ তুরস্ককে পরাজিত করিয়া তুরস্কাধিকৃত এশিয়া মাইনর ও বল্কান অঞ্চলে ফ্রান্সের আধিপত্য বিস্তারের কামনাও ছিল। ক্যাম্পো ফর্ম্মিও-র সন্ধিতে (১৭৯৭) এই জন্যই নেপোলিয়ন পূর্ব্ব ভূমধ্যসাগরস্থিত আয়োনিয়ান দ্বীপপুঞ্জ ফ্রান্সের অধিকারে আনিয়াছিলেন।

ভূমধ্যসাগরস্থিত ব্রিটিশ নৌ-বহরের দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া ফরাসী নৌ-বাহিনী লইয়া নেপোলিয়ন ইজিপ্টে উপস্থিত হইলেন। যাত্রা পথে নেপোলিয়ান মাল্টা দ্বীপ অধিকার করিয়া গেলেন। ইজিপ্টে মিশরীয় সৈন্যের সঙ্গে নেপোলিয়নের 'পিরামিডের যুদ্ধ' হইল। নেপোলিয়ন

জয়লাভ করিয়া ইজিপ্টে ফ্রান্সের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিলেন। অতঃপর নেপোলিয়ন ইজিপ্ট পরিত্যাগ করিয়া সিরিয়ায় উপস্থিত হইলেন। সিরিয়ায় কয়েকটি যুদ্ধে জয়লাভ করিলেও নেপোলিয়ন 'একার' নগরী অবরোধ করিয়া একার অধিকারে ব্যর্থ হইলেন। ইতিমধ্যে ব্রিটিশ রণতরী নৌ-সেনাপতি নেলসনের নেতৃত্বে নীল নদীর উপকূলে অবস্থিত নেপোলিয়নের নৌ-বহরকে আক্রমণ করিল। এই নৌ-যুদ্ধে (**নীল নদীর যুদ্ধ বা আবুকির বে-র যুদ্ধ**) ফরাসী নৌ-বহর সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইল। নেপোলিয়ন ও ফরাসীবাহিনীর ফ্রান্সে প্রত্যাবর্ত্তনের পথ সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ হইল। সিরিয়া অভিযানকালে নেপোলিয়ন ফ্রান্সে নানা রকম অশান্তির সংবাদ পাইলেন এবং এই সময়ে তাঁহার উপস্থিতি অত্যাবশ্যক মনে করিয়া নেপোলিয়ন স্বল্পসংখ্যক সৈন্য সহ ব্রিটিশ নৌ-বহরের লক্ষ্য এড়াইয়া কোন মতে ফ্রান্সে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ডাইরেক্টরীর পতন

ডাইরেক্টরীর সভ্যগণের মধ্যে আভ্যন্তরীণ বিরোধের অন্ত ছিল না। অধিকন্তু পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনায় পদে পদে ভুল করিতেছিল। ফ্রান্সেও ডাইরেক্টরীর শত্রু যথেষ্ট ছিল। রাজতন্ত্রী ও উগ্রপন্থীরা বিভিন্ন উপায়ে ডাইরেক্টরীকে বিপদগ্রস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিল। ডাইরেক্টরীর মধ্যে তেমন উপযুক্ত লোক না থাকায় চতুর্দ্দিকে বিশৃঙ্খলা আরম্ভ হইল।

আভ্যন্তরীণ বিরোধ

ডাইরেক্টরীর পর-রাষ্ট্রনীতি মোটেই জনপ্রিয় ছিল না। নেপোলিয়নের মিশর অভিযানের অনুপস্থিতিকালে ফ্রান্স সুইট্জারল্যাণ্ড আক্রমণ করিয়া অধিকার করিল এবং ইহার প্রাচীন শাসনতন্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া তৎস্থলে হেলভেটিক রিপাব্লিক নামে এক নূতন সাধারণতন্ত্র রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করিল। ডাইরেক্টরী

অপ্রিয় পররাষ্ট্রনীতি

পোপের সঙ্গেও অকারণ বিবাদ করিয়া পোপের ক্ষমতা সঙ্কুচিত করিল। হল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্র ফ্রান্সের শাসনতন্ত্রের আদর্শে পরিবর্ত্তিত হইল, জেনেভা ফ্রান্সের অন্তর্ভুক্ত করা হইল এবং ফরাসী বাহিনী পীডমণ্ট অধিকার করিয়া বসিল। ডাইরেক্টরীর এই সমস্ত আক্রমণাত্মক নীতির সুযোগে ইংলণ্ড পুনরায় ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অষ্ট্রীয়া ও রাশিয়াকে সহযোগী করিয়া এক নূতন রাষ্ট্রজোটের সৃষ্টি করিল। রাশিয়ান সেনাপতি সুভোরফ্ ইটালী আক্রমণ করিয়া নেপোলিয়নের কার্য্যাবলী প্রায় নিস্ফল করিয়া দিলেন। সর্ব্বত্র ফ্রান্সের পরাজয় হইতে লাগিল—জার্ম্মাণী ও ইটালী হইতে ফরাসীরা বিতাড়িত হইল।

আভ্যন্তরীণ অশান্তি ও ক্রমবর্দ্ধমান পরাজয়ের ফলে ডাইরেক্টরী ক্রমশঃ অপ্রিয় হইয়া উঠিতে লাগিল। এই অপ্রিয়তার সুযোগে ফ্রান্সের অন্যতম ডাইরেক্টর আবি সিইয়েস ডাইরেক্টরী ভাঙ্গিয়া দিবার পরিকল্পনা করিলেন এবং নেপোলিয়নের সহযোগিতা ব্যতীত ইহা অসম্ভব বুঝিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। নেপোলিয়ন স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া আবি সিইয়েস-এর সঙ্গে যোগদান করিলেন এবং সামরিক শক্তিদ্বারা বলপূর্ব্বক (Coup d'etat) ডাইরেক্টরী ভাঙ্গিয়া দিলেন (৯ নভেম্বর, ১৭৯৯)। নূতন শাসনতন্ত্র গঠনের জন্য সিইয়েস, ডুকোস ও নেপোলিয়নকে লইয়া এক অস্থায়ী কন্‌সালেট গঠিত হইল।

নেপোলিয়নের প্রত্যাবর্তন ও Coup d'etat, 7 Nov, 1789

কনসালেট, ১৭৯৯-১৮০৪

প্রচ্ছন্ন সামরিক একনায়কত্ব

ডাইরেক্টরীর পতনের পর নূতন শাসনতন্ত্র—১৭৮৯ খৃঃএর পর চতুর্থ—কনসালেটের কার্য্যকাল আরম্ভ হইল। এই শাসনতন্ত্র অনুসারে দশ বৎসরের

জন্য মনোনীত তিন জন কন্সালের হস্তে নির্ব্বাহিক ক্ষমতা প্রদত্ত হইল। প্রথম কন্সাল বাস্তবপক্ষে সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী হইল, অপর দুইজন উপদেষ্টা রূপে থাকিল। বোনাপার্ট প্রথম কন্সাল নিযুক্ত হইলেন। আইন প্রণয়ন ক্ষমতা তিনটি পরিষদের হস্তে অর্পিত হইল—কাউন্সিল অফ্ ষ্টেট, ট্রিবিউনেট ও লেজিস্লেটিভ বডি। সিনেট নামে অপর একটি উচ্চতর পরিষদের সৃষ্টি করা হইল। সিনেটের কর্ত্তব্য হইল আইন পরিষদ প্রেরিত কোন প্রস্তাব গ্রহণ বা বর্জ্জন করা।

বহিরঙ্গের দিক দিয়া এই নূতন শাসনতন্ত্রকে যথাযুক্ত প্রতিনিধিমূলক করার কোন ত্রুটি হয় নাই, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা প্রথম কন্সালের হস্তেই রহিল। নেপোলিয়ন প্রথম কন্সালরূপে সমস্ত পরিষদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতেন। নামে সাধারণতন্ত্র হইলেও বাস্তবপক্ষে ফ্রান্সে এক নায়কের অধীনে স্বৈরাচারী শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইল। নেপোলিয়ন ফ্রান্সের সর্ব্বময় ভাগ্যনিয়ন্তা হইলেন।

নেপোলিয়নের দ্বিতীয় ইটালী অভিযান

কনসালেটের প্রথম কর্ত্তব্য হইল ফ্রান্সের বিরুদ্ধে গঠিত দ্বিতীয় রাষ্ট্রজোট ভাঙ্গিয়া দিয়া নেপোলিয়নের অনুপস্থিতিতে যে সকল পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে তাহার প্রতিবিধান করা। রাশিয়া ইতিমধ্যে রাষ্ট্রজোট পরিত্যাগ করায় অবশিষ্ট ইংলণ্ড ও অষ্ট্রীয়ার বিরুদ্ধে অভিযান করা স্থির হইল। নেপোলিয়ন মোরোকে অষ্ট্রীয়া আক্রমণ করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন, আর স্বয়ং ইটালী হইতে অষ্ট্রীয়ার বিতাড়নের দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। অসীম সাহসিকতা ও কষ্টসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিয়া ফরাসী বাহিনী সেণ্ট বার্ণার্ড গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করিল এবং অষ্ট্রীয়ান সৈন্যদলের সম্মুখীন হইল।

ম্যারেঙ্গো ও হোয়েনলিণ্ডেনের যুদ্ধ

অষ্ট্রীয়ার সৈন্যদল **ম্যারেঙ্গো**-র রণক্ষেত্রে (১৮০০) নেপোলিয়নের হস্তে পরাজিত

হইল এবং ইটালী পুনর্ব্বার ফ্রান্সের করায়ত্ত হইল। কয়েক মাস পরে সেনাপতি মোরোও হোয়েনলিণ্ডেন-এর রণক্ষেত্রে অষ্ট্রীয়াকে চূড়ান্ত-ভাবে পরাজিত করিলে অষ্ট্রীয়া সন্ধি প্রার্থনা করিল। লুনেভিলি-র সন্ধিতে অষ্ট্রীয়া

লুনেভিলির সন্ধি, ১৮০১

ক্যাম্পো ফর্ম্মিও-র সন্ধি অনুযায়ী ফ্রান্সের অধিকারে যে সমস্ত স্থান সম্বন্ধে স্বীকৃতি দিয়াছে তাহা পুনরনুমোদন করিল এবং রাইন নদীকে ফ্রান্সের পূর্ব্ব সীমানা বলিয়া মানিয়া লইল।

আমিয়েন্স-এর সন্ধি, ১৮০২

ইংলণ্ডের সঙ্গে কোন ক্রমেই আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া নেপোলিয়ন ইংলণ্ডকে জব্দ করার জন্য কূটনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ইংলণ্ডের রণতরী শত্রুপক্ষের মাল বহন করিতেছে এই সন্দেহে সমুদ্রগামী সমস্ত নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের বাণিজ্যতরী অনুসন্ধান করিত। এই অন্যায় তল্লাসের জন্য সমস্ত নিরপেক্ষ রাষ্ট্র ক্ষুব্ধ ছিল। নেপোলিয়ন এই ক্ষুব্ধতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া রাশিয়াকে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিলেন। ফলে রাশিয়া, প্রাশিয়া সুইডেন ও ফ্রান্স একজোট হইয়া ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে 'সশস্ত্র নিরপেক্ষতা'র সৃষ্টি করিল। ইহার উদ্দেশ্য ছিল ইংলণ্ডের উপরোক্ত তল্লাসের কার্য্যে বাধা প্রদান করা। ইংলণ্ডও প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেন-এর উপর গোলাবর্ষণ করিল এবং পাছে সমস্ত ডেনিস রণতরী নেপোলিয়ানের হাতে পড়ে এই আশঙ্কায় সমস্ত ডেনিস রণতরী আটক করিল। ইতিমধ্যে রাশিয়ার জার পল মৃত্যুমুখে পতিত হইলে 'সশস্ত্র নিরপেক্ষতা' ভাঙ্গিয়া গেল এবং ইংলণ্ডও অসুবিধার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিল।

এতদ্ব্যতীত নেপোলিয়ন ইজিপ্টে যে সৈন্যবাহিনী রাখিয়া আসিয়াছিলেন তাহা আবুকিরের যুদ্ধে পরাস্ত হইলে ইজিপ্ট নেপোলিয়নের অধিকারচ্যুত

হইল। এই সমস্ত বিপর্য্যয়ে নেপোলিয়ন ইংলণ্ডের সঙ্গে সন্ধি করিতে আগ্রহান্বিত হইলেন। ইংলণ্ডও দীর্ঘকাল যুদ্ধ করায় রণক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং উভয়পক্ষের সম্মতিতে ১৮০২ খৃঃ-এ আমিয়েন্‌স-এর সন্ধি অনুষ্ঠিত হইল। এই সন্ধি অনুযায়ী ইংলণ্ড সিংহল ও ত্রিনিদাদ ব্যতীত ফ্রান্স ও তাহার মিত্রপক্ষের যে সমস্ত স্থান অধিকার করিয়াছিল তাহা প্রত্যর্পণ করিল এবং অচিরে মাল্টাদ্বীপ পরিত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইল। ফ্রান্স নেপলস্‌ ও পোপের রাজ্য প্রত্যর্পণ করিতে সম্মত হইল এবং ইজিপ্ট তুরস্কের সুলতানের হস্তে পূর্ব্ববৎ প্রত্যর্পিত হইবে বলিয়া স্বীকৃত হইল।

আমিয়েন্‌সের সন্ধি সম্বন্ধে সমালোচনা

এই সন্ধি নেপোলিয়নের বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক। এই সন্ধিতে ইংলণ্ড এযাবৎকাল নেপোলিয়ন ইউরোপের যে সকল স্থান ফ্রান্সের অঙ্গভুক্ত করিয়াছিল তাহা সমস্ত স্বীকার করিয়া লইল। এক কথায়, কন্টিনেন্টের বিধি ব্যবস্থায় ইংলণ্ডের কোন হাত রহিল না,—সমস্ত ব্যাপারে নেপোলিয়নের অবাধ হস্তক্ষেপের অধিকার প্রদত্ত হইল। ১৭৯৩ খৃঃ এ ফ্রান্স বেলজিয়াম অধিকার করিয়াছিল বলিয়া ইংলণ্ড ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমান সন্ধিতে বেলজিয়ামের উপর ফ্রান্সের অধিকার থাকিবে এই সর্ত্ত ইংলণ্ড স্বীকার করিল।

কিন্তু এই সন্ধির যথেষ্ট ত্রুটি ছিল এবং সেইজন্যই ইহা স্থায়ী হইতে পারে নাই,— সাময়িক যুদ্ধ-বিরতিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। ফ্রান্স যুদ্ধে জয়লাভ না করিয়াও সুবিধাজনক সর্ত্ত লাভ করিল এবং নেপোলিয়ন কর্ত্তৃক বিজিত স্থানসমূহ তাহার আয়ত্তে রহিল। অপরপক্ষে অপরাজিত থাকিয়াও ইংলণ্ডকে ইউরোপের বাহিরে অধিকৃত অঞ্চল ফ্রান্সের হস্তে সমর্পণ করিতে হইল, বিনিময়ে তাহাকে কোন সুবিধা প্রদত্ত হইল না। এই অস্বাভাবিক অবস্থা স্থায়ী হইতে পারে না। উভয় পক্ষই শক্তি সঞ্চয়ের অবকাশ পাইবার জন্য এই সন্ধিতে সম্মত হইয়াছিল।

শাসক হিসাবে নেপোলিয়ন

নেপোলিয়নের আভ্যন্তরীণ সংস্কার

অষ্ট্রীয়া ও ইংলণ্ডের সহিত সন্ধি সম্পাদিত হইবার পর নেপোলিয়ন ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ সংস্কার ও বিবিধ উন্নতিমূলক কার্য্যে মনোনিবেশ করেন। এই আভ্যন্তরীণ সংস্কার কার্য্যের জন্যই নেপোলিয়ন জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমাজ সংস্কারক বলিয়া কীর্ত্তিত হন। বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সের বহু সামাজিক বৈষম্য অন্তহিত হইয়াছিল; সেই সব বৈষম্য ও সামাজিক অন্তরায় স্থায়ীভাবে বিদূরিত হইয়া যাহাতে ফ্রান্সের পক্ষে কল্যাণকর হয় তজ্জন্য নেপোলিয়ন তাহা বিধিবদ্ধ করেন এবং আইনের মর্য্যাদা প্রদান করেন। নেপোলিয়নের উদ্দেশ্য ছিল বিপ্লব বিধ্বস্ত ফ্রান্সের ক্ষত অঙ্গে শান্তির প্রলেপ প্রদান করিয়া জাতিকে সুস্থ ও সঞ্জীবিত করিয়া তোলা। এই উদ্দেশ্যে তিনি বিপ্লবের অন্যতম মূলমন্ত্র 'সাম্য'কে যথাসাধ্য প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন। তাঁহার সংস্কারের ফলে ফ্রান্সে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা বহুল পরিমাণে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল,— কিন্তু স্বাধীনতাকে নেপোলিয়ন সঙ্কুচিত করিয়া রাখিয়া দিয়াছিলেন। স্বাধীনতার নামে বহু অনাচার অনুষ্ঠিত হইতে দেখিয়া তিনি জনসাধারণের হস্তে স্বাধীনতার অধিকার অর্পণ করিতে প্রস্তুত হন নাই।

শত্রু পক্ষের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার

প্রথমতঃ নেপোলিয়ন ফ্রান্সের সমস্ত শ্রেণীর সহানুভূতি অর্জ্জন করার জন্য দেশত্যাগী ও বুরবোঁ সমর্থকদের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া দিলেন। সরকারী চাকুরীতে প্রবেশাধিকার সর্ব্বশ্রেণীর জন্য উন্মুক্ত রহিল। অতীতের রাজনীতিক মতবাদের জন্য কাহাকেও নিপীড়ন করা হইল না। Forgive and forget—এই উদার নীতি প্রবর্ত্তনের ফলে জনসাধারণ আশ্বস্ত হইল এবং আভ্যন্তরীণ শান্তি ও সমৃদ্ধি পুনরায় ফিরিয়া আসিতে আরম্ভ করিল।

রোমান ক্যাথলিক চার্চের সমর্থন লাভের জন্য নেপোলিয়ন ধর্ম সম্বন্ধেও

পোপের সঙ্গে আপোষ

আপোষ রফা করিলেন। এই উদ্দেশ্যে নেপোলিয়ন পোপের সঙ্গে যে চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছিলেন তাহা Concordat (১৮০১) নামে খ্যাত। এই চুক্তির

Concordat, 1801

বলে রোমান ক্যাথলিক-কে ফ্রান্সের অধিকাংশ লোকের ধর্ম বলিয়া স্বীকার করা হইল। ১৭৯৪ খৃঃ হইতে ফরাসী যাজক সম্প্রদায় আর্থিক সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইতেছিল। বর্তমান ব্যবস্থায় নেপোলিয়ন যাজকদের ব্যয়ভার বহনে সম্মত হইলেন—বিনিময়ে পোপকেও চার্চের ভূসম্পত্তি বিপ্লবের সময় যে বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল তাহার বৈধতা স্বীকার করিয়া লইতে হইল। অবশ্য চার্চকে রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করিতে হইল। এই ব্যবস্থায় নেপোলিয়নের দূরদর্শিতার প্রমাণ পাওয়া যায়। চার্চের সঙ্গে আপোষের ফলে যেমন ফ্রান্সের ধর্মের আভ্যন্তরীণ বিবাদ বন্ধ হইল তেমনি ধর্মপ্রাণ ফরাসী জনসাধারণ ক্যাথলিক ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্রের উপর শ্রদ্ধাশীল হইল। ক্যাথলিক ব্যতীত অন্যান্য ধর্মাচরণের অবাধ অধিকার নেপোলিয়ন প্রদান করিয়াছিলেন।

ফল—ধর্মনৈতিক ও রাজনৈতিক

এতদ্ব্যতীত বিপ্লবের সময়ে উপেক্ষিত বহু পূর্ত্তকার্য্যে নেপোলিয়ন অগ্রসর হন। তিনি বহু রাজপথ সংস্কার ও নির্ম্মাণ করেন, খাল খনন করেন এবং পোতাশ্রয়গুলির সংস্কার সাধন করিয়া বাণিজ্যতরীর গমনাগমনের সুবিধা করেন। আল্পস্ পর্ব্বতের উপর দিয়া তিনি যে সামরিক রাজপথ নির্ম্মিত করিয়াছিলেন তাহা পূর্ত্তকার্য্যের অন্যতম আশ্চর্য্য নিদর্শন ছিল।

পথঘাট সংস্কার ও নির্ম্মাণ

ফ্রান্সের পুরাতন কীর্ত্তিসৌধ সমূহ জীর্ণ ও শ্রীভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছিল। নেপোলিয়ন প্রাচীন সৌধ সমূহের সংস্কার সাধন করেন এবং নূতন কীর্ত্তিসৌধ নির্ম্মাণ করিয়া প্যারিস ও অন্যান্য সহরের শ্রীবর্দ্ধন করেন। নেপোলিয়ন প্রতিষ্ঠিত এই সমস্ত সৌধ অদ্যাপি ফ্রান্সের গৌরবের বস্তু।

জনহিতকর কার্য্য

শিক্ষার প্রসারের জন্য নেপোলিয়নের কম আগ্রহ ছিল না। জনশিক্ষা বৃদ্ধির জন্য তিনি ইউনিভার্সিটি অফ্ ফ্রান্স প্রতিষ্ঠা করেন এবং বহু মিউজিয়াম ও আর্ট গ্যালারী স্থাপন করেন। বহু স্থান হইতে নেপোলিয়ন কর্ত্তৃক সংগৃহীত দুর্লভ শিল্পদ্রব্য ও তৈলচিত্র ইহাদের গৌরব বৃদ্ধি করে।

শিক্ষার উন্নতি

নেপোলিয়নের সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবজনক এবং স্থায়ী কার্য্য ফ্রান্সের জন্য ন্যায়-সংহিতা (সিভিল কোড) বা "কোড নেপোলিয়ন" প্রণয়ন। পূর্ব্বে ফ্রান্সের সকল শ্রেণীর প্রতি প্রযোজ্য হইতে পারে এমন কোন সুসমঞ্জস্য আইন ছিল না। নেপোলিয়ন ফ্রান্সের বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন আইন সমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া সমগ্র ফ্রান্সের জন্য এক সাধারণ আইন সঙ্কলন করেন। এই আইনের বলে ফ্রান্সের সকল শ্রেণীর মধ্যে সামাজিক, ধর্ম্মনৈতিক এবং আইনগত বৈষম্য দূরীভূত হইল। কোড নেপোলিয়নকে বিপ্লবের স্থায়ী সামাজিক ফল বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

সিভিল কোড

কোড নেপোলিয়নের প্রভাব ইউরোপের সামাজিক প্রগতির পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক হইয়াছিল। ইহার বলে আইনের দৃষ্টিতে সকলে সমান এই নীতি সর্ব্বত্র প্রসারিত হইল এবং ক্রমশঃ সামন্তযুগীয় শ্রেণী বৈষম্য ইউরোপ হইতে অন্তর্হিত হইল। এই সিভিল কোডের মূলনীতি অথবা অধিকাংশ বিধান সমূহ পরবর্ত্তীকালে ইউরোপের অধিকাংশ রাষ্ট্রে গৃহীত হইয়াছিল।

ফ্রান্সের আর্থিক সমৃদ্ধির সুবিধার জন্য নেপোলিয়ন ব্যাঙ্ক অফ্ ফ্রান্স প্রতিষ্ঠা করেন। এতদ্ব্যতীত 'লিজিয়ন অফ্ অনার' নামক সম্মান-প্রতীকের সৃষ্টি করিয়া কেবলমাত্র গুণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নূতন এক অভিজাত সমাজের সৃষ্টি করেন। অতঃপর ফ্রান্সের সামাজিক প্রতিপত্তি গুণ-কৌলীন্যের উপর নির্ভরশীল হইল।

শাসন ব্যাপারে নেপোলিয়ন 'স্বাধীনতাকে' মোটেই প্রশ্রয় দেন নাই। ফ্রান্সের যে সমস্ত স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ছিল তাহাদের সমস্ত ক্ষমতা নেপোলিয়ন সঙ্কুচিত করিলেন। অতঃপর প্রিফেক্ট, সাব-প্রিফেক্ট ও মেয়র প্রভৃতি যে সমস্ত কর্ম্মকর্তার পদ ছিল সমস্তই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নেপোলিয়ন কর্তৃক মনোনীত হইতে লাগিল। ইহাতে শাসনকার্য্যে শৃঙ্খলা স্থাপিত হইল বটে, কিন্তু স্বাধীনতাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হইল।

স্বায়ত্ত শাসক প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতা খর্ব্ব

নেপোলিয়নের কৃতিত্ব নিরূপণ

নেপোলিয়ন আলেকজাণ্ডার, জুলিয়াস সিজার ও সার্লেমেন প্রভৃতি ইতিহাসবিশ্রুত দিগ্বিজয়ী নরপতিদের সমগোত্রীয়। তাহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা সম্বন্ধে ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে তাহার মত কোন একক ব্যক্তির মধ্যে এতাদৃশ বহুবিধ ক্ষমতার সমন্বয়ের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে দুর্লভ। রণপাণ্ডিত্যে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। স্বল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়াও আশ্চর্য্য সমরকুশলতার বলে প্রতিপক্ষকে পর্য্যুদস্ত করিতে সক্ষম হইতেন। এই বিষয়ে অজস্র দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। কেবলমাত্র সমরক্ষেত্রে নহে, শান্তির সময়েও তিনি যে সব নূতন বিধি বা সংস্কারের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন তাহার মধ্যেও তাহার লোকোত্তর প্রতিভার পরিচয় রহিয়াছে। অপূর্ব্ব দূরদর্শিতার বলে তিনি উপলব্ধি করিতে পারিলেন যে বিপ্লব-বিক্ষুব্ধ ফ্রান্সের জন্য শান্তি-প্রলেপ অত্যাবশক। যাহাতে জনসাধারণের মনে শান্তি ফিরিয়া আসিতে

পারে তজ্জন্য সিভিল কোড বিধিবদ্ধ করা, পোপের সঙ্গে আপোষ মীমাংসা করা বা ব্যাঙ্ক অফ্ ফ্রান্স প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি কার্য্যে তিনি উদ্যোগী হইলেন। জাতীয় শিক্ষা বিস্তারের জন্যও তিনি কম প্রচেষ্টা করেন নাই। মিউজিয়ম, আর্ট গ্যালারী বা ফ্রান্সের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আভিজাত্যের পরিবর্ত্তে একমাত্র গুণকে সরকারী কর্ম্মের মানদণ্ড স্থির করায় সামাজিক বৈষম্য অন্তর্হিত হইল। সম্মান-প্রতীক লিজিয়ন অফ্ অনার প্রবর্ত্তনের ফলে জন্মকৌলীন্যের পরিবর্ত্তে গুণকৌলীন্য প্রতিষ্ঠিত হইল। সিভিল কোডের দ্বারা আইনের দৃষ্টিতে সামন্ত বা কৃষকের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই এবং সামাজিক সাম্যনীতি স্থাপিত হইল। সর্ব্বোপরি কর্ম্মকুশল শাসনযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া নেপোলিয়ন ফ্রান্সে রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা আনয়ন করিলেন।

ইউরোপের জন্য অবদান

কেবলমাত্র ফ্রান্সের জন্য নহে, ইউরোপের জন্যও নেপোলিয়ন যাহা করিয়াছেন তাহার মূল্য কম নহে। ইউরোপের যে সকল রাষ্ট্রের উপর তিনি আধিকার বিস্তার করিয়াছেন সর্ব্বত্র তিনি ফ্রান্সের মত আইন প্রবর্ত্তন, সমাজ সংস্কার, সামন্ত-যুগীয় অবিচারের উচ্ছেদ করিতে যত্নবান হইয়াছেন। সকল প্রকার পরিবর্ত্তনের মূলে সাম্যনীতিই তাহার মানদণ্ড ছিল। তাহার সংস্পর্শে আসার জন্যই এই সব রাষ্ট্রে মধ্যযুগের বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর অবসান হইয়া আধুনিক যুগের সূত্রপাত হইয়াছে। উপরন্তু জার্ম্মাণী ও ইটালীর উত্তরকালীন ঐক্যবদ্ধতার জন্য নেপোলিয়নের অবদান স্মরণীয়। তাহার হস্তক্ষেপের ফলে এই দুই রাষ্ট্রের জটিল ব্যবস্থা সংক্ষিপ্ত হইয়া ভবিষ্যতের ঐক্যের পথ প্রশস্ত করিয়াছিল।

নেপোলিয়নের অজস্র ও বিচিত্র কর্ম্মধারাবহুল জীবনের সঠিক পরিমাণ করা দুরূহ। তাহার জীবনের বহুবিধ কার্য্যের জন্য তিনি বিভিন্ন সমালোচকের

দৃষ্টিতে প্রশংসিত ও নিন্দিত হইয়াছেন। জাতীয়তা ও স্বাধীনতা অপহরণ করিয়া সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন বলিয়া তিনি তীব্র সমালোচনার পাত্র হইয়াছেন। জাতীয়তার অধিকারকে পদদলিত করা তাঁহার চরিত্রের অন্যতম ত্রুটি সন্দেহ নাই। তাঁহার কর্ম্মকৃতি অজস্র ছিল বলিয়াই চরিত্রের ক্ষুদ্র ত্রুটিও বৃহৎ বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে।

ফরাসী বিপ্লব ও নেপোলিয়ান

নেপোলিয়নের কর্মকৃতির মধ্যে ফরাসী বিপ্লব কতটা সার্থকতা লাভ করিয়াছিল এই প্রশ্ন বিচারসাপেক্ষ। Napolean showed himself at once the heir of the Revolution and the product of the reaction against it.—নেপোলিয়ন ফরাসী বিপ্লবের উত্তরসাধক ছিলেন বলিয়া অনেকে মনে করেন এবং এই প্রসঙ্গে নেপোলিয়নের—'I am the Revolution' উক্তি সমর্থন করেন।

নেপোলিয়ন ফরাসী বিপ্লবের 'সাম্য' নীতিকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করিয়া তাঁহার বিবিধ সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার প্রবর্তন করেন। এই সাম্যনীতি নেপোলিয়নের সিভিল কোডে বা সরকারী কর্ম্মনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হইয়াছিল। আইনের দৃষ্টিতে কোন ভেদ নাই, বা গুণানুসারে সকলেই সরকারী কর্ম্মের উপযুক্ত এই নীতি অবলম্বন করাতে ফ্রান্সে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম মুখ্যবাণী স্বাধীনতাকে নেপোলিয়ন স্বীকার করেন নাই এবং কর্ম্মক্ষেত্রে সর্ব্বত্র স্বাধীনতার অপহারক হইয়াছেন। ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রজীবনের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিবার অধিকার তিনি সঙ্কুচিত করিয়াছেন। তাঁহার শাসনযন্ত্র ফ্রান্সের যাবতীয় প্রতিষ্ঠানের স্বায়ত্তশাসনকে খর্ব্ব করিয়া এক-নায়কত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিবেশী রাষ্ট্রের স্বাধীনতা অপহরণ করিয়াছেন। স্পেন ও জার্ম্মাণীকে ফ্রান্সের তাঁবেদার

রাষ্ট্র করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন। সুতরাং নেপোলিয়নের—'I am the Revolution' উক্তি আংশিক সত্য। ফরাসী বিপ্লবের একমাত্র সাম্যনীতিই তাহার বিবিধ কার্য্যাবলীর মধ্যে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে, অন্যান্য আদর্শ সম্বন্ধে তিনি অনুদার ছিলেন।

নেপোলিয়নের সম্রাট পদবী গ্রহণ

প্রথম কন্সাল হিসাবে নেপোলিয়নের হস্তে ফ্রান্সের যাবতীয় নির্ব্বাহিক ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছিল। সমস্ত শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করিয়া তিনি ফ্রান্সকে শক্তিমান রাষ্ট্রের মর্য্যাদায় উন্নীত করিলেন এবং বিবিধ সংস্কার কার্য্য প্রবর্ত্তন করিয়া অল্পকালের মধ্যে ফ্রান্সের প্রথম ব্যক্তি হইয়া পড়িলেন। তাঁহারই ইচ্ছানুসারে সিনেট ও কাউন্সিল অফ্ ষ্টেট ফ্রান্সের জনসাধারণের নিকট প্রস্তাব করিল যে নেপোলিয়নকে যাবজ্জীবনের জন্য কন্সাল নিযুক্ত করা হউক যাহাতে নেপোলিয়ন অব্যাহত ভাবে আরব্ধ সংস্কার কার্য্য ও অন্যান্য জনহিতকর পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করিতে পারেন। জনসাধারণ এই প্রস্তাবে সানন্দে সম্মতি দিল এবং নেপোলিয়ন ফ্রান্সের আজীবন কন্সাল নির্ব্বাচিত হইলেন। ইহা দ্বারা নেপোলিয়নের সম্রাট পদবী গ্রহণ প্রত্যাসন্ন হইল।

ইতিমধ্যে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্র আবিষ্কৃত হইল। রাজতন্ত্রীরা এই ষড়যন্ত্রের উদ্যোক্তা ছিল এবং ইহাদের উদ্দেশ্য ছিল নেপোলিয়নের প্রাণ সংহার করিয়া পুনরায় বুরবোঁবংশীয় কাহাকেও সিংহাসনে স্থাপিত করা। প্রথম কন্সালের প্রাণসংশয়করী এই ষড়যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ার পর নেপোলিয়ন বহু রাজতন্ত্রীকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। এই দণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে Duod' Enghien নামে বুরবোঁ বংশীয় অন্যতম প্রতিনিধি এক যুবক ছিল। ষড়যন্ত্রের সঙ্গে ইহার সংযোগ পর্য্যাপ্তরূপে প্রমাণিত হয় নাই বলিয়া অনেকে মনে করেন। যাহা হউক, এই ষড়যন্ত্রের পর প্রথম কন্সালের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা ফ্রান্সের জাতীয় জীবনের পক্ষে অত্যন্ত

জরুরী বলিয়া মনে হইল এবং নেপোলিয়নের জীবনের নিরাপত্তা ও ফরাসী রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের স্থায়িত্ব রক্ষার জন্য ১৮০৪ খৃঃ-র মে মাসে নেপোলিয়ন সম্রাট বলিয়া ঘোষিত হইলেন। ফ্রান্সের সিনেট এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া গণ ভোটের জন্য প্রজাসাধারণের নিকট উপস্থাপিত করিলে প্রায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে নেপোলিয়ন সম্রাট পদবীর জন্য সমর্থন প্রাপ্ত হইলেন। কন্সালেটের যুগ হইতেই নেপোলিয়ন প্রকৃত প্রস্তাবে ফ্রান্সের এক-নায়ক ছিলেন যদিও শাসনতন্ত্র নামে সাধারণতন্ত্র বলিয়া পরিচিত ছিল। অতঃপর শুদ্ধ নামের আড়ালে প্রচ্ছন্নভাবে চলিবার কোন প্রয়োজন রহিল না। ফ্রান্স সম্পূর্ণ সাম্রাজ্যের শাসন ব্যবস্থার অধীনে আসিল। প্যারিসের নোতরদেম গির্জ্জায় পোপের দ্বারা নেপোলিয়ন অভিষিক্ত হইলেন এবং পোপের হস্ত হইতে রাজ মুকুট গ্রহণ করিয়া স্বয়ং মস্তকে পরিধান করিলেন (২রা ডিসেম্বর, ১৮০৪)।

নেপোলিয়নকে সম্রাট বলিয়া ফ্রান্সের স্বীকার করার কারণ

যে ফরাসী জনমত দশ বৎসর যাবৎ প্রাচীন রাজ বংশকে বিদায় দিয়া সাধারণতন্ত্রকে সাদরে গ্রহণ করিয়া আসিতেছিল অকস্মাৎ তাহা কেন পুনরায় নেপোলিয়নকে সম্রাট বলিয়া স্বীকার করিল তাহার যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। প্রথমতঃ এই প্রসঙ্গে নেপোলিয়নের একটি উক্তি স্মরণযোগ্য। তিনি বলিয়াছিলেন—"I found the crown of France lying on the ground and I picked it up with my sword." নেপোলিয়নের অভ্যুদয়ের প্রাক্কালে ফ্রান্সের সত্যই অত্যন্ত দুরবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল। ফ্রান্স চতুর্দ্দিক হইতে বিদেশী শত্রুর আক্রমণের ফলে পরিবেষ্টিত হইয়া স্বাধীনতা নষ্ট হইবার ভয়ে শঙ্কিত ছিল। নেপোলিয়ন ইটালী অভিযান করিয়া অষ্ট্রীয়ার ক্ষমতা নষ্ট করেন এবং ভিয়েনা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া সন্ধি সর্ত্তে অষ্ট্রীয়াকে বাধ্য করেন। অতঃপর তিনি নানাবিধ

প্রজাহিতকর সংস্কার কার্য্য দ্বারা বিপ্লবের সময়ে কৃত বহু পরিবর্ত্তনকে স্থায়ী আকার প্রদান করেন। ফ্রান্সের জনসাধারণ বিগত দশ বৎসর যাবৎ বিভিন্ন শাসনতান্ত্রিক পরীক্ষার ফলে ব্যতিব্যস্ত তথা অসহিষ্ণু হইয়া কেবলমাত্র শান্তি শৃঙ্খলার জন্য লালায়িত হইয়া পড়িয়াছিল। নেপোলিয়ন যখন শত্রুর আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা করিয়া ফ্রান্সে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং ফ্রান্সের ভূমিলুণ্ঠিত রাজমুকুট স্বশিরে পরিধান করিবার আগ্রহ জানাইলেন তখন জনমত নেপোলিয়নকে ফ্রান্সের সম্মান ও শান্তি-শৃঙ্খলার মূর্ত্তপ্রতীকরূপে ফ্রান্সের নরপতি বলিয়া গ্রহণ করিতে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করিতে পারিল না। রাজবেশী নেপোলিয়নকে রাজতন্ত্রপ্রবণ ফরাসী জনসাধারণ স্বাভাবিক ভাবেই গ্রহণ করিল।

দ্বিতীয়তঃ—জনসাধারণ নেপোলিয়নকে ফরাসী বিপ্লব-সৃষ্ট নেতা জানিয়া তাহার হস্তে বিপ্লবী যুগের কৃত ভৌমিক বা সামাজিক পরিবর্ত্তনাবলী অক্ষুণ্ণ থাকিবে ইহাই প্রত্যাশা করিয়াছিল। কার্য্যতঃ নেপোলিয়ন বিপ্লবী পরিবর্ত্তনকে আইনসঙ্গত করিয়া স্থায়ীরূপ প্রদান করিয়াছিলেন এবং বর্ণ কৌলীন্য অপেক্ষা গুণকৌলীন্যকে তাহার যাবতীয় সংস্কারের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। নেপোলিয়নের এই সকল কৃতকৃতির জন্য জনসাধারণ তাহাকে উচ্চ স্থানে বসাইতে দ্বিধাবোধ করে নাই। বস্তুতঃ ফরাসী বিপ্লবের প্রাথমিক দাবী ছিল সামাজিক ও আর্থিক বৈষম্যের অবসান করা। নেপোলিয়নের হস্তে এই বৈষম্যের স্থায়ী অবসান হওয়াতে তাহারা স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হইয়াও নেপোলিয়নকে সম্রাট পদে গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করে নাই।

তৃতীয়তঃ—নেপোলিয়নের প্রখর ব্যক্তিত্ব ও কর্ম্ম প্রতিভা জনসাধারণের মনকে আবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিল। সর্ব্বত্র বিজয় লাভ করিয়া নেপোলিয়ন ফ্রান্সের গৌরববর্দ্ধন করিয়াছিলেন; এই গৌরবের মূলাধারকে নরপতি বলিয়া স্বীকার করার মধ্যে তাহাদের দ্বিধা থাকিবার কোন কারণ ছিল না।

সপ্তম অধ্যায়

সাম্রাজ্য ১৮০৪—১৮১৫

[illegible] ও সাধারণতন্ত্র অপেক্ষা আশঙ্কাজনক

ফ্রান্সকে এইরূপ সাধারণতন্ত্র হইতে সাম্রাজ্যে পরিণত হইতে দেখিয়া ইউরোপের রাষ্ট্রবর্গ উদাসীন থাকিতে পারিল না। সাধারণতন্ত্র অপেক্ষা নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য ইউরোপের পক্ষে ভীতির কারণ হইল। কেননা, নেপোলিয়নের মত প্রতিভাশালীর সামরিক একনায়কত্ব প্রতিরোধ করা ইউরোপের পক্ষে দুঃসাধ্য হইবে বলিয়া তাহারা মনে করিল। ইংলণ্ডের উদ্যোগে বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্রজোটের সৃষ্টি হইতে লাগিল এবং এই রাষ্ট্রজোট ফ্রান্সকে কোণঠাসা করিয়া নেপোলিয়নের আক্রমণাত্মক মনোভাব হইতে ইউরোপ রক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিল। এই উদ্দেশ্যে ১৮০৪ খৃঃ হইতে ১৮১৪ খৃঃ পর্যন্ত নেপোলিয়ন বনাম ইউরোপের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চলিল। বিভিন্ন রণাঙ্গনে একের পর এক শত্রুপক্ষকে পরাজিত করিয়া নেপোলিয়ন ইউরোপকে চমৎকৃত করিয়া তুলিলেন। পরিশেষে ওয়াটার্লুর রণক্ষেত্রে নেপোলিয়নকে পরাজয় স্বীকার করিয়া ইউরোপের রাষ্ট্রমঞ্চ হইতে চিরতরে অপসৃত হইতে হইল। ইউরোপ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

নেপোলিয়নিক যুদ্ধ-বিগ্রহ

আমিয়েন্সের সন্ধি সর্ত্ত (১৮০২) অনুসারে ফ্রান্সের হস্তে ইংলণ্ডের মাল্টা দ্বীপ প্রত্যর্পণের কথা ছিল। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গেল সম্রাট হইবার পর হইতে নেপোলিয়ন তাহার প্রাচ্য অভিসন্ধি কার্য্যে পরিণত করিয়া ইংলণ্ডের ক্ষমতা খর্ব্ব করিবার চেষ্টা করিতেছেন। নেপোলিয়ন ভারতবর্ষের নরপতিবর্গকে ইংরাজের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার জন্য লোক প্রেরণ করিলেন এবং ইজিপ্ট পুনরধিকার করার জন্য সেনাপতি সেবাষ্টীয়ানি ইজিপ্টে প্রেরিত হইল। অধিকন্তু নেপোলিয়ন আমেরিকা মহাদেশস্থ পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ফ্রান্সের আধিপত্য বিস্তার করার জন্য উত্যোগী হইয়া তথায় হস্তক্ষেপ করিতে লাগিলেন। নেপোলিয়নের এই সমস্ত কার্য্যকলাপে ইংলণ্ড নেপোলিয়নের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইল এবং ভারতবর্ষে যাতায়াতের পক্ষে উল্লেখযোগ্য স্থান মাল্টা দ্বীপের অধিকার ফ্রান্সের হস্তে প্রত্যর্পণ করিতে অনিচ্ছুক হইল, ফলে পুনরায় ইংরাজ ও ফরাসীর মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হইল।

কারণ—নেপোলিয়নের প্রাচ্য অভিসন্ধি

ইংলণ্ড সন্দিগ্ধ ও মাল্টা প্রত্যর্পণে অস্বীকৃত

যুদ্ধ— নেপোলিয়ন ইংলণ্ডের রাজার পৈত্রিক সম্পত্তি জার্ম্মাণীর অন্তর্ভুক্ত হ্যানোভার বলপূর্ব্বক অধিকার করিয়া তথায় ইংলণ্ডের কোন তরী প্রবেশ নিষিদ্ধ করিলেন। অতঃপর নেপোলিয়ন ইংলণ্ড আক্রমণের অভিপ্রায়ে ইংলিশ চ্যানেলের তীরে বুলোন বন্দরে রণতরী নির্ম্মাণ করিতে সচেষ্ট হইলেন। কিন্তু ইংলণ্ড আক্রমণের পক্ষে অপর্য্যাপ্ত বিবেচিত হওয়ায় জলপথে ইংলণ্ড আক্রমণের অভিপ্রায় পরিত্যক্ত হইল। 'মাত্র ছয় ঘণ্টার জন্য ইংলিশ চ্যানেলের অধিকার' প্রাপ্ত হইলেই নেপোলিয়ন ইংলণ্ডকে আনুগত্য

স্বীকার করাইতে সক্ষম হইতেন, কিন্তু তাহার জীবনে কোনদিন 'এই সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন না এবং দ্বৈপায়ন ইংলণ্ড অপরাজেয়ই রহিল। অধিকন্তু ট্রাফালগার-এর জলযুদ্ধে (১৮০৫) নৌ-সেনাপতি নেলসনের হস্তে সম্মিলিত ফরাসী ও স্পেনিশ নৌ বহর ধ্বংস হওয়ায় ফরাসী নৌ শক্তি অবশিষ্টকালের জন্য নিষ্ক্রিয় হইয়া রহিল। সমুদ্রে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার অভাবে নেপোলিয়ন ইংলণ্ডের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রতিপদে ব্যর্থ হইতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে রাশিয়া ও অষ্ট্রীয়া নেপোলিয়নের বিপক্ষে সক্রিয় হইয়া উঠিল। রাশিয়া নেপোলিয়নের সম্রাট পদবী সুনজরে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইল না, আর অষ্ট্রীয়া ইটালীর আধিপত্য হইতে ফ্রান্সের হস্তে বঞ্চিত হইয়া মর্মবেদনা অনুভব করিতেছিল। ইংলণ্ডের তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী পিট নেপোলিয়নের উচ্চাশাকে প্রতিহত করার জন্য ইংলণ্ড, অষ্ট্রীয়া, রাশিয়া ও সুইডেনকে লইয়া নেপোলিয়নের বিপক্ষে **তৃতীয় রাষ্ট্রজোটের** সৃষ্টি করিলেন। এই রাষ্ট্রজোটের সংবাদ অবগত হইয়া নেপোলিয়ন ত্বরিত গতিতে অষ্ট্রীয়াকে উলম্-এর যুদ্ধে আক্রমণ করিয়া পরাজিত করিলেন এবং সম্মিলিত রাশিয়া ও অষ্ট্রীয়াকে অষ্টারলিজ-এর যুদ্ধে (Austerlitz, 1805) পুনরায় চূড়ান্তভাবে পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য করিলেন। এই পরাজয়ের ফলে তৃতীয় রাষ্ট্র-জোট ভাঙ্গিয়া গেল এবং পিট ভগ্নমনোরথ হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

অষ্টারলিজ ১৮০৫

তৃতীয় রাষ্ট্রজোট ভাঙ্গিয়া গেল

অষ্ট্রীয়া প্রেসবার্গ-এর অসম্মানজনক সন্ধিতে সম্মত হইতে বাধ্য হইল। এই সন্ধি অনুযায়ী অষ্ট্রীয়া ভিনিস ও টাইরল ফ্রান্সের হস্তে ছাড়িয়া দিল। ভিনিস নেপোলিয়নকৃত ইটালী-রাজ্যের সহিত ও টাইরল ব্যাভেরিয়ার সহিত সংযুক্ত করা হইল। অধিকন্তু অষ্ট্রীয়া ব্যাভেরিয়া ও ওয়ার্টেমবার্গ-কে স্বাধীন রাজ্য বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইল।

নেপোলিয়নকৃত ইউরোপের রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্ত্তন

প্রেসবার্গের সন্ধির পর নেপোলিয়ন ফ্রান্সের সুবিধার জন্য স্বেচ্ছানুযায়ী ইউরোপের মানচিত্র পরিবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বেই নেপোলিয়ন সাম্রাজ্যের অধিপতি হইয়া ইটালীস্থ CisAlpine Republic কে ইটালী রাজ্য বলিয়া নামকরণ করিয়া স্বয়ং ইটালীর নরপতি বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিলেন। অষ্টারলিজের পর বাটাভিয়ান সাধারণতন্ত্রেরও নূতন নামকরণ হইল। ইহা হল্যাণ্ড-রাজ্য বলিয়া অভিহিত হইল এবং ভ্রাতা লুই বোনাপার্টি হল্যাণ্ড রাজ্যের রাজা হইলেন। অপর ভ্রাতা জোসেফ নেপল্‌সের অধিপতি হইলেন। এই সকল পরিবর্ত্তনের মূলে নেপোলিয়নের উদ্দেশ্য ছিল ফ্রান্সের চতুষ্পার্শ্বে কতগুলি উপ-রাজ্যের সৃষ্টি করা। ফ্রান্সের সাধারণতন্ত্রের যুগের সৃষ্ট সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র সমূহ বর্ত্তমানের পরিবর্ত্তিত অবস্থায় রাজতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিবর্ত্তিত হইল।

জার্ম্মাণী পুনর্গঠিত—রাইনের রাষ্ট্রপুঞ্জ ও পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের অবসান, ১৮০৬

নেপোলিয়নকৃত ইউরোপের রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্ত্তনের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন জার্ম্মাণীতে সংঘটিত হইল। নেপোলিয়নের উদ্দেশ্য ছিল জার্ম্মাণীর সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত রাষ্ট্রদ্বয় প্রাশিয়া ও অষ্ট্রীয়ার ক্ষমতা খর্ব্ব করা। এই উদ্দেশ্যে তিনি পশ্চিম জার্ম্মাণীতে কতকগুলি এমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের সৃষ্টি করিলেন যাহারা স্বার্থবুদ্ধির জন্য সর্ব্বতোভাবে ফ্রান্সের মুখাপেক্ষী থাকিবে, অথচ অষ্ট্রীয়া ও প্রাশিয়ার সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে ফ্রান্সের রক্ষাপ্রাকারের কাজ করিবে।

অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার ক্ষমতা খর্ব্ব করা উদ্দেশ্য ছিল

উপরোক্ত ব্যবস্থানুযায়ী নেপোলিয়ন প্রেসবার্গের সন্ধিতে ব্যাভেরিয়া

ও ওয়ার্টেমবার্গ-কে 'ডাচি' হইতে রাজ্যপদে উন্নীত করিলেন এবং অষ্ট্রীয়া হইতে কিছু অঞ্চল প্রদান করিয়া ইহাদের আয়তন বৃদ্ধি করিলেন। ব্যাডেন-এর 'নির্ব্বাচক'ও এই ব্যবস্থার ফলে অষ্ট্রীয়ার অঞ্চল বিশেষ প্রাপ্ত হইয়া বৃহত্তর হইল এবং গ্রাণ্ড ডিউক উপাধিতে ভূষিত হইল। অধিকন্তু ইহারা সকলেই নেপোলিয়নের পরিবারের সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হইয়া জার্ম্মানীতে নেপোলিয়নের সহায়ক হইল। অতঃপর নেপোলিয়ন ব্যাভেরিয়া ও ওয়ার্টেমবার্গ, ব্যাডেন ও অপর তেরোটি রাষ্ট্রের সম্মিলনে জার্ম্মাণীতে Confederation of the Rhine বা রাইনের রাষ্ট্রযূথ সৃষ্টি করিলেন। এই নবসৃষ্ট রাষ্ট্রযূথ 'পবিত্র রোমান সম্রাটের আনুগত্য পরিত্যাগ করিয়া নেপোলিয়নকে তাহাদের পালক বলিয়া স্বীকার করিল এবং সর্ব্বতোভাবে নেপোলিয়নকে সাহায্যের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল। এই রাইনের রাষ্ট্রগণের মধ্যস্থিত অন্যান্য ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের স্বাধীন সত্তা অস্বীকার করিয়া তাহাদিগকে সন্নিহিত বৃহত্তর রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেওয়া হইল।

রাইনের রাষ্ট্রযূথ

এই রাইনের রাষ্ট্র যূথ সৃষ্টির ফলে জার্ম্মাণীর রাষ্ট্রব্যবস্থায় নূতন পরিবর্ত্তন আসিল। জার্ম্মাণীর রাষ্ট্রসংখ্যা তিন শতের অধিক হইতে মাত্র চল্লিশটিতে নামিয়া আসিল। সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রান্সিস্ জার্ম্মাণীর রাজন্যবর্গের আনুগত্য হইতে বঞ্চিত হইয়া পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের 'সম্রাট' উপাধি পরিত্যাগ করিলেন এবং অতঃপর অষ্ট্রীয়ার সম্রাট নামে অভিহিত হইতে লাগিলেন। সহস্র বৎসরের পুরাতন পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের এইরূপে অবসান ঘটিল।

পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি

এতদ্ব্যতীত নেপোলিয়ন প্রাশিয়ার ক্ষমতাও খর্ব্ব করিলেন। প্রাশিয়া তৃতীয় রাষ্ট্রজোটের সভ্য না হইলেও তাহার মনোভাব ফ্রান্সের প্রতিকূল ছিল। নেপোলিয়ন Schonbrunn এর সন্ধিদ্বারা প্রাশিয়াকে রাইন অঞ্চল ফ্রান্সের

হস্তে অর্পণ করিতে বাধ্য করিলেন। এই রাইন অঞ্চলকে 'গ্রাণ্ড ডাচি অফ্ বার্গ'-এ পরিণত করা হইল এবং মুরাটকে ইহার অধিকার প্রদত্ত হইল। বিনিময়ে প্রাশিয়াকে হ্যানোভার অর্পিত হইল। এই অবাঞ্ছনীয় অঞ্চল প্রাপ্তিতে প্রাশিয়ার কোন সুবিধা হইল না, অধিকন্তু ইংলণ্ডের রাজার পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকারী হওয়ায় প্রাশিয়ার সঙ্গে ইংলণ্ডের বিরোধেব সূচনা হইল।

জার্ম্মাণীতে নেপোলিয়নকৃত পরিবর্ত্তনের ফলাফল

প্রথমতঃ এই পরিবর্ত্তনের ফলে জার্ম্মাণীর পরোক্ষ উপকার হইল। পূর্ব্বে জার্ম্মাণীতে তিন শতের অধিক বিভিন্ন রাষ্ট্র ছিল এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রেব মধ্যে পারস্পরিক স্বার্থ সংঘর্ষ ও ঈর্ষ্যাবিবাদ থাকায় জার্ম্মাণীর ঐক্য বন্ধন সুদূর-পরাহত হইয়া উঠিয়াছিল। নেপোলিয়নেব পবিবর্ত্তনের ফলে জার্ম্মাণীর রাষ্ট্রসংখ্যা মাত্র চল্লিশটিতে পরিণত হইল এবং এই সংক্ষিপ্তকরণের দ্বারা জার্ম্মাণীর ভবিষ্যৎ ঐক্যের পথ প্রশস্ত হইল। বল-প্রয়োগ ব্যতীত এই জটিল ব্যবস্থা হইতে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব ছিল এবং ইহা জার্ম্মাণীর পরোক্ষ সহায়ক হইল।

রাষ্ট্রীয় জটিলতা দূর হইযা ঐক্যের পথ প্রশস্ততর

দ্বিতীয়তঃ—নেপোলিযনের মুখাপেক্ষী হওযায় এই সব রাষ্ট্রে ফ্রান্সেব প্রভাব অত্যধিক হইল এবং ফ্রান্সের আদর্শে এই সব রাষ্ট্রের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা পরিগৃহীত হইল। নেপোলিয়নের সিভিল-কোডের প্রভাবও এই সকল রাষ্ট্রের সামাজিক বৈষম্য দূরীভূত করিতে সাহায্য করিল। মোট কথা, ফ্রান্সের সংস্পর্শে আসা জার্ম্মাণীর পক্ষে কল্যাণকর হইল।

ফ্রান্সের সংস্পর্শে সামাজিক পরিবর্ত্তন

প্রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ

প্রাশিয়া এতাবৎকাল নেপোলিয়নের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখিয়া নিরপেক্ষভাবে অবস্থান করিতেছিল এবং তৃতীয় রাষ্ট্র-জোটে নেপোলিয়নের শত্রু-পক্ষে যোগদান করে নাই। কিন্তু নেপোলিয়ন এই নিরপেক্ষতার কোন মূল্য না দিয়া প্রাশিয়ার নিকট হইতে অঞ্চল বিশেষ গ্রহণ করিতে দ্বিধা করিলেন না। অধিকন্তু জার্ম্মাণীর আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে স্বেচ্ছামত হস্তক্ষেপ করিতে লাগিলেন। নেপোলিয়নের এই সব কার্য্যে প্রাশিয়ার জনসাধারণ ক্ষুব্ধ হইল এবং তেজস্বী রাণী লুইসার প্রশ্রয়ে অপদার্থ সম্রাট তৃতীয় ফ্রেডারিক উইলিয়মকে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবার জন্য চাপ দিতে লাগিল। ইতিপূর্ব্বে হ্যানোভার প্রাশিয়ার হস্তে অর্পিত হইয়াছিল। কিন্তু সম্প্রতি প্রকাশ পাইল যে নেপোলিয়ন প্রাশিয়ার হস্ত হইতে হ্যানোভার ইংলণ্ডকে অর্পণ করিবার কথাবার্ত্তা চালাইতেছেন। এই সংবাদে প্রাশিয়ার ধৈর্য্যচ্যুতি হইল এবং রাশিয়ার সঙ্গে যুক্ত হইয়া প্রাশিয়া নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। নেপোলিয়ন অতি দ্রুততার সঙ্গে অগ্রসর হইয়া প্রাশিয়াকে জেনা ও অষ্টারড্যাট-এর যুদ্ধে ভীষণভাবে পরাস্ত করিলেন—সমগ্র প্রাশিয়া ফ্রান্সের করতলগত হইবার উপক্রম হইল। নেপোলিয়ন বিজয় গৌরবে প্রাশিয়ার রাজধানী বার্লিনে প্রবেশ করিলে প্রাশিয়া অবনতি স্বীকার করিল (১৮০৬)। ফ্রেডারিকের সুবিখ্যাত তরবারি, বার্লিনের মিউজিয়াম ও আর্ট গ্যালারী হইতে বহু মূল্যবান দ্রব্য বিজয়-স্মারক হিসাবে প্যারিসে স্থানান্তরিত হইল।

জার্ম্মাণীর আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপে ক্ষুব্ধ

জেনা ও অষ্টারড্যাটে পরাজিত

রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ ও টিলসিটের সন্ধি (১৮০৭)

অষ্ট্রীয়ার সাহায্যার্থে জার আলেকজাণ্ডার প্রেরিত সৈন্যবাহিনী প্রাশিয়াতে

অবস্থান করিতেছিল। অতঃপর নেপোলিয়ন রাশিয়াকে শাস্তি দিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে নেপোলিয়ন Eylau রণক্ষেত্রে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলেন, কিন্তু ফলাফল অনিশ্চিত রহিল। এই বৎসরের গ্রীষ্মকালে নেপোলিয়ন পুনরায় রাশিয়ার সৈন্যদলকে ফ্রীডল্যাণ্ডের যুদ্ধে আক্রমণ করিলেন এবং চূড়ান্তরূপে রাশিয়াকে পরাজিত করিলেন।

রাশিয়ার পরাজয় ও টিলসিটের সন্ধি—১৮০৭

জার যুদ্ধবিরতি প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইলেন—পরে **টিলসিটের সন্ধিতে** (১৮০৭) রাশিয়া ও প্রাশিয়ার সঙ্গে বিরোধের অবসান হইল।

প্রাশিয়া অর্দ্ধাঙ্গ হইতে বঞ্চিত

টিলসিটের সন্ধিতে রাশিয়ার রাজ্য অক্ষুণ্ণ রহিল, কিন্তু প্রাশিয়াকে প্রায় অর্দ্ধাংশ হস্তচ্যুত করিতে হইল। প্রাশিয়া হইতে গৃহীত অঞ্চল দ্বারা দুইটি নূতন রাষ্ট্র সৃষ্ট হইল। পশ্চিমদিকে 'ওয়েষ্টফেলিয়ার রাজ্য' সৃষ্ট হইল এবং নেপোলিয়নের অন্য ভ্রাতা জেরোম এই রাজ্যের অধিপতি হইলেন। পূর্ব্বদিকে প্রাশিয়ার হস্ত হইতে পোলিস অঞ্চল কাড়িয়া লইয়া তদ্দ্বারা 'গ্রাণ্ড ডাচি অব্ ওয়ার্স' রাজ্য সৃষ্ট হইল। স্যাক্সনির 'নির্ব্বাচক'কে এই রাজ্যের ভার প্রদান করা হইল। এইরূপে অর্দ্ধাঙ্গ হইতে বঞ্চিত হইয়া প্রাশিয়া বাল্টিক উপকূলের সামান্য একটি রাষ্ট্রে পরিণত হইয়া রহিল।

জার ও নেপোলিয়নের মধ্যে পৃথিবী বণ্টনের পরিকল্পনা

টিলসিটের সন্ধির সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা জার প্রথম আলেকজাণ্ডার ও নেপোলিয়নের মধ্যে ইউরোপের আধিপত্য বণ্টন করিবার জন্য গোপন চুক্তি। নেপোলিয়নের প্রস্তাবে জার সম্মত হইলেন। এই গোপন চুক্তি অনুসারে স্থির হইল নেপোলিয়ন পশ্চিম ইউরোপের আর রাশিয়া পূর্ব্ব ইউরোপের একচ্ছত্র অধিপতি হইবেন। রাশিয়া নেপোলিয়নের

প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ফ্রান্সকে সাহায্য করিতে সম্মত হইল। বিনিময়ে ফ্রান্সও সুইডেন ও তুরস্কের অঞ্চল বিশেষ অধিকারের ব্যাপারে রাশিয়াকে সমর্থন করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইল। এই ব্যবস্থায় ফ্রান্স ইউরোপের মধ্যস্থলে থাকিয়া লাটিন জাতির উপর প্রভুত্ব করিবে, আর রাশিয়া গ্রীক সাম্রাজ্যের প্রতিনিধিরূপে এশিয়ায় সম্প্রসারিত হইবে। তরুণ জার প্রথম আলেকজাণ্ডার নেপোলিয়নের এই মহান পরিকল্পনার দ্বারা আবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। জার ভাবিলেন, এই পরিকল্পনায় সম্মত হইয়া তিনি তাহার পূর্ব্বগামী পিটার এবং দ্বিতীয় ক্যাথারিণের নীতিই অনুসরণ করিতেছেন।

টিলসিটের সন্ধি হইতে ওয়াটার্লু, ১৮০৭-১৮১৫

ক্ষমতার সর্ব্বোচ্চ সীমায় উপনীত

টিলসিটের সন্ধিতে (১৮০৭) নেপোলিয়নের ক্ষমতা সর্ব্বোচ্চ সীমায় উপনীত হইল। ইউরোপে ইংলণ্ড ব্যতীত তাহার কোন অপরাজিত প্রতিপক্ষ বর্ত্তমান রহিল না এবং তিনি ইউরোপের মানচিত্রকে স্বেচ্ছানুরূপ পরিবর্ত্তন করিলেন। তিনি স্বয়ং ফ্রান্সের সম্রাট এবং ইটালীর রাজা হইলেন। রাইনের রাষ্ট্র যূথের পালক হিসাবে জার্ম্মাণীতে তাহার অবিসংবাদিত প্রভাব বিস্তৃত হইল। হেলভেটিক সাধারণতন্ত্র বা সুইটজারল্যাণ্ড ফ্রান্সের তাবেদার রাষ্ট্ররূপে পরিগণিত হইল। নেপোলিয়নের তিন ভ্রাতা লুই, জেরোম ও জোসেফ যথাক্রমে হল্যাণ্ড, ওয়েষ্ট ফেলিয়া রাজ্যে ও নেপলস্-এ নেপোলিয়নের আজ্ঞানুবর্ত্তী রূপে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্ত্রী জোসেফাইনের পূর্ব্বতন স্বামীর পুত্র ইউজেন বিউহারনেইস উত্তর ইটালীর রাজ্যপাল নিযুক্ত হইলেন এবং শ্যালক মুরাটকে বার্গের গ্রাণ্ড ডাচির অধিপতি পদে প্রতিষ্ঠিত করা হইল। এইরূপে সন্ধিসর্ত্ত অথবা অধীন রাষ্ট্রের সৃষ্টি করিয়া নেপোলিয়ন কণ্টিনেণ্টে অষ্ট্রীয়া, প্রাশিয়া ও রাশিয়া ব্যতীত সকল রাষ্ট্রকে ফ্রান্সের ক্ষমতার অধীনে আনয়ন করিয়া ফ্রান্সের ক্ষমতা দৃঢ়

করিলেন। অষ্ট্রীয়া ও প্রাশিয়া যুদ্ধে পরাজিত হইয়া নেপোলিয়নের সহিত সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ ছিল—রাশিয়া নেপোলিয়নের মিত্ররাষ্ট্র রূপে নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য পরিকল্পনার সহায়ক হইল।

নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি, ১৮০৭-১৮১১

রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়ার পশ্চিমদিকস্থ ইউরোপ

১৮০৭ খৃঃ নেপোলিয়ন ক্ষমতার উচ্চতম শিখরে উপনীত হইলেও তাহার সাম্রাজ্যের পরিসর ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ১৮১১ খৃঃ এ সর্ব্বোচ্চ সীমায় উপনীত হইয়াছিল। এই সময়ে তাহার সাম্রাজ্য ইউরোপের উত্তর-দক্ষিণে সমুদ্র সীমান্ত স্পর্শ করিল। উত্তর পূর্ব্বে হল্যাণ্ডের অধিপতি তাহার ভ্রাতা লুই নেপোলিয়নের আদেশানুরূপ কার্য্য না করায় সিংহাসন হইতে বিতাড়িত হইলেন। নেপোলিয়ন 'কণ্টিনেণ্টাল সিষ্টেম' হল্যাণ্ডে

হল্যাণ্ড

প্রবৃক্ত করিবার আদেশ প্রদান করিলে ডাচ ডাচ প্রজাদের স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া ইহা প্রতিপালন করিতে অস্বীকৃত হয়। ফলে লুইকে পদত্যাগ করিতে হয় ও হল্যাণ্ড ফ্রান্সের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। অতঃপর নেপোলিয়ন জার্ম্মাণীর উত্তর দিকে

উত্তর জার্ম্মাণী

বাল্টিক উপকূলের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ইংলণ্ডের বাণিজ্যতরী প্রবেশের পথ বন্ধ করার জন্য অধিকার করেন। দক্ষিণ দিকেও ইংলণ্ডের বাণিজ্যতরীর প্রবেশ নিষিদ্ধ করার জন্য জেনোয়া, টাস্কানী, পোপের রাষ্ট্র সমূহ এবং পিডমণ্ট ফ্রান্সের অন্তর্ভুক্ত করা হইল। ভূমধ্যসাগর দিয়া যাহাতে ইংলণ্ড কণ্টি

ইটালী

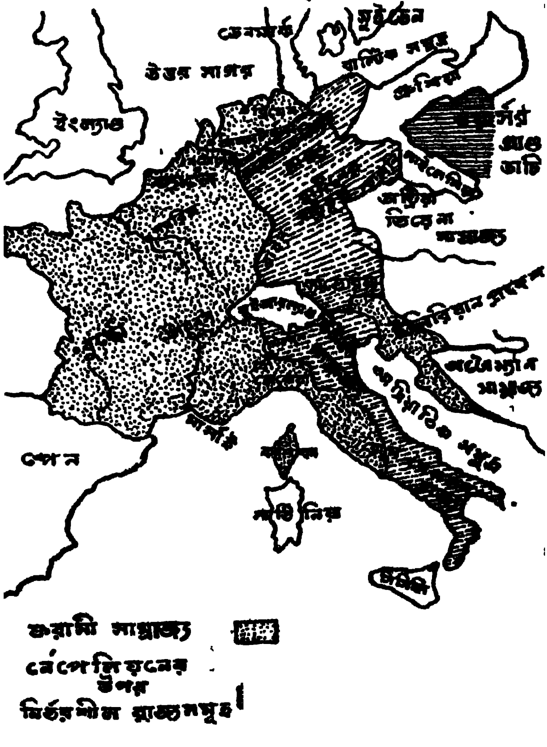
নেণ্টের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য না করিতে পারে তজ্জন্য এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হইল। লম্বার্ডি, ভিনিস ও পোপের অধিকারের পূর্ব্বাঞ্চল লইয়া গঠিত ইটালী রাজ্য

ইটালী রাজ্য

নেপোলিয়নের প্রতিনিধিরূপে সম্রাজ্ঞী জোসে-ফাইনের পুত্র ইউজেন শাসন করিতে লাগিল।

ইটালীর অবশিষ্ট রাজ্য নেপল্‌স প্রথমে ভ্রাতা জোসেফের শাসনাধীনে রাখা হইয়াছিল। পরিশেষে জোসেফকে স্পেনের সিংহাসন প্রদত্ত হওয়ায়

মধ্য ইউরোপ
১৮১০ খৃঃ



নেপোলিয়নের শ্যালক মুরাট নেপলস-এর অধিপতি হইলেন। আড্রিয়াটিকের সন্নিহিত অঞ্চল ইলিরিয়া ফ্রান্সের অন্তর্ভুক্ত করা হইল।

ইলিরিয়া

জার্ম্মাণী

জার্ম্মাণীতে 'রাইনের রাষ্ট্রযুথ' সৃষ্ট হওয়াতে নেপোলিয়ন অসীম আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন। রাষ্ট্রযুথ সর্ব্বপ্রকারে নেপোলিয়নের আজ্ঞাবহ হইল—অধিকন্তু রাষ্ট্রযুথের সৈন্যবাহিনী নেপোলিয়নের উদ্দেশ্যের জন্য ব্যবহৃত হইতে লাগিল। অষ্ট্রীয়া যথেষ্ট পরিমাণে খর্ব্বীকৃত হইল, প্রাশিয়া ফ্রান্সের আজ্ঞাধীন হইল এবং সুইট্জারল্যাণ্ড ফ্রান্সের উপ-রাজ্য হিসাবে পরিগণিত হইয়া রহিল।

স্পেন

ওয়ার্সের গ্রাণ্ড ডাচি-সৃষ্ট হওয়াতে নেপোলিয়নের পক্ষে প্রাশিয়া ও রাশিয়ার মতিগতির প্রতি লক্ষ্য রাখার সুবিধা হইল। স্পেন ইতিপূর্ব্বেই ফ্রান্সের অনুগত রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছিল—নেপোলিয়নের ভ্রাতা জেসেফকে স্পেনের সিংহাসনে উপবিষ্ট করাইবার ফলে স্পেনে ফ্রান্সের পূর্ব্ব আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল। পর্টুগালও ফ্রান্সের শাসনাধীনে আনীত হইল।

পর্টুগাল

সাম্রাজ্যের বৈশিষ্ট্য

এই বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য নেপোলিয়নের ব্যক্তিগত ইচ্ছানুসারে পরিচালিত হইতে লাগিল এবং প্রয়োজনানুসারে তিনি স্বয়ং সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের শাসনকর্ত্তা নিয়োগ ও পরিবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সাম্রাজ্যস্থিত রাজন্যবর্গ আজ্ঞাবহ ভৃত্যরূপে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির অনুপূরক আদেশ পালনের জন্য প্রস্তুত রহিল। প্যারিস ইউরোপের রাষ্ট্রনৈতিক রাজধানীতে পরিণত হইল। "বিশ্ব-সাম্রাজ্য স্থাপনের আদর্শ বহুবার কল্পিত হইয়াছে—কিন্তু এইবার ইহা প্রায় কার্য্যে পরিণত হইল। ফরাসী, জার্ম্মাণ, (রেড) ইণ্ডিয়ান্, ক্রোট ও পোল একই সৈন্যদলভুক্ত হইয়া অভিযানে অগ্রসর হইল এক আইনের অধীনে বাস করিতে লাগিল এবং সমগ্র কন্টিনেণ্ট এক ব্যক্তির ইচ্ছাধীন হইয়া শাসিত হইতে লাগিল।" (গুইডেল্লা)

নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের সার্থকতা—ফরাসী বিপ্লবের শেষ পর্ব্ব

নেপোলিয়ন প্রতিষ্ঠিত ইউরোপীয় সাম্রাজ্যের পরমায়ু দীর্ঘস্থায়ী না হইলেও ইউরোপের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের উপর ইহার প্রভাব সুদূর প্রসারী হইয়াছিল। যে সকল অঞ্চলে ফ্রান্সের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল সেই সকল স্থানেই নেপোলিয়ন কর্তৃক ফ্রান্সে প্রবর্ত্তিত সকল সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তন গৃহীত হইয়াছিল। ফলে সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র সামন্ত প্রথা, সার্ফ প্রথা তুলিয়া দেওয়া হইল, আইনের দৃষ্টিতে সকলে সমান এই নীতি গৃহীত হইল এবং সিভিল কোডের মৌলিক নীতি অনুসৃত হওয়ায় সামাজিক সাম্য আংশিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল। এইভাবে নেপোলিয়ন ইউরোপকে ফরাসী বিপ্লবের আদর্শের অধীনে আনয়ন করিয়া সামন্তযুগের অবিচার ও বৈষম্যের অভিশাপ হইতে মুক্ত করেন। বাহুবলের সাহায্য ব্যতীত ইউরোপের অদৃষ্টে এই দ্রুত পরিবর্ত্তন হওয়া অসম্ভব ছিল।

(ক) সাম্রাজ্যাধীন অঞ্চলে সামন্ত যুগের অবসান

এতদ্ব্যতীত নেপোলিয়নের হস্তক্ষেপের ফলেই ইটালী ও জার্ম্মাণীর আভ্যন্তরীণ জটিলতা অন্তর্হিত হইয়া ভবিষ্যৎ ঐক্যের পথ প্রশস্ত হইয়াছিল। ফরাসী শাসনাধীনে আসার জন্ম এই উভয় রাষ্ট্রেরই শাসন ব্যবস্থা সুদৃঢ় হইয়া সম্ভাব্য রাষ্ট্রীয় অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করিতে সক্ষম হইয়াছিল। কেবলমাত্র সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্র সমূহ যে ফরাসী আদর্শ গ্রহণ করিয়া উন্নত হইয়াছিল তাহা নহে, সাম্রাজ্য বহির্ভূত বহু রাষ্ট্রেও এই ফরাসী প্রভাব পতিত হইয়া সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় উন্নতিকে আসন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য ধ্বংস হইলেও নেপোলিয়নকৃত পরিবর্ত্তন অন্তর্হিত হয় নাই—যদিও সাম্রাজ্য ধ্বংসের পরে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির প্রাধান্য ইউরোপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের ভগ্ন স্তূপের

(খ) ইটালীও জার্ম্মাণীর ভবিষ্যৎ ঐক্যের পথ প্রশস্ত

মধ্য হইতেই নব নব রাষ্ট্র উত্তরকালে গড়িয়া উঠিল। সাম্রাজ্য দৃঢ়বদ্ধ করার জন্য নেপোলিয়ন যদি পুরাতন যুগের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কাঠামো ভাঙ্গিয়া দিয়া পরিবর্তন সাধন না করিতেন তাহা হইলে ইউরোপের উনবিংশতি শতাব্দীর জাগরণ এত ত্বরান্বিত হইত না। অবশ্য নেপোলিয়ন কোন মহান উদ্দেশ্য দ্বারা প্রণোদিত হইয়া এই পরিবর্তন সংসাধিত করেন নাই—নিছক ব্যক্তিগত উচ্চাশা পরিপূর্ত্তির জন্যই এই সকল করিয়াছেন। তথাপি ইউরোপের এই বিপ্লবী পরিবর্তনের কৃতিত্ব হইতে তাহাকে বঞ্চিত করা চলে না। এই দিক দিয়া বিবেচনা করিলে নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যকে ফরাসী বিপ্লবের ইউরোপীয় সংস্করণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে এবং ঐতিহাসিক গুইদাল্লা—(Guedella)-র উক্তি—"The Napoleonic Empire was not an interruption, but an extension of the Revolution."—নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য ফরাসী বিপ্লব হইতে বিচ্ছিন্ন নহে—বরঞ্চ ইহা বিপ্লবের পরিবর্দ্ধিত অঙ্গমাত্র এবং ইহা বিপ্লবের শেষতম পর্ব—ইহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। নেপোলিয়ন সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যে সকল বিপ্লবী কর্মকৃতির দ্বারা ইউরোপের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনকে প্রভাবিত করিয়াছিলেন তাহার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে নেপোলিয়নকে বিপ্লবের উত্তরপুরুষ ("Heir of the Revolution") বলিয়া নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যায়।

(গ) সমগ্র ইউরোপ বিপ্লবী ভাবাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত

নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের দুর্ব্বলতা

নেপোলিয়ন প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের বহিরঙ্গের যতই ঔজ্জ্বল্য থাকুক না কেন ইহার মৌলিক দুর্ব্বলতার জন্য অচিরেই ইহা ধ্বংসের সূচনা করিল। মাত্র নেপোলিয়নের কার্য্যকারিতা ও সৌভাগ্যের

(১) মাত্র ব্যক্তির একজন লোকের উপর নির্ভরশীল

সহিত ইহার অস্তিত্ব নির্ভরশীল বলিয়া নেপোলিয়নের ভাগ্যবিপর্যায়ের সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যেরও ভাঙ্গন আরম্ভ হইল।

(২) কন্টিনেন্টাল সিষ্টেম ক্লেশের কারণ

দ্বিতীয়তঃ—ইংলণ্ডকে নতজানু করিবার উদ্দেশ্যে নেপোলিয়ন 'কন্টিনেণ্টাল সিষ্টেম' প্রবর্ত্তন করিয়া সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দেশ সমূহকে ইহা কার্য্যকরী করার জন্য চাপ দিতেছিলেন। এই সিষ্টেমের ফলে সাম্রাজ্যের বাণিজ্য-প্রধান দেশ সমূহের অত্যন্ত অসুবিধা হইতেছিল এবং এই সকল রাষ্ট্র সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিতে লাগিল।

(৩) ফ্রান্স যুবকশূন্য ও সাম্রাজ্য করভারে প্রপীড়িত

তৃতীয়তঃ—সামাজ্য রক্ষার ব্যপদেশে নেপোলিয়নকে অসংখ্য যুদ্ধের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। এই সব যুদ্ধের জন্য সৈন্য সংগ্রহের ফলে ফ্রান্স প্রায় প্রাপ্তবয়স্ক প্রজাশূন্য হইয়া পড়িতেছিল এবং অনুপযুক্ত ও অপ্রাপ্তবয়স্ক তরুণ যুবক দিয়া যুদ্ধ চালাইতে হইতেছিল। অধিকন্তু নেপোলিয়নের অজস্র যুদ্ধবিগ্রহের ব্যয়ভার নির্ব্বাহের জন্য সাম্রাজ্যের রাষ্ট্র সমূহকে অত্যধিক কর প্রদান করিতে হইতেছিল। ইহার ফলে সর্ব্বত্র অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছিল।

(৪) পোপের মর্য্যাদাহানিতে ক্যাথলিক জগৎ অসন্তুষ্ট

চতুর্থতঃ— পোপ সপ্তম পায়াস-এর উপর নেপোলিয়নের রূঢ় ও মর্য্যাদাহানিকর ব্যবহারে ইউরোপের সমস্ত ক্যাথলিক জগৎ বিক্ষুব্ধ হইয়া নেপোলিয়নের শাসনের উপর বিরূপ হইল।

পঞ্চমতঃ—নেপোলিয়ন যে সমস্ত রাষ্ট্রে সাম্রাজ্যের অধীনে আনয়ন

করিয়াছিলেন তথাকার পদচ্যুত নরপতিবর্গ বা অতিরিক্ত সুবিধাবঞ্চিত অভিজাত সম্প্রদায় নেপোলিয়নের বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করিতেছিল এবং পূর্ব্ব ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য নেপোলিয়নের ভাগ্য বিপর্য্যয়ের প্রতীক্ষায় ছিল।

পদচ্যুত নৃপতি ও অভিজাত শ্রেণী সুসময়ের প্রতিক্ষা করিতেছিল

ষষ্ঠতঃ—নেপোলিয়নকে যাহারা ক্ষমতা লাভে সমর্থন ও অভিনন্দিত করিয়াছিল সেই অনুরক্ত জনসাধারণ নেপোলিয়নের উত্তর কালের রাজসিক চালচলন ও জাঁকজমকপূর্ণ রাজসভার প্রবর্ত্তনে তাহার উপর বিরক্ত হইল। বিশেষতঃ নেপোলিয়ন যখন জোসেফাইনকে পরিত্যাগ করিয়া ফ্রান্সের চিরশত্রু অষ্ট্রীয়ার রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন তখন হইতে নেপোলিয়নের উপর তাহাদের শ্রদ্ধা বহুলাংশে হ্রাসপ্রাপ্ত হইল।

(৬) সম্রাটের রাজসিক আড়ম্বরে সাধারণ সম্প্রদায় বীতশ্রদ্ধ

কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেম ও ফলাফল

Continental System and its effects

ইংলণ্ড ব্যতীত সমস্ত ইউরোপ নেপোলিয়নের অঙ্গুলীহেলনের অধীনে আসিল। স্থলযুদ্ধে নেপোলিয়ন অপরাজেয় ছিলেন, কিন্তু তাহার নৌ শক্তি ইংলণ্ডের সমকক্ষ না হওয়ায় নেপোলিয়ন দ্বৈপায়ন ইংলণ্ডকে কোন প্রকারে আয়ত্তে আনিতে সক্ষম হইলেন না। ট্রাফালগারের নৌ-যুদ্ধে (১৮০৫) ইংলণ্ডের নৌ-শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হওয়ায় নেপোলিয়ন প্রত্যক্ষ ভাবে ইংলণ্ডের উপর আঘাত হানিবার ব্যর্থ চেষ্টা না করিয়া পরোক্ষ আঘাতে ইংলণ্ডকে দুর্ব্বল করিবার উপায় গ্রহণ করিলেন। ইংলণ্ডের সমৃদ্ধি সম্পদ প্রধানতঃ ব্যবসাবাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল। নেপোলিয়ন স্থির করিলেন, যদি ইউরোপের সমস্ত বন্দর ইংলণ্ডের বাণিজ্যতরীর পক্ষে নিষিদ্ধ করিয়া

দেওয়া যায় তাহা হইলে ইংলণ্ডের ব্যবসার মারাত্মক ক্ষতি হইবে এবং ইংলণ্ড নেপোলিয়নের সর্তে সম্মত হইতে বাধ্য হইবে। এই ধারণায় বশবর্তী হইয়া নেপোলিয়ন ১৮০৬ খৃঃ-এ বার্লিন হইতে কয়েকটি নির্দেশ জারি করিয়া ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের অবরোধ অবস্থা ঘোষণা করিলেন এবং ইংলণ্ডের সহিত সর্ব প্রকার বাণিজ্য সম্বন্ধ নিষিদ্ধ করিয়া দিলেন। কোথায়ও প্রাপ্ত সমস্ত ব্রিটিশ মাল বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

নেপোলিয়নের বার্লিন নির্দেশ-নামা, ১৮০৬

নেপোলিয়নের এই নির্দেশের প্রত্যুত্তরে ইংলণ্ডও 'অর্ডারস্ অফ্ কাউন্সিল' ঘোষণা করিয়া প্রতিশোধাত্মক পন্থা অবলম্বন করিল। অর্ডারস্ অফ্ কাউন্সিল অনুসারে ফ্রান্স বা ফ্রান্সের অনুগত কোন রাষ্ট্রের সহিত বাণিজ্য নিষিদ্ধ হইল। ইহার উত্তরে নেপোলিয়ন ১৮০৭ খৃঃ মিলান নির্দেশ জারি করিলেন।

ইংলণ্ডের অর্ডার্স অফ্ কাউন্সিল

মিলান নির্দেশনামা, ১৮০৭

মিলান নির্দেশে ঘোষিত হইল যে—যে কোন রাষ্ট্রের বাণিজ্যপোত ব্রিটিশ দ্বীপের অন্তর্ভুক্ত বন্দরে পদার্পণ করিবে তাহাকেই ধৃত এবং বাজেয়াপ্ত করা হইবে। নেপোলিয়নের বার্লিন ও মিলান নির্দেশনামা একসঙ্গে কন্টিনেণ্টাল সিষ্টেম নামে অভিহিত হয়। টিলসিটের সন্ধিতে নেপোলিয়ন রাশিয়াকে এই সিষ্টেম মানিয়া চলিতে সম্মত করাইয়াছিলেন।

কন্টিনেণ্টাল সিষ্টেম দ্বারা ইংলণ্ডের বাণিজ্য বন্ধ করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইল। সমুদ্রপথে ইংলণ্ডের যথেষ্ট প্রতিপত্তি থাকায় ইংলণ্ডের মালপত্র নেপোলিয়নের 'নির্দেশনামা' সত্ত্বেও অবাধে সর্বত্র রপ্তানী হইতে লাগিল। অপর পক্ষে ইউরোপের জন্য দ্রব্যাদি বিভিন্ন উপনিবেশ হইতে আনা অসম্ভব হইল। কেননা, ইংলণ্ডের নৌ-বহর সর্বত্র সমুদ্রপথে পাহারা দিয়া ফিরিতেছিল।

কন্টিনেণ্টাল সিষ্টেমের ফল

ফলে কণ্টিনেণ্টের সর্ব্বত্র পর্য্যাপ্ত দ্রব্যাদির অভাবে ক্লেশ উপস্থিত হইল এবং সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য অগ্নিমূল্যে বিক্রিত হইতে লাগিল। নেপোলিয়নের শাসনাধীন সমস্ত রাষ্ট্রের জনসাধারণ ভয়ানক অসুবিধার সম্মুখীন হইয়া নেপোলিয়নের শাসনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইল। যে অস্ত্র দ্বারা নেপোলিয়ন ইংলণ্ডকে চূড়ান্ত আঘাত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন তাহাই প্রত্যাবৃত্ত হইয়া নেপোলিয়নকে আঘাত করিল। কন্টিনেণ্টাল সিষ্টেম নেপোলিয়নের জীবনের অন্যতম ত্রুটি। ইহা দ্বারা তিনি ইংলণ্ডকে অবনতি স্বীকার করাইবার প্রত্যাশা করিয়াছিলেন। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে ইহার ফল বিপরীত হইল। ইংলণ্ড জব্দ তো হইলই না, বরঞ্চ ইহাকে কার্য্যকরী করার জন্য নেপোলিয়নকে তাহার প্রভাবাধীন রাষ্ট্রসমূহের উপর তাহাদের আপত্তি সত্ত্বেও রীতিমত অন্যায় ও রূঢ় আচরণ করিতে হইল। ইহার ফলে ধন ও জনক্ষয়করী বহু যুদ্ধে নেপোলিয়নে লিপ্ত হইতে লাগিল। একদিকে যেমন সাম্রাজ্যের শক্তির অপচয় হইতে লাগিল, অন্যদিকে সাম্রাজ্য শক্তির বিরোধী মনোভাব পুঞ্জীভূত হইতে লাগিল। কণ্টিনেণ্টাল সিষ্টেম নেপোলিয়নের পতনের অন্যতম কারণ।

নেপোলিয়নের পক্ষে আত্মঘাতী হইল

পতনের অন্যতম কারণ

ইংলণ্ড কর্ত্তৃক ডেনমার্কের নৌ-বহর অধিকার

টিলসিটে নেপোলিয়ন ও জারের মধ্যে এক গোপন চুক্তি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল যে ফ্রান্স ও রাশিয়া উভয়ে সম্মিলিতভাবে ইংলণ্ডের বাণিজ্যতরী যাহাতে বাল্টিকে বিচরণ না করিতে পারে তজ্জন্য বাল্টিক রুদ্ধ করিয়া দিবে। ইংলণ্ডের পর-রাষ্ট্র সচিব ক্যানিং কোনপ্রকারে এই গোপন অভিসন্ধির খবর পূর্ব্বাহ্নে অবগত হইলেন এবং পাছে ফ্রান্স এই বাল্টিক অবরোধ কার্য্যের জন্য ডেনমার্কের নৌ-বাহিনী ব্যবহার করে তাহার পথ

বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে এক ব্রিটিশ নৌ-বহর প্রেরণ করেন। এই নৌ-বহর ডেনমার্কের নিকট ডেনিশ নৌ-বহর ইংলণ্ডের হস্তে সমর্পণ করার জন্য দাবী জানাইল। ডেনমার্ক এই প্রস্তাবে অসম্মতি জানাইলে ব্রিটিশ নৌ বহর কোপেনহেগেন কামানের দ্বারা বিধ্বস্ত করিল এবং বলপূর্ব্বক ডেনিস নৌ-বহর অধিকার করিয়া ইংলণ্ডে আনয়ন করিল। স্বাধীন রাষ্ট্র ডেনমার্কের প্রতি এই আচরণে ইউরোপে ইংলণ্ডের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাবের সঞ্চার হইল। কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য এই কার্য্য অন্যায় হইলেও সঙ্গত হইয়াছিল সন্দেহ নাই।

ফ্রান্সের হস্তে পড়িবার আশঙ্কায় ইংলণ্ড ডেনিশ নৌ-বহর অধিকার করিল

নেপোলিয়ন ও স্পেন : পেনিনসুলার যুদ্ধ

ডেনিস নৌ-বহর অধিকার করিয়া বাল্টিক অবরোধ পরিকল্পনা ব্যর্থ হইলে নেপোলিয়ন কণ্টিনেণ্টাল সিষ্টেম কার্য্যকরী করার জন্য আইবেরিয়ান উপদ্বীপের প্রতি মনোযোগ দিলেন। প্রথমে নেপোলিয়ন পর্টুগালকে ইংলণ্ডের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য অনুরোধ করিলেন। পর্টুগাল ইংলণ্ডের মিত্র শক্তি হিসাবে নেপোলিয়নের অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হইল না। অতঃপর নেপোলিয়ন পর্টুগাল ও তাহার উপনিবেশ সমূহ বণ্টন করিবার জন্য স্পেনের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিলেন (ফনটেইন ব্লু-এর সন্ধি)। এই বন্দোবস্ত অনুযায়ী স্পেনের সৈন্যবাহিনীর সহযোগিতায় জুনোট-এর নেতৃত্বে নেপোলিয়ন একদল ফরাসী সৈন্য পর্টুগাল অধিকার করার জন্য প্রেরণ করিলেন। অভিজাত সম্প্রদায় সহ পর্টুগালের রাজপরিবার ভীত হইয়া ব্রাজিলে পলায়ন করিল। পর্টুগাল ফরাসী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অন্যতম প্রদেশে পরিণত হইল।

পর্টুগাল অধিকার

পর্টুগাল অধিকৃত হইবার পর নেপোলিয়ন স্পেন হস্তগত করিবার জন্য উদ্যোগী হইলেন। স্পেন প্রত্যক্ষভাবে নেপোলিয়নের কোন শত্রুতা না

করিলেও স্পেনের সাম্প্রতিক মতিগতি নেপোলিয়নের মনঃপূত হয় নাই। জেনা-র যুদ্ধের প্রাক্কালে স্পেন সৈন্যসমাবেশের আদেশ দিয়াছিল। ইহাতে নেপোলিয়নের আশঙ্কা হইল, হয়তো বুরবোঁ শক্তি পুনরায় আত্মপ্রাধান্যের জন্য নেপোলিয়নের বিরুদ্ধতা করিতে পারে। অতএব স্পেনে অধিকার বিস্তার করা নেপোলিয়নের পক্ষে আত্মরক্ষার জন্য অবশ্য কর্ত্তব্য। নেপোলিয়ন এই উদ্দেশ্যে পর্টুগালে তাহার অধিকার সুদৃঢ় করার অজুহাতে স্পেনের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য স্থানে ফরাসীসৈন্য স্থাপন করিয়া রাখিলেন। ইতিমধ্যে স্পেনরাজ ষষ্ঠ চার্লস ও পুত্র ফার্ডিনাণ্ডের মধ্যে পারিবারিক বিবাদ আরম্ভ হইল। নেপোলিয়ন মধ্যস্থতার ভান করিয়া উভয়কে তাহার নিকট অভিযোগ দাখিল করিতে বাধ্য করিলেন। অতঃপর তিনি দুর্ব্বলচিত্ত স্পেনরাজকে দিয়া স্পেনের সিংহাসন পরিত্যাগপত্র লিখাইয়া ভ্রাতা জোসেফ-কে স্পেনের সিংহাসনে উপবিষ্ট করাইলেন।

স্পেনের সিংহাসনে ভ্রাতা জোসেফ-কে বসাইলেন

স্পেনের বৈধ নরপতিকে এইভাবে সিংহাসন হইতে বিতাড়িত করিয়া নিজের ভ্রাতাকে উপবিষ্ট করানো নেপোলিয়নের পক্ষে মারাত্মক ত্রুটি হইয়াছিল। এই অন্যায় কার্য্য করিবার পূর্ব্বে নেপোলিয়ন স্পেনের জনসাধারণের কথা একবারও চিন্তা করেন নাই। তাহাদের স্বাধীনতা এইভাবে ভূলুণ্ঠিত করায় স্পেনের জনসাধারণের মধ্যে অপূর্ব্ব জাতীয়ভাবের উদ্দীপনা জাগিল এবং এই জাতীয় জাগরণের ক্রমবর্দ্ধমান শক্তি নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যকে ক্রমাগত বাধা প্রদান করিয়া সমূহ ধ্বংসের সম্মুখীন করিল। ইতিপূর্ব্বে নেপোলিয়ন বিভিন্ন রাষ্ট্র ও তাহাদের নরপতির বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন; অতঃপর তাহাকে সশস্ত্র জাতীয়তার বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইল। এই জাতীয় প্রতিরোধই নেপোলিয়নের পতনের অন্যতম কারণ হইল।

স্পেন অধিকারের ফল

স্পেনের স্বদেশপ্রেমিকগণ নেপোলিয়নের এই অন্যায় কার্য্যের প্রতিরোধ করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল। স্পেনের প্রত্যেক প্রদেশে 'জুণ্টা' বা জাতীয় প্রতিরোধ কমিটি সৃষ্ট হইল এবং এই সকল জুণ্টা-র নেতৃত্বে প্রতিরোধ কার্য্য পরিচালিত হইতে লাগিল। অধিকন্তু ইহারা স্পেনকে সাহায্য করার জন্য ইংলণ্ডকে আমন্ত্রণ করিল। ১৮০৮ খৃঃ-এ এক অভূতপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিল। স্পেনিস গণবাহিনীর সহিত যুদ্ধে এক দল ফরাসী সৈন্য পরাজিত হইয়া আত্মসমর্পণ করিল। এই ঘটনায় একদিকে যেমন স্পেনের স্বদেশপ্রেমিকগণ উৎসাহিত হইল, অন্যদিকে ফরাসী সৈন্যের অজেয়তা সম্বন্ধে ধারণা পরিবর্ত্তিত হইল। অধিকন্তু নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের অন্যত্র অবলুপ্ত জাতীয়তা পুনঃসঞ্জীবিত হইল। গণ-প্রতিরোধের সম্মুখে অবস্থান করিতে অক্ষম হইয়া জোসেফ সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। ইতিমধ্যে স্যার আর্থার ওয়েলেসলীর (উত্তরকালে বিখ্যাত ডিউক অফ ওয়েলিংটন) নেতৃত্বে এক দল ব্রিটিশ বাহিনী পর্টুগালে অবতরণ করিলে স্পেনের জাতীয়দল আরও উৎসাহিত হইল।

স্পেনে গণ প্রতিরোধ

ইংলণ্ডের সাহায্য প্রেরণ

একদিকে ইংলণ্ডের সাহায্যপুষ্ট স্পেনের আহত জাতীয়তা, অন্যদিকে সাম্রাজ্য রক্ষার নিমিত্ত নেপোলিয়নের সৈন্যবাহিনী—এই উভয়ের মধ্যে পেনিনসুলার যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

পেনিনসুলার যুদ্ধের উল্লেখযোগ্য ঘটনা

ওয়েলেসলী ইংরাজবাহিনী সহ পর্টুগালে অবতরণ করিয়া লিসবনের দিকে অগ্রসর হইলেন। পর্টুগালে অবস্থিত ফরাসীসৈন্য ইংরাজের হস্তে পরাজিত হইল এবং অধিকৃত সৈন্যদলের নেতা জুনোট Convention of Cintra-র সর্ত্ত অনুযায়ী পর্টুগাল পরিত্যাগ করিল। পর্টুগাল ইংরাজের

অধিকারে আসিল এবং নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে ইংরাজের অন্যতম ঘাঁটি রূপে ব্যবহৃত হইতে লাগিল।

নেপোলিয়ন স্পেনের দুঃসংবাদ পাইয়া অত্যন্ত বিচলিত হইলেন এবং স্বয়ং স্পেনে উপস্থিত হইবার সঙ্কল্প করিলেন। স্পেনে গমন করিবার পূর্ব্বে নেপোলিয়ন এরফার্টে জারের সঙ্গে এক সম্মেলনের বন্দোবস্ত করিলেন (Congress of Erfurt, Sept. October, 1808)। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য দুইটি ছিল, প্রথমতঃ জারের সঙ্গে টিলসিটের বন্ধুত্ব পুনর্ব্বার ঝালাই করিয়া লওয়াব প্রয়োজন। কেননা, কন্টিনেণ্টাল সিষ্টেমের ফলে জার বিশেষ অসুবিধাগ্রস্ত হইয়াছেন ইহা নেপোলিয়ন অনুমান করিলেন। দ্বিতীয়তঃ মধ্য ইউরোপে নেপোলিয়নের অনুপস্থিতিতে অষ্ট্রীয়া পুনর্ব্বার কোন গোলমালের সৃষ্টি না করিতে পারে তাহার প্রতিবিধান করা। এরফার্টের সম্মেলনে নেপোলিয়ন জারকে ফিনল্যাণ্ড পূর্ণগ্রাস করিবার অনুমতি দিলেন—বিনিময়ে জার অষ্ট্রীয়াকে নেপোলিয়নের বিরোধী কার্য্যকলাপ হইতে দূরে রাখিবার চেষ্টা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন।

এরফার্ট কংগ্রেসে রাশিয়ার সহিত সৌহার্দ্দ্য দৃঢ়তর হইল

অতঃপর নেপোলিয়ন স্বয়ং স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে উপস্থিত হইয়া স্পেনিশ সৈন্যদলকে পরাজিত করিলেন এবং পুনরায় স্পেনের সিংহাসনে ভ্রাতা জোসেফকে বসাইলেন। স্যার জন মুরের নেতৃত্বে একদল ব্রিটিশ সৈন্য উত্তর স্পেনে অবস্থান করাতে নেপোলিয়নের পক্ষে স্পেনে পূর্ণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার অসুবিধা হইতেছিল। নেপোলিয়ন ব্রিটিশ সৈন্য বিতাড়িত করার জন্য উত্তরে অভিযান করিলেন। স্যার জন মুর ইহাই কামনা করিতেছিলেন। কেননা, নেপোলিয়ন উত্তর স্পেনে ব্যস্ত থাকিলে দক্ষিণ স্পেনে জাতীয় প্রতিরোধ ক্ষমতা

স্যার জন মুর

দৃঢ়তর হইতে পারিবে। নেপোলিয়নের আক্রমণের তীব্রতায় মুর সসৈন্যে করুন্না-য় পশ্চাদপসরণ করিলেন। ইতিমধ্যে অষ্ট্রীয়া পুনরায় গোলযোগ সৃষ্টি করাতে নেপোলিয়ন মার্শাল সৌলট-এর উপর স্পেনের যুদ্ধের ভার অর্পণ করিয়া ফ্রান্সে প্রত্যাগমন করিলেন। মুরের সৈন্যবাহিনী করুন্না হইতে নির্ব্বিঘ্নে অন্যত্র অপসৃত হইতে সক্ষম হইল, কিন্তু মুর স্বয়ং এই স্থানে ফরাসী বাহিনীর সহিত সংঘর্ষে নিহত হইলেন। যাহা হৌক, ইতিমধ্যে স্পেন নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয়ের যথেষ্ট অবকাশ প্রাপ্ত হইল।

করুন্নায় স্যার জন মুর নিহত

অতঃপর পেনিনসুলার যুদ্ধ বহু জয় পরাজয়ের মধ্য দিয়া তীব্রভাবে অগ্রসর হইল। ওয়েলেসলী এই যুদ্ধের সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করিয়া পর্টুগাল হইতে সৌলটকে বিতাড়িত করিলেন এবং স্পেনে প্রবেশ করিয়া স্পেনিস বাহিনীর সহিত সংযোগ স্থাপন করিলেন। তৎপর ফরাসী সৈন্যকে তালাভেরা-র যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া মাদ্রিদে উপস্থিত হইবার উদ্যোগ করিলেন। এই যুদ্ধে জয়লাভের পুরস্কার হিসাবে 'তিনি ডিউক অব ওয়েলিংটন' উপাধিতে ভূষিত হইলেন। ইতিমধ্যে নেপোলিয়ন ওয়াগ্রাম-এর যুদ্ধে অষ্ট্রীয়াকে পরাস্ত করিয়া স্পেনের দিকে মনোযোগ দিবার অবকাশ প্রাপ্ত হইলেন। নেপোলিয়নের আক্রমণের তীব্রতায় ওয়েলিংটন পুনরায় পর্টুগালে পশ্চাদপসরণ করিয়া ফরাসী আক্রমণের হস্ত হইতে আত্মরক্ষার জন্য টেগাস নদী হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত টরেস ভেদ্রাস্ (Torres vedras) নামে 'রক্ষা প্রাকার' রচনা করিলেন। ফরাসী সৈন্য ওয়েলিংটনকে ক্রমাগত আক্রমণ করিয়া কোনঠাসা করিয়া ফেলিল, কিন্তু দুর্ভেদ্য রক্ষা প্রাকার অতিক্রম করিতে না পারিয়া স্পেনে প্রত্যাবর্তন

আর্থার ওয়েলেসলী স্পেন যুদ্ধে ভারপ্রাপ্ত সেনাপতি

তালাভেরায় ফ্রান্স পরাজিত

ওয়েলিংটনের রক্ষা প্রাচীর—Torres vedras

করিল। পর্টুগাল রক্ষা প্রাপ্ত হইল। ওয়েলিংটন ফরাসী সৈন্তকে প্রতি-আক্রমণ করিয়া স্থানচ্যুত করিতে অক্ষম হইলেও পর্টুগালে অবস্থান করিয়া নেপোলিয়নের ভীতির কারণ হইয়া রহিলেন।

১৮১২ খৃঃ এ নেপোলিয়ন রাশিয়া-অভিযানে বিব্রত থাকায় ওয়েলিংটন তীব্রভাবে অভিযান চালাইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন। স্যালামাঙ্কা-র যুদ্ধে ফরাসী সৈন্যকে পরাস্ত করিয়া ওয়েলিংটন একবার মাদ্রিদে প্রবেশ করিতে সক্ষম হইলেন, কিন্তু অনতিবিলম্বে বাধা প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় পর্টুগালে পশ্চাদপসরণ করিলেন। ১৮১৩ খৃঃ এ ফরাসী সেনাপতি সৌল্ট জার্ম্মাণীতে স্থানান্তরিত হওয়ায় ওয়েলিংটন পুনরায় আক্রমণ আরম্ভ করিলেন। তিনি স্পেন হইতে জোসেফকে বিতাড়িত করিয়া সসৈন্যে পীরানিজ পর্ব্বতমালার মধ্য দিয়া ফরাসী ভূমিতে উপস্থিত হইলেন। অন্তর্ব্বর্ত্তী অঞ্চলে অবস্থিত ফরাসী সৈন্যদল ওয়েলিংটনের তীব্র আক্রমণে পরাজিত হইল। ফ্রান্সের টুলোজ পর্য্যন্ত ওয়েলিংটনের অধিকারে আসিল। ইতিমধ্যে নেপোলিয়ন সিংহাসন পরিত্যাগ করায় যুদ্ধের পরিসমাপ্তি হইল।

সালামাঙ্কায় ফ্রান্স পরাজিত

পেনিনসুলার যুদ্ধের ফলাফল

পেনিনসুলার যুদ্ধের ফলাফল নেপোলিয়ন ও তাহার সাম্রাজ্যের পক্ষে মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিল। প্রথমতঃ এই যুদ্ধে নেপোলিয়ন সর্ব্ব প্রথম জাতীয়তা-শক্তিপুষ্ট প্রতিরোধের সম্মুখীন হইলেন। স্পেনের ব্যাপারে নেপোলিয়ন স্বাধীনতার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া জনসাধারণের সম্মতি ব্যতিরেকে তাহাদের বৈধ নরপতিকে সিংহাসন পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়া স্বীয় ভ্রাতাকে স্পেনের স্কন্ধে নিক্ষেপ করিলেন। ইহাতে স্পেন জাতীয় অবমাননা বোধ করিল এবং স্পেনের গণশক্তি জাতীয়তায়

জাতীয় প্রতিরোধ নেপোলিয়নের পতনের অন্যতম কারণ

উদ্বুদ্ধ হইয়া স্বাধীনতা রক্ষার জন্য নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে দুর্দমনীয় প্রতিরোধ শক্তির সৃষ্টি করিল। ফরাসী বিপ্লব হইতে গৃহীত স্পেনের এই জাতীয়তা-সংগ্রামের সম্মুখে নেপোলিয়নের অজেয় বাহিনী ও সমস্ত রণ-চাতুর্য্য ব্যর্থ হইল। অধিকন্তু ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহে স্পেনের এই জাতীয়তা প্রতিরোধ সংক্রামিত হইল এবং নব জাগ্রত জাতীয়তার নিকট নেপোলিয়নকে মস্তক অবনত করিয়া পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। দ্বিতীয়তঃ পেনিনসুলার যুদ্ধে অপর্য্যাপ্ত অর্থ ও লোকক্ষয় হওয়াতে নেপোলিয়ন অন্যত্র অত্যাবশ্যক ব্যাপারে শক্তি নিয়োগ করিতে সক্ষম হইলেন না। এইভাবে শক্তির অপচয় হওয়াতে নেপোলিয়নের পতন অনিবার্য্যরূপে আসন্ন হইল।

পেনিনসুলার যুদ্ধে ফ্রান্সের পরাজয়ের কারণ

(১) নেপোলিয়ন বহুবিধ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় স্বয়ং স্পেনের যুদ্ধে লক্ষ্য রাখিতে সক্ষম হন নাই—সেনাপতিদের উপর কার্য্যভার অর্পণ করিয়াছিলেন। তাহার ফলে সুকল্পিতভাবে যুদ্ধের কাজ চলে নাই—অধিকন্তু সেনাপতিদের মধ্যে পারস্পরিক ঈর্ষ্যাবিবাদ যুদ্ধের অগ্রগতিতে যথেষ্ট ব্যাঘাত সৃষ্টি করিয়াছে।

(২) নেপোলিয়ন স্পেনের জাতীয় প্রতিরোধ শক্তির উপর যথোপযুক্ত গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। ১৮০৯ খৃঃ-এ তিনি স্বয়ং স্পেনিস বিদ্রোহ সম্পূর্ণ দমন না করিয়া ফ্রান্সে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ১৮১১ খৃঃ এ যখন ফরাসী সেনাপতি মাসেনা ওয়েলিংটনের বিরুদ্ধে টরেস ভেড্রাস বা রক্ষা প্রাচীর ভেদ করিবার উদ্যোগ করেন তখন তিনি মাসেনা-কে প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদানে কার্পণ্য করিয়াছেন। ১৮১৩ খৃঃ-এ তিনি সামরিক শক্তির সাহায্যে স্পেনকে আয়ত্তে রাখিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিলেন। অথচ স্পেনে নিযুক্ত সৈন্যদল মধ্য ইউরোপে স্থানান্তরিত করিলে তাহার সাম্রাজ্য রক্ষা পাইত।

(৩) স্পেনের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যও ফ্রান্সের পরাজয়ের অন্যতম কারণ হইয়াছে। স্পেন পার্ব্বত্য দেশ এবং খাদ্য সম্পদে অপেক্ষাকৃত দীন। এই পর্ব্বতসঙ্কুল দরিদ্র দেশে কোন বিদেশী সৈন্যবাহিনীর পক্ষে যাতায়াতের সুবিধা বা খাদ্য সংগ্রহ করিয়া দীর্ঘকাল অবস্থান করা অসুবিধাজনক। অথচ পর্ব্বতসঙ্কুল হওয়ার জন্য স্পেনিস স্বদেশপ্রেমিকদের পক্ষে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে গরিলা-যুদ্ধ পরিচালনা করা অত্যন্ত সুবিধার কারণ হইয়াছিল।

(৪) ডিউক অফ ওয়েলিংটনের মত কষ্টসহিষ্ণু, স্থির মস্তিষ্ক ও পারদর্শী সেনাপতির নেতৃত্বে পরিচালিত ইংরাজ সৈন্যের শক্তিবৃদ্ধির উপর নেপোলিয়ন তাদৃশ গুরুত্ব আরোপ করেন নাই।

অষ্ট্রীয়ার বিদ্রোহ

পেনিনসুলার যুদ্ধের সময় অষ্ট্রীয়া স্পেনের জাতীয় অভ্যুত্থানে উৎসাহিত হইয়া নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে পুনরায় বিদ্রোহ ঘোষণা করে। কিন্তু পর্য্যাপ্ত প্রস্তুতির অভাবে অষ্ট্রীয়া ফ্রান্সের হাতে ওয়াগ্রাম এর যুদ্ধে (১৮০৯) পরাস্ত হয় এবং Schonbrunn এর সন্ধিতে প্রচুর ক্ষতিপূরণ ও বিভিন্ন অঞ্চল ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়। অষ্ট্রীয়ার রাজকুমারী মেরী লুইসার সঙ্গে নেপোলিয়নের পরিণয় সম্পাদিত হয়।

রাশিয়ার সঙ্গে নেপোলিয়নের বিরোধঃ কারণ

রাশিয়ার সঙ্গে নেপোলিয়নের মনোমালিন্য হইবার যথেষ্ট কারণ ছিল।

(ক) তুরস্ক বণ্টনে সাহায্য সম্বন্ধে সন্দিহান

টিলসিটের সন্ধি অনুযায়ী নেপোলিয়ন তুরস্কের বণ্টন ব্যাপারে জারকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন। কিন্তু পেনিনসুলার যুদ্ধের দীর্ঘস্থায়িত্বে জার প্রত্যাশিত ফরাসী সাহায্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইলেন। দ্বিতীয়তঃ পোল্যাণ্ডের মধ্য হইতে 'গ্রাণ্ড ডাচি অফ ওয়ার্স' নামে নেপোলিয়নের নতুন রাষ্ট্রের

স্টি তার সুনজরে দেখিতে পারিলেন না। জারের উদ্দেশ্য পোলাণ্ডের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি অথচ নেপোলিয়ন যেন পোলাণ্ডকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া জারের বিরুদ্ধে একটি রক্ষা-প্রাকারের সৃষ্টি করিতেছেন। যখন জার দেখিলেন ওয়াগ্রাম-এর যুদ্ধের পর অষ্ট্রীয়া হইতে প্রাপ্ত অঞ্চলকে নেপোলিয়ন পোলাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করিতেছেন তখন নেপোলিয়নের আচরণ সম্বন্ধে জার অত্যন্ত সন্দিগ্ধ হইলেন। তৃতীয়তঃ কন্টিনেন্টাল সিষ্টেমকে দৃঢ়ভাবে কার্যকরী করার জন্য নেপোলিয়ন জারের ভগ্নীপতি ডিউক অব ওল্ডেনবার্গের হস্ত হইতে ওল্ডেনবার্গ কাড়িয়া লইয়া ফ্রান্সের সঙ্গে যুক্ত করিলেন। ইহাতে জার অত্যন্ত কষ্ট হইলেন। কিন্তু বাণিজ্যগত ব্যাপারে এই মনোমালিন্য শত্রুতায় পরিণত হইল। নেপোলিয়নের নির্দেশমত জার দীর্ঘকাল বৃটিশের বিরুদ্ধ অবরোধনীতি প্রতিপালন করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু এত প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাবে রাশিয়া অত্যন্ত দুরবস্থায় পতিত হইয়াছিল। জার অতঃপর নেপোলিয়নের স্বার্থের জন্য এই কষ্ট সহ্য করিতে প্রস্তুত না হইয়া সমস্ত নিরপেক্ষ বাণিজ্য-তরীকে রাশিয়ার বন্দরে প্রবেশ করিবার অনুমতি দিয়া আদেশনামা প্রচার করিলেন। নিষেধ সত্ত্বেও জারের এই কার্য বিদ্বেষমূলক বলিয়া নেপোলিয়ন মনে করিলেন। ইতিপূর্বেই নেপোলিয়ন জারের ক্ষমতা ও সম্প্রসারণকে সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া আসিতেছিলেন। এক্ষণে জারের উপরোক্ত কার্যে নেপোলিয়ন রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন।

(২) পোলাণ্ডের পুনরুজ্জীবন আশঙ্কার কারণ

(৩) ডিউক ওল্ডেনবার্গ অধিকার

কন্টিনেন্টাল সিষ্টেম পালনে রাশিয়ার অসম্মতি

মস্কো অভিযান

রাশিয়ার ঔদ্ধত্যের সমুচিত শিক্ষা দিবার জন্য নেপোলিয়ন মস্কো অভিযানে মনস্থ করিলেন এবং সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সংগৃহীত

এক বিরাট সৈন্যদল হইয়া মস্কো অভিমুখে যাত্রা করিলেন। রাশিয়া নেপো- লিয়নের অগ্রগতিতে বাধা প্রদান না করিয়া ফরাসী বাহিনীকে রাশিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার সুযোগ দিল। অভিযানের পথে নেপোলিয়ন যাহাতে সৈন্যদলের জন্য রসদাদি বা বাসস্থান পাইতে না পাবেন তজ্জন্য পলায়মান রুশ সৈন্যদল পথস্থিত সমস্ত খাদ্যশস্য নষ্ট করিয়া বা গ্রামনগর ইত্যাদি ধ্বংস করিয়া দিয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে বাডিনো তে জারের সৈন্যদলের সঙ্গে নেপোলিয়নের সৈন্যবাহিনীর তুমুল যুদ্ধ হইল (১৮১২)। এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া নেপোলিয়ন বহু ইপ্সিত মস্কো নগরী অধিকার করিতে সক্ষম হইলেন। জারের সৈন্যদল মস্কো পরিত্যাগ করার পূর্ব্বে মস্কোকে অগ্নিদগ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছিল। ইহাতে মস্কোতে অবস্থান করা নেপোলিয়নের পক্ষে অত্যন্ত অসুবিধাজনক হইল। এক কথায়, রাশিয়া নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে 'পোড়ামাটি নীতি' অবলম্বন করিয়াছিল। নেপোলিয়ন মস্কো অধিকার করার পর ভাবিলেন ইহাতে হয়তো জার সন্ধি করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিবে। কিন্তু জারের পক্ষ হইতে কোন সাড়া না পাইয়া নেপোলিয়ন দীর্ঘকাল রাশিয়ায় অবস্থান করা সমীচিন মনে করিলেন না, ফ্রান্সে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে মনস্থ করিলেন। বিশেষতঃ নেপোলিয়নের অনুপস্থিতিতে ইতিমধ্যে ইউরোপে চতুর্থ রাষ্ট্রজোটের সৃষ্টি হইয়া নেপোলিয়নকে চিন্তিত করিয়া তুলিয়াছিল।

১৮১২ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের শেষভাগে নেপোলিয়ন মস্কো হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রত্যাবর্ত্তনের পথে রাশিয়ার কসাক সৈন্যদল ও গরিলাবাহিনীর আক্রমণে তাঁহাকে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইল। রাশিয়ার দুর্জ্জয় শীতে, অনাহারে ও নানা অসুবিধায় নেপোলিয়নের সৈন্যদল বিব্রত হইয়া পড়িল এবং তাহার বিরাট সৈন্যদলের অধিকাংশই পথে প্রাণত্যাগ করিল, অথবা রাশিয়ার হস্তে বন্দী হইল। মাত্র

কুড়ি হাজার মৃতপ্রায় সৈন্য লইয়া নেপোলিয়ন ডিসেম্বর মাসে অতিকষ্টে মস্কো হইতে ইউরোপে পদার্পণ করিলেন। এই অভিযানে নেপোলিয়নের প্রায় আড়াই লক্ষের অধিক সৈন্য ধ্বংস হইল। মস্কো অভিযান নেপোলিয়নের পতনের অন্যতম কারণ। এই অভিযান ব্যর্থ হওয়াতে নেপোলিয়নের সামরিক শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা হ্রাস হইল এবং মধ্য ইউরোপে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিরোধ শক্তির সৃষ্টি হইল।

প্রাশিয়ার নব জাগরণ—লিপজিগের যুদ্ধ, ১৮১৩

ইতিমধ্যে প্রাশিয়ার জাতীয় জীবনে এক পরিবর্ত্তন আসিল। দীর্ঘকাল নেপোলিয়নের আজ্ঞাধীন থাকিয়া রাষ্ট্রীক ও মানসিক অবমাননা আর জনসাধারণ সহ্য করিতে পারিল না। নেপোলিয়নের অধীনতাপাশ হইতে মুক্ত হইবার জন্য প্রাশিয়ায় জাতীয় জাগরণ আরম্ভ হইল। এই জাগরণের পুরোভাগে আসিয়া Schiller, Fitche প্রভৃতি চিন্তা-মনীষিগণ তাহাদের রচনা ও বক্তৃতা দ্বারা জনসাধারণের চিত্তকে প্রাশিয়ার শোচনীয় অবস্থার অবসানের জন্য আত্ম-সমীক্ষায় উদ্বোধিত করিলেন। অন্যদিকে ষ্টেইন ও হার্ডেনবার্গ প্রভৃতি স্বদেশানুরাগী রাষ্ট্রনীতিকগণ সার্ফমুক্তি, সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণ, নগরসমূহকে স্বায়ত্তশাসন প্রদান ইত্যাদি বিবিধ সামাজিক ও আর্থিক সংস্কারের প্রবর্ত্তন করিয়া আসন্ন মুক্তি-যুদ্ধের জন্য প্রাশিয়াকে প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। এতদ্ব্যতীত প্রাশিয়ার সমর সচিব Scharnhorst ফ্রান্সের আদর্শে সৈন্যবাহিনীর সৃষ্টি করিলেন। অধিকন্তু নূতন সামরিক সংস্কারের ফলে সর্ব্বশ্রেণীর জন্য সৈন্যবিভাগের দ্বার উন্মুক্ত হইল এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে অধিক সংখ্যক সৈন্য শিক্ষিত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইল। একদল শিক্ষা সমাপ্ত করিলে তাহাদিগকে বিদায় দিয়া নূতন দলকে শিক্ষা দেওয়া হইতে লাগিল। এই প্রথায় প্রাশিয়ার সামরিক শক্তি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যাকে অতিক্রম করিতে সক্ষম হইল।

এইরূপ নানাবিধ সংস্কারের দ্বারা প্রাশিয়া নবজন্ম পরিগ্রহ করিল এবং নেপোলিয়নের শৃঙ্খল-পাশ হইতে মুক্ত হইবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। নেপোলিয়নের মস্কো অভিযানের ব্যর্থতার সংবাদ প্রাশিয়ায় উপস্থিত হইলে প্রাশিয়া অত্যন্ত উল্লসিত হইল এবং জনসাধারণ প্রাশিয়ার দুর্ব্বলচিত্ত নরপতি ৩য় উইলিয়মকে রাশিয়ার সহিত মৈত্রীবদ্ধ হইয়া নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে বাধ্য করিল।

মুক্তি-সংগ্রাম

নেপোলিয়ন মস্কো হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া প্রাশিয়ার এই গণ-বিরোধিতার সম্মুখীন হইলেন। নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে মুক্তি সংগ্রামে প্রাশিয়ার জনসাধারণ অভূতপূর্ব আগ্রহ প্রদর্শন করিল। প্রাশিয়ার সৈন্যদল ফরাসী সেনাকে বিতাড়িত করিয়া বার্লিন অধিকার করিল। রাশিয়া হামবুর্গকে বিদ্রোহ করিতে সাহায্য করিল। ড্রেসডেন ফ্রান্সের হস্তচ্যুত হইয়া প্রাশিয়ার অধিকারে আসিল। মস্কো অভিযানে পুরাতন সৈন্যদলের অধিকাংশ ধ্বংস হওয়াতে নেপোলিয়ন নূতন সৈন্য সংগ্রহ করিয়া রুশ ও প্রাশিয়ার সৈন্যদলকে লুট্‌জেন ও বাউট্‌জেন-এর যুদ্ধে পরাজিত করিতে সক্ষম হইলেন। ইতিমধ্যে অষ্ট্রীয়া নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যোগদান করিতে অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইল। ইংলণ্ড সুইডেনের রাজা বার্ণাদোত—যিনি ইতিপূর্ব্বে নেপোলিয়নের অন্যতম সেনাপতি ছিলেন—অষ্ট্রীয়া, প্রাশিয়া ও রাশিয়া এই পঞ্চশক্তি পুনরায় নেপোলিয়নের বিপক্ষে চতুর্থ রাষ্ট্র-জোটের সৃষ্টি করিল এবং সম্মিলিত মিত্রপক্ষ ফ্রান্সের দিকে অগ্রসর হইল। লিপজিগের রণক্ষেত্রে নেপোলিয়ন সম্মিলিত মিত্রপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া বিপক্ষের সংখ্যাধিক্যের নিকট পরাজিত হইলেন (১৮১৩)।

লিপজিগের যুদ্ধ, ১৮১৩

এই যুদ্ধে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সৈন্যদল নেপোলিয়নের বিপক্ষে যোগদান করিয়াছিল বলিয়া ইহা ইতিহাসে বিভিন্ন জাতির যুদ্ধ

(Battle of the Nations) নামে পরিচিত। লিপজিগে পরাজয়ের ফলে নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য সৌধ ভাঙ্গিয়া পড়িল। রাইনের রাষ্ট্রযুথ, ওয়েষ্টফেলিয়ার সাম্রাজ্য অন্তর্হিত হইল। হল্যাণ্ড স্বাধীনতা ঘোষণা করিল এবং ব্যাভেরিয়া নেপোলিয়নের পক্ষ ত্যাগ করিয়া মিত্রপক্ষে যোগদান করিল। নেপোলিয়ন জার্মানী পরিত্যাগ করিয়া ফ্রান্সের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আত্মরক্ষার জন্য সচেষ্ট হইলেন। এই অবস্থায় মিত্রপক্ষ নেপোলিয়নের নিকট সম্মানজনক সর্তে সন্ধি করিবার অনুরোধ জানাইলে নেপোলিয়ন তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন এবং চতুর্দ্দিক হইতে আক্রান্ত হইয়াও অমিত বিক্রমে কয়েকটি রণাঙ্গনে প্রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়াকে পরাজিত করিতে সক্ষম হইলেন। কিন্তু এই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে শেষ রক্ষা করার মত সামর্থ্য নেপোলিয়নের ছিল না। বিভিন্ন দিক হইতে মিত্রবাহিনী জলস্রোতের ন্যায় প্যারিসে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং প্যারিস বাধ্য হইয়া আত্মসমর্পণ করিল (৩০শে মার্চ, ১৮১৪)। একে একে নেপোলিয়নের অনুগত সেনাপতিবর্গ নেপোলিয়নকে পরিত্যাগ করিতে লাগিল। মারমণ্ট, অজেরিও, নে, বার্থিয়ার সকলেই প্রভুর এই দুঃসময়ে তাঁহাকে ত্যাগ করিল। ফরাসী সিনেট একদা নেপোলিয়নের বিশস্ত সহযোগী ট্যালিরাঁ-র নেতৃত্বে সম্রাটের সিংহাসনচ্যুতি ঘোষণা করিল। কোন দিকে কোন আশার চিহ্ন না দেখিয়া নেপোলিয়ন সিংহাসন পরিত্যাগ করিলেন। ফন্টেনব্লু-র সন্ধি অনুযায়ী নেপোলিয়ন সমস্ত ক্ষমতা ত্যাগ করিয়া এলবা দ্বীপে নির্বাসিত জীবন যাপন করিবার জন্য প্রস্থান করিলেন। ষোড়শ লুই-র ভ্রাতা অষ্টাদশ লুই ফ্রান্সের সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। ১৭৯২ খৃঃ-এ ফ্রান্সের যে সীমানা ছিল তাহাই অতঃপর ফ্রান্সের সীমানা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল। নেপোলিয়ন-বিজেতা মিত্রপক্ষ ইউরোপের রাষ্ট্রনৈতিক বন্দোবস্ত নূতন করিয়া সম্পাদন

নেপোলিয়নের সিংহাসন ত্যাগ ও এলবায় নির্বাসন

করিবার জন্য ভিয়েনায় কংগ্রেস সমবেত হইলেন। ভিয়েনা কংগ্রেসের অধিবেশনের সময়েই সংবাদ আসিল নেপোলিয়ন এলবা-র নির্ব্বাসন জীবন পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় ইউরোপে পদার্পণ করিয়াছেন। পুনরায় নেপো-লিয়নকে পরাজিত করার জন্য সমগ্র ইউরোপ সারিবদ্ধ হইল।

'একশত দিবস'—ওয়াটার্লু-র যুদ্ধ, ১৮১৫

এলবা দ্বীপ হইতে পলায়ন ও ফ্রান্সে আগমন

নেপোলিয়ন মাত্র একশত দিবস এলবা দ্বীপে নির্ব্বাসিত জীবন যাপন করার পর ১৮১৫ খৃঃ এর ফেব্রুয়ারী মাসে মাত্র ১৫০০ সঙ্গী লইয়া এলবা দ্বীপ হইতে পলায়ন করিলেন এবং ফ্রান্সের দক্ষিণ উপকূলে অবতরণ করিলেন। নেপোলিয়নের ফ্রান্সে পদার্পণের সংবাদে ফরাসী জনসাধারণের মধ্যে বিপুল উৎসাহের সঞ্চার হইল এবং পথে দলবৃদ্ধি করিয়া তুমুল অভ্যর্থনার মধ্যে প্যারিসের দিকে অগ্রসর হইল। নেপোলিয়নের পূর্ব্বতন সেনাপতি ও সৈন্যদল তাঁহার সঙ্গে যোগদান করিল। অষ্টাদশ লুই সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন এবং নেপোলিয়ন পুনরায় প্যারিসে উপস্থিত হইলেন।

ভিয়েনা কংগ্রেসে সমবেত মিত্রশক্তি এই সংবাদে পুনরায় নেপোলিয়নকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত ও ভবিষ্যতে যাহাতে অন্য কোন উপদ্রব করিতে না পারে তজ্জন্য চির নিষ্ক্রিয় করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল এবং ইউরোপে শান্তি হন্তারকের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিল। বেলজিয়ামে মিত্রপক্ষের দুই দল সৈন্য ডিউক অফ্ ওয়েলিংটন ও প্রাশিয়ার সেনাপতি ব্লুচারের সেনা-পতিত্বে নেপোলিয়নের বিপক্ষে যুদ্ধ করিবার জন্য সমবেত হইল। মিত্রপক্ষের উভয়দলের সংযোগ বন্ধ করিয়া একক ভাবে দুই জনকে পরাজিত করার সঙ্কল্প লইয়া নেপোলিয়ন দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইলেন এবং প্রাশিয়ার সেনাপতি ব্লুচারকে লিগ্‌নী-র যুদ্ধে পরাজিত করিয়া ডিউক অফ্ ওয়েলিং-টনের সৈন্যবাহিনীর উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিলেন। ওয়েলিংটন ইতিমধ্যে

নেপোলিয়নের সেনাপতি নে-র হস্তে বাধা প্রাপ্ত হইয়া ওয়াটার্লুর রণক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছিলেন। নেপোলিয়ন ওয়াটার্লুর যুদ্ধে ওয়েলিংটনের সৈন্যদলের সম্মুখীন হইলেন। দীর্ঘ সাত ঘণ্টা যাবৎ ওয়েলিংটন ফরাসী আক্রমণ প্রতিহত করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন এবং ব্লুচারের সৈন্যদলের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। লিগ্‌নীর যুদ্ধে ব্লুচারকে পরাজিত করিয়া নেপোলিয়ন সেনাপতি গাউচিকে ব্লুচার যাহাতে ওয়েলিংটনের সঙ্গে ওয়াটার্লু-তে মিলিত না হইতে পারে তাহার প্রতিবন্ধকতার জন্য একদল সৈন্যসহ পশ্চাতে রাখিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু গ্রাউচি তাহার কর্তব্য পালনে অক্ষম হওয়ায় ব্লুচার তাহাকে এড়াইয়া সায়াহ্নে সৈন্যদল সহ ওয়েলিংটনের সঙ্গে মিলিত হইলেন। এই অপ্রত্যাশিত শক্তিবৃদ্ধির সম্মুখে ফরাসীবাহিনী আর রণক্ষেত্রে দণ্ডায়মান থাকিতে পারিল না—পরাজিত হইয়া ছত্রভঙ্গ হইল (১৮১৫)। নেপোলিয়ন রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া প্যারিসে উপস্থিত হইলেন। পুনরায় সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মিত্রবাহিনীর প্রতিরোধ করা অসম্ভব মনে করিয়া নেপোলিয়ন দ্বিতীয়বার সিংহাসন পরিত্যাগ করিলেন এবং আমেরিকায় পলায়ন করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু সমুদ্র পথে ব্রিটিশ রণতরীর দৃষ্টি এড়াইয়া পলায়ন করা অসম্ভব বলিয়া তিনি স্বেচ্ছায় বেলেরোফন নামে এক ব্রিটিশ রণতরীর কাপ্তেনের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। ইংলণ্ডের প্লাইমাউথ বন্দরে রণতরীতে বসিয়া নেপোলিয়ন তাহার প্রতি দণ্ডাজ্ঞা শ্রবন করিলেন। দক্ষিণ আটলাণ্টিকের সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে তিনি নির্ব্বাসিত হইলেন। নেপোলিয়নের ভাগ্যরবি চিরতরে অস্তমিত হইল। নির্ব্বাসিত অবস্থায় ছয় বৎসর যাপন করার পর ১৮২১ খৃঃ এর ৫ই মে সেণ্ট হেলেনা দ্বীপেই নেপোলিয়ন শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

ওয়াটার্লুর যুদ্ধ, ১৮১৫

ইংলণ্ডের রণতরীর নিকট আত্মসমর্পণ

সেণ্ট হেলেনায় নির্ব্বাসিত

নেপোলিয়নের পতনের কারণ

অপরিমিত উচ্চাশা

নেপোলিয়নের অপরিমিত উচ্চাশাই তাহার পতনের মুখ্য কারণ। ফরাসী বিপ্লবের উত্তর ভাগে স্বীয় কৃতিত্ববলেই তিনি ক্ষমতায় অধিরূঢ় হইয়া পরিণামে ফ্রান্সের ভাগ্যনিয়ন্তা হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু শুদ্ধ ফ্রান্সের নরপতি হইয়া সন্তুষ্ট রহিলেন না, সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া সমগ্র ইউরোপকে স্বীয় অঙ্গুলী-হেলনের অধীনে আনয়ন করিবার জন্য চেষ্টা করিলেন। সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার দুরাশা তাহাকে বাস্তব প্রতিকূলতার প্রতি সম্পূর্ণ অন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। তিনি স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ইউরোপের জনমতকে পদদলিত করিলেন এবং দীর্ঘকাল ইউরোপকে স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু প্রবঞ্চনা ও সামরিক শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য স্থায়ী হইতে পারে না। নেপোলিয়ন সাম্রাজ্যের এই দুর্বলতাকে সম্যক অনুধাবন করিতে পারেন নাই। যথা সময়ে সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে নবজাগ্রত জাতীয় প্রতিরোধের সৃষ্টি হইল এবং এই জাতীয় প্রতিরোধ সাম্রাজ্যের মৃত্যুবাণে পরিণত হইল। উপরন্তু তাহার সাম্রাজ্যের কোন স্থায়ী ভিত্তি ছিল না। ইহা ব্যক্তিগত জীবন ও ভাগ্যের উপর নির্ভরশীল ছিল। নেপোলিয়নের ভাগ্যবিপর্যায়ের সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল।

স্ব-কৃত ত্রুটি

এতদ্ব্যতীত নেপোলিয়নের স্ব-কৃত বহু ত্রুটিপূর্ণ কার্য্য তাহার পতনকে আসন্ন করিয়াছে। প্রথমতঃ তাঁহার কন্টিনেন্টাল সিষ্টেমের ফলে ইউরোপের বাণিজ্যক্ষেত্রে এক বিপর্যায়ের সৃষ্টি করিয়া জনসাধারণকে ভয়ানক দুরবস্থার সম্মুখীন করিল।

ক) কন্টিনেন্টাল সিষ্টেম

জিনিষ পত্র দুর্মূল্য হওয়াতে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে দারুণ ঘৃণার মনোভাব সৃষ্ট হইল। এই সিষ্টেমকে কার্য্যকরী করার নিমিত্ত নেপোলিয়ন যে আক্রমণাত্মক নীতি অনুসরণ করিতে লাগিলেন তাহাতে তাহার শত্রু-

সমধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। পর্তুগাল আক্রমণ, স্পেনের সিংহাসন অধিকার, পোপের সঙ্গে বিবাদ এবং সর্ব্বোপরি জারের সঙ্গে বিরোধ সমস্তই এই সিস্টেমকে কেন্দ্র করিয়া সংঘটিত হইয়াছে।

(২) স্পেনের সিংহাসনে যোসেফকে উপবিষ্ট করানো

দ্বিতীয়তঃ—স্পেনের বৈধ নরপতিকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া সেই স্থানে স্বীয় ভ্রাতাকে স্থাপিত করা সঙ্গত হয় নাই। এই ভ্রমের ফলে নেপোলিয়ন স্পেনের সুপ্ত জাতীয়তাকে জাগ্রত করিলেন। স্পেনের গণশক্তি সর্ব্বক্ষমতা পণ করিয়া নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে উত্থিত হইল। এই গণ অভ্যুত্থান নেপোলিয়নের ধন ও সৈন্য অপরিমিতভাবে ক্ষয় করিয়াছে। স্পেনের জাতীয়তা-প্রতিরোধ শক্তির নিকট নেপোলিয়ন পরাভয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। স্পেনের এই জাতীয়তাবোধের দৃষ্টান্ত রাশিয়া ও প্রাশিয়াকে উদ্বুদ্ধ করিল এবং নেপোলিয়নের পতনে সাহায্য করিল।

(৩) মস্কো অভিযান

তৃতীয়তঃ—মস্কো অভিযানের ব্যর্থতা ও প্রত্যাবর্তন নেপোলিয়নের শক্তি ও সুনামের যথেষ্ট ক্ষতি করিয়া তাঁহার পতনকে প্রত্যাসন্ন করিয়াছে।

(৪) কন্টিনেণ্টাল সিস্টেম

চতুর্থতঃ—কন্টিনেণ্টাল সিস্টেমকে উপলক্ষ্য করিয়া নেপোলিয়ন পোপের প্রতি যে আচরণ করিয়াছেন তাহাতে ক্যাথলিক জগৎ নেপোলিয়নের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিল।

(৫) ইংলণ্ডের বিরোধিতা

সর্ব্বশেষে ইংলণ্ডের দীর্ঘ প্রতিপক্ষতা তাঁহার সমস্ত পরিকল্পনাকে সর্ব্বক্ষণ ব্যর্থ করিয়াছে এবং বহু অমুদার ও আক্রমণাত্মক নীতি অনুসরণ করিতে বাধ্য করিয়াছে। ইংলণ্ডকে পদানত করার জন্য কন্টিনেণ্টাল সিস্টেম প্রবর্তিত হইল এবং এই সিস্টেমকে ফলপ্রসূ করার জন্যই তাঁহাকে বহু অনর্থকর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া শক্তির অপচয় করিতে হইল।

অষ্টম অধ্যায়

নেপোলিয়নোত্তর ইউরোপের পুনর্গঠন

ভিয়েনা বৈঠক, ১৮১৪-১৮২৬

Waterloo-র যুদ্ধে নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর বিজয়ী দেশ সমূহের নৃপতিসমূহ বা তাহাদের প্রতিনিধিবর্গ ইউরোপীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাসের জন্য অষ্ট্রীয়ার রাজধানী ভিয়েনায় সমবেত হইলেন। তুরস্ক ব্যতীত ইউরোপীয় সকল রাষ্ট্রেরই প্রতিনিধি ভিয়েনায় উপস্থিত ছিল। ভিয়েনা কংগ্রেসের কার্য্যাবলী স্থির করিবার ভার পড়িল চারিটি প্রধান রাষ্ট্রের উপর—অষ্ট্রীয়া, প্রাশিয়া, রাশিয়া ও ইংলণ্ড। প্রথম হইতেই উদ্দেশ্যের পার্থক্যের দরুণ ইংলণ্ডের প্রতিনিধিদ্বয় Castlereagh ও Wellington কংগ্রেসে সক্রিয় অংশ গ্রহণ না করায় এবং প্রাশিয়ারাজ Frederick William II রাশিয়ার জারের সম্পূর্ণ অনুবর্ত্তী হওয়ায় ভিয়েনায় সমস্ত কার্য্যাবলী স্থির করিবার ভার অষ্ট্রীয়া ও রাশিয়ার উপর পড়িল। বহু সমালোচিত অষ্ট্রীয়ার চ্যান্সেলার Metternich শীঘ্রই তাহার কূটকুশলতার দ্বারা জার প্রথম আলেকজাণ্ডারকে নিজের মতানুবর্ত্তী করিয়া লইলেন এবং অতঃপর Metternich-ই হইলেন ভিয়েনা কংগ্রেসের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক এবং Congress-এর কার্য্যাবলীর একমাত্র নিয়ামক। ইংরাজ প্রতিনিধিদ্বয় একটু

মেটারনিক ভিয়েনা বৈঠকের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র

দূরে সারিয়া থাকিলেও সময়ে সময়ে যখন বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে স্বার্থসংঘাতের উপক্রম হইয়াছে, তখন তাহারা তাহাদের প্রভাব বিস্তার করিয়া বিবদমান রাষ্ট্রসমূহের উত্তেজনা অনেকটা প্রশমিত করিয়াছেন।

মেটারনিকের কূটনীতির আধিপত্য

ভিয়েনা কংগ্রেসে উপস্থিত রাজন্যবর্গ এবং রাষ্ট্রদূতদের মধ্যে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণকারী ব্যক্তি হইলেন জার প্রথম আলেকজাণ্ডার (১৮০০-'২৫)। নেপোলিয়নের পরাজয়ে তাঁহার অবদান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া ভিয়েনা কংগ্রেসে সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বলিয়া তিনি বিবেচিত হন। রাশিয়ার কোন জার ইতিপূর্ব্বে এতটা সম্মানের অধিকারী হন নাই। রাশিয়ার এতটা প্রভাব প্রতিপত্তি স্বভাবতঃ অষ্ট্রীয়া বিশেষতঃ ইংলণ্ড সুনজরে দেখিতে পারিল না।

জার প্রথম আলেকজাণ্ডার

জার আলেকজাণ্ডার ছিলেন উদারপন্থী। তাহার শিক্ষাদীক্ষা La Harpe নামক জনৈক সুইস শিক্ষকের নিকট হইয়াছে এবং তাহার নিকট হইতে তিনি ফরাসী বিপ্লবের উদার নীতি সমূহ শ্রদ্ধা করিতে শিখেন। উদারনীতির বশবর্ত্তী হইয়া তিনি রাশিয়ার অধীন পোল্যাণ্ড ও ফিনল্যাণ্ডকে আংশিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান করেন এবং মুখ্যতঃ তাঁহারই হস্তক্ষেপের ফলে ফ্রান্স বিজয়ী রাষ্ট্রবর্গের হস্তে চরম নিগ্রহের দুর্দ্দশা হইতে মুক্তিলাভ করে। আলেকজাণ্ডারের রাষ্ট্রনৈতিক কুশলতায় তেমন দৃঢ়তা ছিল না এবং স্বপ্নালু ও ধর্ম্মালু আদর্শবাদ সমূহের পরিপোষক হওয়ার ফলে তিনি সত্বর সকলের উপহাসাস্পদ হইয়া পড়িলেন। Metternich তাহার সম্বন্ধে স্পষ্টই বলিলেন, —'He is a man to be humoured.'। আলেকজাণ্ডার রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি মিশাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করাতে তাহার মতবাদ স্ববিরোধী হইয়া দাঁড়াইল। Metternich আলেকজাণ্ডারের এই

আলেকজাণ্ডারের উদার নীতি

অব্যবস্থিত চিত্ততার সুযোগ লইয়া শীঘ্রই তাঁহাকে নিজের মতানুবর্ত্তী করিয়া লইলেন। স্ববিরোধী মতবাদের পরিপোষকতার ফলে আদর্শানুগ ও উদারপন্থী একজন মহান নায়কের সমস্ত শুভ-প্রচেষ্টা অচিরেই ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইল।

মেটারনিকের প্রভাবে পরিবর্ত্তিত

ভিয়েনা বৈঠকের কার্য্যাবলী

ভিয়েনার উপস্থিত রাজন্যবর্গ ও রাষ্ট্রদূতদের সম্মুখে উপস্থাপিত সমস্যা ছিল বহু। সেই সকল সমস্যার সমাধান বহু আলাপ আলোচনা ও সূক্ষ্ম কূটনীতিসাপেক্ষ। যাহা হউক, মুখ্যতঃ তিনটি নীতি দ্বারা ভিয়েনা কংগ্রেসের কার্য্যাবলী অনুসৃত হইল। প্রথমতঃ বিজয়ী মিত্রবর্গের জন্য পুরস্কার ও ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা এবং বিজিত ফ্রান্স ও তাহার সহকারী রাষ্ট্রসমূহের জন্য শাস্তি বিধান; দ্বিতীয়তঃ ইউরোপের রাষ্ট্রব্যবস্থায় যথাসম্ভব প্রাক্‌বিপ্লব অবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং তৃতীয়তঃ ইউরোপের ভবিষ্যৎ শান্তি অব্যাহত রাখার সুবন্দোবস্ত করা।

তিনটি মূল নীতি

(১) বিজয়ী মিত্রবর্গের জন্য পুরস্কার ও ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা এবং বিজিত ফ্রান্স ও তাহার সহকারী রাষ্ট্রসমূহের জন্য শাস্তিবিধান

এই নীতি অনুসৃত হওয়ার ফলে রাশিয়া, প্রাশিয়া, অষ্ট্রীয়া, গ্রেটব্রিটেন এবং কতকাংশে সুইডেন নেপোলিয়নের পরাজয়ে অংশগ্রহণের পুরস্কার স্বরূপ খানিকটা করিয়া ভূখণ্ড পাইল। রাশিয়া পোল্যাণ্ডের কতকাংশ এবং ফিনল্যাণ্ড ও তুরস্ক হইতে বলপূর্ব্বক গৃহীত কতকাংশ স্বীয় রাজ্যভুক্ত করিল। প্রাশিয়া পাইল Western Pomerania (সুইডেন হইতে বিচ্যুত),

ভিয়েনা বৈঠকের রাষ্ট্র ব্যবস্থা

Saxony-র অংশ এবং মূল্যবান রাইন প্রদেশসমূহ। অষ্ট্রীয়ার অংশে পড়িল Belgium এবং দক্ষিণ জার্ম্মাণীর বিচ্ছিন্ন কয়েকটি অঞ্চল ব্যতীত (Venetia প্রাপ্তির বিনিময়ে অষ্ট্রীয়া এই সবের স্বত্ব ছাড়িয়া দিল।) নেপোলিয়ন যুগের পূর্ব্বে অধিকৃত তাহার সমস্ত হৃতরাজ্য। গ্রেটব্রিটেন পাইল তাহার ব্যবসা-বাণিজ্য, নৌ শক্তি এবং উপনিবেশিক সুবিধার জন্য Heligoland ও Malta দ্বীপ। অধিকন্তু স্পেন-অধিকৃত Trinidad, ফরাসী অধিকৃত Mauritius ও Tobago, হল্যাণ্ড-অধিকৃত Ceylon ও Cape of Good Hope তাহার প্রত্যক্ষ অধিকারে আসিল। ফলে গ্রেটব্রেটেন ইউরোপের মধ্যে শ্রেষ্ঠ উপনিবেশিক শক্তি হইয়া পড়িল। সুইডেনকে পুরস্কারস্বরূপ নরওয়ে উপহার দেওয়া হইল; অবশ্য বিনিময় হিসাবে সুইডেনকে রাশিয়ার জন্য Finland ও প্রাশিয়ার জন্য Western Pomerania ছাড়িয়া দিতে হইল।

নেপোলিয়নের পক্ষে যোগদানের শাস্তি হিসাবে Saxony কে কিঞ্চিৎ ভূ-খণ্ড ছাড়িয়া দিতে হইল—অবশ্য তাহার রাজকীয় উপাধি বজায় রাখা হইল। Grand Duchy of Warsaw ও Kingdom of Westphalia (দুইটাই নেপোলিয়ন কর্ত্তৃক সৃষ্ট) বিলোপ করা হইল। প্রধান অপরাধী France কে প্রথমতঃ খণ্ড খণ্ড করিয়া রাখার অনুকূলে সিদ্ধান্ত প্রায় স্থির হইয়াছিল। আলেকজাণ্ডার ও ফরাসী কূটনীতিজ্ঞ Tallyrand এর চেষ্টার ফলে তাহা আর হইল না। তবে France তাঁহার প্রাক্-বিপ্লব সীমান্ত পর্য্যন্ত রাজ্য রাখার অনুমতি পাইল। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের জন্য তাহার নিকট মোটা অঙ্কের অর্থ দাবী করা হইল এবং আগামী পাঁচ বৎসরের জন্য এক সম্মিলিত সৈন্যবাহিনীকে তাহার স্কন্ধে চাপাইয়া দেওয়া হইল।

(২) ইউরোপের রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় প্রাক্-বিপ্লব অবস্থা আনয়ন

এই ব্যবস্থা ফরাসী কূটনীতিজ্ঞ Tallyrand এর নূতন মতবাদ

Legitimacy বা দীর্ঘাধিকার স্বত্ব-নীতি অনুসারে কার্য্যকরী করা হইল। Tallyrand এর উদ্দেশ্য ছিল, এই নীতি গৃহীত হইলে France-এ Bourbon রাজবংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইবে, ফ্রান্স খণ্ডিত হইবে না এবং রণক্ষেত্রে পরাজিত ফ্রান্স তাহার পূর্ব্ব-মর্য্যাদা কিয়দংশ ফিরিয়া পাইবে। এই নীতি অনুসৃত হওয়ার ফলে Metternich এর প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব জয়যুক্ত হইল এবং ফরাসী বিপ্লবের ফলে আগত সমস্ত পরিবর্ত্তনকে একেবারে অস্বীকার করা হইল। ফলে ফরাসী সিংহাসনে প্রাচীন Bourbon বংশ বসিল, Spain ও Naples এর সিংহাসনে নেপোলিয়ন কর্ত্তৃক বিতাড়িত পুরাতন রাজবংশ ফিরিয়া আসিল। Piedmont Sardinia য় House of Savoy এর অধিকার স্বীকৃত হইল এবং Holland এর House of Orange এর বংশধরগণের কর্তৃত্ব পুনঃ সংস্থাপিত হইল। এই নীতি অনুযায়ী পোপ Vatican এ তাঁহার গদী পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন এবং জার্ম্মাণীর রাইথ অঞ্চলের রাজন্যবর্গ তাঁহাদের রাজ্য ও সিংহাসন (যাহা Confederation of the Rhine এর অন্তর্ভুক্ত ছিল) ফিরিয়া পাইলেন।

Legitimacy দীর্ঘাধিকার স্বত্ব

ইটালীতে হ্যাপ্‌সবার্গ ও বুরবন বংশ

(৩) ইউরোপের ভবিষ্যৎ শান্তি অব্যাহত রাখার প্রচেষ্টা

প্রথমতঃ ভবিষ্যতে France যাহাতে শক্তিশালী হইয়া আর উপদ্রব না করিতে পারে তজ্জন্য ফ্রান্সকে তাহার স্বাভাবিক সীমান্ত হইতে বঞ্চিত করিয়া প্রাক্‌-বিপ্লব যুগের সীমানার মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ করা হইল। আরও নানাবিধ উপায়ে ফ্রান্সের ক্ষমতা খর্ব্ব করা

ফ্রান্স যাহাতে আক্রমণপন্থী না হইতে পারে তাহার চেষ্টা

হইল। ফ্রান্সের চারিদিকের রাষ্ট্রসমূহের আয়তন বৃদ্ধি করিয়া ফ্রান্সের উপর কড়া পাহারার বন্দোবস্ত করা হইল। বেলজিয়ামকে হল্যাণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত করাইয়া উত্তরদিকে শক্তিশালী প্রাকারের সৃষ্টি করা হইল—পূর্বে প্রাশিয়াকে রাইন অঞ্চলের কিছু ভূখণ্ড দিয়া ফ্রান্সের বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রহরী প্রতিষ্ঠা করা হইল এবং দক্ষিণের Sardinia-Piedmont কে Genoa রাজ্যভুক্ত করিবার অনুমতি দিয়া দক্ষিণপূর্ব অঞ্চলে ফ্রান্সকে প্রতিরোধ করিবার মত শক্তিমান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইল। মোট কথা, যাহাতে ভবিষ্যতে ফ্রান্স আর মাথা তুলিয়া অত্যাচারীর ভূমিকা গ্রহণ করিতে না পারে তজ্জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইল।

জার্ম্মাণী সম্বন্ধে নেপোলিয়ান আমলের পরিবর্তন সমূহ অগ্রাহ্য করিয়া নূতন ব্যবস্থা হইল। ইহার ফলে অষ্ট্রীয়াব নায়কত্বে জার্ম্মাণীর ৩৯টা রাষ্ট্রকে একটী দুর্ব্বল রাষ্ট্রসংঘের (Loose Confederation অন্তর্ভুক্ত করা হইল। এই

জার্ম্মাণী

দুর্ব্বল রাষ্ট্রসংঘের জন্য Diet নামক একটি প্রতিনিধি সভার সৃষ্টি হইল। এই Diet জনসাধারণের প্রতিনিধির পরিবর্তে প্রতি রাষ্ট্রের মনোনীত প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত হইল। অষ্ট্রীয়ার মন্ত্রী Metternich-এর অনুমোদনক্রমে জার্ম্মাণীর জন্য এই অপব্যবস্থার বন্দোবস্ত হইল। কেননা, জার্ম্মাণী শক্তিশালী হওয়া অষ্ট্রীয়ার নিরাপত্তার কদাচ অনুকূল নহে। অধিকন্তু জার্ম্মাণীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক কলহ ও ঈর্ষার ফলে সমগ্র জার্ম্মাণী শক্তিশালী একক রাষ্ট্রে পরিণত হইতে পারে নাই।

ভিয়েনা বৈঠকের সমালোচনা

ভিয়েনা কংগ্রেসের বিধান সমূহের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ এই—এই সব বিধান যুগোচিত ভাবধারার, বিশেষতঃ ফরাসী-বিপ্লবের মূলনীতিগুলিকে অস্বীকার করিয়া রচিত হইয়াছিল। এই যুগের দাবী ছিল Nationalism

যুগকে অস্বীকার করা

Democracy—যাহার আহ্বান ফরাসীবিপ্লবের মাধ্যমে জনসাধারণের নিকট আসিয়াছে। রাজনৈতিক শক্তি-সমতা রক্ষা ও ইউরোপীয় কয়েকটি রাজবংশের স্বার্থ কায়েমী করার দিকে লক্ষ্য রাখিতে যাইয়া রাষ্ট্রনেতাগণ জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে একেবারে ধূলিসাৎ করিলেন। জার্মানীর জনমতকে পদদলিত করিয়া রাজন্যবর্গকে প্রাধান্য দেওয়া হইল, ইটালীতে অষ্ট্রীয়ার অধিকার কায়েম রহিল, বেলজিয়ামকে অকারণ ইচ্ছার বিরুদ্ধে হল্যাণ্ডের সঙ্গে এবং নরওয়েকে সুইডেনের সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হইল। একটুখানি দূরদর্শিতার অভাবের ফলে পূরা উনবিংশ শতাব্দীই লাগিল ভিয়েনা কংগ্রেসের সর্ত্তাবলীকে সংশোধন বা পরিবর্ত্তন করিতে। যুগের দাবীর বিপক্ষতা করিয়া ভিয়েনা কংগ্রেস বিষম ভুল করিয়া বসিল।

পক্ষান্তরে ভিয়েনার সর্ত্তাবলীর পক্ষ সমর্থনে একথা বলা চলে যে অপূর্ণতা সত্বেও এই সব সর্ত্তের ভিত্তিভূমিতেই ইউরোপের শান্তি আগামী চল্লিশ বৎসরকাল অব্যাহত ছিল। ঐতিহাসিক Ketelby-র উক্তি—'It is given to few Congresses to legislate for a century.'—পূরা শতাব্দীর রাষ্ট্রপরিচালনার বন্দোবস্ত করার ক্ষমতা খুব কম সংখ্যক কংগ্রেসেরই থাকে—এ সম্বন্ধে প্রণিধানযোগ্য। ভিয়েনার রাজনীতিকগণ ভবিষ্যদ্রষ্টা মহাপুরুষ ছিলেন না, কাজেই সুদূর ভবিষ্যতের সম্ভাবনার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সর্ত্তাবলী সৃষ্টি করার প্রতিভাও তাহাদের মধ্য হইতে আশা করা অনুচিত। সাধারণ ভবিষ্যতের শান্তি রক্ষার দিকে লক্ষ্য করিয়াই তাঁহারা এই সব বিধান রচনা করিয়াছিলেন। ফলস্বরূপ আগামী চল্লিশ বৎসর ইউরোপ এই সব বিধানই মানিয়া চলিয়াছিল।

ভিয়েনা বৈঠকের সমর্থন—
(ক) দীর্ঘকাল শান্তি রক্ষায় সহায়ক

ভিয়েনা কংগ্রেসের সর্ত্তাবলীর যতই বিরূপ সমালোচনা হউক না কেন,

একথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে এই সব সর্ত্তের অনেকগুলির মধ্যে ইউরোপের বহু বিরাট ভবিষ্যৎ ঘটনার সম্ভাবনার বীজ নিহিত ছিল। Genoa Sardinia রাষ্ট্রের অঙ্গীভূত হওয়ায় Sardinia ইটালীর সর্ব্বোচ্চ রাষ্ট্রে পরিণত হইল এবং House of Savoy কে কেন্দ্র করিয়া ইটালীর ঐক্যসূত্র রচিত হইবার সম্ভাবনা দেখা দিল। রাইন-প্রদেশসমূহ প্রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় অতঃপর জার্ম্মাণ রাষ্ট্রের অধিনায়কত্ব অষ্ট্রীয়ার হস্তচ্যুত হইয়া প্রাশিয়ার দায়িত্বে আসিল। বেলজিয়াম প্রভৃতি পশ্চিম অঞ্চলের ভূখণ্ডের বিনিময়ে ইটালীর প্রদেশদ্বয় অষ্ট্রীয়া গ্রহণ করাতে যেমন তাহার হস্ত হইতে রাইন অঞ্চলের প্রহরার ভার সরিয়া গেল, পক্ষান্তরে তাহার স্বার্থসম্পর্ক জার্ম্মাণীর অপেক্ষা জার্ম্মাণ বহির্ভূত অঞ্চলে ঘনিষ্ঠতর হইল। অষ্ট্রীয়ার এই নীতি পরিবর্ত্তন জার্ম্মাণীর পক্ষে শুভপ্রদ হইল। প্রাশিয়ার চ্যান্সেলার বিসমার্কের Blood and Iron নীতির ফলে অষ্ট্রীয়া জার্ম্মাণী হইতে বিতাড়িত হইল এবং প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্ম্মাণী ঐক্যবদ্ধ হইল। সুতরাং উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপের দুইটি প্রধান ঘটনার পরোক্ষ উদ্ভব ভিয়েনার সর্ত্তাবলী হইতে হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

(খ) ভবিষ্যৎ বিরাট সম্ভাবনার বীজ ছিল

১৮১৫ সালের পূর্ব্বে ইউরোপের রাষ্ট্রনীতিক ক্ষেত্রে যে সমস্ত গভীর পরিবর্ত্তন স্বতঃসিদ্ধভাবে নিষ্পন্ন হইয়াছে ভিয়েনা কংগ্রেসে সেইগুলিকে একরূপ স্বীকার করিয়া লওয়া হইল। রাশিয়াকে প্রথম শ্রেণীর শক্তি এবং পশ্চিম ইউরোপের ব্যাপারে তাহার স্বার্থের অভিন্নতা স্বীকৃত হইল। সুইডেনকে বাল্টিক বহির্ভূত অঞ্চলের

(গ) পূর্ব্বের পরিবর্ত্তনকে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে

উপর আধিপত্য করিতে না দিয়া ইউরোপীয় শক্তি হিসাবে তাহার প্রাধান্য একেবারে বিনষ্ট করা হইল। অতঃপর সুইডেন ইউরোপীয় ব্যাপারে মাত্র অন্যতম স্কাণ্ডিনেভীয় শক্তি হিসাবে অবস্থান করিতে লাগিল। তারপর নেপোলিয়ন জার্ম্মাণীর রাজ্যসংখ্যা হ্রাস করিয়া মাত্র ৩৯টী রাজ্যে পরিণত করিয়াছিলেন; তাহার কোন রদবদল হইল না। নেপোলিয়ানের কৃত পরিবর্ত্তন ভিয়েনা কংগ্রেসে স্বীকৃত হইল।

ভিয়েনা বৈঠকের ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন

উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপের ইতিহাস প্রধানতঃ ভিয়েনার সর্ত্তাবলীর রদবদলের কাহিনী ব্যতীত অন্য কিছুই নহে।

> "The history of the 19th century is mainly concerned with the undoing of the work of the Vienna Congress."

ভিয়েনা কংগ্রেসের রাষ্ট্র সম্বন্ধীয় বিলি-বন্দোবস্তের প্রতি লক্ষ্য করিলে এই উক্তিই সপ্রমাণিত হইবে যে— There was little that was permanent and much that was temporary. ভিয়েনার প্রতিপাদিত কার্য্যের অধিকাংশই সমসামরিক যুগে স্থায়ী না হইয়া সাময়িকতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। অবশ্য এই অস্থয়িত্বের মূলে ছিল ভিয়েনায় সমবেত ইউরোপের চিন্তানায়কদের সঙ্কীর্ণ, অনুদার ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী। ফরাসী বিপ্লবের সঙ্গে আগত মহা-পরিবর্ত্তন প্রবাহের উজানের দিকে চলিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া তাঁহারা কংগ্রেসের সর্ত্তাবলী রচনা করিলেন। ফলে অচিরকালের মধ্যেই তাহাদের বহু পরিশ্রমের ফল বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল ও জাতীয়তা-

যুগের দাবীকে অস্বীকার করার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি

বাদ ও স্বাধীনতার স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ ইউরোপ স্বল্পকালের মধ্যেই ভিয়েনার নব-বিধানকে অগ্রাহ্য করিয়া বসিল। ভিয়েনা কংগ্রেসে উচ্চারিত উচ্চতর আদর্শের আপাতঃমনোহর আশ্বাস বাণী অবিশ্বাস করিয়া ভিয়েনা সর্ত্ত প্রথম উল্লঙ্ঘিত হইল বেলজিয়মের নিকট।

জাতীয়তা ও গণতন্ত্রের দাবী

বেলজিয়ম হল্যাণ্ডের সহিত যুক্ত থাকিতে অস্বীকৃত হইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিল এবং ১৮৩০ সালে বেলজিয়মের স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত হইল। জার্ম্মাণী ও ইটালী সম্পর্কিত সমস্ত বিধানের ওলোট-পালোট হইল উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকে। পরিশেষে ভিয়েনায় স্থিরীকৃত বলকান ব্যবস্থা সম্পূর্ণ নতুন করিয়া স্থির করিবার আন্দোলন চলিল উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদ ব্যাপিয়া। ভিয়েনা কংগ্রেসে ইউরোপের ভাগ্যবিধাতাদের মুখ হইতে নিঃসারিত বড় বড় কথা সমাজশ্রেণীর পুনর্গঠন (Reconstruction of the social order) ইউরোপের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর নববিন্যাস (Regeneration of the political system of Europe), ন্যায়ানুগ রাষ্ট্রশক্তিবিভাগের উপর প্রতিষ্ঠিত স্থায়ী শান্তি (A durable peace based upon a just division of power) সমস্ত অর্থহীন বাগ্বিধির মধ্যেই পর্য্যবসিত হইয়া রহিল।

বেলজিয়ামের স্বাধীনতা

জার্ম্মাণী ও ইটালী

বলকান ব্যবস্থা

অতিরিক্ত

ফরাসী বিপ্লবের মুখ্য কারণ অর্থনৈতিক, যদিও ইহার পশ্চাতে দার্শনিক ভাবাদর্শ মানসিক প্রস্তুতিতে সাহায্য করিয়াছে।

বাস্তব জগতে প্রকৃত বিপ্লব আরম্ভ হইবার বহু পূর্ব্বেই ফ্রান্সের ভাব জগতে বিপ্লবী মতবাদের বহুল প্রচার ও প্রসার হইয়াছিল। প্রধানতঃ মণ্টেস্ক, ভলতেয়ার, রুশো, ডিডেরট প্রভৃতি চিন্তামনীষিদের রচনাবলী এই মানসিক বিপ্লব আনয়নে সাহায্য করিয়াছে। চতুর্দ্দশ লুইর রাজত্বের প্রথম ভাগে ফ্রান্সের যে গৌরব ছিল তাহা 'মহান নরপতি'-র অসংখ্য আক্রমণাত্মক যুদ্ধবিগ্রহ ও অপরিমিত অপব্যয়ের জন্য বহুল পরিমাণে ম্লান হইয়া আসিয়াছিল। পঞ্চদশ ও ষোড়শ লুইর সময়ে ফ্রান্সের জনসাধারণের দুর্গতির অন্ত ছিল না। জনসাধারণ চার্চ্চকে, জমিদারকে এবং গভর্ণমেণ্টকে দেয় ত্রিবিধ করভারে প্রপীড়িত, চতুর্দ্দিকে অর্থনৈতিক দুরবস্থা পরিস্ফুট, শিল্প-বাণিজ্য সরকারী উৎসাহের অভাবে অচল অবস্থায় উপনীত, অথচ রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে এই সব দুরবস্থার প্রতিকারের কোন রকম প্রচেষ্টা নাই। রাজা প্রজার প্রতি কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উদাসীন। ফ্রান্সের অভিজাত সম্প্রদায় সর্ব্ববিধ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সুবিধা ভোগ করিয়া রাষ্ট্রের কল্যাণের প্রতি পরাঙ্মুখ। অভিজাত শ্রেণী করভার হইতে মুক্ত, কিন্তু সামন্ত প্রথানুযায়ী প্রজাদের নিকট হইতে বিবিধ খাতে দেয় কর আদায়, বেগার খাটানো বা সরকারী চাকুরীর সুবিধা, সমস্ত অধিকার ইহারা দীর্ঘকাল ভোগ করিয়া আসিতেছিল। সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয়

ব্যাপার ছিল রাষ্ট্রপরিচালনায় সাধারণের বিশেষ কোন প্রতিনিধিত্বের অধিকার ছিল না। তথাকথিত প্রতিনিধি-সভা ষ্টেটস্ জেনারেল সার্দ্ধ-শতাব্দীর অধিককাল ফ্রান্সের নরপতিবর্গ আহ্বান করা প্রয়োজন মনে করে নাই। উপরোক্ত চিন্তামনীষি ও দার্শনিকরা তাহাদের সার্থক লেখনীর সাহায্যে ফ্রান্সের এই সর্ব্বাত্মক দুরবস্থার চিত্র জনসাধারণের দৃষ্টির সম্মুখে ধরিয়া তুলিলেন। ভলতেয়ার ব্যঙ্গাত্মক প্রবন্ধে ফ্রান্সের রাজাকে হেয় করিয়া চিত্রিত করিলেন। রুশো তাহার 'Social Contract'এ প্রজাকল্যাণে উদাসীন বলিয়া রাজাকে চুক্তিভঙ্গের অপরাধে অভিযুক্ত করিলেন এবং মানবের সমাধিকার দাবী করিলেন। রাষ্ট্রের সার্ব্বভৌম ক্ষমতা যে প্রজার হস্তে, রাজার নিকট নহে, ইহাও রুশো প্রচার করিলেন। সুতরাং ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে বিপ্লব আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই ফ্রান্সের জনসাধারণ দেশের দুরবস্থার মূল উৎস কোথায় এবং সর্ব্বাত্মক বিপ্লব ব্যতীত যে এই দুর্গতির অবসান অসম্ভব তাহা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

কিন্তু দার্শনিক মতবাদের দ্বারা প্রাক্-বিপ্লব যুগে বাস্তব বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইলেও শুদ্ধ ভাবাদর্শ বা সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য, কিংবা দেশের রাষ্ট্রনৈতিক অব্যবস্থা ফরাসী বিপ্লবের সৃষ্টি করে নাই। দেশের অর্থ-নৈতিক শোচনীয় অবস্থার প্রতিকার না হওয়ার জন্যই বিপ্লব আসিয়াছে। ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্কালে ফ্রান্সের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। চতুর্দ্দশ লুইর যুদ্ধবিগ্রহের জন্য জাতীয় ঋণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল; তদুপরি পঞ্চদশ লুইর অমিতব্যয়িতা ফ্রান্সের আর্থিক মানকে দেউলিয়ার পর্য্যায়ে উপনীত করাইল। পঞ্চদশ লুই এই অর্থনৈতিক দুরবস্থার প্রতিকার না করিয়া সজ্ঞানে অনুগ্রহপ্রার্থী সভাসদবর্গকে অকৃপণহস্তে ধনবিতরণ করিয়া জাতীয় ঋণের বোঝা পর্ব্বতপ্রমাণ বৃদ্ধি করিয়া গেলেন। বিদেশে ফ্রান্সের আর্থিক সুনাম একেবারে লুপ্ত হইল। কোষাগার অর্থশূন্য হইয়া পড়িল, অথচ নূতন

কর প্রবর্ত্তন করিয়া শূন্য অর্থভাণ্ডার পূর্ণ করিবার কোন উপায় ছিল না, কেননা, বিশেষ অধিকারভোগী সম্প্রদায় করপ্রদানে অনিচ্ছুক, আর মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত সম্প্রদায় নূতন করদানের সামর্থ্যের বাহিরে আসিয়া পৌছিয়াছিল। আসন্ন অর্থনৈতিক দেউলিয়ার হস্ত হইতে মুক্তিলাভের অন্যতম পন্থা ছিল রাষ্ট্রপরিচালন ব্যবস্থায় নূতন রীতি প্রবর্ত্তন করা, করনীতির আমূল সংস্কার করা বা বাণিজ্যশিল্পের জন্য শুল্কনীতির সংশোধন করা। ষোড়শ লুই-র মন্ত্রিদ্বয় টুর্গোট (Turgot) ও নেকার উপরোক্ত সংস্কারাবলীর প্রবর্ত্তন দ্বারা অর্থনৈতিক অধঃপতন হইতে ফ্রান্সকে রক্ষার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু বিশেষ সুবিধাভোগী অভিজাত সম্প্রদায়ের অনিচ্ছা ও প্রতিবন্ধকতায় ইহাদের শুভপ্রচেষ্টা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। এই আর্থিক দুর-বস্থার সময়ে আবার ফ্রান্স আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে অর্থ সাহায্য করিয়া স্বদেশের আর্থিক সর্ব্বনাশের পথ প্রশস্ততর করিল। ষোড়শ লুই আর্থিক দুর্গতি অবসানের জন্য কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে অক্ষম হইয়া অগত্যা উপায় নির্দ্ধারণের জন্য ফ্রান্সের প্রাচীন প্রতিনিধি সভা ষ্টেটস্ জেনারেলের অধিবেশন ১৭৬ বৎসর পরে আহ্বান করিলেন। ষ্টেটস জেনারেল আহ্বা-নের দ্বারাই প্রমাণিত হইল যে ফ্রান্সের স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা নিস্ফল হইয়াছে। ফ্রান্সের জনসাধারণের এই স্বীকৃতিই বিপ্লবের সূচনা করিল। সুতরাং অর্থনৈতিক কারণই যে বিপ্লব আরম্ভের মূলে ছিল তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই।

ফরাসী বিপ্লবের সহায়ক নেতাগণ

রুশো—Rousseau, ১৭১২-১৭৭৮

বাস্তব জগতে বিপ্লব আসিবার বহু পূর্ব্বেই ফ্রান্সের ভাবজগতে বিপ্লব আসিয়া গিয়াছিল এবং ফ্রান্সের এই মানসিক বিপ্লবের স্রষ্টাত্রয় মণ্টেস্ক

ভলতেয়ার ও রুশোর মধ্যে রুশো-র অবদানই সর্ব্বাধিক। এই ত্রয়ী তাহাদের লেখনী সাহায্যে ফ্রান্সের সমাজ, ধর্ম্ম ও রাষ্ট্রব্যবস্থার অসঙ্গতি সাধারণের দৃষ্টির সম্মুখে উপস্থাপিত করেন এবং উপরোক্ত প্রতিষ্ঠান সমূহের বিপ্লবী পরিবর্ত্তন যে অনিবার্য্য সেই সম্বন্ধে অনুকূল মনোভাবের সৃষ্টি করেন। প্রথমোক্ত দুইজন পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে একমত হইলেও লেখনী-সংযমের মধ্য দিয়া তাহাদের চিন্তাধারা প্রকাশ করেন। কিন্তু রুশো যুক্তিবাদ অপেক্ষা উগ্র উচ্ছ্বাস ও জ্বালাময়ী ভাষার মাধ্যমে জনগণের চিত্তকে প্রচলিত সর্ব্ববিধ ব্যবস্থার বিরুদ্ধবাদী করিতে সমধিক সাহায্য করেন।

রুশো-র রচনাবলীর মধ্যে Contract Social বিপ্লবী মনোভাব সঞ্চারে শুধু ফ্রান্স নহে সমগ্র ইউরোপকে সাহায্য করিয়াছে। এই পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয় এই—স্বাধীনতা মানুষের জন্ম-স্বত্ব, কিন্তু প্রচলিত সভ্যতার অঙ্গীভূত বিবিধ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অব্যবস্থা মানুষকে এই জন্ম-স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিয়া শৃঙ্খলিত করিয়া রাখিয়াছে। এই শৃঙ্খলমুক্তি হইতেই মানুষের স্বাধীনতা ও সুখ আসিবে। নরপতির অস্তিত্ব বা রাজক্ষমতা একটা সর্ত্তসাপেক্ষ। এই সর্ত্ত অনুসারে রাজা প্রজাহিতে আইনতঃ বাধ্য—প্রজারাও রাজার প্রজা-হিতের বিনিময়ে রাজ-আনুগত্যে স্বীকৃত হইয়াছে। প্রজার রক্ষণাবেক্ষণ ও সর্ব্ববিধ কল্যাণ সাধনে রাজা উদাসীন হইলে মৌলিক সর্ত্তানুযায়ী রাজক্ষমতা ও অধিকার স্বতঃসিদ্ধভাবে বাতিল হইবে। ফ্রান্সের তদানীন্তন দুরবস্থায় রাজা স্বীয় কর্ত্তব্যে উদাসীন থাকায় প্রজার আনুগত্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন।

রুশো-র এই সর্ত্তনীতির মধ্যে হয়তো যুক্তির ফাঁক থাকিতে পারে, কিন্তু তাঁহার আবেগময়ী ও উন্মাদনী ভাষার জন্য ফ্রান্সের মস্তিষ্কজীবি শ্রেণী এই নীতিকে কার্য্যে পরিণত করার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিল এবং যেহেতু ফ্রান্সে রাজা ও প্রজার স্বার্থের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান রহিয়াছে, তজ্জন্য অতঃপর তাহারা রাজানুগত্য অস্বীকার করিতে বদ্ধপরিকর হইল। নিপীড়িত

ও শোষিত জনগণের নিকট সমস্ত দুরবস্থার কারণ নির্দ্দেশ করিয়া তাহার প্রতিকারের ইঙ্গিত করা ও হতাশার স্থলে আশা আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপিত করা রুশো র প্রধান কীর্ত্তি। এই হিসাবে রুশো-কে অনাগত ফরাসী বিপ্লবের ভাবুক অগ্রদূত বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে।

রোবেসপীয়ার

রোবেসপীয়ার প্রথম জীবনে আইনজীবি ছিলেন। রুশো র চিন্তাধারাকে কার্য্যক্ষেত্রে রূপায়িত করার জন্য তিনি বিপ্লবের প্রথম পর্য্যায় হইতে অক্লান্ত চেষ্টা পরিশ্রম করিতে থাকেন এবং ক্রমশঃ দেশের এক অংশকে [illegible] মতবাদে বিশ্বাসী করিয়া জেকোবিন দলের নায়ক নির্ব্বাচিত হন। তিনি গিরণ্ডিন দলের যুদ্ধনীতিকে অপচ্ছন্দ করায় প্রথমদিকে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সক্ষম হন নাই। যুদ্ধ নীতির ফলে ফ্রান্সে সামরিক একনায়কত্বের আশঙ্কা আছে ; এই জন্যই রোবেসপীয়ার বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে ফ্রান্সের যুদ্ধ অপচ্ছন্দ করিয়া আসিয়াছেন। ১৭৯৩ খৃঃ-এ যখন ফ্রান্স বহিঃশত্রু ও আভ্যন্তরীণ প্রাদেশিক বিদ্রোহের দ্বারা বিপন্ন তখন এই সঙ্কট হইতে অবসানের জন্য জন-নিরাপত্তা কমিটি গঠিত হয় ও ড্যাণ্টনের স্থলে রোবেস-পীয়ার এই কমিটির নায়ক নির্ব্বাচিত হন। অতঃপর ১৭৯৪ খৃঃ-এর জুলাই মাস পর্য্যন্ত রোবেসপীয়ার ফ্রান্সের এক প্রকার ডিক্টেটার রূপে ক্ষমতা পরিচালনা করেন। রোবেসপীয়ারের প্রথম কর্ত্তব্য হইল দেশরক্ষার জন্য দেশ হইতে 'পঞ্চম বাহিনী'কে নির্দ্দয়ভাবে নির্ম্মূল করা। অক্লান্ত নিষ্ঠার সহিত রোবেসপীয়ার সন্ত্রাস-রাজত্বের সৃষ্টি করিয়া সমূলে দেশদ্রোহীদের উৎসাদন করেন এবং ১৭৯৩-র জুলাই হইতে ১৭৯৪-র জুলাই পর্য্যন্ত কেবল বিভীষিকার সাহায্যে ফ্রান্সে স্বীয় আধিপত্য বজায় রাখেন। ফ্রান্সের সর্ব্বত্র সরকারী গুপ্তচরগণ অনুসন্ধান করিয়া তথাকথিত দেশদ্রোহীদের বাহির করিল এবং বিচারের প্রহসনের পর তাহারা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইতে লাগিল।

কেবলমাত্র প্যারিসেই এই জন নিরাপত্তার নামে দুই সহস্রাধিক লোককে হত্যা করা হইয়াছিল। ক্ষমতালাভের জন্য রোবেসপীয়ার ফ্রান্সের অন্যতম বিপ্লবী নেতাদ্বয় হেবার্ট ও ড্যান্টনকে গিলোটিনে প্রেরণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তাহার লক্ষ্য ছিল ফ্রান্সে ন্যায়ধর্মী সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা এবং তিনি বিশ্বাস করিতেন 'বিভীষিকা' সৃষ্টি ব্যতীত এই সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব। 'বিভীষিকা'-র ফলে সুবিচার ত্বরান্বিত ও অমোঘভাবে কার্য্যকরী হয় বলিয়াই বিভীষিকাকে ন্যায়নীতির সন্তান বলা যাইতে পারে—ইহা রোবেসপীয়ারের উক্তি ছিল। তাহার প্রতিপক্ষ হেবার্টিষ্ট ও ড্যান্টনিষ্ট দলকে ক্ষমতা হইতে উৎসাদিত করিয়া বিভীষিকাকে অধিকতর নারকীয়তায় পরিণত করেন। দেশী ও বিদেশী শত্রুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতির জন্য 'সন্ত্রাস-রাজত্বের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু বিদেশী আক্রমণ প্রতিহত হওয়ার পরেও যখন রোবেসপীয়ার সন্ত্রাস রাজত্বের অবসান করিতে চাহিলেন না তখন তাহার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইল। ১৭৯৪ খৃঃ-এর জুলাই মাসে রোবেসপীয়ার প্রতিপক্ষদের বিচারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন।

রোবেসপীয়ার স্বয়ং 'পরম পুরুষ' এর (Supreme Being) উপাসনা নামে এক নূতন ধর্ম্মপদ্ধতির উদ্ভাবক ও প্রচারক হন। চরিত্রের দিক দিয়া বিবেচনা করিলে বিপ্লবী যুগের নায়কদের মধ্যে একমাত্র রোবেসপীয়ারই আদর্শ পুরুষ ছিলেন। নারীবিদ্বেষ, উৎকোচ ও লোভের প্রতি বিতৃষ্ণা তাহার চরিত্রকে মহনীয় করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু বাস্তব-বিমুখতা ও আদর্শবাদের প্রতি অতিরিক্ত আস্থা তাহার চরিত্রে ট্রাজেডির সৃষ্টি করিয়াছে। আত্মম্ভরিতা ও বিচারমূঢ় অন্ধবিশ্বাস তাহাকে বাস্তববিমুখী করায় তিনি পরিণামে সমকালীন উপযোগীতা হইতে দূরবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছিলেন। কেবলমাত্র তাহার দৃঢ়চিত্ততা ও সংযত চরিত্র তাহাকে জনসাধারণের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিতে সাহায্য করিয়াছিল।

ড্যাণ্টন (Danton)

ড্যাণ্টন ফরাসী বিপ্লবের প্রারম্ভিক যুগের অন্যতম উল্লেখযোগ্য নায়ক ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি ব্যারিষ্টার ছিলেন। ক্রমশঃ প্যারিস মিউনিসিপ্যালিটির অন্যতম কর্মকর্তারূপে অশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া জননায়করূপে পরিচিত হন এবং ১৭৯২ খৃঃ-এর ১০ই আগষ্টের প্যারিসের জনতা বিদ্রোহে প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়া গৌরব অর্জ্জন করেন। এই বিদ্রোহের ফলে প্যারিস মিউনিসিপ্যালিটির স্থলে যখন 'বিপ্লবী কমিউন' প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তিনি এই প্যারিস কমিউন-এর উগ্র সমর্থক হইলেন এবং সমগ্র ফ্রান্সে এই কমিউনের আধিপত্যের জন্য দাবি করিলেন। বিপ্লবের প্রাথমিক যুগে যখন ফ্রান্স প্রাশিয়া কর্তৃক আক্রমণের আশঙ্কাপন্ন তখন ড্যাণ্টন বিদেশী আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য উদ্যোগী হন এবং জনসাধারণের মনোবল রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। ড্যাণ্টনের আগ্রহাতিশয্যে আভ্যন্তরীণ এবং বাহিঃশত্রুর হস্ত হইতে দেশরক্ষার উপযুক্ত বন্দোবস্ত হয় এবং ফ্রান্স বিদেশী আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হয়। এদিকে ফ্রান্সকে অন্তঃশত্রুর হস্ত হইতে রক্ষার জন্য 'জননিরাপত্তা কমিটি' গঠিত হয় এবং ড্যাণ্টন ইহার অন্যতম উৎসাহী সভ্য নির্ব্বাচিত হন। সেই সময়ে দেশরক্ষার জন্য আভ্যন্তরীণ শত্রুর প্রতি নির্মম আচরণের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। ড্যাণ্টন দেশদ্রোহীদের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন এবং তাহার আগ্রহে নির্বিচারে অবাঞ্ছনীয় বলিয়া বিবেচিত বহু লোককে গিলোটিন-যন্ত্রে হত্যা করা হয় এবং দেশে সন্ত্রাস-রাজত্বের সৃষ্টি হয়। এই নারকীয় হত্যালীলা অচিরেই মাত্রাহীনতার পর্য্যায়ে আসিয়া পৌঁছিল, কিন্তু ড্যাণ্টন নির্ব্বিচার হত্যাকাণ্ড বন্ধ করিবার জন্য কোন আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু যখন সন্ত্রাস-রাজত্বের প্রয়োজন শেষ হইল অর্থাৎ ফ্রান্স সাময়িকভাবে আভ্যন্তরীণ ও বহিঃশত্রুর হস্ত হইতে নিরাপদ মনে করিল

তখন ড্যান্টন এই হত্যাকাণ্ডের বিরোধী হইয়া বন্ধ করিবার জন্য চেষ্টা করিলেন। তাহার এই সংযত পরামর্শে রোবেসপীয়ার পরিচালিত উগ্রপন্থীরা রুষ্ট হইল। প্রথমে ড্যান্টনকে দ্বিতীয় জন-নিরাপত্তা কমিটি হইতে বিতাড়িত করা হইল এবং পরিশেষে একদা তাহার সহকর্মী রোবেসপীয়ারের ষড়যন্ত্রে তাহাকে দেশদ্রোহী বলিয়া অভিযুক্ত ও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল (১৭৯৪)। ড্যান্টন যদিও সেপ্টেম্বর হত্যালীলার বা সন্ত্রাস রাজত্বের অন্যতম নায়ক ছিলেন, তথাপি এই কথা স্বীকার্য্য যে ফ্রান্সের তদানীন্তন ঘোর দুর্দ্দিনে ড্যান্টনের অক্লান্ত ও অকৃত্রিম কর্ম্মকৃতি ফ্রান্সকে আত্মরক্ষার কার্য্যে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল।

মীরাবো Mirabeau (ফরাসী বিপ্লব প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য)

পরিশিষ্ট—ক

বোনাপার্টি বংশ

কার্লো মেরিয়া বোনাপার্টি
= লেটিজিয়া র‍্যামোলিনেশে =

- জোসেফ, নেপলস-এর রাজা ১৮০৬—'৮, স্পেনের রাজা ১৮০৮—১৮১৪, মৃত্যু—১৮৪৪
- নেপোলিয়ন = (১) জোসেফাইন, পূর্ব্ব স্বামী আলেকজাণ্ডার; (২) মেরী লুইসা
  - দ্বিতীয় নেপোলিয়ন, রোমের রাজা, ১৮১১—'৩২
- লুসিয়েন
- এলিসি
- পলিন
- কেরোলিন মুরাট, নেপলস-এর রাজা ১৮০৮—'১৫
- জেরোম, ওয়েষ্টফেলিয়ার নরপতি, মৃত্যু ১৮৬০

(জোসেফাইন-এর সন্তান)
- ইউজেন
- হর্টেনসী — = লুই, হল্যাণ্ড রাজ ১৮০৬—'১০
  - লুই নেপোলিয়ন, পরে ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন ১৮৫২—১৮৭০

পরিশিষ্ট—(খ) ইউরোপের রাষ্ট্রসমূহ ও রাজন্যবর্গ, ১৬৪৮—১৮১৫

ফ্রান্স	ইংলণ্ড	অষ্ট্রিয়া	সুইডেন	রাশিয়া	হল্যাণ্ড	ব্রাণ্ডেনবার্গ	প্রাশিয়া
চতুর্দ্দশ লুই ১৬৪৩—১৭১৫ ব্যক্তিগত শাসন ১৬৬১ হইতে আরম্ভ	কমনওয়েলথ	লিওপোল্ড ১৬৫৮—১৭০৫	ক্রিষ্টিনা ১৬৩২ ১৬৫৪	পিটার ১৬৮২-১৭২৫	দ্বিতীয় উইলিয়ম ১৬৪৭ ১৬৫০	ফ্রেডারিক উইলিয়ম দি গ্রেট ইলেক্টর ১৬৪০-'৮৮	প্রথম ফ্রেডারিক উইলিয়ম ১৭১৩-'৪০
পঞ্চদশ লুই ১৭১৫—'৭৪	দ্বিতীয় চার্লস ১৬৬০—'৮৫	জোসেফ ১৭০৫—১৭১১	দশম চার্লস ১৬৫৪-১৬৬০	প্রথম ক্যাথারিণ ১৭২৫-'২৭	ডি উইট ১৬৫২-'৭২	প্রথম ফ্রেডারিক ১৬৮৮ ১৭১৩	দ্বিতীয় ফ্রেডারিক দি গ্রেট ১৭৪০ '৮৬
ষোড়শ লুই ১৭৭৪—'৯২ ১৭৯২ খৃঃএ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন	দ্বিতীয় জেমস্ ১৬৮৫—'৮৯	ষষ্ঠ চার্লস ১৭১১—১৭৪০	একাদশ চার্লস ১৬৬০-১৬৯৭	দ্বিতীয় পিটার ১৭২৭-৩০	উইলিয়ম ১৬৭২ ১৬৮৯ খৃঃ তৃতীয় উইলিয়ম নামে ইংলণ্ডের রাজা হন		দ্বিতীয় ফ্রেডারিক উইলিয়ম ১৭৮৬-১৭৯৭
অষ্টাদশ লুই ১৮১৪—'২৪	তৃতীয় উইলিয়ম ১৬৮৯—১৭০২	মেরিয়া থেরেসা ১৭৪০—১৭৮০	দ্বাদশ চার্লস ১৬৯৭ ১৭১৪	এ্যান ১৭৩০-৪০			তৃতীয় ফ্রেডারিক উইলিয়ম ১৭৯৭-১৮৪০
	রাজ্ঞী এ্যান ১৭০২—'১৪	দ্বিতীয় জোসেফ ১৭৮০—১৭৯০ পিতা ফ্রান্সিস মৃত্যুর পর ১৭৬৫ খৃঃ সম্রাট হন		এলিজাবেথ ১৭৪১-৬২			
	প্রথম জর্জ ১৭১৪—'২৭	দ্বিতীয় লিওপোল্ড ১৭৯০—১৭৯২		তৃতীয় পিটার ১৭৬২			
	দ্বিতীয় জর্জ ১৭২৭—'৬০	দ্বিতীয় ফ্রান্সিস ১৭৯২-১৮৩৫		ক্যাথারিণ ১৭৬২-'৯৬			
	তৃতীয় জর্জ ১৭৬০—১৮২০			পল ১৭৯৬-১৮০১			
				প্রথম আলেকজাণ্ডার ১৮০১-'২৫			

২৪

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নাবলী

1940

1. Discuss the main features of the foreign policy of Louis XIV. পৃঃ ৭১—৭৩

2. Describe the 'Ascendancy of France' in the 'Age of Louis XIV' in its (a) Political, (b) Economic aspects.

পৃঃ ৬৪—৬৭, ৬৭—৭১

3. Account for the failure of Sweden to establish an empire in Europe. ১২২—২৩

4. 'Joseph II was the statesman par excellence of the age of reason' (Riker). Explain fully. Account for his failure to arrest the decline of the Hapsburgs. পৃঃ ১৮৯—৯২

5. Narrate briefly the story of the Partitions of Poland.

পৃঃ ১৭৬—৮১

6. Discuss briefly the causes of the American Revolution. What led to its success ?

7. 'It was in France that the "old regime" was first to go to pieces' (Riker). Explain why ? পৃঃ ২২৫—২৬

8. Write notes on :—(a) Danton ; (b) Robespiere ; (c) the Jacobin club ; (d) the Directory. পরিশিষ্ট ও

9. Describe Napoleon's 'Continental System'. Why did he fail ?

10. How do you account for France's ready acceptance of Imperial monarchy under Napoleon so soon after the Revolution ? ২০৫,

11. Why are the territorial adjustments at the Congress of Vienna (1815) criticized severely? ৩৪৫—৪৯

12. Write notes on any *four* of the following :—

(a) Colbert ; (b) the battle of Waterloo ; (c) the Revocation of the Edict of Nantes ; (d) the Treaty of Kutchuk Kaniardji ; (e) Maria Theresa ; (f) the duke of Marlborough.

1941

1. Briefly describe the main features of the foreign policy of Louis XIV. ৭১—৭৩

2. Critically examine the statesmanship of Frederick the the Great of Prussia. ১৬৪—১৬৬

3. "The fundamental policy of Peter the Great was to make Russia, a European power." (Riker). What steps did he adopt to achieve this object? ১৩৫—৩৭

4. What led to the Partitions of Poland? What were the results of the Partitions? ১৭৬—৮১

5. Discuss the chief causes of the decline of the Spanish power during your period.

6. "The fundamental cause of the American Revolution was the rise of nationality." (Riker). Explain. What were the effects of the American Revolution on European politics?

7. Write notes on any *four* of the following :—

(a) "The Spirit of Laws." পৃঃ ২৩৫

(b) "The Encyclopaedists" ২৩৭

(c) Rousseau ৩৫২—৫৪

(d) The Civil Constitution of the Clergy ২৬১—৬২

(e) Mirabeau ২৫৮—৫৯

(f) The Girondins.

8. Describe Napoleon as (i) a reformer, (ii) an imperialist.
২৯৬ ও ৩০৩

9 Discuss briefly the results of the French Revolution.
২১৭ ১৯

10. How would you describe the empire of Napoleon at the height of his power? ৩১১ ও ৩১৮-১৯

11. Why are the territorial adjustments at the Congress of Vienna (1815) criticised so serverely? ৩৪৫-৪৯

12. What is the importance in history of :—

(a) The Continental System of Napoleon. ২২০ ২১২

(b) Louis XIV's Chamber of Reunions. ৭৭-৭৯

(c) The Treaty of Utrecht. ৮৯-৯৩

(d) The failure of Sweden to establish an empire. ১২২-১২৩

1942

1. Critically examine the abilities and faults of Louis XIV as a monarch ৯৮-১০০

2. State clearly the objects of Cromwell's foreign policy. What were his demands from (i) Spain, (ii) France? To what extent was England successful in these demands?
৪৫-৪৬

3. Briefly describe the chief events of the reigns of (1) Christina, (2) Charles X, (3) Charles XI of Sweden. Why did Sweden fail to establish an empire in Europe?
১০৯-১১৪, ১২২-১২৩

4. "England emerged from the Seven Year's War everywhere triumphant" (Guedalla). Discuss fully. ১৬০-১৬১

5. What do you understand by the Eastern Question during your period ? "The Central problem of the Eastern Questions was the expansion of Russia" (Guedalla). Examine this statement. ১০১-১০৭, ১৭০-১৭৩

6. Give an account of :—(i) the home policy, (ii) The foreign policy of Joseph II. How far was he successful ?
১৮৬ ৮৮, ১৯০-৯২

7. Briefly describe the causes of the French Revolution. How far is it true to say that the French Revolution derived its force partly from England and partly from America ?
২৪১-৪৩, ২৩৮

8. Write notes on :—

(a) Mirabeau, (b) Robespierre, (c) The peace of Campo Formio, d) the peace of Tilsit. ২৫৮-৫৯, ৩৫৪, ৩১১,

9. Discuss fully the statement that "the establishment of the French Empire was an event of European importance, it was the last phase of the Revolution." (Guedalla)
৩০১-৩০৪, ৩১৭-১৮

10. Assess the importance of the Peninsular War on the fortunes of Napoleon's empire. ৩২৮-২৯

11. Describe fully the importance in history of :—

(a) the reforms of Colbert ; (b) the treaty of Nystadt ; (c) the defeat of the Turks in the second siege of Vienna ; (d) the battle of the Nile.

12. 'The Crusade against Napoleon had not been undertaken without hope of reward, and it was one of the objects of the monarchies to distribute Europe in a manner favourable to themselves' (Guedalla). Explain fully.

1943

1. Briefly describe the commercial policy of Colbert. What were the defects of his policy? ৬৮ ৭০

2. What do you understand by the "Reunion policy" of Louis XIV? "The pretext of the policy was the vagueness of the terms of the treaties of Westphalia, Aix-la-chapelle and Nimegen". Explain. ৭৭ ৭৯

3. The terms of the peace of Utrecht (with the supplementary settlements) introduces a new epoch in the history of diplomacy" (Sacret) Discuss fully. ৯০ ৯৪

4. Give an account of the struggle between Peter the great of Russia and Charles XII of Sweden. What were the consequences of the struggle? ১১৫ ২১

5. "The situation which produces the Seven Years' War was composed of the three rivalries" (Guedalla). Explain fully. How far did the Seven Years' War solve these rivalries? ১৫৭ ৬১

6. Briefly describe the home and the foreign policy of Catharine the Great of Russia. ১৬৭ ৬৯

7. Narrate briefly the story of the First Partition of Poland. ১৬৯, ১৭০-৭১

8. Fully discuss the importance of the reign of Frederick the Great of Prussia in European history. ১৬৪ ১৬৬

9. Write notes on :—

(a) the Treaty of Kutchuk Kainardji 1774; (b) Mirabeau; (c) Turgot; (d) the Girondins.

10. "The Republic in France in 1792 was the result of two factors—the Prussian invasion and Parisian Jacobinism." Explain fully. ২৬৯

11. How far is it true to say that the Empire of Napoleon was not an interruption but an extension of the Revolution? ১০১-১০৪, ২১৭ ১৮

12. Briefly discuss the causes of the downfall of Napoleon.

1944

1. "Louis XIV was determined to be his own first minister" (SACREY). Briefly describe the steps taken by Louis XIV towards achieving this end. ৬৪-৭৭

2. Discuss the objects of Cromwell's foreign policy. To what extent was he successful? ৫৫-৫৬

3. "Frederick William was the real founder of the modern Prussian State which under Frederick the Great was to wrest the hegemony of Germany from Austria.' (SACREY). Discuss fully. ১৪৭ ৪৯, ১৬৬

4. What were the consequences of any two of the following on Europe:—

(a) The Turkish rout before Vienna, 1683; ১০৫ (b) The Revocation of the Edict of Nantes, 1685; ৯৫ (c) The Revolution in England, 1688? ৫২ ৫৪

5. What were the main objects of (a) the home policy, (b) the foreign policy of Peter the Great? How far did Catharine the Great pursue the policy indicated by Peter the Great? ১২৮ ৩২, ১৬৮-৭১

6. Discuss the causes of the Seven Years' War. How far is it true to say that England emerged from the Seven Years' War everywhere Victorious? ১৫৭ ৬১

7. Why did the Revolution break out in France and not in any other country in Europe ? Discuss how far the excess of the French Revolution were due to the attitude of the rest of Europe. ২২৫ ২৬

8. "The establishment of the French empire.........was the last phase of the Revolution.........The Empire was not an interruption but an extension of the Revolution" (Guedella). Explain fully. ৩০১-৩০৪, ৩১৭ ১৮

9. Give a brief account of Napoleon's reconstruction of Europe. ৩১০-৩১৬

10. Describe briefly the main provisions of the Peace of Vienna, 1815. ৩৪২-৪৫

11. Write notes on any *four* of the following : –

(a) Maria Theresa and the Silesian War, (b) Turgot's financial reforms, (c) The motives of the Europeon powers causing the first Partition of Poland, (d) The Industrial Revolution in England, (e) The causes of Napoleon's, downfall, (f) The foreign policy of Pitt.

1945

1. What was the contribution of Mazarin to the greatness of France ? ২৯-৩১

2. "The state, I am the state". Does the phrase accurately represent Louis XIV's idea of monarchy and the policy underlying his Government ? ৬৪-৬৭

3. What were the sources of dispute that led England and Holland into war in the latter half of the seventeenth century ? What was the out-come of the struggle ? ৩৯-৪২, ২০৫-২০৬

4. Review the career of John Sobieski of Poland. ১০৪

5. "The English Revolution of 1688 was an important event in European history as it was in the history of England". Explain. ৫২-৫৪

6. Indicate briefly the successive stages in the attainment by England of supremacy above all her rivals in naval and commercial power in your period.

7. "The central problem of the Eastern question was the expansion of Russia". Critically examine this statement.

১২৫-২৬, ১৩১-৩২

8. Did Frederick the Great succeed in making Prussia of decisive weight in European Politics and effecting "a blend of absolutism and enlightenment ?" ১৬৪-৬৬

9. How did the French Revolution affect the Government and society of France towards the close of the eighteenth Century ?

10. To what extent did the policy of Napoleon coincide with the purpose of the French Revolution ? ৩০১-৩০৪,৩১৭-১৮

11. Explain the cause of the breakdown of the Franco-Russian alliance and the fall of the empire of Napoleon .

৩৩০-৩১

12 Write notes on any *three* of the following :—

(a) The balance of power, (b) The foreign policy of Kaunitz, 187-88 (c) the political ideas of George III, (d) The Girondins. (e) the Berlin and Milan decrees, (f) the Napoleonic system in Italy, (g) Nelson.

1946

1. How far is it true to say that the peace of Westphalia marks the formation of the modern European state System ?

২১-২২

2. Give an account of the reforms of Colbert. What were their effects on France? ৬৭-৭১

3. Describe briefly the main stages in the rivalry between France and Germany for the possession of the Rhine during the seventeenth and eighteenth centuries.

4. What were the main features of (a) the home and (b) the foreign policy of Peter the Great of Russia? What were the effects of his struggle with Charles XII of Sweden? ১২৮-৩৫

5. "The peace of Utrecht redressed the balance of European power." (Guedalla) Discussfully. ৯০-৯৩

6: Why is the Emperor Joseph II regarded as the best of benevolent despots during your period? How far were his reforms successful? ১৮৬-৮৭, ১৮৯-৯০

7. What led to the Partitions of Poland? What were the consequences of these Partitions? ১৭৬-৮১

8. What part did (a) Mirabeau and (b) Robespierre play in the drama of the French Revolution? ২৫৮-৫৯ ও পরিশিষ্ট

9. "Napoleon's empire was not an interruption but an extentsion of the Revolution." (Geudalla) Critically examine this statement. ৩০১-৩০৪, ৩১৭-১৮

10. "Two nations did most to overthrow Napoleon—England and Russia." Discuss.

11. What were the problems that the Congress of Vienna (1815) was called upon to solve? How far were they solved? ৩৪২-৩৪৫

12. Write notes on any *four* of the following :—

(a) The revocation of the Edict of Nantes, 1685. ৯৫-৯৭

(b) The siege of Vienna, 1683. ১০৪-১০৫

(c) Maria Theresa. ১৮৪-৮৫
(d) Alberoni. ২০০-২০১
(e) Necker. ২৪০, ২৫২
(f) The Constitution of 1793 in France.
(g) The Continental system of Napoleon. ৩২০-২২

1947

1. Briefly review the provisions of the Peace of Westphalia, 1648, and show how far this peace marked (a) the triumph of Protestanism, (b) The beginning of the modern European State system. ২০-২২

2. What do you know about the reforms of Colbert? Were they successful? If not, why not? ৬৭-৭১

3. Briefly describe the struggle between Louis XIV and the House of Orange. Account for the causes of his failure to dominate Western Europe. ৭৪-৭৭

4. Briefly discuss the steps taken by Peter the Great for converting Russia into western country. ১২৮-৩১

5. Charles XII of Sweden is often described as a Don Quixote. Why? Account for his failure in his struggle with Russia. ১১৫, ১৩১-২২

6. Describe briefly the main stages in the evolution of the kingdom of Prussia from the Mark of Brandenburg. ১৪৩...

7. Analyse the main provisions of the Treaty of Utrecht. Show how it laid the foundations for the world power of Britain. ৮৯-৯৪

8. What do you know about ohe Diplomatic Revolution of, of 1757? How did it affect the destinies of (a) France (b) Empire of the Hapsburgs? ১৫৫-৫৭

9. Assess the contributions of (a) Mirabeau, and (b) Rousseau, to the cause of the Revolution in France. ২৫৮, ২৩৬

✓10. Napoleon described himself as "the Revolution"; others have called him "the son of the Revolution" Discuss fully. ৩০১-৩০৪, ৩১৭-১৮

11. To what extent was Great Britain responsible for downfall of Napoleon ?

12. How far did the Congress of Vienna, 1815, ignore the claims of nationality in Europe ? ৩৪৫-৪৯

13. Write notes on any *four* of the following :—

(a) The Revocation of the Edicts of Nantes, (b) the Duke of Marlborough, (c) the Treaty of Kutchuk Kainardji, (d) the Confederation of the Rhine, (e) the Reign of Terror in revolutionary France, (f) Nelson.

1948

1. Briefly describe the fundamentals of the foreign policy of Louis XIV. ৭১-৭৩

2. Narrate the story of Frederick the Great's achievements in the forward march of *Prussia. Do you think that Frederick the Great's statesmanship is free from Criticism ?* ১৬৩-৬৬

3. How far is it true to say that the policy of Emperor Joseph II was radical ? Do you agree with the view that Emperor Joseph II was the statesman *par excellence* of the age of reason in Europe ? ১৮৬-৯২

4. Give an account of the reforms of Peter The Great of Russia. ১২৮-৩১

5. Briefly describe the story of the first Partition of Poland. What were the consequences of the Partition ?

১৭৭-৭৯

6. Analyse the causes of the decline of the Spanish Empire during your period.

7. Why do you understand by Mercantalism ? What were its main features ? ২০৩-২০৫

8. What were the causes of the American Revolution ? What were its effects upon Europe ? ১১৬-১৮

9. Give an account of the social and economic conditions in Europe, in general, on the eve of the French Revolution.

২১৯-২২

10, Was Louis XVI wise in summoning the 'States General' ? To what causes do you attribute the Execution of Louis XVI ?

11. Say, what you know of the Reign of Terror in France. Would it be right to describe its character and organisation as "a dictatorship of distress"?

12. "It was the misfortune of France that Napoleon, the Great statesman, was first of all a soldier." Discuss fully.

13. It is often said that 'at Tilsit, Napoleon reached the height of his power' Critically examine the statement.

৩১১... , ৩১৮

14. What parts did (a) Talleyrand, (b) Metternich, play at the Congress of Vienna (1815) ? ৩৪২-৩৪৫

15. Write notes on any *four* of the following :—

(a) Maria Theresa, (b) *Rousseau's Contract Social* ২৩৬ (c) the Second siege of Vienna, (d) Robsepierre, (e) the battle of Blenheim, (f) the causes of the collapse of the naval supremacy of the Netherlands, (g) the peace of Carlowitz, (h) the Jesuits.

1949

1. Give a brief account of the Reforms of Colbert. ৬৭-৭১

2. What led to the war between Great Britain and Louis XIV ?

3. Sketch the career of Charles XII of Sweden. Account for his failure. ১১৫-২৪

4. Give an account of the reforms of Peter the Great of Russia. ১২৮-৩১

5. Say what you know of the reign of Frederick the Great of Prussia. ১৪৮-৪৯, ২৬৪-৬৬

6. Analyse carefully the provisions of the Treaty of Utrecht, 1713. To what extent was Great Britain a gainer by the treaty ? ৮৯-৯৩

7. What do you know about the Diplomatic Revolution of Kaunitz ? Was France wise in accepting the friendship of Austria ? ১৫৩-৫৭

8. What are the implications of the statement that "Great Britain emerged from the Seven Years' War Victorious" ? ১৫৮-৬১

9. How far was the Revolution in France, in 1789, precipitated by economic factors ? ২৩৮-৪১

10. How do you describe the achievements of the Directory in France ? ২৮৭-২৯২

11. Napoleon once described himself as "the Revolution" and at another time, he claimed to have destroyed the Revolution in France Critically examine the statements. ৩০১-৩০৪, ৩১৭-১৮

12. Would you describe the Duke of Wellington as the "World-Victor's victor" ? How far was the naval power of Great Britain responsible for the downfall of Napoleon ?

13. Examine briefly the territorial adjustments in Europe made by the Congress of Vienna, 1815. What fundamental principles underlay these achievements ? ৩৪২-৪৫

15. Write notes on any *four* of the following :— ১৭১

(a) The Treaty of Kutchuk Kanitsadji, (b) the annexation of Silesia by Prussia, (c) Voltaire, (d) Napoleon's Continental System, (e) Alberoni. ২০০-২০১

1950

1. Give an account of the part played by the Dutch in the struggle against Louis XIV.

2 Indicate the main stages in the growth of Prussia till the end of the War of Austrian Succession. ১৪৩-৫৪

3. Attempt an estimate of the services rendered by Peter the Great of Russia. ১৩৫-৩৭

4. What do you know of the revival of the Turkish power under the Kiuprilis ? ১০১-১০৭

5. What were the results of the Seven Years' War ?

১৬০-৬১

6. Explain the circumstances that led to the First Partition of Poland What were its consequences ? ১৭৬-৭৯

7. Give some account of the reforms of Joseph II. Why did he fail ? ১৮৬-৯০

8. "The French Revolution was precipitated by the economic factor, and the train which had been laid by philosophy was fired by finance." Discuss. ২৩৪-৩৭, ২৩৮-৪১

9. Write an account of Robespierre and the Reign of Terror.

৩৫৪-৫৫

10. Give an estimate of Napoleon as a reformer. ২৯৯-৩০১

11. Explain the causes of the Peninsular War. How did this war react on the fortunes of Napoleon ? ৩২৪-২৫, ৩২৮-২৯

12. Write notes on any four of the following :—

The Fronde, Louvois, Kara Mustafa, the Pragmatic Sanction, Kaunitz, Mirabeau, the Treaty of Tilsit.

২৭-২৮, ৫৯, ১০৪-১০৫, ১৪৯, ১৫৫, ১৫৮ ৫৯, ৩১১-১৩।

1951

1. Give, in outline, an account of the organisation of the French government under Louis XIV. পৃ: ৬৪-৬৭

2. Review the reforms of Colbert. In which respects were they injurious to the interests of France ? পৃ: ৬৭ ৭১

3. Discuss the problems that were created by the aggressive foreign policy of Louis XIV. To what extent were they solved by the Treaty of Utrecht ? পৃ: ৭১-৭৩ ও পৃ: ৯১ ৯২

4. Trace the story of the decline and fall of the Swedish empire. ১২২-২৩

5. Explain briefly the causes of the Seven Years' War. To what reasons would you attribute the defeat of France in the colonial struggle with England ? ১৫৭, ১৬০-৬১

6. Give an account of the expansion of Russia from the treaty of Constantinople (1739) to the treaty of Kutchuk Kainardji (1774). ১৬৯-৭৩

7. Give a picture of the social and economic condition in France on the eve of the Revolution. ২২৪, ২২৭-৪৩

8. Narrate briefly the achievements of Revolutionary France from 1789 to 1793. ২৪৪-৪৮

9. Assess, in relation to Napoleon's career, the importance of the following :—

The battle of Trafalgar, the treaty of Tilsit, the Russian campaign, the battle of Leipzig.

10. Write notes on *any four* of the following :—

(*a*) Peace of the Pyrenees, ২৪-২৫ (*b*) the battle of Blenheim, ৮৮ (*c*) Alberoni, ২০০-২০১ (*d*) the peace of Aix-la-Chapelle, ১৫২-৫৩ (*e*) the liberum veto, ১৭৭ (*f*) Contrat Social, ২৩৯, ৩৫১ (*g*) Lafayette.